

প্রকাশক :

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

০৮ বিধান সরণী, কলি-৭০০ ০০৬ ।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭

মুদ্রক :

সুরেশ দত্ত

মডার্ন প্রিন্টার্স ;

১২ উল্টাডাক্স মেন রোড,

কলিকাতা-৭০০ ০৬৭ ।

মাতামহ ও মাতামহী  
স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র ও সরোজিনী চক্রবর্তীর  
স্মৃতির উদ্দেশে—



## প্রাক-কথন

কাব্য-প্রকাশের সংস্করণের ক্ষেত্রে প্রথম প্রেরণা প্রদানের অধ্যাপক ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। হৃদয় ইংরিজিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাগগুলিতে তিনি বহন সাহিত্যতত্ত্বের বক্তৃতা দিতেন, তখন আমি ছিলাম মুখ প্রোতা। প্রোতা এবং প্রোতা নন্দনতত্ত্বের নীতিগুলির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়কে কতখানি আকর্ষণীয় করে তুলেছেন—বোঝা যেত, ক্লাগ শেষ হওয়ার মুহূর্ত-গুলিতে। একটি ক্লাগ মনে হত, একটি নিটোল ‘রসামুড়তি’।

তখন থেকেই কাব্যপ্রকাশের প্রতি আকর্ষণ। এর পর ‘আট বছর আগের একদিনে’ কাব্যপ্রকাশের সংস্করণের প্রথম সূচনা। মাঝে মাঝে একাগ্রতার অভাবে কাজ বন্ধ।

কাব্য-প্রকাশের প্রকাশ-মুহূর্তে ডঃ মুখোপাধ্যায়কে সজ্ঞ প্রণাম জানাই। আমি তাঁর কাছে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। প্রণাম জানাই অধ্যাপক স্বর্গত ডঃ প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, অধ্যাপক সদাশিব চক্রবর্তী, অধ্যাপক ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুধীর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক জটাধারী মালাকার-কে। এঁরা সকলেই উৎসাহ দিয়েছেন নানাভাবে।

উৎসাহ দিয়েছেন অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক সুরেন দেব ও অধ্যাপক অলকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়া চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, বন্ধু-অধ্যাপক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকর্মী অধ্যাপক বিপদভঞ্জন পাল, অন্তরঙ্গ ভট্টাচার্য, দেবিন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ গুপ্ত এবং সিরাজুল ইসলামের কাছে। এঁরা সকলেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন প্রতিমুহূর্তে।

প্রদেয় পিতৃদেবের কাছে কৃতজ্ঞতা-স্বীকার বাহ্যমাত্র। তাঁর কাছেই আমার সংস্কৃত-শিক্ষা শুরু। এই সুযোগে তাঁকেও প্রণাম জানাই।

পরিশেষে, বলিষ্ঠ ও সাহসী প্রকাশক শ্রীযুত শ্রীমান ভট্টাচার্য এবং নির্দ্বন্দ্ব ও বুদ্ধিশীল মুদ্রণ-ব্যবসায়ী শ্রীযুত সুরেশ দত্তকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ। এঁদের অসীম সহযোগিতা ছাড়া কাব্যপ্রকাশের প্রকাশ হয়তো সম্ভব হতো না।



## প্রকল্প-নীতি

১. বথাসম্ভব আধুনিক বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। যেখানে বাংলা-শব্দ বসানো সম্ভব হয় নি, সেখানে 'তৎসম' শব্দ বসাতে বাধ্য হয়েছি।
২. অনুবাদ আমার সামর্থ্যমত মূল-অনুসারী করার চেষ্টা করেছি। বাংলা এবং সংস্কৃতের বাক্য-গঠন-ভঙ্গী পৃথক্ বলে অনেক সময়েই কিছু নতুন শব্দ আমদানি করে অনুবাদের বাক্য সমাপ্ত করতে হয়েছে। আমদানি করা শব্দগুলিকে তৃতীয় বন্ধনীর '[ ]' মধ্যে রাখা হয়েছে। সমার্থক শব্দগুলিকে রাখা হয়েছে প্রথম বন্ধনীতে '( )'।
৩. মূলে উদ্ভূত শব্দগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
৪. মূলে বথাসম্ভব বাক্যটি-ব্যবহার এবং অনুচ্ছেদ-বিভাগ করা হয়েছে।

## ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে আচার্য মন্মটকৃত ‘কাব্যপ্রকাশ’ একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া আছে। ধ্বনিপ্রস্থানের প্রবর্তনিতা আচার্য আনন্দবর্ধন অনির্দিষ্ট কাব্য-সমালোচনার নীতিগুলি মুখ্যতঃ মানিয়া লইলেও মন্মটাচার্য তাঁহার ‘কাব্যপ্রকাশে’ নূতন চিন্তাধারার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন এবং পরস্পরবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য ভামহের ‘শব্দার্থো’ সহিতো কাব্যম্—এই সংজ্ঞার নৃত্ত অবলম্বন করিয়া মন্মটাচার্য শব্দার্থের সাহিত্যকে কাব্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং কাব্যের বৈশিষ্ট্যাদায়ক ধর্মরূপে গুণ, অলংকার ও দোষের অভাবকে মানিয়া লইয়াছেন। মন্মটের মতে গুণ, অলংকার ও দোষ কাব্যের বহিঃকর্মের ধর্ম নয় : ইহার কাব্যাত্মকত্ব রসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। কাব্যের মুখ্য লক্ষ্য রস ; শব্দ, বাচ্যার্থ, ছন্দ, অলংকার—ইহার রস-পরিবেশনের উপায়মাত্র। মন্মটাচার্য পরিদৃশ্যমান বহির্জগৎ হইতে কবিবাণী নির্মিত জগতের পার্থক্য নির্দেশ করিতে গিয়া কাব্য-কলার গভীর রহস্যটিকে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন এবং বৈদিকবাক্য ও ইতিহাসের বাক্য হইতে কাব্যবাক্যের ভেদবৈশিষ্ট্যটিকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ‘কাব্য-প্রকাশে’ প্রথম উল্লাসের ‘তদদোষো শব্দার্থো সগুণাবনলংকৃতা পুনঃ কাপি— এই সংজ্ঞাটিই সামগ্রিক আলোচনার সৌধের ভিত্তিভূমি। শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্য, শব্দের অর্থপ্রকাশনসামর্থ্যের বিচিত্র রূপ, রসচর্চণার প্রকারভেদ, ব্যঞ্জনার সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য, দোষের আত্মপ্রকাশের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, গুণ ও অলংকারের রসপরিবেশনে কার্যকারিতা—ইহাদের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার দ্বারা মন্মটাচার্য পাঠকের সঙ্গ্রহসং বিশ্বয় উল্লিখিত করিয়াছেন। ভ্রামরদর্শন, বেদান্তদর্শন, মীমাংসাদর্শন, ব্যাকরণপ্রস্থান এবং বৌদ্ধপ্রস্থানের সিদ্ধান্তের অবতারণা এবং সাহিত্য-মীমাংসার নৃত্তগুলির সহিত উহাদের তুলনামূলক আলোচনা মন্মটাচার্যের গ্রন্থটিকে দূরত্ব করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্বোধাত্মক অবজ্ঞাত্মক পরিণতি ইহার উপরে রচিত টীকার বাহ্যিক। ‘কাব্যপ্রকাশস্ত কৃতা গৃহে গৃহে টীকা তথাপ্যেব তথৈব দুর্গমঃ’, অর্থাৎ গৃহে গৃহে কাব্যপ্রকাশের টীকা গ্রন্থিত হইয়াছে, তথাপি পূর্বের ভ্রামরই উহা সাধারণ পাঠকের নিকট আশাসনগম্য হইয়া আছে,—এই প্রবাদবাক্যে গ্রন্থটির যে মূল্যায়ন করা হইয়াছে তাহার স্বার্থতাকে মানিয়া লইতেই হয়।

সাহিত্য-মীমাংসার কর্তৃক নীতিগুলিকে তাঁহার নিকট প্রতিষ্ঠাত করিয়া  
 দিয়াছে। উহাদের সরস উপস্থাপনা এই সংস্করণটিকে বিশেষ মৰ্য্যাদার  
 অতিবিক্ত করিয়াছে। আমি সমালোচনা-সাহিত্যের সুসজ্জিত মণ্ডলে এই  
 সংস্করণটিকে স্থান দানাই এবং ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

## গ্রন্থপরিচয়

### ক. বিষয়বস্তু

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সাহিত্যতত্ত্ব। গ্রন্থ-কর্তার নাম মন্মট। গ্রন্থের অধ্যায়সংখ্যা দশ। অধ্যায়গুলির নাম উল্লাস। প্রথম ৫টি উল্লাসের বিষয়বস্তু সৃষ্টিপত্রে বিস্তৃত বলা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম অবধি বিষয়গুলি এরকম :

৬ষ্ঠ—চিত্রকাব্য এবং তার দুটি ভেদ।

৭ম—দোষের লক্ষণ, শব্দ অর্থ এবং বাক্য-দোষ, দোষের গুণতা, রস-দোষ।

৮ম—গুণ ও অলংকারের লক্ষণ, গুণ-সংখ্যা ( ৩, ১০ নয় ), বর্ণ-সংখ্যটার গুণের উদ্ভব।

৯ম—শব্দালংকার (৬), রীতি (৩)।

১০ম—অর্থালংকার (৬২)।

এক কথায়, নাট্যতত্ত্ব ছাড়া অলংকারশাস্ত্রের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন মন্মট।

### খ. নামকরণ

অধ্যায়গুলির নাম উল্লাস। উল্লাসের অর্থ হল বিচ্ছুরণ, চমক অথবা চমকানি। ‘উৎ—লস্’ ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া, দীপ্ত হওয়া। দশটি উল্লাস বলতে বোঝা যায় দশবার বিচ্ছুরণ। এই বিচ্ছুরণ হল কাব্য-চন্দ্রের আলোর। কাব্য এবং চন্দ্র—দুয়ে অভেদ-কল্পনা ( রূপক ) করে চন্দ্র-অংশটুকু লুপ্ত করা হয়েছে। আলোর প্রতিশব্দ ‘প্রকাশ’।

কাব্যমেব চন্দ্রঃ, তন্তু প্রকাশঃ কাব্যপ্রকাশঃ। তন্তু উল্লাসঃ।

অর্থাৎ প্রথম উল্লাস মানে হল কাব্য-রূপ চাঁদের আলোর প্রথম বিচ্ছুরণ। আলোর বিচ্ছুরণ ( প্রকাশন্ত উল্লাসঃ ) যেমন প্রকট করে তোলে চাঁদকে, তেমনি গ্রন্থের এক একটি অধ্যায় ( উল্লাস ) স্বরূপ-উদ্ঘাটন করে কাব্যের ( সাহিত্যের )।

নামকরণের ক্ষেত্রেও ধনঞ্জালোকের অনুসরণ স্পষ্ট। কেননা, কাব্য-প্রকাশের প্রতিশব্দ হল কাব্যালোক। আর ‘ধনঞ্জালোক’কে কেউ কেউ বলেন কাব্যালোক।

### মন্মটের ব্যক্তিপরিচয়

মন্মটের জন্ম কাশ্মীরের আনন্দপুরে\*। খৃঃ একাদশ শতকের প্রথম-অর্ধে। বাবার নাম কৈয়ট। ছোট দুই ভাই-এর নাম—কৈয়ট এবং উবট। মন্মটের শিক্ষাদীক্ষা বারানসীতে। কাব্যপ্রকাশ এখানে বসেই লেখা। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ‘রাজানক’ উপাধি পান। ‘রাজানক’ শব্দের অর্থ প্রায় রাজার মত ( সার্বভৌম )।

ছোট ভাইয়েরা তাঁর কাছেই পড়াশুনো করেন। কৈয়ট বিশেষজ্ঞ ব্যাকরণে, উবট বেদে। কৈয়ট মহাভাষ্যের টীকা লিখেছেন। নাম প্রদীপ। উবট লিখেছেন গুরুমহর্ষেদের ভাষ্য। উবট ভোজের রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাল্যকালেই অবস্থা অথবা উজ্জ্বলীনেতে।

মন্মট যে কাশ্মীরী, তার স্বপক্ষে যুক্তি তিনটি। (১) অল্পট, উদ্ভট, উবট, কৈয়ট, কৈয়ট, ভল্লট, কদ্রট, লোলট—প্রভৃতির মত মন্মট কাশ্মীরী নাম। (২) মন্মট বলেছেন : চিঞ্জ শব্দটি অঙ্গীল। আসলে চিঞ্জ শব্দটি কাশ্মীরী ভাষাতেই অঙ্গীল। অতএব অনুমান করা চলে—মন্মটের মাতৃভাষা কাশ্মীরী, মন্মট কাশ্মীরের অধিবাসী। (৩) ‘রাজানক’ একটি কাশ্মীরী উপাধি। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে এটি আজও প্রচলিত।

### মন্মটের অন্যান্য গ্রন্থ

মন্মটের লেখা বই-এর সংখ্যা দুই—(১) কাব্যপ্রকাশ এবং (২) শব্দব্যাপার-বিচার। দ্বিতীয়টির আলোচ্যবিষয় শব্দের বৃত্তি। ওফ্রেস্কট-এর মতে ‘সংগীত-রত্নমালা’ও মন্মটের লেখা। বলভদ্রেবের সুভাষিতাবলীতে আবার মন্মটের নামে একটি শ্লোক পাওয়া গেছে, যা উপরি-উক্ত বই তিনটিতে পাওয়া যায় না। তা থেকে অনেকে মনে করেন, মন্মটের বই-এর সংখ্যা চার।

### মন্মটের কাল

অলংকারসর্বস্ব-কার কব্যক মন্মটকে উদ্ধৃত করেছেন। অলংকারসর্বস্ব লেখা হয়েছে ১১৩৫ থেকে ১১৫৫ খৃঃ-এর মধ্যে। কাজেই মন্মট ১১৫৫ খৃঃ-এর পূর্ববর্তী।

---

\* মন্মটের ব্যক্তিপরিচয় পাওয়া যায় সুখাসাগর বা সুখোদধি নামে কাব্যপ্রকাশের একটি টীকার। টীকাটি শেষ হয় ১৭২০ খৃঃ এ। টীকাকারের নাম ভীষেন দীক্ষিত। দীক্ষিতের মতে উবট মন্মটের ভাই। কিন্তু অনেকে এ কথা মানেন না। এঁরা বলেন—উবটের বাবার নাম বল্লট, কৈয়ট নয়। অতএব উবট মন্মটের ভাই নয়।

আবার মম্মট উদ্ধৃত করেছেন অভিনবগুপ্ত ( যার সাহিত্যতত্ত্ব সাধনা-  
কাল ১১০-১০২০ খৃঃ ) এবং ভোজের ( ১০০৫-১০৫৪ খৃঃ ) নাম। উদ্ধৃতি  
দিয়েছেন নবসাহসাস্চরিত ( আঃ ১০২০ খৃঃ ) থেকে। অতএব মম্মটকে খৃঃ  
একাদশ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন বলে ভুল হবে না।

### মম্মটের পাণ্ডিত্য

**অলংকারশাস্ত্র :** মম্মট অলংকারিক। অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়  
ঘনিষ্ঠ। তাঁর পূর্ববর্তী অলংকারিক ভরত, ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, বামন, রুদ্রট,  
আনন্দবর্ধন, মুকুলভট্ট এবং অভিনবগুপ্তের গ্রন্থের সঙ্গে তিনি যথেষ্ট পরিচিত।  
এঁদের গ্রন্থ থেকে কখনও উদাহরণ, কখনও আবার অবিকল বাক্য বা বাক্যাংশ  
নিষে কারিকা এবং বৃত্তি লিখেছেন। নির্ভয়ে সমালোচনা করেছেন—উদ্ভট,  
বামন, রুদ্রট, আনন্দবর্ধন এবং মুকুলভট্টের।

**সাহিত্য :** সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে সাহিত্যতত্ত্ব বা অলংকারশাস্ত্রে  
গ্রন্থরচনা অসম্ভব। সেকালে প্রচলিত সব কাব্য নাটকের মর্ম উপলব্ধি  
করেছেন মম্মট। ৬০০ এর উপর উদাহরণ দিয়েছেন বিভিন্ন কাব্য নাটক  
থেকেই। কালিদাসের কাব্য-নাটক, ভবভূতি এবং শ্রীহর্ষের নাটক,  
বেণীসংহার এবং অমরুশতক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন বেণী।

**ব্যাকরণ :** প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্যাকরণ দিয়ে স্ক্রু হত শিক্ষার্থীর পাঠ।  
মম্মট এর ব্যতিক্রম নন। সাধারণতঃ, অলংকারিকেরা বৈয়াকরণ-  
অমুসারী। অলংকারশাস্ত্রের অনেক তথ্য-তত্ত্ব ব্যাকরণ থেকে নেওয়া।  
মম্মটেরও ব্যাকরণপ্রিয়তা, ব্যাকরণ-জ্ঞান এবং বৈয়াকরণদের প্রতি  
প্রাধান্যলীলা কাব্যপ্রকাশ ( কা.প্র. ) এবং শব্দব্যাপারবিচারের ( শ.বি. )  
যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। নীচের তথ্যগুলি তার প্রমাণ।

১. 'ধ্বনিবৃদ্ধিঃ কথিতঃ ( কারিকা ৪ ঘ )'—অংশের বৃত্তিতে 'বৃদ্ধিঃ' বলতে  
বৈয়াকরণ এবং অলংকারিক—দুইকেই বুঝেছেন। যদিও কারিকার  
'বৃদ্ধিঃ'—অলংকারিকৈঃ।
২. বৈয়াকরণদের মতে সংকেতিতার্থ চাররকম। মম্মট ও কা.প্র. এর  
কা. ৩ ক. ধ. তে তাই বলেছেন। অবশ্য মীমাংসকমতেরও উল্লেখ  
করেছেন কারিকার। কিন্তু শ.বি. তে জাতি-বাদ খণ্ডন করেছেন।
৩. বিরোধ-অলংকারের প্রসঙ্গে বলেছেন শব্দ চাররকম। বৈয়াকরণদের  
মতও তাই।

৪. বৈয়াকরণমতে ব্যস্ত (অ-সমাসবদ্ধ) এবং সমস্ত (সমাসবদ্ধ)—দুই-ই পদ। মন্যটের মতও তাই। সমস্ত উল্লাসে স্নিগ্ধদের উদাহরণ দিতে গিয়ে একটি বিরাট সমাসবদ্ধ পদ উদ্ধৃত করেছেন। জ্ঞানমতে কিন্তু সমাসে পদের শক্তি নেই।
৫. বৈয়াকরণমতে কারণ, হেতু এবং ক্রিয়া—সমার্থক। অর্থাৎ কারণ সব সময়ে ক্রিয়াপদার্থ। মন্যটও বিভাবনা অলংকারের লক্ষণে ‘ক্রিয়া’ শব্দটিকে কারণ অর্থে ব্যবহার করেছেন : ‘ক্রিয়ায়াঃ প্রতিবেদেহপি কলব্যাক্তিবিভাবনা’।
৬. মন্যট যুক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং ভট্টহরির ব্যাক্যপদীয়।

**পূর্বমীমাংসা :** ব্যাক্যণের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে, অভিহিতাধরবাদী এবং অধিতাভিধানবাদী—দুদল মীমাংসকের কথা বলেছেন। উদ্ধৃত করেছেন মীমাংসার জাতিবাদ। উল্লেখ করেছেন অর্থাপত্তি প্রমাণের, দুটি বিভাগপদহ। প্রতীতির কল হিসেবে প্রকটতার কথাও এনেছেন। গোপী লক্ষণার প্রবর্তনা প্রসঙ্গে তৃতীয় মতের কথা বলতে গিয়ে কুমারিলের উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। ব্যঞ্জন-স্বীকার প্রসঙ্গে ৩.৩.১৪ সংখ্যক জৈমিনি সূত্রটিও উদ্ধৃত হয়েছে পঞ্চম উল্লাসে।

**জ্ঞান-বৈশেষিক :** সৃষ্টি সম্পর্কে বৈশেষিকের পরমাণুবাদ, কার্যকারণবাদ এবং জাতিবাদের সঙ্করের কথা জানতেন মন্যট। জ্ঞানমতে পদের অর্থ হল জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রতীতির ফল হল সংবিত্তি। এগুলিও বলেছেন মন্যট।

**সাংখ্য :** সাংখ্যমতে সৃষ্টি হল স্বপ্ন-দুঃখ-মোহ-স্বরূপ। মন্যটও ব্রহ্মসৃষ্টিকে তাই বলেছেন।

**বৌদ্ধ :** বৌদ্ধদের অপোকাণাদের উল্লেখ করেছেন মন্যট।

**বেদান্ত :** বেদান্ত সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় যে মন্যটের ছিল, তা বোঝা যায় যখন তিনি রসাস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদের সঙ্গে তুলনা করেন।

সব মিলিয়ে মন্যটকে বলা হয়—‘নিখিল-বিপশ্চিক্কবত্তিন’।

### কাব্যপ্রকাশ ও মন্যট

কারিকা, বৃত্তি এবং উদাহরণ—এই তিন নিয়ে কাব্যপ্রকাশ। উদাহরণগুলি মন্যট সংগ্রহ করেছেন অঙ্কদের লেখা থেকে। কিন্তু কারিকা এবং বৃত্তি—দুইই মন্যটের রচনা কিনা, তা নিয়ে গড়ে উঠেছে দুটি মতবাদ।

ক. প্রথমদল বলেন : কারিকাগুলি ভরতের রচনা। মন্মট কেবল বৃত্তি লিখেছেন।

খ. দ্বিতীয় দল বলেন : কারিকা এবং বৃত্তি—দুইই মন্মটের লেখা। কিন্তু দশম উল্লাসের পরিকর অলংকার অবধি। বাকী অংশটুকু অন্নটের লেখা।

### ক. মন্মট ও ভরত

ক. মন্তবাদের প্রবর্তক বাংলাদেশের দুই টীকাকার—মহেশ্বর জায়ালাংকার ( ১৭শ শতক ) ও বলদেব বিজ্ঞানভূষণ ( ১৮শ শতক )। মতের স্বপক্ষে মহেশ্বরের যুক্তি তিনটি :

১. কাব্যপ্রকাশের কয়েকটি কারিকা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব কা. প্র.-এর সব কারিকাই ভরতের।
২. বৃত্তির সূত্রে মন্মট বলছেন—গ্রন্থকৃত\* পরামুশতি। তিনি কারিকাকার হলে বলতেন—অহং পরামুশামি।
৩. সমস্ত বস্তুবিষয় সাল রূপকের লক্ষণ-নির্ণায়ক কারিকার ‘আরোপিত’ পদটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। বৃত্তিতে মন্মট বললেন : কারিকার বহুবচন অবিবক্ষিত ( দ্বিবচন বিবক্ষিত )।  
বৃত্তিকার যদি কারিকাকার হতেন, তাহলে তিনি পদটিকে দ্বিবচনে প্রয়োগ করতেন।

কিন্তু আসলে এই তিনটি যুক্তিই সহনীয় নয়। তিনটিকেই খণ্ডন করা যেতে পারে।

১. মোট ১৪২টি কারিকার মধ্যে ৪র্থ উল্লাসের মাত্র ৬টি কারিকা নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়। এর থেকে প্রমাণ করা যায় না যে—ভরত সব কারিকার রচয়িতা। বরং বলা যায়, এই কারিকাগুলি মন্মট নাট্যশাস্ত্র থেকে নিয়েছেন। বস্তুতঃ, রস-সম্পর্কিত এই কারিকাগুলি নাট্যশাস্ত্র থেকে হুবহু উদ্ধৃত করাই স্বাভাবিক। কারণ, ভরত রস-প্রস্থানের প্রবর্তক। আর, কা. প্র. তে কেবল ভরতের কারিকাই দেখা যায় তা নয়; ভামহ, উল্লট, বামন, আনন্দবর্ধন—প্রভৃতি আলাংকারিকেরও কারিকা বা কারিকা-অংশ হুবহু কা. প্র.-এ দেখা যাবে।

২. ভারতীয় গ্রন্থকারেরা বিনয়বোধে প্রায় কোন সময়েই উত্তম পুরুষ ব্যবহার

\* = কারিকাকার



করেন না। মন্মটও এর ব্যতিক্রম করেন না। তাই বৃত্তিতে প্রথম পুরুষ ব্যবহার থেকে কারিকাকার ভিন্ন ব্যক্তি মনে করার কোন কারণ নেই।

৩. কারিকা এবং বৃত্তি—দুয়ের মধ্যে মত-বৈষম্য লক্ষ্য করলেই যে বলা যাবে না, কারিকাকার এবং বৃত্তিকার ভিন্ন। কারণ মন্মটের শৈলী খুব সংহত নয়। কারিকার বক্তব্যকে অনেক স্থলেই সংশোধন করেছেন তিনি (‘অনলংকৃতী পুনঃ কাপি’র বৃত্তি)।

এছাড়াও মন্মট যে বৃত্তি এবং কারিকা—দুয়ের লেখক, তার স্বপক্ষে কয়েকটি স্বতন্ত্র যুক্তি আছে।

১. মন্মট বৃত্তিতে কোথাও বলেন নি—এই বৃত্তি ভরতের কারিকার উপর রচিত।
২. বৃত্তির সূক্তে কোন মঙ্গলশ্লোক নেই।
৩. চতুর্থ উল্লাসে ভরতের নাম করে উদ্ধৃতি দিয়েছেন মন্মট। বলেছেন : উক্তঃ হি ভরতেন ‘বিভাবা.....নিষ্পত্তিঃ’ ইতি। যদি তিনি ভরতের কারিকার উপরেই বৃত্তি লিখতেন, তাহলে আর ‘ভরত বলেছেন’—কথা বলতেন না।
৪. মালাকুপকের লক্ষণে বলা হয়েছে—‘মালা তু পূর্ববৎ’ কা. ১০/৮। পূর্ববৎ বলতে ‘মালোপমার মত’ বোঝায়। মালোপমা কিন্তু বৃত্তিতেই উল্লিখিত হয়েছে। অতএব কারিকাকার যে বৃত্তি সংক্ষেপে সচেতন, তা বোঝা যায়।
৫. মাণিক্যচন্দ্র (১১৫২-৬০ খৃঃ), সরস্বতীতীর্থ (১২৪২ খৃঃ), দোমেশ্বর (১৩শ শতক), জয়স্ব (১২২৪ খৃঃ)—প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারেরা কারিকাকার এবং বৃত্তিকার—দুই ব্যক্তি তা বলেন নি। কমলাকরভট্ট (১৬১২) বলেছেন : স্বকৃতকারিকা ব্যাচিধ্যাস্থঃ আদ্যশ্লোকস্ত অবতরিকামাহ।

তাই ভরতকে কারিকাকার বলা যেতে পারে না। মন্মটই কারিকাগুলির রচয়িতা।

#### খ. মত

খ. মতের স্বপক্ষে যুক্তি মূলতঃ চারটি।

১. কা.প্র.-এর টীকাকার রাজানক আনন্দ (১৬৬৫) বললেন : মন্মট পরিকর অবধি (বৃত্তি + কারিকা) লিখেছেন। শেষ করেছেন অন্নট। ইনিই এ মতের প্রবর্তক।

২. মানিক্যচন্দ্র প্রভৃতি টীকাকারেরা সাধারণভাবে এ মন্তের কথা বলেছেন। একটি পাণ্ডুলিপিতে ( ১১৫৮ ) আছে : কৃতী রাজানকমন্দটালকরোঃ।
৩. রব্যাকের কাব্যপ্রকাশনমন্তের একটি পাণ্ডুলিপির এক আয়গার ( দশম উল্লাসের শেষে ) কাব্যপ্রকাশকে বলা হয়েছে—মন্মট এবং অন্নট, দুয়ের রচনা।
৪. অর্জুনবর্মদেব ( ১৩শ শতক ) মন্মট এবং অলককে ১ম উল্লাস এবং সাধারণভাবে সমগ্র কাব্যপ্রকাশের যুগ্ম লেখক বলেছেন।  
যুক্তিগুলিকে সচক্ষেই অসার বলে প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। বিপক্ষে যুক্তি :
১. অন্নট ( বা অলক ) রব্যাকের অলংকারসর্বস্বের ( ১১৫০ ) উপর একটি টীকা লিখেছেন। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে—১২০০ সালের কাছাকাছি সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন না। কাজেই মন্মটের সঙ্গে ( ১০৫০ ) তাঁর সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। আবার ( ১৫০ ) বছর পরে তিনি গ্রন্থটিকে শেষ করেন—একথাও সত্য নয়। কেননা, ইতিপূর্বে মানিক্যচন্দ্র এবং রব্যাক ( যারা অন্নটের পূর্ববর্তী )—দুজনেই সমগ্র কাব্যপ্রকাশের উপর টীকা লিখেছেন।
২. কতদূর মন্মট লিখেছেন—এ নিয়ে টীকাকারদের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই।
৩. অন্নটের ঘোষণা কোথাও নেই।
৪. কাব্যপ্রকাশের স্রষ্টা হতে শেষ—সর্বত্র রচনাশৈলী একরকম, কোন পার্থক্য নেই।
৫. গ্রন্থের পরিশিষ্টগুলি একেবারে বিশ্বাসযোগ্য নয়।
৬. ইত্যোষ মার্গো বিহুবাং বিভিন্নোহ-  
প্যাভিন্নরূপঃ প্রতিভাসতে যৎ।  
ন তত্র বিচিহ্নঃ বদমুত্র সমাগ্  
বিনির্মিতা সংঘটনৈব হেতুঃ ॥\*—শ্লোকটির এই মার্গঃ বিভিন্নোহপি—  
অংশের ব্যাখ্যায় যে বলা হয়েছে ‘অর্থালংকারপ্রতিপাদিত করার এই

\* ভরত, উত্তট, আনন্দবর্ধন—প্রভৃতি আলংকারিকদের [ গ্রন্থে বিভিন্ন অঙ্গ আলোচনার ] এই পথ পৃথক পৃথক হলেও [ কাব্যপ্রকাশে ] যে একত্রিত বলে মনে হচ্ছে তাতে বিচিহ্ন কিছু নাই। যেহেতু এখানে কারণ হল সুপারিকল্পিত সংশোধন।

পদ্ধতি দুইকয় হলেও—তা দুঃসহ; এই ব্যাখ্যা মাণিক্যচন্দ্র করেছেন এরকমও যথেষ্ট প্রমাণ নাই।

### উপসংহার

সব মিলিয়ে দেখা বাদে, মন্মটই সমগ্র কাব্যপ্রকাশের (বৃত্তি এবং কারিকার) লেখক এবং সমস্ত উদাহরণের সংগ্রাহক।

### মন্মট : দোষ-ভুগ

#### ভুগ :

মন্মট জনপ্রিয় আলাংকারিক। কাব্যপ্রকাশ আলোচিত হয়েছে সব মহলেই। কব্যব-বিশ্বনাথের মত আলাংকারিক; নাগোজি ভট্টের মত বৈয়াকরণ; জগদীশ, গদাধর, জয়রাম এবং নরসিং ঠাকুরের মত নৈয়ামিক; বাচস্পতি এবং ক. জনপ্রিয়তা কমলাকরভট্টের মত যৌমাসক; বলদেব বিজ্ঞাভূষণের মত বৈষ্ণব; সরস্বতীতীর্থের মত সন্ন্যাসী; গোকুলনাথের মত তান্ত্রিক; মাণিক্যচন্দ্রের মত জৈন—সকলেই কাব্যপ্রকাশের টীকা লিখেছেন। এরা সকলেই কেবল টীকাকার নন, বিভিন্ন মূল গ্রন্থেরও প্রণেতা। সব মিলিয়ে কাব্যপ্রকাশের টীকার সংখ্যা অসংখ্য—প্রায় ৭১।

#### জনপ্রিয়তার কারণ

প্রশ্ন উঠবে : ইতিপূর্বে হাজার বছর ধরে আলোচিত হয়েছে অলাংকারশাস্ত্র, তাহলে মন্মটই এত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন কেমন করে? উত্তর সহজ। এর আগে অলাংকার-শাস্ত্রে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মতবাদ, প্রচুর তত্ত্ব। জড়ো করেছে বিপুল তথ্য। অল্প আলাংকারিকেরা এক একটি প্রকরণ নিয়ে (Topic) নিয়ে এক একটি বই লিখেছেন। মন্মটই প্রথম সমস্ত প্রকরণগুলিকে একত্রিত করে, সুসংহত ভাৱীতে একটি বই—এ আলোচনা করলেন। ‘Text-book’ এর পর্যায়ে এসে পাড়াল কাব্যপ্রকাশ; সঙ্গে সঙ্গে দারুণ জনপ্রিয় হল।

বিভীষতঃ, মন্মটের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বাস্তব। তত্ত্বসার কোন তথ্য তিনি পরিবেশন করতে চান নি। বিশ্বনাথ

(২) বাস্তব  
দৃষ্টিভঙ্গী

লক্ষণের প্রকার দেখিয়েছেন ৮০টি। কিন্তু এতগুলি প্রকার দেখানোর বোধহয় প্রয়োজন ছিল না। কারণ, এদের অনেকগুলিরই উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্তরিক্তে, মনুষ্য লক্ষণকে ভাগ করেছেন মাত্র ৬টি ভাগে। উদাহরণগুলিও স্পষ্ট, যদিও এই বিভাজন নিখুঁতভাবে বিজ্ঞানসম্মত নয়। কাব্যের লক্ষণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মনুষ্যের কাব্যের লক্ষণটি আমাদের ধাঁধা লাগার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উপাদান প্রভৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠে।

খ. মনুষ্যের  
স্বাতন্ত্র্য

কাব্যপ্রকাশ রচনার ক্ষেত্রে মনুষ্য প্রচুর সাহায্য নিয়েছেন প্রাচীন আলংকারিকদের। এঁরা হলেন : ভরত, ভামহ, দত্তী, উদ্ভট, বামন, ক্রতুট, আনন্দবর্ধন, মুকুলভট্ট এবং অভিনবগুপ্ত। অবশ্য মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্যও যথেষ্ট। প্রাচীনদের মতের সমালোচনা করেছেন প্রয়োজন মত। বিশেষতঃ, ভামহ, উদ্ভট, বামন, ক্রতুট, আনন্দবর্ধন ও মুকুলভট্টের সমালোচনা অনেক জায়গাতেই চোখে পড়ে।

মনুষ্যের আলোচনার রীতি এবং নীতিতে প্রভাবিত হয়েছেন পরবর্তীকালের অসংখ্য আলংকারিক। বিশ্বনাথ এঁদের অগ্রগণ্য।

দোষ :

মনুষ্যের দোষও প্রচুর। প্রথমতঃ, শব্দচয়নের ক্ষেত্রে ইনি খুব সতর্ক নন। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়গুলির আলোচনা খুব সংহত নয়। বিশেষতঃ, কোন বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস বা বিভাগ, উপবিভাগগুলি দেখানোর ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি বলেন নি— বস্তুটির বিভাগ এতগুলি। বরং শুরু করেছেন উপবিভাগ দিয়ে। পরে বিভাগগুলি বলছেন। এইজন্মেই ‘লক্ষণ’র বিভাগ-উপবিভাগ নিয়ে টীকাকারদের মধ্যে বিরোধ বেধে উঠেছে।

‘ব্যঞ্জনা’র বিভাজনের ক্ষেত্রেও একই কথা।

তৃতীয়তঃ, উদাহরণগুলির একটিও নিজে রচনা করতে পারেন নি। সবই অন্তর্ধান থেকে নেওয়া।

চতুর্থতঃ, অসংখ্য সর্বনাম ব্যবহার করেছেন কারিকার  
এবং বৃত্তিতে। কিন্তু এদের বিশেষত্বগুলি হয় বেশ দূরতরী,  
আর না হয় অস্বাভাবিক। যেমন, কারিকা ২/১১ তে ‘নাপ্যত্র  
বাধঃ’—অংশটুকুতে ‘অত্র’র প্রয়োগ, ‘ন প্রয়োজনমেতন্মিন্’  
অংশটুকুতে ‘এতন্মিন্’র প্রয়োগ বেশ দুঃখজনক। ‘এতন্মিন্’র  
অর্থ তাৎ বৃত্তিতে কিছুটা বলেছেন, ( যদিও অস্পষ্ট )। কিন্তু  
‘অত্র’, বৃত্তিতেও ‘অত্র’। কারিকা ১/৪ এর প্রথম পদ ‘তৎ’  
এর বিশেষ্য যে ১/২ এর ‘কাব্যম্’ তা বৃদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়।  
এখানে ‘তৎ কাব্যম্’ বললেই ভাল হত।

### মন্মটের বৃত্তি-বৈশিষ্ট্য

বৃত্তি—সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। সাধারণতঃ বৃত্তিতে কারিকার শব্দগুলির প্রতিশব্দ  
বসানো হয়। দুর্বোধ্য সমাসগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। মন্মট এগুলি করেছেন।  
আবার, বোঝার জন্য কিছুটা অংশ জুড়ে দিয়েছেন।

একটি সাধারণ উদাহরণ দিলে মন্মটের ‘বৃত্তি’র বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে।  
তৃতীয় কারিকাটিকে ধরা যাক।

‘শক্তিঃ’—পদের বৃত্তি হল—‘শক্তিঃ……ত্যাং’। এখানে ‘শক্তিঃ’র প্রতিশব্দ  
‘কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ’। আর বোঝার সুবিধের জন্যে ‘যাং বিনা…  
…ত্যাং’—অংশটুকু।

‘লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যাবেক্ষণাৎ নিপুণতা’—অংশের বৃত্তি হল : “লোকশাস্ত্র…  
…ব্যুৎপত্তিঃ”। এখানে সমাস ভাঙা হয়েছে। ‘াবেক্ষণাৎ’-এর প্রতিশব্দ  
‘বিমর্শনাৎ’ আর ‘নিপুণতা’র হল ‘ব্যুৎপত্তিঃ’। কিন্তু লক্ষণীয় : ‘শক্তিঃ’ পদের  
বৃত্তি করতে গিয়ে ‘শক্তিঃ’ পদটিকে আবার বসিয়েছেন বৃত্তিতে কিন্তু ‘াবেক্ষণাৎ’  
এবং ‘নিপুণতা’—এ দুটিকে বসান নি।

‘কাব্যজ্ঞানিকার’র বৃত্তি হল : ‘কাব্যং কতুং……তদুপদেশেন’। ‘অভ্যাসঃ’  
এর বৃত্তি : ‘করণে……প্রবৃত্তিঃ’। এখানে ‘অভ্যাসঃ’ এর প্রতিশব্দ ‘পৌনঃ-  
পুণ্যেন প্রবৃত্তিঃ’ আর ‘করণে ধোজনে চ’ অংশটুকু বাড়তি—বোঝানোর জন্যে।  
ইতি-শব্দটি যেমনকার তেমনি আছে।

তদন্তবে—তদন্ত কাব্যভোক্তবে নির্মাণে সমুজ্জ্বলে চ। ‘হেতুঃ’ পদের  
একবচনের ত্যাংপর্ষ বলতে গিয়ে বৃত্তিতে বলেছেন : ত্রয়ঃ সমুদিতাঃ ন তু  
ব্যত্যাঃ……তদন্ত……হেতুর্ন তু হেতবঃ।

কখনও কখনও মম্মট কারিকার যে মত পোষণ করেছেন, বৃত্তিতে তাকে সংশোধন করে দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে ঐর্থ কারিকার প্রথম লাইন নেওয়া যেতে পারে। কারিকার বলছেন : কখনও কখনও অলংকার না থাকলেও সাহিত্য হয় (অনলংকৃতী পুনঃ কপি)। বৃত্তিতে কিন্তু বক্তব্যটিকে সংশোধন করলেন। বললেন : অলংকার একেবারে না থাকলে নয়, স্পষ্ট অলংকার না থাকলেও সাহিত্য হয় (ক্ষুটালংকারবিরহেহপি ন কাব্যত্বহানিঃ)।

### মম্মট-পূর্ব এবং পরবর্তী আলংকারিক

মম্মটের আবির্ভাব-কাল খৃঃ একাদশ শতক। মম্মট-পূর্ববর্তী আলংকারিকদের মধ্যে রয়েছেন : ভরত, দত্তী, ভামহ, বামন, উদ্ভট, আনন্দবর্ধন, রুদ্রট, রাজশেখর, মুকুল, ইন্দুরাজ, ভট্টনায়ক, কুন্তক, অভিনবগুপ্ত এবং মহিমভট্ট। তাঁকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছেন ধনিকার আনন্দবর্ধন। এছাড়া অল্প আলংকারিকদের মত উদ্ধৃত করেছেন তাঁর গ্রন্থে, সমালোচনাও করেছেন বখেটেভাবে।

পূর্বতন আলংকারিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে।

### ভরত

খৃঃ অম্বের কাছাকাছি সময়ের নাট্যতত্ত্ববিদ। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের প্রথম যুগে তাঁর আবির্ভাব। গ্রন্থের নাম নাট্যশাস্ত্র। রস-তত্ত্বের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্যতত্ত্বে রস-প্রস্থানের জনক। রস-তত্ত্বের প্রসঙ্গে মম্মট উদ্ধৃত করেছেন ভরতের সূত্র।

### দত্তী এবং ভামহ

ষষ্ঠ শতকের শেষ এবং সপ্তম শতকের সূর্যতে হুজনের আবির্ভাব। হুজনে প্রায় সমসাময়িক। দত্তীর গ্রন্থের নাম কাব্যাদর্শ, ভামহের গ্রন্থের নাম কাব্যালংকার। সাহিত্যের লক্ষণ, উপকরণ, সাহিত্যপাঠের প্রয়োজন—ইত্যাদি বিষয়গুলিও সুবিস্তৃতভাবে প্রথম এই হুজনের গ্রন্থে আলোচিত হয়। সাহিত্যের কারণ-ইত্যাদি প্রসঙ্গে দত্তীর প্রভাব মম্মটের উপর লক্ষণীয়।

### বামন এবং উদ্ভট

বামনের আবির্ভাবকাল খৃঃ অষ্টম শতকের শেষ ভাগ। গ্রন্থের নাম কাব্যালংকারবৃত্তি। তাঁর মতে, রীতি হল সাহিত্যের প্রাণ (রীতিরাত্মা কাব্যাত্ম) এবং সাহিত্য গ্রহণযোগ্য হয় আলংকারের ফলে; অবশ্য ‘অলংকার’ শব্দের অর্থ—সৌন্দর্য। ইনি সাহিত্য-প্রস্থানে রীতি-বাদী।

উদ্ভটের আবির্ভাব নবম শতকের মূলভে। কাব্য-ভেদে ইনি রস-বাদী ছিলেন বলেই অনেকের ধারণা।

### আনন্দবর্ধন

সাহিত্যভেদে ইনি ধ্বনি-প্রস্থানের জনক। ব্যক্তনা-বৃত্তির সমর্থক। গ্রন্থের নাম ধ্বন্যালোক। মন্মট ধ্বন্যালোকের অঙ্গুসরণেই কাব্য-প্রকাশ রচনা করেন, নবম শতকের শেষভাগ হল আনন্দবর্ধনের আবির্ভাবকাল।

### রুদ্রট

আবির্ভাবকাল নবমের চতুর্থ পাদ থেকে দশমের প্রথম দশক। গ্রন্থের নাম কাব্যালংকার। রস-ভেদের প্রথম বিশদ আলোচনা করেন রুদ্রট।

রাজশেখর ( ৮৮০-১২০ খৃঃ )

গ্রন্থের নাম 'কাব্যমীমাংসা'। রাজশেখর কাব্যভেদে রসবাদী এবং এ বিষয়ে রুদ্রটের মতন ভরতশরী।

### মুকুল, ইন্দুরাজ, ভট্টনাথক, কুন্তক

এঁরা সকলে দশম শতকের আলাংকারিক। মুকুল ইন্দুরাজের গুরু এবং 'অভিপার্বতীমাতৃক' গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ধ্বনিবাদের কঠোর সমালোচক। মুকুলশিষ্য ইন্দুরাজ অভিনবগুপ্তের গুরু।

ভট্টনাথক ধ্বনি-বাদের বিরোধী। গ্রন্থের নাম জগদ-দর্পণ। গ্রন্থটি আজও অনাবিষ্কৃত। রসভেদে ইনি ভুক্তিবাদী।

কুন্তক 'বক্রোক্তিগীত' গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর মতে সাহিত্যের প্রাণ হল বক্রোক্তি।

### অভিনবগুপ্ত

আবির্ভাবকাল দশম শতকের শেষ বিংশক থেকে একাদশ শতকের প্রথম বিংশকের মধ্যে। অপূর্ব মনীষায় ইনি প্রতিষ্ঠা করেন ধ্বনিবাদ।

### মহিমভট্ট

মধ্য-একাদশ শতকে যে মনীষী ধ্বনিবাদের যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করলেন, তাঁর নাম 'মহিমভট্ট'। গ্রন্থের নাম 'ব্যক্তি-বিবেক'। স্তারদর্শনের পথ ধরে প্রমাণ করলেন, সবরকম ধ্বনিই অজুমানের অস্বত্বুক্ত। কাব্য-প্রকাশের পঞ্চম-উল্লাসে প্রমাণগুলির সারমর্মের উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্মট-পরবর্তী আলাংকারিকদের মধ্যে রয়েছেন রূপ্যক, বিজাধর, বিজ্ঞানাধ, বিশ্বনাথ, অশ্বার-দীক্ষিত এবং অগস্ত্য। এঁদের অনেকেই মন্মট-প্রভাবিত।

## সূচীপত্র

	পৃঃ	—(ii) দ্বীপ	পৃঃ
<b>প্রথম উল্লাস</b>			৬, ৭
১. মঙ্গল-শ্লোক	১	ক. সারোপ	
২. কাব্য-প্রয়োজন	১	খ. সাধ্যবসান	
৩. কাব্য-হেতু	১	৮. লক্ষণার ভিন্ন প্রকৃতির ভেদ	৭
৪. কাব্য-স্বরূপ	২	(i) অব্যাক্য	
৫. কাব্যের ভেদ	২	(ii) সব্যাক্য	
		ক. গুঢ়ব্যাক্য	
		খ. অ-গুঢ়ব্যাক্য	
<b>দ্বিতীয় উল্লাস</b>		২. প্রয়োজনবিশিষ্ট লক্ষণা-	
১. শব্দের ভেদ	৩	খণ্ডন এবং ব্যঞ্জনা-স্বীকারের	
২. অর্থের ভেদ	৩	যৌক্তিকতা	৮
ক. অভিহিতাশ্রয়বাদ	৩	১০. ব্যঞ্জনার ভেদ	
খ. অধিতাভিধানবাদ	৩	ক. শাকী	
৩. অর্থসমূহের ব্যঞ্জকতা	৩	(i) লক্ষণামূল	৮
৪. বাচক শব্দের লক্ষণ	৪	(ii) অভিধামূল	৯
৪. সংকেতিত অর্থের প্রকার :	৪		
ব্যক্তিবাদ	৪		
উপাধিবাদ	৪		
জাতিবাদ	৫	<b>তৃতীয় উল্লাস</b>	
অপোহবাদ	৫	১০. খ. আর্থী	১০
৬. অভিধা	৫	—বক্তা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য-	
৭. লক্ষণা :		বশতঃ ব্যাক্যার্থের প্রতীতি	১১
লক্ষণ	৫	১১. অর্থব্যঞ্জকতার শব্দের	
বিভাগ		সহকারিতা	১২
—(i) শুদ্ধ	৫, ৬	<b>চতুর্থ উল্লাস</b>	
ক. উপাদান		১২. ধ্বনি-কাব্যের ভেদ	
খ. লক্ষণ		ক. অবিবক্ষিতবাচ্য	১৩
গ. সারোপ		(i) অর্থান্তরসংক্রমিত	
ঘ. সাধ্যবসান		(ii) অত্যন্ততিরস্কৃত	



	পৃঃ		পৃঃ
খ. বিবক্ষিতাশ্রয়ব্যাচ্য	১৩	২৬. প্রবন্ধস্থ অর্থশক্ত্যন্তর ধ্বনি	৩০
(i) অলক্ষ্যক্রমব্যাচ্য		২৭. পদ, পদাংশ প্রভৃতিতে রস	৩১
(ii) লক্ষ্যক্রমব্যাচ্য		২৮. ধ্বনির শুদ্ধ-ভেদ-প্রসঙ্গের	
১৩. রস	১৪	উপসংহার	৩৪
ভট্টলোকটের মত	১৪	২৯. মিশ্রণের ফলে ভেদ	৩৪
শব্দক	১৪		
ভট্টনাথক	১৫	<b>পঞ্চম উল্লাস</b>	
অভিনবগুপ্ত	১৫	৩০. শ্রীভূতব্যাচ্যের আটরকম	
১৪. রসের ভেদ	১৬	ভেদ	৩৫
১৫. স্থায়িত্ব	১৭	উপভেদ	৩৯
১৬. ব্যভিচারী	১৭	৩১. ধ্বনির সংক্ষিপ্ত ভেদ	৪০
১৭. শাস্ত্ররস নিরূপণ	১৭	ক. বাচ্যতাসহ	
১৮. ভাব-লক্ষণ	১৯	খ. অবিচিত্র	
১৯. ভাবাভাস	২০	গ. বিচিত্র	
২০. ভাব-প্রথম প্রভৃতির		৩২. ব্যাঙ্গ্যের অনভিধেয়তা :	
কখনও কখনও প্রাধান্য	২১	অভিহিতাশ্রয়বাদে	৪০
২১. লক্ষ্যক্রমব্যাচ্য-ধ্বনি-ভেদ	২১	অস্থিতাভিধানবাদে	৪১
(i) শব্দশক্ত্যুৎ	২২	৩৩. বাচ্যার্থ ও ব্যাঙ্গ্যার্থের	
(ii) অর্থশক্ত্যুৎ	২৩	পার্থক্য	৪২
(iii) উভয়শক্ত্যুৎ	২৬	৩৪. লক্ষ্যার্থ ও ব্যাঙ্গ্যার্থের	
২৩. রসধ্বনি একপ্রকার	২৬	পার্থক্য	৪৪
২৪. বাক্য-প্রকাশিত		৩৫. ব্যাঙ্গ্যার্থের অনন্তমেয়তা	৪৫
উভয়োক্তব ধ্বনি	২৬		
২৫. পদ-প্রকাশিত অস্ত্র ধ্বনি	২৬	৩৬. অধমকাব্যনিরূপণ	৪৬

बृल



# কাব্যপ্রকাশঃ

## প্রথম উল্লাসঃ

### মঙ্গলম্

গ্রন্থারম্ভে বিশ্ববিঘাতায় সমুচিতেষ্টদেবতাং গ্রন্থকং পরামুশতি :

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হলাদৈকময়ীমনশ্চপরভঙ্গাম্ ।

নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদমতী ভারতী কবেৰ্জয়তি ॥১॥

নিয়তিশক্ত্যা নিয়তরূপা, স্বধঃখমোহস্বভাবা, পরমাধাত্যপাদান-কমাদিসহ-  
কারিকারণপরতন্ত্রা, ষড়্‌রসা, ন চ হস্তৈব তৈঃ, তাদৃশী ব্রহ্মণোনিমিতিনিমাণম্,  
এতদ্বিলক্ষণা তু কবিবাঙ্‌নিমিতিঃ । অতএব জয়তি । জয়তাধেন চ নমস্কার  
আক্ষিপাতে ইতি তাং প্রতি অগ্নি প্রণত ইতি লভাতে ।

ইতাভিধেয়ং সপ্রয়োজনমিত্যাহ :

কাব্যং যশসেহর্থকৃতে, ব্যবহারবিদে, শিবেতরক্ষতয়ে ।

সত্তাঃ পরনিবৃত্তয়ে, কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজ্ঞে ॥২॥

কালিদাসাদীনাং যশঃ, শ্রীহৃদেবাণাদীনাং যশঃ, রাজাদিগতোচিতাচার-  
পরিজ্ঞানম্, আদিত্যাদৈর্মহাদীনাং যশঃ, সকলপ্রয়োজনমৌলিভূতং  
সমনস্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিতবেদ্যাস্বরমানন্দং, প্রভুসম্মিতশব্দপ্রধান-  
বেদাদিশব্দভাঃ স্বহৃৎসম্মিতার্থতাংপর্যবৎপুরাণাদীতিহাসেভ্যশ্চ শব্দার্থযৌগ-  
ভাবেন রসাস্বাদভূতব্যাপারপ্রবণতয়া বিলক্ষণং যৎ কাব্যং লোকোত্তরবর্ণনানিপুণ-  
কবিকর্ম, তৎ কাস্তেব সরসতাপাদনেনাভিমুখীকৃত্য, রামাদিবদ্বর্তিতব্যং ন  
রাবণাদিবদিত্যাশ্রয়শং চ যথাযোগ্যং কবেঃ সহৃদয়স্য চ করোতীতি সর্বথা তজ্জ  
যতনীয়ম্ ।

এবমস্য প্রয়োজনমুক্তা কারণমাহ :

শক্তির্নিপুণত্বা লোকশাস্ত্রকাব্যাত্তবেক্ষণাৎ ।

কাব্যজ্ঞশিক্ষাভাস ইতি হেতুস্তত্ত্বদেব ॥৩॥

শক্তিঃ কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ, যাং বিনা কাব্যং ন প্রসরেৎ, প্রসৃতং  
বোপহসনীয়ং স্যাৎ । লোকস্য স্থাবরজঙ্গমাশ্চকলোকবৃত্তস্ত, শাস্ত্রাণাং ছন্দো-

ব্যাকরণাভিধানকোশকলাচতুর্ধর্গগজতুরগজ্জাদিলক্ষণগ্রন্থানাং, কাব্যানাং চ মহাকবিবিশ্বনাথম্, আদিগ্রন্থাদিভিহাসাদীনাং চ বিমর্শনাদ্ ব্যুৎপত্তিঃ । কাব্যং কতুং বিচারয়িতুং চ যে জানন্তি তত্পদেণেন করণে যোক্তনে চ পৌনঃপুন্যেন প্রবৃত্তিরিতি ত্রয়ঃ সমুদিতাঃ, ন তু ব্যাখ্যাঃ, তস্য কাব্যস্যোক্তবে নির্মাণে সমুজ্জাসে চ হেতুঃ, ন তু হেতবঃ ।

এবমস্য কাবণমুক্তা স্বরূপমাত :

**ভদ্রদোষৌ লক্ষার্থৌ সন্তুণাবনলঃকৃতী পুনঃ কাপি ।**

দোষগুণালংকারা বক্ষ্যন্তে । কাপীত্যনেনৈতদাত—যং সর্বত্র সালংকারৌ, কচিৎ তু ক্ষুটালংকারবিরহেপি ন কাব্যত্বহানিঃ । যথা—

যঃ কৌমারহরঃ, স এব হি বরুতা এব চৈত্রক্ষপা-  
স্তে চোন্নীলিতমালতীসুভয়ঃ শ্রোতাঃ কদম্বানিলাঃ ।  
স চৈবান্মি, তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ  
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে, চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥১॥

অত্র ক্ষুটো ন কশ্চিদলংকারঃ । রসস্য হি প্রাধান্যমালংকারতা ।

তন্তুদান্ ক্রমেণাহ :

**ইদমুক্তমমতিশয়িনি ব্যাভ্যে বাচ্যাৎ ধ্বনিবুধৈঃ কথিতঃ ॥৪॥**

ইদমিতি কাব্যম্ । বুধৈর্বেয়াকরণৈঃ প্রধানভূতশ্বেটরূপব্যাভ্যাব্যঞ্জকস্ত শব্দস্ত ধ্বনিরिति ব্যবহারঃ কৃতঃ । অতন্তুদাতামুসারিভিরনৈরপি, শ্রুগ্ভাবিতবাচ্য-  
ব্যাভ্যাব্যঞ্জনক্ষমস্ত শব্দার্থযুগলস্ত । যথা—

নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং, নির্মৃষ্টরাগোৎধরো,  
নেত্রে দূরমনজনে, পুলকিতা তন্ত্রী তবেয়ং তমুঃ ।  
মিথ্যাবাদিনি দ্বাত, বাহুবজনশ্রাজ্জাতপীডাগমে,  
বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ; ন পুনস্ত্রাধমশ্রাস্তিকম্ ॥২॥

অত্র তদন্তিকমেব রজ্জং গতাসীতি, প্রাধান্যেনাধমপদেন ব্যাভ্যেতে ।

**অতাদৃশি গুণীভূতব্যাভ্যং ব্যাভ্যে তু মধ্যমম্ ।**

অতাদৃশি বাচ্যাদনতিশায়িনি । যথা—

গ্রামতরুণং তরুণ্য নববজ্রলম্ভরীসনাথকরম্ ।

পশুস্ত্যা ভবতি মুহুর্নিতরাং মলিনা মুখচ্ছায়া ॥৩॥

অত্র বজ্রললতাগৃহে দন্তসংকেতা ন গতেতি ব্যাভ্যং গুণীভূতং, তদপেক্ষয়া বাচ্যশ্চৈব চমৎকারিত্বাৎ ।

শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যাক্যং স্ববরং শ্রুতম্ ॥৫৥

চিত্রমিতি গুণালংকারযুক্তম্ । অব্যাক্যমিতি শ্রুতপ্রতীয়মানার্থবহিতম্ ।

স্ববরম্ অধমম্ । যথা—

স্বচ্ছন্দো-চ্ছলদ-চ্ছ-কচ্ছ-কুহব-চ্ছাতেতরা-স্ব-চ্ছটা-

মূর্চ্ছন্-মোহ-মহবি-হৃষবিহিত-স্নানাহ্নিকাহ্নায় বঃ ।

ভিত্তাচ্ছত্বদারদহৃদরদৌদীর্ঘাদরিদ্রক্ষম-

দ্রোহোদ্রেকমহোমিমেহুরমদা মন্দাকিনী মন্দতাম্ ॥৪

বিনির্গতং মানদমাশ্রমন্নিরাদ্

ভবতু্যপশ্রত্য যদৃচ্ছয়াপি যম্ ।

সসংভ্রমেজ্জকৃতপাতিতার্গলা

নিমীলিতাক্ষীৰ ভিয়ামরাবতী ॥৫

ইতি কাব্যপ্রকাশে কাব্যাস্ত্র প্রয়োজন-কারণ-স্বরূপ-বিশেষ-নির্ণয়ো নাম প্রথম

উল্লাসঃ ॥

## দ্বিতীয় উল্লাসঃ

ক্রমেণ শব্দার্থয়োঃ স্বরূপমাহ—

স্তাদ্ বাচকো লাক্ষণিকঃ শব্দোহত্র ব্যঞ্জকজ্ঞপা ।

অত্রৈতি কাব্যে । এযাং স্বরূপং বক্ষ্যতে ।

বাচ্যাদয়স্তদার্থাঃ স্ত্যঃ

বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্গ্যাঃ ॥

তাৎপর্যার্থোহপি কেষুচিৎ ॥১॥

অকাজ্জ-যোগ্যতা-সন্নিধি-বশাদ্ বক্ষ্যমাণস্বরূপাণাং পদার্থানাং সমন্বয়ে,  
তাৎপর্যার্থো বিশেষবপুৰ্ণপদার্থোহপি বাক্যার্থঃ সমুল্লসতীত্যভিহিতাঘরবাদিনাং  
মতম্ ।

বাচ্য এব বাক্যার্থ ইত্যভিতাভিধানবাদিনঃ ॥১॥

সর্বেষাং প্রায়শোহর্থানাং ব্যঞ্জকত্বমপীশ্যতে ।

তদ্ব বাচ্যাস্ত্র যথা—

মাএ ঘরোবঅরণং অজ্জ হু নথি তি সাহিঅং তুমএ ।

তা ভণ কিং করণিচ্ছং এমেঅ ন বাসরো ঠাই ॥১  
অত্র বৈবরনিকারাদিনীতি ব্যাখ্যতে।

লক্ষ্যস্য যথা—

সাত্ত্বিকী সচি স্তব্ধং যণে যণে দুশ্মিআসি মজ্জ্বকএ।  
সব্ভাবণেহকরণিচ্ছংসিসঅং দাব বিবইঅং তুমএ ॥২  
অত্র মংপ্রিয়ং রময়ন্ত্যাং ত্বয়া শত্রুত্বমাচরিতমিতি লক্ষ্যম। তেন চ কামুকবিষয়ঃ  
সাপবাদ্যপ্রকাশনং ব্যাখ্যাম্।

ব্যাখ্যাস্য যথা—

উঅ নিষ্ঠলনিপ্পংদা ভিসিণীপত্তমি রেহই বলাআ।  
নিম্মলমরগঅভাঅপপরিট্ঠায়া সংযস্তুতির ॥৩  
অত্র নিম্পন্দহেন আপশ্রুত্বম। তেন চ জনবহিতত্বম্। অতঃ সংকেত-  
স্থানমেতদিতি কথ্যাচং কাচিৎপ্রত্যাচ্যতে। অপবা মিথ্যা বদসি ম  
এমহাগতোভূরিতি ব্যাখ্যতে ॥

বাচকাদীনাং ক্রমেণ স্বরূপমাহ—

সাক্ষাৎসংকেতিতং যোহর্থমভিপদন্তে স বাচকঃ ॥২॥

ইহাগৃহীতসংকেতস্ত শব্দার্থপ্রতীতেরভাবাৎ সংকেতসহায় এব শব্দোহর্থ-  
বিশেষঃ প্রতিপাদয়তীতি যস্তা যত্রাব্যবধানেন সংকেতো গৃহ্যতে স তস্ত বাচকঃ। ২

সংকেতিতশ্চতুর্ভেদো জাত্যাদির্জাতিরেব বা।

যত্থপার্থক্রিয়াকারিতয়া প্রবৃত্তিনিবৃত্তযোগ্যা ব্যক্তিরেব তথাপ্যানন্ত্যাদ  
ব্যভিচারাক্ত তত্র সংকেতঃ কতুঃ ন যুজ্যত ইতি, গোঃ গুরুশ্চলো ডিথ  
ইত্যাদীনাং বিষয়বিভাগো ন প্রাপ্নোতীতি চ। তত্থপাধাবেব সংকেতঃ।

উপাদিশ্চ ঈবিধঃ—বস্তুধর্মো বস্তুযদুচ্চাসন্নিবেশিতশ্চ। বস্তুধর্মোহপি বিবিধঃ  
—সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ। সিদ্ধোহপি ঈবিধঃ—পদার্থস্ত প্রাণপ্রদো বিশেষাধানহেতুশ্চ।

১। মাতৃগৃহোপকরণংগা বলু নাস্তীতি, সাদিতং ত্বয়া।

তদ্ ভণ, কিং করণীমেষমেব ন বাসরঃ স্থায়ী ॥

২। সাধয়ন্তী সচি, স্তব্ধং যণে যণে দুশ্মি মংকুতে।

সব্ভাবণেহকরণীয়সদৃশঃ তাবদ্ বিরচিতং ত্বয়া ॥

৩। পত্ন, নিষ্ঠলনিপ্পন্দা বিসিণীপত্রে রাভতে বলাকা।

নির্মল-মরকত-ভাজনপরিহিতা শঙ্খশুভিরিব ॥

তত্রাত্তো জাতিঃ। উক্তং হি বাক্যপদীয়ে—‘ন হি গোঃ স্বরূপেণ গোঁর্নাপ্যগোঃ। গোত্বাভিসম্বন্ধাত্ গোঃ’ ইতি। দ্বিতীয়ো গুণঃ। গুণাদিনা হি লক্ষনত্বাকং বস্তু বিশিষ্যতে। সাধ্যঃ পূৰ্বাপরীভূতাবয়বঃ ক্রিয়াক্রমঃ। ডিখাদিশব্দানামন্ত্যবুদ্ধি-নির্গ্রাহং সংস্কৃতক্রমং স্বরূপং বক্তু। যদৃচ্ছয়া ডিখাদিশব্দেষু পাদিত্বেন সম্ভবেত্তত ইতি সোধয়ং সংজ্ঞাক্রমো বদচ্ছাত্মক ইতি।

‘গোঃ গুরুশ্চলো ডিখ ইত্যাদৌ চতুষ্করী শব্দানাং প্রবৃতিঃ’ ইতি মহা-ভাষ্যকারঃ। পরমাধাদীনঃ তু গুণমধ্যপাঠাৎ পারিভাষিকং গুণত্বম্। গুণ-ক্রিয়াবদৃচ্ছানাং বস্তুত একরূপাণামপ্যাশ্রয়ভেদাদ্ ভেদ ইব লক্ষ্যতে, যথৈকস্য মুখসা খড়্গ-মুকুর-তৈলাত্মালক্ষনভেদাৎ।

হিমপরঃশব্দাত্মাশ্রয়েষু পরমার্থতো ভিন্নেষু যদ্বশেন গুরুঃ গুরু ইত্যাত্তভিন্না-ভিধানপ্রত্যয়োৎপত্তিস্তং গুরুত্বাদি সামান্তম্। গুড়তণ্ডুলাদিপাকাদিশেবমেব পাকত্বাদি। বালবুদ্ধগুণাত্মাদীরিতেষু ডিখাদিশব্দেষু চ, প্রতিক্ষণং ভিত্তমানেষু ডিখাত্ত্বেষু বা, ডিখত্বাত্ত্বীতি সর্বেষাং শব্দানাং জাতিবেব প্রবৃত্তিনিমিত্ত-মিত্যন্তে। তদ্বান্ অপোহো বা শব্দার্থঃ কৈশ্চিদ্রূপ ইতি গ্রন্থগৌরবভয়াৎ প্রকৃতানুপযোগাচ্চ ন দর্শিতম্।

**স মুখ্যোহর্থস্তত্র মুখ্যো ব্যাপারোহস্যাভিপোচ্যতে ॥ ৩ ॥**

স ইতি শব্দাৎসংকেতিতঃ। অস্যেতি শব্দস্য।

**মুখ্যার্থবাধে তদ্ব্যোগে রুঢ়িতোহথ প্রয়োজনাৎ।**

**অন্তোহর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া ॥ ৪ ॥**

‘কর্মণি কুশলঃ’ ইত্যাদৌ দর্ভগ্রহণাত্ত্বযোগাৎ ‘গন্ধায়াং ঘোষঃ’ ইত্যাদৌ গন্ধাদীনাম্ ঘোষাত্ত্বিকরণত্বাসম্ভবাৎ মুখ্যার্থস্য বাধে, বিবেচকত্বাদৌ সামীপ্যে চ সম্বন্ধে, রুঢ়িতঃ প্রসিদ্ধে, তথা ‘গন্ধাতটে ঘোষঃ’ ইত্যাদেঃ প্রয়োগাৎ ঘোষাৎ ন তথা প্রতিপত্তিঃ তেষাং শৈত্যপাবনত্বাদীনাম্ ধর্মীণাং তথাপ্রতিপাদনাত্মনঃ প্রয়োজনাচ্চ, মুপেন্ অমুখ্যোহর্থো লক্ষ্যতে যৎ স আরোপিতঃ শব্দব্যাপারঃ সাহচর্যনিষ্ঠো লক্ষণা।

**অসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ, পরার্থং স্বসমর্পণম্।**

**উপাদানং লক্ষণং চেতু্যক্তা শুদ্ধৈব সা দ্বিধা ॥ ৫ ॥**

‘কৃত্বাঃ প্রবিশন্তি’ ‘ষষ্টয়ঃ প্রবিশন্তি’ ইত্যাদৌ কৃত্বাদিভিন্নাত্মনঃ প্রবেশসিদ্ধার্থং স্বসংযোগিনঃ পুরুষা আক্ষিপ্যন্তে, তত উপাদানেনেয়ং লক্ষণা।



‘গৌরমুখ্যঃ’ ইত্যাদৌ ক্রতিচোদিতমন্তবন্ধনং কথং মে শ্রাদ্ ইতি জাত্যা ব্যক্তিরাক্ষিপ্যতে, ন তু শব্দেনোচ্যতে ‘বিশেষ্যঃ নাভিধা গচ্ছেৎ ক্ষীণশক্তি-বিশেষণে’ ইতি জ্ঞানাদ্ ইতুপাদানলক্ষণা তু নোদাহর্তব্য। ন হত্র প্রয়োজনমস্মি। ন বা কুটিরিয়ম্। ব্যাক্যিনাভাবিত্বাং তু জাত্যা ব্যক্তিরাক্ষিপ্যতে, যথা ক্রিয়তামিত্যত্র কৰ্ত্তা, কৃবিত্যত্র কর্ম। ‘প্রবিশ’ ‘শিগ্ৰীম্’ ইত্যাদৌ ‘গৃহম্’ ‘ভক্ষয়’ ইত্যাদি চ।

‘পীনো দেবদন্তো দিবা ন ভুঙ্ক্তে’ ইত্যত্র চ বাক্ত্রিভোজনং ন লক্ষ্যতে। প্রতীতিপদার্থোপপত্তেয়া তস্য বিষয়ত্বাৎ। ‘গজায়াং ঘোষঃ’ ইত্যত্র তটস্য ঘোষাধিকরণত্বসিদ্ধয়ে গজাশব্দঃ স্বার্থমর্পয়তি ইত্যেবমাদৌ লক্ষণেনৈষা লক্ষণা। উভয়রূপা চেয়ং শুদ্ধা। উপচারণামিশ্রিতত্বাৎ।

অনয়োভেদয়োৰ্গল্যস্ত লক্ষকস্ত চ ন ভেদরূপং তাটস্থ্যম্। তটাদীনাং গজাদিশব্দৈঃ প্রতিপাদনে তবপ্রতিপত্তৌ হি প্রত্যপিপাদয়িষিতপ্রয়োজনসংপ্রত্যয়ঃ। গজাশব্দমাত্র-প্রতীতৌ তু গজাতটে ঘোষ ইতি মুখ্যশব্দাভিধানাং লক্ষণায়াঃ কো ভেদঃ?

**সারোপাচ্ছা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ৌ বিষয়স্তুথা।**

আরোপ্যমাণঃ আরোপবিষয়চ যত্রানপরুতভেদৌ সামানাদিকরণেন নিদিষ্টেতে সা লক্ষণা সারোপা।

**বিষয়ান্তঃকৃতেহল্গুশ্লিষ্টম্ সা স্যাৎ সাধ্যবসানিকা ॥ ৬ ॥**

বিষয়িণারোপ্যমাণেনাস্তঃকৃতে নিগীর্ণে অনশ্লিষ্টারোপবিষয়ে সতি সা সাধ্যবসানী স্ত্যৎ।

**ভেদাবিমৌ চ সাদৃশ্যাৎ সম্বন্ধান্তরতস্তুথা।**

**গৌণৌ শুদ্ধৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ**

ইমাবারোপাধ্যবসানরূপৌ সাদৃশ্যহেতু ভেদৌ ‘গৌবাতীকঃ’ ইত্যত্র গৌরয়ম্ ইত্যত্র চ।

অত্র হি স্বার্থসহচারণো গুণা জ্ঞাত্যমান্যাদয়ো লক্ষ্যমাণা অপি গৌণকস্ত পরার্থাভিধানে প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বমুপৰ্য্যাস্ত ইতি কেচিৎ। স্বার্থসহচারিগুণাভেদেন পদার্থগতা গুণা এব লক্ষ্যন্তে ন তু পরার্থোহভিধীয়তে ইত্যন্তে। সাধারণ-গুণাশ্রয়েণ পরার্থ এব লক্ষ্যতে ইত্যপরে। উক্তং চাগ্রত—‘অভিধেয়াবিনাভূত-প্রতীতিলক্ষণোচ্যতে। লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্ বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা’ ইতি।

অবিনাভাবোহত্র সম্বন্ধমাত্রং, ন তু নাস্তবীরকয়ম্। তৎত্বে হি ‘মক্কাঃ  
ক্ৰোশন্তি’ ইত্যাদৌ লক্ষণা ন স্তাৎ। অবিনাভাবে চাক্ষেপেণৈব সিদ্ধৈর্লক্ষণায়  
নোপযোগ ইত্যুক্তম্। ‘আয়ুষ্য’তম্ ‘আয়ুর্বেদম্’ ইত্যাদৌ সাদৃশ্যাদস্তৎ  
কাৰ্য-কাৰণ-ভাবাদি সম্বন্ধান্তরম্। এবমাদৌ চ কাৰ্যকাৰণভাবাদিলক্ষণপূৰ্বে  
আরোপাধ্যবসানে।

অত্র গোণভেদয়োৰ্ভেদেহপি তাদৃশ্যপ্রতীতিঃ সৰ্বথৈবভেদাবগমশ্চ  
প্রয়োজনম্। শুদ্ধভেদয়োস্ত অন্তবৈলক্ষণেন অব্যভিচারেণ চ কাৰ্যকাৰিভ্যাদি।

কচিং তাদখ্যাদুপচারঃ। যথা, ইন্দ্রার্থা যুগা, ইন্দ্রঃ। কচিং স্বধামিভাব-  
সম্বন্ধাৎ। যথা, রাজকীয়ঃ পুরুষো, রাজা। কচিদবয়বাবয়বিভাবাৎ। যথা,  
অগ্নহস্তঃ ইত্যত্র অগ্ন্যমাত্রেঃবয়বে, হস্তঃ। কচিং তাৎকর্যমাৎ। যথা,  
অতকা তকা।

**লক্ষণা তেন ষড়্‌বিধা ॥ ৭ ॥**

অগ্ৰভেদাভ্যাং সহ। সা চ

**ব্যঞ্জন রহিতা রূঢ়ো, সহিতা তু প্রয়োজনে।**

প্রয়োজনং হি ব্যঞ্জনব্যাপারগম্যমেব।

**তচ্চ গূঢ়মগূঢ়ং বা**

তচ্চেতি ব্যঙ্গ্যম্। গূঢ়ং যথা—

মুখং বিকসিতস্থিতং, বশিতবিক্রম প্রেক্ষিতং,  
সমুচ্ছলিতবিভ্রমা গতিরপাস্তসংস্থা মতিঃ।  
উরো মুকুলিতস্তনং, জঘনমংসবন্ধোদ্ধরং  
বতেন্দুবদনাতনৌ তরুণিমোদগমো মোদতে ॥ ৪ ॥

অগূঢ়ং যথা—

ত্ৰীপরিচয়াজ্জা অপি ভবন্ত্যভিজ্জা বিদগ্ধানাম্।  
উপদিশতি কামিনীনাং যৌবনমদ এব ললিতানি ॥ ৫ ॥

অত্র ‘উপদিশতি’ ইত্যত্র অনাস্বাসেন শিক্ষণং অভিধেয়বৎ শৃটং প্রতীয়তে।

**তদেবা কথিতা ত্রিধা ॥ ৮ ॥**

অব্যঙ্গ্য, গূঢ়ব্যঙ্গ্য, অগূঢ়ব্যঙ্গ্য চেতি।

## তৎকালীনিক:

শব্দ ইতি সম্বন্ধাতে । তদ্ব্যবহারঃ ।

তত্র ব্যাপারো ব্যঞ্জনাঙ্ককঃ ।

কৃত ইত্যাহ—

বস্তু প্রতীতিমাধাতুং লক্ষণা সমুপাস্ততে ॥ ৯ ॥

কলে শব্দৈকগম্যোহত্র ব্যঞ্জনারূপরা ক্রিয়া ।

প্রয়োজনপ্রতিপাদয়িষ্যা যত্র লক্ষণা শব্দপ্রয়োগস্তত্র নান্যতন্তংপ্রতীতিঃ,  
অপি তু তস্মাদেব শব্দাৎ । ন চাত্র ব্যঞ্জনাদুচ্চৈহন্যো ব্যাপারঃ ।

তথা হি—

নাভিমা সম্বন্ধাভাবাৎ

গজায়াং ঘোষঃ ইত্যাদৌ যে পাবনহাদয়ো ধর্মাস্তটাদৌ প্রতীয়স্তু, ন তত্র\*  
গজাশিখাঃ সংকেতিতাঃ ।

হেতুভাবান্ন লক্ষণা ॥ ১০ ॥

মুখ্যার্থবাদাদিত্রয়ং হেতুঃ । তথা চ,

লক্ষ্যং ন মুখ্যং, নাপ্যত্র বাধো, যোগঃ ফলেন নো ।

ন প্রয়োজনমেতন্নিম্ন, ন চ শব্দঃ স্বলদৃগতিঃ ॥ ১১ ॥

যথা গজাশব্দঃ স্রোতসি সবাদ ইতি তটং লক্ষয়তি, তদ্বৎ যদি তটেহপি  
সবাদঃ স্তাৎ, তদা প্রয়োজনং লক্ষয়েৎ । ন চ তটং মুখ্যোহর্থঃ । নাপ্যত্র  
বাধাঃ । ন চ গজাশব্দার্থস্ত তটস্ত পাবনহাতৈর্লক্ষণীয়ৈঃ সম্বন্ধঃ । নাপি  
প্রয়োজনে লক্ষ্যে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ । নাপি গজাশব্দস্তটমিব প্রয়োজনং  
প্রতিপাদয়িতুমসমর্থঃ ।

এবমপ্যনবস্থা স্যাৎ যা মূললক্ষয়কারিণী ।

এবমপীতি প্রয়োজনং চেল্লক্ষ্যতে, তৎ প্রয়োজনান্তরেন, তদপি প্রয়োজনান্তরেন,  
ইতি প্রকৃতাপ্রতীতিকং অনবস্থা ভবেৎ ।

নহু পাবনহাদি-ধর্মবৃত্তমেব তটং লক্ষ্যতে, 'গজায়াস্তটে ঘোষঃ',  
ইত্যতোহদিকস্বার্থস্ত প্রতিপত্তিক প্রয়োজনমিতি বিশিষ্টে লক্ষণা । তৎ কিং  
ব্যঞ্জনেনেত্যত আহ—

প্রয়োজনেন সহিতং লক্ষণীয়ং ন যুক্ত্যতে ॥ ১২ ॥

\* তত্র = তেষু পাবনহাদিষু ধর্মেষু ।

কৃত ইত্যাৎ—

জ্ঞানস্য বিষয়ো হৃদ্যঃ, ফলমন্তুদাকৃতম্ ।

প্রত্যক্ষাদেনীলাদিবিষয়ঃ, ফলং তু প্রকটতা সংবিত্তিধা ।

বিশিষ্টে লক্ষণা নৈবম্,

নিগদেনৈব ব্যাখ্যাতম্ ।

বিশেষাঃ সূত্রস্ত লক্ষিতে ॥ ১৩ ॥

তটাদৌ যে বিশেষাঃ পাবনত্ৰায়স্তু চাভিধা-তাৎপর্য-লক্ষণাভ্যো ব্যাপারান্তরেণ গম্যাঃ । তচ্চ ব্যঞ্জন-ধ্বনন-জ্যোতনাदिशब्दवाच्यमवশ্যমেवিতব্যম্ । এবং লক্ষণা-মূলং ব্যঞ্জকত্বমুক্তম্ ।

অভিধামূলং হা—

অনেকার্থস্য শব্দস্য বাচকত্বে নিয়ম্নিতে ।

সংযোগাভেদেরবাচ্যার্থধীকৃদ্ ব্যাপ্তিরঞ্জনম্ ॥ ১৪ ॥

“সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সাহচর্যং বিরোধিতা ।

অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ ॥

সামর্থ্যমৌচিতী দেশঃ কালো ব্যক্তিঃ স্বরাদয়ঃ ।

শব্দার্থস্যানবচ্ছেদে বিশেষশ্চুতিহেতবঃ ॥”

ইত্যুক্তাদিশা

সশঙ্খচক্রো হরিঃ, অশঙ্খচক্রো হরিরিত্যুচ্যতে । রামলক্ষণাবিতি দাশরথৌ । রামাজুনগতিস্তয়োৱিতি ভার্গবকর্তবীষয়োঃ । স্মৃগঃ ভজ ভবচ্ছিদে ইতি হরে । সর্বং জ্ঞানান্তি দেব ইতি দুয়দর্থে । কুপিভো মকরধ্বজ ইতি কামে । দেবস্য পুত্রা-রাতেরিতি শস্তৌ । মধুনা মন্ত্রঃ কোকিল ইতি বসন্তে । পাতু বো দয়িতামুখমিতি সান্মুখ্যে । ভাত্যত্র পরমেখর ইতি রাজধানীরূপাদ্ দেশাদ্ রাজনি । চিত্রভাস্ত-বিভাতীতি দিনে রবৌ, রাত্রৌ বহৌ । মিত্রং ভাতীতি স্নহদি, মিত্রো ভাতীতি রবৌ । ইন্দ্রশক্রবিত্যাদৌ বেদে এব, ন কাব্যে, স্বরোচর্ষবিশেষপ্রতীতিকৃতং ।

আদিগ্রহণাৎ

এদহমেত্তথগিআ এদহমেত্তেতি অচ্চিবন্তেহিং ।

এদহমেত্তাবথা এদহমেত্তেহিং দিঅএহিং ॥ ৬

ইত্যাদাবন্তিনয়াদয়ঃ ।

৬. এতাবন্মাত্র-স্তনিকা এতাবন্মাত্রাভ্যামাক্ষপত্রাভ্যাম্

এতাবন্মাত্রাবস্থা এতাবন্মাত্রৈদ্বিবসৈঃ ॥

ঐশং সংযোগাদিভিরধাস্তব্যাতিদায়কত্বে নিবারণিতোপ্যনেকার্থস্ত শব্দস্ত বৎ  
কচিদধাস্তব্যপ্রতিপাদনং তত্র নাভিধা, নিয়মনাং তস্তাঃ। ন চ লক্ষণা,  
মুখ্যার্থবাহ্যভাবাৎ। অপি বহুভাষ্যজনমেব ব্যাপারঃ। যথা—

ভদ্রাশ্বনো দ্রবদিবোহুতনোবিশাল-

বংশোন্নতে: কৃতশিলীমুখসংগ্রহস্ত।

যস্তাহুপপুতগতে: পরবারণস্ত

দানাহুসেকস্তভগ: সততং করোহুত্বং ॥ ৭ ॥

**ভদ্রযুক্তো ব্যঞ্জকঃ শব্দঃ**

ভদ্রযুক্তো ব্যজনযুক্তঃ।

যং সৌহর্থাস্তুরযুক্ত তথা।

অর্থোহপি ব্যঞ্জকস্তত্র সহকারিতয়া মতঃ ॥ ১৫ ॥

তথ্যেতি ব্যঞ্জকঃ।

ইতি কাব্য-প্রকাশে শব্দার্থ-স্বরূপ-নির্ণয়ো নাম দ্বিতীয় উল্লাসঃ।

## তৃতীয় উল্লাসঃ

**অর্থাঃ প্রোক্তাঃ পুরা ভেষাম্**

অর্থাঃ বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যাক্যাঃ। ভেষাম্ বাচক-লাক্ষণিক-ব্যঞ্জকানাম্।

অর্থব্যঞ্জকতোচ্যতে।

কীদংশীত্যাহ—

বক্তৃ-বোদ্ধব্য-কাকূনাং বাক্য-বাচ্যা-হুসন্নিধে: ॥ ১ ॥

প্রস্তাব-ব্বেশ-কালাদে-বৈশিষ্ট্যাং প্রতিভাজুশাম্।

যোহির্ষস্যাত্মার্থবীহেতুর্ব্যাপারো ব্যক্তিরেব সা ॥ ২ ॥

বোদ্ধব্যঃ প্রতিপাদাঃ। কাকূর্ধ্বনৈবিকারঃ। প্রস্তাবঃ প্রকরণম্। অর্থস্ত

বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যাক্যাত্মনঃ। ক্রমেণোদাহরণানি—

অইপিহলং জলকুস্তং ঘেংতুণ সমাগদাক্তি সতি তুরিঅম্।

সমসেঅ-সলিলণী-সাসণীসহা বীসমামি খণম্ ॥ ১

অত্র চৌর্ধ্বত-গোপনং গম্যতে।

১. অতিপৃথুলং জলকুস্তং গৃহীত্বা সমাগতানি সপি, তুরিতম্।

শ্রমশ্বেদ-সলিল-নিঃস্রাব-নিঃসহা বিশ্রাম্যামি ক্ষণম্ ॥

ওল্লিঙ্গং দোকলং চিংতা অলসত্ত্বং সপীসসিঅম্ ।

মহ মন্দভাইগীএ কেবং সহি তুহ বি অহহ পরিহবই ॥ ২

অত্র দূত্যান্তংকামুকোপভোগো ব্যজ্যতে ।

তথাভূতাং দৃষ্টা নৃপসদসি পাঞ্চালতনয়াং

বনে ব্যাধৈঃ সার্থং সূচরিমুখিতং বঞ্চলধরৈঃ ।

বিরাটস্থাবাসে স্থিতমল্লুচিভারজ্জনিভূতং

গুরুঃ খেদং যিমে ময়ি ভজতি নাদ্যাপি কুরুষু ॥ ৩

অত্র ময়ি ন যোগাঃ খেদঃ, কুরুষু তু যোগ্য ইতি কাঞ্চ প্রকাশ্যতে ।

ন চ বাচ্যসিদ্ধান্তমত্র কাকুৰিতি গুণীভূতব্যাভ্যজ্ঞং শক্যম্ । প্রশ্নমাত্রেনাপি  
কাকৌৰিভ্রান্তে: ।

তইআ মহ গংডখল-ণিমিঅং দিট্টিং ৭ ণেসি অল্পত্তো ।

এণ্‌হিং সচ্চৈঅ অহং, তে অ কবালা, ৭ সা দিট্টি ॥ ৪

অত্র মংসখীং কপোল-প্রতিবিম্বিতাং পশ্চতন্তে দৃষ্টিরন্ত্রৈবাবৃত্তং, চলিতায়াং তু  
তন্ত্রামন্ত্রৈব জাতা ইত্যাহো প্রচ্ছন্নকামুকত্বং তে ইতি ব্যজ্যতে ।

উদ্দেশোহয়ং সরস-কদলী-শ্রেণি-শোভাভিশায়ী

কুঞ্জোৎকর্ষাকুরিত-রমণীবিভ্রমো নর্মদায়াঃ ।

কিং চৈতশ্মিন্ সুরতমুহুরন্তদি, তে বাস্তি বাতা

ষেষামগ্রে সরতি কলিতাকাণ্ডকোপো মনোভূঃ ॥ ৫ ॥

অত্র রতার্থং প্রবিশেতি ব্যঙ্গ্যম্ ।

ণোল্লেই অণদদমণা অস্তা মং ঘরভরম্মি সঅলম্মি ।

খণমেত্তং জই সংজ্জাই হোই ৭ ব হোই বীসামো ॥ ৬ ॥

২. ওল্লিঙ্গং দৌর্বল্যং চিন্তালসত্ত্বং সনিঃখসিতম্ ।

মম মন্দভাগিন্যাঃ কৃতে, সহি, স্বামপ্যহহ পরিভবতি ॥

৪. তদা মম গণ্ডস্থলনিমগ্নাং দৃষ্টিং ন নয়ন্তম্ভত ।

ইদানীং সৈবাহং, তৌ চ কপোলৌ, ন সা দৃষ্টিঃ ॥

৬. হৃদত্যানার্দ্রমনাঃ স্বশরমাং গৃহভরে সকলে ।

ক্ষণমাত্রং যদি সক্ষ্যায়াং ভবতি, ন বা ভবতি বিশ্রামঃ ॥

\* কবিতাগুলি ব্যঞ্জনা-ময় । লক্ষণীয় হল : সংস্কৃত নন্দনতন্ত্রে প্রাকৃত  
কবিতাগুলিকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে স্থান দিতে কোন সংকোচ দেখা  
যায় নি ।

অত্র সন্ধ্যা সংকেতকাল ইতি, তটস্থং প্রতি করাচিং ছোত্যাতে ।

স্বব বই, সমাগমিস্তমি তুজ্ব পিও অজ্ঞ পত্নরমেত্তেণ ।

এমে অ কিস্তি চিট্ঠাসি ? তা সহি, সজ্জস্থ করণিজ্জম্ ॥৭

অত্রোপপত্তিং প্রত্যভিসত্ত্বং প্রকৃত্য ন যুক্তমিতি করাচিন্নিবর্ষতে ।

অত্রো যঃ কুস্তমাবচয়ঃ কুরুদমত্রান্মি করোমি সখ্যঃ ।

নাহং হি দূরং ভ্রমিত্বং সমধা প্রসীদতায়ং বচিতেওক্তলির্বঃ ॥৮॥

অত্র বিশোকোচয়ঃ দেশ ইতি প্রচ্ছন্নকামুকত্বয়া অভিনায়তামিত্যশ্বত্যাং প্রতি করাচিন্নিবেত্তে ।

গুরুজনপরবশ পিত্ত কিং ভণামি তুহ মন্দভাগিনী অহকম্ ।

অজ্ঞ প্রবাসং ব্রজসি, ব্রজ, সখ্যঃ জ্ঞেয় স্থণসি করণিজ্জম্ ॥৯॥

অত্রো মধুসময়ে যদি ব্রজসি, তদাহং তাবন্ন ভণামি, তব তু জানামি গতিমিতি ব্যজ্যতে । আদি গ্রহণাচ্ছেষ্টাদেঃ । তত্র চেষ্টয়া যথা—

বাপোপাশ্বনিবন্ধুরে ময়ি, তথা সৌন্দর্যসারপ্রিয়া

প্রোজ্ঞাস্তোকযুগং পরম্পরসমাসক্তং সমাসাদিতম্ ।

আনীতং পুরতঃ শিরোওক্তকমধঃ কিলে চলে লোচনে,

বাচযত্র নিবারিতঃ প্রসরণং, সংকোচিতো দোলংতে ॥১০॥

অত্র চেষ্টয়া প্রচ্ছন্নকাস্ত্রবিষয় আবৃতবিশেষো ধন্যতে । নিরাকাজ্ঞাপ্রতিপত্তয়ে প্রাপ্তাবসরতয়া চ পুনঃ পুনরুদাহ্রিয়তে । বহুদীনাং মিথঃসংযোগে দ্বিকাদি-ভেদেন । অনেন ক্রমেণ লক্ষ্যবাক্যয়োশ্চ ব্যক্তকত্বমুদাহারম্ ।

লক্ষপ্রমাণ বেত্তোহর্থো বানন্ত্যর্থান্তরং যতঃ ।

অর্থস্য ব্যক্তকত্বে তচ্ছবস্য সহকারিতা ॥৩॥

শব্দেতি । ন হি প্রমাণান্তরবেত্তোহর্থো ব্যক্তকঃ ।

ইতি কাব্যপ্রকাশেহর্থব্যক্তকতানির্ণয়ো নাম তৃতীয়োপাসঃ ॥

৭. শব্দে, সমাগমিস্তমি তব প্রিয়োহুত্ব প্রহরমাত্রেন ।

এবমেব কিমিতি তিট্ঠসি ? তং সখি সজ্জস্থ করণীয়ম্ ॥

৮. গুরুজনপরবশ পিত্ত কিং ভণামি তব মন্দভাগিনী অহকম্ ।

অজ্ঞ প্রবাসং ব্রজসি, ব্রজ, স্বয়মেব স্থণসি করণীয়ম্ ॥

## চতুর্থ উল্লাস:

যতপি শব্দার্থয়োনির্ণয়ে কৃতে দোষ-গুণা-লংকারাণাং স্বরূপমভিধানীয়ং,  
তথাপি ধর্মিণি প্রদর্শিতে ধর্মাণাং হেয়োপাদেয়তা জায়ত, ইতি প্রথমং কাব্য-  
ভেদানাহ—

অবিবক্ষিতবাচ্যো যন্তত্র বাচ্যং ভবেদ্ ধ্বনৌ ।

অর্থান্তরে সংক্রমিতমত্যন্তং বা তিরস্কৃতম্ ॥১॥

লক্ষণামূল-গূঢ়ব্যঙ্গ্যপ্রাধাঙ্গে সত্যেব অবিবক্ষিতং বাচ্যং যত্র স, 'ধ্বনৌ'  
ইত্যনুবাদাদ্ ধ্বনিরতি জেয়ঃ । তত্র চ বাচ্যং কচিদনুপপূজ্যমানত্বাদ্ অর্থান্তরে  
পরিণমিতম্ । যথা—

হ্যাম্মি বচ্মি, 'বিভৃষাং সমবায়োতত্র তিষ্ঠতি ।

আত্মীয়ঃ মতিমান্স্থায় স্থিতিমত্র বিদেহি তং' ॥১॥

মত্র বচনাদি, উপদেশাদিরূপতয়া পরিণমতি\* । কচিদনুপপূজ্যমানতয়া অত্যন্তং  
তিরস্কৃতম্\*\* । যথা—

উপকৃতং বহু, তত্র কিমুচ্যতে ? স্বজনতা প্রথিতা ভবতা পরম্ ।

বিদধদীদশমেব সদা, সখে, স্থখিতমাস্প ততঃ শরদং শতম্ ॥২॥

এতদ্ অপকারিণঃ প্রতি বিপরীতলক্ষণদা কচ্চিদ বক্তি ।

বিবক্ষিতং চানুপপং বাচ্যং যত্রাপরস্ত সঃ ।

অনুপপং ব্যঙ্গ্যনিষ্ঠম । এষ চ

কোহপ্যলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো, লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রমঃ পরঃ ॥২॥

অলক্ষ্যোতি । ন থলু বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ এব রসঃ । অপি তু রসশৈল্যঃ  
ইত্যন্তি ক্রমঃ । স তু লাঘবান্ন লক্ষ্যতে । অত্র

রস-ভাব-ভদাভাস-ভাবশাস্ত্যাদি-রক্রমঃ ।

ভিন্নো রসান্তলংকারাদ্, অলংকার্যতয়া স্থিতঃ ॥৩॥

আদিগ্রহণাদ্ ভাবোদয়-ভাবসন্ধি-ভাবশবলত্বানি । প্রধানতয়া যত্র স্থিতো,

\* বলছি—উপদেশ দিচ্ছি—পর্যায় দিচ্ছি ।

\*\* বাচ্যের 'অর্থান্তর-পরিণাম' এর কারণ, [ বাচ্যের ] 'অনুপপূজ্যমানত্ব' ।

বাচ্যের 'অন্ত্যস্ত-তিরস্কার' এর কারণ, [ বাচ্যের ] 'অনুপপূজ্যমানতা' ।

লঘু—সূক্ষ্ম । লাঘব—সূক্ষ্মতা ।



রসাদিশ্রুতালংকায: ; যথোদাহরিত্যুতে । অত্র তু প্রধানেন বাক্যার্থে যত্রানুভূতো  
রসাদিশ্রুত গুণীভূতব্যাঙ্গো, রসবৎ-প্রেম-উর্জস্বি-সমাহিতাদয়োহলংকাযা: । তে চ  
গুণীভূতব্যাঙ্গ্যাভিধানে\* উদাহরিত্যুস্তে ।

তত্র রসস্বরূপমাহ—

কারণাচ্ছথ কার্যগি সহকারীগি যানি চ ।

রত্নাদে: স্থায়িনো লোকে, ভানি চেচ্ছাট্যকাব্যয়ো:\*\* ॥৪॥

বিভাবা অনুভাবান্তঃ† কথ্যন্তে ব্যভিচারিণ: ।

ব্যক্ত: স তৈবিভাবাত্তৈ: স্থায়ীভাবো রস: স্মৃত: ॥৫॥

উক্তং তি ভরতেন “বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তি:” ইতি ।

এতদ্বিধতে—“বিভাবৈবল্লনোচ্ছানাদিভিরাগলনোদ্ধীপন-কারণৈ: রত্নাদিকো  
ভাবো জন্মিত:; অনুভাবৈ: কটাক্ষভূজাক্ষেপপ্রভৃতিভি: কার্যৈ: প্রতীতিষোগ্য:  
কৃত:, ব্যভিচারিভিনিবেদাদিভি: সহকারিভিরূপচিত্তো, মুখ্যয়া বৃত্ত্যা রামাদাবহু-  
কাষো তদ্রূপসঙ্কানারম্ভকেহপি প্রতীয়মানো রস:” ইতি ভট্টলোল্লটপ্রভৃতয়: ।

“রাম এবায়ম্” ‘অয়মেব রাম’ ইতি, ‘ন রামোহয়ম্’ ইত্যৌত্তরকালিকে  
বাধে ‘রামোঃ’মিতি, ‘রাম: শ্রাদ্ধা ন বায়মি’তি, ‘রামসদৃশোহয়মি’তি  
চ সম্যঙ্-মিথ্যা-সংশয়-সাদৃশ্য-প্রতীতিভ্যো বিলক্ষণয়া চিত্ততুরগাদিভ্যায়েন  
‘রামোহয়মি’তি-প্রতিপত্ত্যা গ্রাহে নটে

‘সেযং মমাদেশু স্থদারসচ্ছটা, সুপুরুষপুংরশলাকিকা দৃশো: ।

মনে-রবশ্রীর্মনস:, শরীরিণী, প্রাণেশ্বরী লোচনগতংগতা ॥৩॥

দৈবদত্তমত্মা তয়া চপলারতনেত্রয়া বিষুক্লেষা ।

অবিরলবিলোলজলদ: কাল: সমুপাগতশ্চায়ম্ ॥৪॥’

ইত্যাদিকাব্যাক্সসঙ্কান-বলাচ্ছিক্কাভ্যাস-নিবর্তিত-স্বকার্য-প্রকটনেন চ নটেনৈব  
প্রকাশিতৈ: কারণকাব্যসহকারিভি: কুজ্জিমৈরপি তথানভিমত্মমানেবিভাবাদিশব-  
ব্যপদেশৈ: সংযোগাৎ গম্য-গমক-ভাবরূপাৎ, অন্তর্মীম্যানোহপি বস্ত্তসৌন্দর্যবলাদ্

\* পঞ্চম উল্লাসে ।

\*\* কাব্য-শব্দ এখানে সংকীর্ণ অর্থে অর্থাৎ কবিতা অর্থে ব্যবহৃত । সাহিত্য-  
অর্থে নয় ।

† তৎ = তাহলে ।

রসনীয়তেনাত্তাহমীয়মানবিলক্ষণঃ স্থায়িত্বেন সম্ভাব্যমানো রত্যাদির্ভাবন্ত্রাসন্নপিসামাজিকানাং বাসনয়া চৰ্য্যমাণো রস” ইতি শ্রীশঙ্ককঃ ।

“ন তাটস্থ্যেন নাগ্নগতত্বেন রসঃ প্রতীয়তে, নোৎপত্ততে, নাভিব্যজ্যতে । অপি তু কাব্যে নাট্যে চাভিধাতো দ্বিতীয়েন বিভাবাদি-সাধারণীকরণাত্মনা ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানঃ স্থায়ী, সন্তোদ্রেক-প্রকাশানন্দময়-সংবিদ-বিশ্রান্তি-সতত্বেন ভোগেন ভূজ্যতে” ইতি ভট্টনায়কঃ ।

“লোকে প্রমদাদিভিঃ স্থায়ানুমানেন্ভ্যাসপাটববতাং কাব্যে নাট্যে চ তৈরেব কারণত্বাদিপরিহারেণ বিভাবনাদিব্যাপারবত্বাদ্ অলৌকিক-বিভাবাদি-শব্দব্যবহারেঃ, ‘মমৈবৈতে, শত্রোরৈবৈতে, তটস্থসৈবৈতে, ন মমৈবৈতে, ন শত্রোরৈবৈতে, ন তটস্থসৈবৈতে’ ইতি সম্বন্ধবিশেষস্বীকারপরিহার-নিয়মানধ্যবসায়াং সাধারণ্যেন প্রতীতৈরভিব্যক্তঃ, সামাজিকানাং বাসনাগ্নয়া হিতঃ স্থায়ী রত্যাদিকো, নিয়তপ্রমাতৃগতত্বেন স্থিতোহপি সাধারণোপায়বলাং তৎকালবিগলিত-পরিমিত-প্রমাতৃভাব-বশোন্নিষিত-বেজান্তরসম্পর্কশূন্যপরিমিত-ভাবেন প্রমাত্রা সকল-সহৃদয়-সংবাদভাজা সাধারণ্যেন স্বাকার ইবাভিন্নোহপি গোচরীকৃতত্বচ্যমাণতৈকপ্রাপ্তো বিভাবাদি-জীবিতাবধিঃ পানকরসস্ত্রায়েন চৰ্য্যমাণঃ, পুর ইব পরিস্কুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন্ সর্বাঙ্গীগমিবালিঙ্গন্ অন্তঃ সর্বমিব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবাস্তুভাবয়ন্ অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গার-দিকো রসঃ । স চ ন কার্যঃ । বিভাবাদিবিনাশেহপি তস্ত সত্ত্ববপ্রসঙ্গাৎ । নাপি জ্ঞাপ্যঃ, সিদ্ধস্ত তস্তাসত্ত্ববাৎ । অপি তু, বিভাবাদিভিব্যঞ্জিতত্ববগীঃ । কারক-জ্ঞাপকাত্ম্যামত্য়ং ক দৃষ্টমিতি চেৎ, ন কচিদৃষ্টমিত্যালৌকিকসিদ্ধের্ভষণ-মেতন্ম দূষণম্ । চৰ্য্যণান্নিস্পত্ত্যা তস্ত নিস্পত্তিরূপচরিতেতি কার্যোহপ্যুচ্যতাম্ । লৌকিকপ্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-তাটস্থ্যাববোধশালিমিত্যোগিজ্ঞান—বেজান্তরসংস্পর্শ-রহিতস্বাত্মমাত্রপর্ববসিত-পরিমিতেতরযোগিসংবেদন—বি ল ক্ষ ণ-লোকোত্তরত্ব-সংবেদনগোচর ইতি প্রত্যোয়োহপ্যাভিধীয়তাম্ । তদ্রূপাহকং চ নিবিকল্পকং, বিভাবাদি-পর্যমর্শ-প্রধানত্বাৎ । নাপি সবিকল্পকং, চৰ্য্যমাণস্তালৌকিকানন্দময়স্ত স্বসংবেদনসিদ্ধত্বাৎ । উভয়াভাবস্বরূপস্ত চোভয়াত্মকত্বমপি পূর্ববল্লোকোত্তরতামেব গময়তি, ন তু বিরোধমি”-তি শ্রীমদাচাৰ্য্যভিনবগুপ্তপাদাঃ ।\*

অভিনবগুপ্তের গুরুত্ব (গৌরব) বোঝাবার জন্য বহুবচন । ‘বহুবচন’ ব্যবহারের ফলে মনে হতে পারে, এটিই মনট সমর্থন করেন ।

ব্যাভ্রাদয়ো বিভাবাঃ ভয়ানকস্তেব বীরাদ্ভুতরৌদ্রাণাম্, অশ্রপাতাদয়োহু-  
ভাবাঃ শৃঙ্গারস্তেব করুণভয়ানকয়োঃ, চিত্তাদয়ো ব্যাভিচারিণঃ শৃঙ্গারস্তেব  
বীরকরুণভয়ানকানামিতি পৃথগনৈকাস্তিকত্বাৎ যত্রে মিলিতা নির্দিষ্টাঃ ।

বিয়দলিমলিনাষু গর্ভমেঘা

মধুকর-কোকিল-কুজিতৈরিশাং শ্রীঃ ।

ধরণিরভিনবাস্করাঙ্কটিকা

প্রগতিপরে দয়িতে প্রসাদ মুদ্রে ॥৫॥

ইত্যাদৌ

পরিমুদিত-মৃণালীমানমলঃ প্রদত্তিঃ

কথমপি পরিবারপ্রার্থনাভিঃ ক্রিয়াসু ।

কলয়তি চ হিমাংশোনিফলকস্য লক্ষ্মী-

মভিনবকর-দল্লভেদকাশুঃ কপোলঃ ॥৬॥

ইত্যাদৌ

দূরাছুংসুকমাগতে বিবলিতঃ সস্তামিষি শলরিতং

সংশ্লিষ্টাত্মকং গৃহীতবদনে কিঞ্চাকিতভ্রলতম্ ।

মানিক্যশচবণানতিব্যাক্তকর বাস্পস্থপূর্ণেকং

চক্ষুজাতমহো প্রপঞ্চভুরং জাতাগসি প্রয়সি ॥৭॥

ইত্যাদৌ চ

যতপি বিভাবানামভাবানামোৎস্রুতা-ব্রীড়া-কথ-কোপা-স্বয়-প্রসাদানাম্ চ ব্যাভি-  
চারিণাম্ কপোলানামত্র স্থিতিঃ, এখ্যাপাতেষামসাদারণত্বামত্যন্তমদ্বয়াক্ষেপকত্রে  
শ্রুতি নানৈকাস্তিকত্বমতি ।

তদ্বিশেষানাহ—

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ ।

বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যেষ্ঠৌ নাটৌ রসাঃ স্মৃতাঃ ॥৬॥

তত্রশৃঙ্গারস্য হৌ ভদৌ । সংজ্ঞোগো বিপ্রলভ্যশ্চ । তত্রাত্তঃ পরম্পরাবলোক-  
নালিঙ্গনাধরণানপরিচূষনাস্তনস্তদ্বাদপরিচ্ছেদ্য এক এব গণ্যতে । যথা—

শৃঙ্গং বাসগৃহং বিলোক্য, শয়নাদুখায় কিঞ্চিচ্ছনৈ-

নিদ্রাব্যাজম্পাগতস্য সূচিরং নির্বণ্য পতুমুৎসবম্ ।

বিশ্রবঃ পরিচূষ্য, জাতপুলকামালোক্য গওস্থলীং,

লঙ্কানব্রম্বী প্রিয়েন হসতা বালা চিরং চুষিতা ॥৭॥

তথা

‘স্বং মুখ্যাক্ষি, বিনৈব ককুলিকয়া ধংসে মনোহারিণীং  
লক্ষ্মী’-মিত্যাভিধায়িনি প্রিয়তমে তদ্বীটিকা-সংস্পৃশি।  
শয্যোপান্ত-নিবিষ্ট-সম্মিত-সখী-নেত্রোৎসবানন্দিতো  
নির্ধাতঃ শনৈকৈরনীকবচনোপক্ৰাসমানকৈচনঃ ॥২॥

অপরন্তু—অভিলাষ-বিরহেয্যা-প্রবাসশাপহেতুক ইতি পঞ্চবিধঃ।

ক্রমেণোদাহরণম্—

১. প্রেমাদ্রিঃ প্রণয়স্পৃশঃ পরিচয়াদ্ভূতগাঢ়রোগদহা-  
স্তাস্তা মুগ্ধদশো নিসর্গমধুরাশ্চেষ্টা ভবেয়ুমায়।  
বাসন্তঃকরণস্য বাহকরণ-ব্যাপার-রোধী ক্ষণা-  
দাশংসাপরিকল্পিতান্ধপ ভবত্যানন্দসাজ্ঞো লয়ঃ ॥১০॥
২. ‘অগ্রজ ব্রজতীতি কা বলু কথা? নাপ্যস্ত তাদৃক্ হৃদ-  
য়া মাং নেচ্ছতি, নাগতস্ত! হহহ কোহং বিধে: প্রক্রমঃ!’  
—ইত্যল্লেক্তরকল্পনাকবলিতস্বাস্তা নিশাস্তান্তরে  
বালা বৃত্তবিবর্তনব্যতিক্রম, নাপ্রোতি নিদ্রাং নিশি ॥১১॥

এষা বিরহোৎকণ্ঠিতা।

৩. সা পত্ন্য: প্রথমাপরাধসময়ে সখ্যোপদেশং বিনা  
নো জানাতি স বিভ্রমাপবলনাবক্রোহিসংসূচনম্।  
স্বচ্ছরচ্ছকপোলমূলগলিতৈ: পথ্যস্তনেত্রোৎপলা  
বালা কেবলমেব প্রোদতি লুঠলোলানকৈরশ্রুতি: ॥১২॥
৪. প্রস্থানং বলঠৈ: কৃতং, প্রিয়সখৈবশ্চৈবজ্ঞং গতং,  
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং, ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তং পুরঃ।  
যাতুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সৰ্বে সমং অশ্রিতা;  
গন্তব্যে সতি, জীবিত, প্রিয়-হৃদয়-সার্থঃ কিমু ত্যজ্যতে? ॥১৩॥
৫. ত্রামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং বাতুরাগৈ: শিলায়া-  
মাস্থানং তে চরণপতিতঃ বাবদিচ্ছামি কতুম্।  
অশ্রৈস্তাবন্ মুহুরপচিঠৈর্দৃষ্টিবালুপ্যতে যে  
কুরন্তশ্লিঙ্গপি ন সহতে সংগমং নো কৃতান্তঃ ॥১৪॥

হাস্যাদীনাং ক্রমেণোদাহরণম্—

১. আকৃক্য পাণিমন্তিঃ মম মুগ্ধি বেস্তা  
মস্তান্তসাং প্রতিপদং পুষ্টৈঃ পবিজে।  
তারশ্বনং প্রতিপদং ক্রমদাং প্রচায়াং  
হাচা হতোহকমিতি রোদিতি বিকৃশমা ॥১৫॥
২. 'হা মাতুল্যিতাসি কৃত্য ? কিমিদং ? হা দেবতাঃ কাশিষঃ ?  
দিক্ প্রাণান্ ! পতিতোহশনির্জীবহস্তেভ্যে ! দন্ধে দৃশৌ !'  
—ইথাঃ ঘর্ষরমধ্যক্ককরণাঃ পৌরাজ্ঞানানাং গির-  
শিত্ত্বস্থানপি রোদয়ন্তি, শতদা কুবন্তি ভিত্তীরপি ॥৬॥
৩. কৃতমন্তুতঃ দষ্টঃ বা বৈরিদং গুরুপাতকঃ  
মন্তুজপন্তিভিনিময়াদৈর্ভবন্তিকদাযুধৈঃ।  
নরকরিপুণা সার্কং তেষাং সভীমকিরীটিনা-  
ময়মহমস্তম্ভমেদোমাংসৈঃ করোমি দিশাং বলিম্ ॥১৭॥
৪. কৃত্য সজ্জাসমেতে বিজহত তবঃ, ক্ষুরশক্রেভকৃত্য  
যুগ্মেভ্যে লজ্জাং দধতি পরমমী সাযকা নিম্পতন্তঃ।  
সৌমিত্রে তিষ্ঠ, পাত্যং ত্বমসি ন হি কষাং, নহতঃ মেঘনাদঃ  
কিঞ্চিদ্রজ্জলীলানিয়মিতজলধিঃ রামমহেশ্বয়ামি ॥১৮॥
৫. ঐবাব্জাভিরামঃ মুহুরতপতি স্যন্দনে বন্ধদৃষ্টিঃ  
পশ্চাৎ প্রবিষ্টঃ শয়পতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্।  
দৈর্ভবধাবলীটৈঃ অমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কৌণবজ্রা  
পশ্চাদগ্রপুত্ৰাদিরিতি বহুতরং শোকমুখ্যং প্রযাতি ॥১৮॥
৬. উৎকতোৎকৃত্য কৃষ্ণিঃ প্রথমমথ পৃথুংসেধভূয়াংসি মাংসা-  
ভ্রংশিকৃপৃষ্ঠপিণ্ডাভববশুলভান্নগ্রপুতীনি জঙ্ঘা।  
আর্কঃ পশ্বনেত্রঃ প্রকটিতদশনঃ প্রেতবহুঃ করুকা-  
দক্কাদস্থিসিংহঃ স্থপুটগতমপি ক্রব্যমব্যগ্রমন্তি ॥২০॥
৭. চিত্রং ! মহানেবঃ বতাবতারঃ ! ক কাশিরেবাভিনবৈব ভক্তিঃ।  
লোকোত্তরং দৈর্ঘ্যমহোত্তরভাবঃ ! কাপ্যাকৃতির্নূতন এষ সর্গঃ ! ॥২১॥

এবাং স্থায়িত্বাবানাহ—

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা ।

ভূতুঙ্গা বিন্ময়শ্চেতি স্থায়িত্বাবাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥৭॥

স্পষ্টম্ ।

ব্যভিচারিণে ক্রতে—

নিবেদনানিশঙ্কাখ্যাস্তথাসূয়া মদশ্রমাঃ ।

আলস্যং চৈব দৈহ্যং চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতিব্ল'তিঃ । ৮॥

ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা ।

গর্বো বিষাদ ওৎসুক্যং নিজাপস্মার এব চ ॥৯॥

স্বপ্তং প্রবোধোহমর্ষশ্চাপ্যবহিষ্মথোগ্রতা ।

মতির্ব্যাদিস্তথোগ্রাদিস্তথা মরণমেব চ ॥১০॥

ভ্রাসশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ ।

ত্রয়স্রিংশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতাস্ত নামতঃ ॥১১॥

নিবেদনামঙ্গলশ্রায়স্ত প্রথমমহুপাদেয়ভেৎপ্যাপাদানং ব্যভিচারিভেৎপি স্থায়িত্বা-  
ভিধানার্থম্ । তেন

নিবেদনস্থায়িত্বাবোহপি শাস্তোহপি নবমো রসঃ ।

যথা,

অহৌ বা, হারে বা, কুসুমশয়নে বা, দৃষদি বা,

মণৌ বা, লোহে বা, বলবতি রিপৌ বা, সুহৃদি বা,

তুণে বা, স্ত্রীণে বা, মম সমদৃশো যাস্তি দিবসাঃ

কচিৎ পুণ্যারণ্যে 'শিব শিব শিব'তি প্রলপতঃ ॥২২॥

রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাজ্জিতঃ ॥১২॥

ভাবঃ প্রোক্তঃ

আদিশব্দান্মুনিগুরুপুত্রাদিবিষয়া । কাস্তাবিষয়া তু ব্যক্তা শব্দারঃ ।

উদাহরণ—

কষ্টকোণবিনিবিষ্টমীশ, তে কালকূটমপি মে মহামৃতম্ ।

অপ্যুপাত্তমমৃতং ভবদ্বপুর্ভেদবৃন্তি যদি মে ন যোচতে ॥২৩॥

হরত্যঘং সম্প্রতি, হেতুরেণ্যতঃ শুভস্ত, পূর্বাচরিতৈঃ কৃতং শুভৈঃ ।

শরীরভাজাং ভবদীয়দর্শনং ব্যনক্তি কালজিতয়েহপি যোগ্যতাম্ ॥২৪॥

এবমন্ত্রদপ্যুদাহার্যম্ ।

অস্মিতব্যভিচারী যথা,

জানে কোপ-পরাজ্জ্বল্যে 'প্রযতমা স্বপ্নেহস্ত দৃষ্টা ময়া,  
'মা মা সম্পূর্ণ লাবিণ্যে'তি কদন্তী গন্ধং প্রযুক্তা পুরঃ ।  
নো যাবৎপরিব্রজ্য চাটুল্যতটৈব রাশান্ধ্যামি প্রিয়াং  
ভ্রাতৃস্বাবদচ। শঠেন বিধনা 'নন্দাদরিদ্রীকৃতঃ ॥২৫॥

অত্র বিদ্যা প্রত্যক্ষ্যঃ

**তদভাসা অনৌচিত্যপ্রবর্তিতাঃ**

তদভাসা রসভাসা ভাবভাসাশ্চ ।

তত্র রসভাসো যথা

স্বমঃ কং বামাস্কি, ক্ষণমপি বিনা যং ন রমসে ?  
বিলেপ্তে কং প্রাণান বণমথমুখে যং যুগযসে ?  
সুপথে কো ভাতঃ শশিমূৰি, বয়ালজসি বসং ?  
তপঃশ্রী কষ্টেষা মদননগরি, দ্যাযসি তু যম্ ? ২৬ ॥

অত্রানেক-কামুক-বিষয়মভিলাষং তস্যাঃ স্বমঃ ইত্যাত্মগতং বহুব্যাপারোপাদানং  
বান্ধিত্বি ।

ভাবভাসো যথা,

রাকা-স্বধাকর-মুখী তরলায়তাক্ষী  
সা শ্বেব-যৌবন-তরঙ্গিত-বিলম্বাক্ষী ।  
তৎ কিং কষ্টরামি ? বিদধে কথমত্র মৈত্রীং ?  
তৎস্বীকৃতিব্যতিকরে ক ইবাভ্যুপায়ঃ ? ২৭ ॥

অত্র চিত্তা অনৌচিত্যপ্রবর্তিতা । এবমক্লেহপ্যদার্থাঃ ॥

**ভাবস্য শাস্তিরুদ্ধয়ঃ সজ্জিঃ শবলতা তথা ॥১৩॥**

ক্রমেণোদাহরণম্—

'তস্য্যাঃ সাজ্জবিলেপনগুনতটপ্রস্নেহমুদ্রাকিতং  
কিং বন্ধস্তরণানতিব্যতিকরব্যাজেন গোপাষাতে' ?  
—ইত্যুক্তে 'ক তন্নি'ত্বাদীর্ঘ সহসা তৎ সংপ্রমাষ্টুং ময়া  
সান্নিষ্টা ব্রভসেন, তৎসুখবশাৎ তদ্ব্যা চ তদ্বিন্মতম্ ॥২৮॥

অত্র কোপস্য ।

একস্মিৎ শয়নে বিপক্ষরমণীনামগ্রহে মুগ্ধয়া  
সজ্জা মানপরিগ্রহম্পিতয়া চাটুনি কুংসপি ।  
আবেগাদবদীরিতঃ প্রিয়তমকুক্ষীং স্থিতস্তংকণং  
মা ভুং স্পৃষ্ট ইবেত্যমন্মবলিতপ্রীকং পুনর্দীক্ষিতঃ ॥২০॥

অত্রৌৎসুক্যস্য ।

উৎসুক্যস্য তপঃপরাক্রমনিদেহভ্যাগমাদ্ একতঃ  
সংসঙ্গপ্রিয়তা চ দীররভাসোৎফালস্ত মাং কথিতঃ ।  
বৈদেহীপরিবস্ত এষ চ মুক্তশ্চেতস্তমামীলয়ন্  
আনন্দো হরিচন্দনেন্দুশিশিরাশ্চক্ষোঃ কণকাক্রান্তঃ ॥৩০॥

অত্রাবেগহর্ষয়োঃ ।

কাকায়ণঃ ? শশলক্ষণঃ ক চ কুলঃ ? ভূয়োহপি দৃষ্টোত সা !  
দোষানাং প্রশমায় ন শ্রুতমহো কোপেহপি কাস্তং মুখম্ !  
কিং বক্ষ্যন্ত্যপকরষাঃ কৃতধিয়ঃ ? স্বপ্নেহপি সা দুর্লভা !  
চেতঃ, আস্থ্যমুপৈহি ; কঃ খলু যুবা ধনোহধরং ধাস্যতি ! ৩১॥

অত্র বিতর্কৌৎসুক্যমতিস্বরগণকাদৈকধৃতিচিন্তানাং \* বলতা । ভাবস্থিতিকৃত্তা  
উদাহৃত্য\* চ ।

মুখে রসেহপি ভেদজিহ্বং প্রাপ্তুবন্তি কদাচন ।

তে ভাবশাস্ত্রাদয়ঃ । অদ্বিত্যং রাজাত্মগতাববাহপ্রবৃত্তত্বাবৎ ॥

অনুস্মানন্ত-সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য-স্থিতিস্ত বঃ ॥১৪॥

শব্দার্থোভয়শক্ত্যুৎপত্তিধা স কথিতো ধ্বনিঃ ।

শব্দশক্তিমূলান্তরগন-রূপ-ব্যঙ্গ্যঃ, অর্থশক্তিমূলান্তরগনরূপব্যঙ্গ্যঃ, উভয়শক্তিমূলান্ত-  
রগনরূপব্যঙ্গ্যশ্চৈতি ত্রিবিধঃ ।

অত্র

অলংকারোহথ বস্ত্রেন শব্দাদ্ বস্ত্রাবভাসতে । ১৫

প্রধানত্বেন স জ্ঞেয়ঃ শব্দশক্ত্যুদ্ভবো দ্বিবা ॥

২৮ । কোপস্য শাস্তিঃ । ২৯ । উৎসুক্যস্যোদয়ঃ । ৩০ । আবেগহর্ষয়োঃ সন্ধিঃ ।

৩১ । বিক্রমোদগীয ৪।৪ \* শ্লোক ২৫



বস্তুতি, অনলংকারঃ বস্তুমাত্রম্ । আত্মো যথা,

উদ্ধাস্ত কাল-করবাল-মহাদুর্বাঃ  
দেবেন যেন জরঠোজিতগজিতেন ।

নির্বাপিতঃ সকল এব রণে রিপুণাং  
ধারাজলৈল্লিঙ্গগতি জলিতঃ প্রতাপঃ ॥৩২॥

অত্র নাক্যাস্তাসম্বন্ধাভিধায়কত্বং মা প্রসাঙ্কীদিতি প্রাকরনিকাপ্রাকরণি-  
কয়োৰূপমানোপমেয়ভাবঃ কল্পনীয় ইত্যাত্মোপমাংসংকারো ব্যন্যঃ ।

তিগ্ৰম্ভচিরপ্রতাপো, বিধুরানিলাকৃদ, বিভো, মধুরলীলঃ ।  
মতিমানঃওবুত্তিঃ, প্রতিপদপক্ষাগ্রণীবিভাত ভবান্ ॥৩৩॥

অত্রৈকৈকান্ত পদস্ত দ্বিপদযে বিরোধাভাসঃ ।

অমিতঃ সমিতঃ প্রাপ্তৈশ্বকংকমৈর্ষদ প্রভো ।  
অহিতঃ সচিত্তঃ সাদৃষ্যশোভিরসতামসি ॥৩৪॥

অত্রাপি বিরোধাভাসঃ ।

নিকপাদানসম্ভাঃমতিভাবেন তরতে ।  
জগজ্জিত্ব নমস্তস্মৈ কলান্নাঘ্যায় শূলিনে ॥৩৫॥

অত্র ব্যতিরেকঃ । অলংকাযস্তাপি ব্রাহ্মণশ্রমণান্যায়েনালংকারতা ।

বস্তুমাত্রং যথা,

পংখিঅ, ৭ তথ সখরমখি মনং পখরখলে গামে ।  
উগ্ৰঅপশ্চবঃ পেখ্খিউণ, জই বসসি তা বসস্ত ॥৩৬॥

অত্র বদ্যাপভোগকমোহসি তদা আসুয়েতি ব্যজ্যতে ।

শনিরশানিচ তমুচ্চৈনিহস্তি, কৃপ্যসি নরেন্দ্র যশৈ অম্ ।  
যত্র প্রসীদসি পুনঃ স ভাত্যাদারোহিতদারশ্চ ॥৩৭॥

অবিকঙ্কাবপি ত্বদনুবর্তনার্থমেকং কার্যং কুরুত ইতি ধ্বন্যতে ।

শ্লোক ৩২—৩৫ এ শব্দশক্তি-জ অলংকারধ্বনির উদাহরণ । ৩৬, ৩৭ এ  
শব্দশক্তি-জ বস্তুধ্বনির উদাহরণ ।

৩৬. পংখিঅ, নাত্র শস্তরমখি মনাক্ প্রস্তরস্থলে গ্রামে ।

উগ্ৰতপয়োধরং প্রেক্ষ্য, যদি বসসি তদা বস ॥

৩৭. ধ্বনিটি অনেকটা হেয়ালীর মত ।

অৰ্ধশত্ৰুদ্ব্যবোধপার্থো ব্যক্তক: সম্ভবৌ অভ: ॥১৬

প্রৌঢ়োক্তিমাত্রাং সিদ্ধো বা কবেশ্বেনোত্তিতস্ত বা ।

বস্ত্র বালংকৃতির্বেতি ষড়্ভেদোহসৌ বানক্তি ষৎ ॥১৭

বস্ত্রলংকারমথবা তেনায়ং দ্বাদশাস্ত্রকঃ ।

স্বতঃসম্ভবৌ ন কেবলং ভগিতিমাত্রনিম্পন্নো যাবদ্ বহিরপ্যৌচিত্যেন সম্ভাব্য-  
মানঃ । কবিনা প্রতিভামাত্রাণ বহিরঙ্গনি নির্মিতঃ কবিনিবন্ধেন বক্তৃত্বি বা  
দ্বিবিধোহপর ইতি দ্বিবিধঃ । বস্ত্র বালংকারো বাসাবিতি ষোড়া ব্যক্তকঃ । তস্ত  
বস্ত্র বালংকারো বা ব্যাঘ্র ইতি দ্বাদশভেদোহর্থশত্ৰুদ্ব্যবোধ ধ্বনিঃ ।

ক্রমেণোদাহরণম্—\*

‘অলসশিরোমণি, ধুতানং অগ্গিমো, পুত্রি, ধনসমৃদ্ধিমগ্’ ।

—ইতি ভগিএণ নভাবী পপ্ফুল্লবিলোচনা জাতা ॥২০

অত্র মমৈবোপভোগ্য ইতি বস্ত্রনা বস্ত্র ব্যাঘ্র্যতে ।

দন্তাসি, বা কথয়সি প্রিয়ঙ্গমেহপি

বিস্রজ্জাটুকশতানি রতাস্তরেষু ।

নীবীং প্রতি প্রদিক্ষিতে তু কতে প্রিয়েণ

সখ্যঃ, শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি ॥২২॥

অত্র ত্রয়ধ্বজা, অহং তু ধন্তেতি ব্যতিরেকালংকারঃ ।

দর্পাক্ষ-গজ-গজ-কুম্ভকপাট-কুট-সংক্রান্তি-নিয়মশোণিতশোণশোচিঃ ।

বীরৈবালোকি যুধি কোপকষায়কান্তিঃ কালীকটাক্ষ ইব যস্ত করে কৃপাণঃ ॥২৩॥

অত্রোপমাংকারেণ সকলরিপুবলক্ষয়ঃ ক্ষণাৎ করিষ্যতে ইতি বস্ত্র ।

পাচকাস্তদশনক্ষত-ব্যথাসংকটাদ্ অরিবধুজনস্ত যঃ ।

ওষ্ঠবিক্রমদলান্যমোচয়ন্ নিদর্শন্ যুধি ক্রমা নিজাধরম্ ॥২৪॥

অত্র বিরোধালংকারেণাধরনিদর্শনসমকালমেব শত্রবো ব্যাধাদিতা ইতি তুল্য-  
যোগিতা মম ক্ষতাপ্যন্তস্ত ক্ষতিনিবর্ততামিতি তদ্বুদ্ধিকংপ্রেক্ষ্যতে ইত্যুৎ-  
প্রেক্ষা চ ।

\* ৩৮-৪২ সংখ্যকেষু শ্লোকেষু উদাহরণানি হি দ্বাদশবিধস্য অৰ্ধশত্ৰু-  
ধ্বনেঃ ।

৩৮. ‘অলসশিরোমণিধূর্তানামগ্রিমঃ পুত্রি, ধনসমৃদ্ধিমগ্’ ।

—ইতি ভগিতেন নভাবী প্রফুল্লবিলোচনা জাতা ॥

### শকার্ণোভয়ভুরেকঃ

অতশ্চ-চন্দ্রাভরণা সমুদীপিতময়ধা ।

তারকাতরলা শ্রামা শানন্দং ন করোতি কিম্? ৫০।

অত্রোপমা ব্যাখ্যা ।

ভেদা অষ্টাদশান্ত তৎ ॥১৮

অন্তেতি ধনেঃ ।

নতু রসাদীনাং বহুভেদেভ্যে ন কথমষ্টাদশ-তাত্ আত—

রসাদীনামনন্তত্বাৎ ভেদ একো হি গণ্যতে ।

অনন্তত্বাদিতি । তথা চি, নব রসাঃ । তত্র শকারস্ত দ্বৌ ভেদৌ । সন্তোগো-  
বিপ্রলম্বশ্চ । সন্তোগস্তাপি পরম্পরাবলোকনালিঙ্গন-পরিচূষনাদিকুশুমোচ্চয়-  
জলকলিস্থ্যাস্তময়চন্দ্রোদয়ষড়্-ঋতুবর্ণনাদয়োঃ বহুবো ভেদাঃ । বিপ্রলম্বস্তা-  
ভিলাষাদয় উক্তাঃ । তয়োঃপি বিভাবাস্ত্যভাবব্যভিচারিবিচিত্র্যাম্ । তত্রাপি  
নারকয়োকস্তময়ামাদমপ্রকৃতিভম । তত্রাপি দেশকালাবস্থাভিভেদা ইত্যেক-  
স্তেব রসস্তানন্ত্যাম্ । কা গণনা ক্রম্যাম্? অসংলক্ষ্যক্রমত্বং তু সামান্তমাত্রিত্য  
রসাদিধ্বনিভেদ এক এব গণ্যতে ॥

### বাক্যে দ্ব্যর্থঃ

দ্ব্যর্থ ইতি শকার্ণোভয়শক্তিমূলঃ ॥

### পদেইপ্যাগ্ণে

অপি শব্দাদ্ বাক্যেইপি । একাব্যবহিতে ন ভূষণেন কামিনীব পদগোতোয়-  
ন ব্যাখ্যে ন বাক্যব্যাখ্যাপি ভারতী ভাসতে । তত্র পদপ্রকাশত্বে ক্রমেণো-  
দাহরণানি—

১. বস্ত্র মিত্রাপি মিত্রাণি, শত্রবঃ শত্রবস্তৃথা ।

অনুকম্প্যাহনুকম্প্যশ্চ, স জাতঃ স চ জীবতি ॥৫১॥

অত্র দ্বিতীয়মিত্রাদিশব্দা আশ্বস্তানিঘন্ত্রণীষদ্বস্ত্রেহপাত্রাদ্যদিসংক্রমিতবাচ্যাঃ ।

২. খলববহারা দীপস্থি দারুণা ভতব, তত্ৰবি ধীরানঃ ।

হিঅজবঅস্নবহুমজা গ হ ববসাজা বিমুহ্-বস্থি ॥ ৫২

অত্র বিমুহস্তীতি ।

৩. ক. লাবণ্যং তদসৌ কান্তিস্তদ্রূপং স বচঃক্রমঃ ।

তদা সূখাম্পদমভূদধুনা তু জরো মহান্ ॥ ৫৩

অত্র তদাদিপদৈবহুভবৈকগোচরা অথাঃ প্রকাশ্যন্তে । যথা বা

- খ. 'মুগ্ধং মুগ্ধতয়ৈব নেতুমানিলাঃ কালঃ কিমারভাতে ?  
মানং ধংস, ধৃতিঃ বধান, ঋজুতাং দূরে কুরু প্রেরয়সি' ।  
—সঠৈবং প্রতিবোধিতা প্রতিবচন্যাহ ভীতাননা,  
—'নীচৈঃ শংস, হৃদি স্থিতো হি নহু মে প্রাণেশ্বরঃ শ্রোয়তি' ॥ ৫৪ ॥

অত্র ভীতাননেতি । এতেন হি নীচৈঃশংসনবিধানস্ত যুক্ততা গম্যতে ।  
ভাবাদীনং পদপ্রকাশ্যত্বেদিকং ন বৈচিত্র্যমিতি ন তদুদাহ্রিয়তে ।

৪. কধির-বিসর-প্রসাদিতকরবালকরালকচিরভূজপরিঘঃ ।  
বাটিতি ভ্রুকুটিবিটস্থতললাটপট্টো বিভাসি, নৃপ ভীম ॥ ৫৫ ॥

অত্র ভীষণীয়ন্ত ভীমসেন উপমানম্ ।

৫. ভুক্তিমুক্তিকৃদেকাঙ্গসমাদেশনতৎপরঃ ।  
কস্তা নানন্দনিস্যন্দঃ বিদ্যাপ্তি সদাগমঃ ? ৫৬ ॥

কাচিং সংকেতদায়িনমেবং মুখ্যং বৃত্ত্য শংসতি ।

৬. সাযং স্নানম্পাসিতঃ, মলযজ্ঞেমাঙ্গঃ সমালোপিতঃ,  
যাতোহপ্যচলমৌ লম্পদমনিবিশ্রকমদ্রাগতিঃ ।  
আশ্চর্য্যং তব সৌকুম্যমভিতঃ ক্লাস্ত্যসি যেনাপুনা  
নেজদন্দমমীলনবাতিকরঃ শক্লোতি তেনাস্মিতুম্ ॥ ৫৭ ॥

অত্র বস্তনা কৃতপুরুষপরিচয়ঃ ক্লাস্ত্যসীতি বস্ত অধুনাপদক্লোভ্যং বাজ্যতে ।

৭. তদপ্রাশ্বিমহাদুঃখবিলীনশেষপাতকা ।  
তচ্চিস্ত্যবিপুলাহ্লাদক্লীণপুণ্যচয়া তথা ॥ ৫৮ ॥  
চিন্তয়ন্তী জগৎসৃতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্ ।  
নিরুদ্ধাসতয়া মুক্তিং গতাত্মা গোপকন্তকা ॥ ৫৯ ॥

অত্র জগৎসহস্রৈরূপভোক্তব্যানি দৃকৃত-শ্রুত-কলানি বিয়োগ-দুঃখ-চিন্তনাহ্লা-  
দাত্ম্যমহুভূতানীতুক্তম্ । এবং চাশেষচয়পদক্লোভ্যে অতিশয়োক্তী ।

৬০. ধলব্যবহার্য্য দৃক্ৰস্তে দারুণা বজ্রপি, তথাপি ধীরানাম্ ।  
হৃদয়-বয়স্ক-বহুমতা ন পলু ব্যবসায়্য বিমুহুন্তি ॥

৮. ক্ষপদাসাবক্ষণা, বনমবনং, ব্যসনমব্যসনম্।

বত বীণ, তব বিষতাং পরাঙ্-মুখে ত্বরি পরাঙ্-মুখং সর্বম্ ॥ ৬০ ॥

অত্র শব্দশক্তিমূলবিরোধোজেনার্থান্তরজ্ঞাসেন 'বিধিরপি স্বামমুখবর্তে' ইতি সৰ্বপদছোভাঃ বস্তু।

৯. 'তুচ্ছ বস্তুভঙ্গ্যং গোসম্মি আসি অহরো মিলণ-কমল-দলো'।

—ইঅ গববচ্ছা সোউণ কুণট বচ্ছণ মতিস্মুচ্ছ ॥ ৬১

অত্র রূপকেন ত্বয়া মুহূর্তঃ পরিচূষনং তথা স্তম্ভং, যেন স্নানত্মমিতি মিলণাদি-পদছোভাঃ কাব্যালঙ্কারম্। এষু স্বতঃস্ফূর্তী ব্যঙ্গকঃ।

১০. রাইসু চন্দ্রবলাসু ললিতমাফালিউণ জো চাবং।

একচ্ছত্তং বিঅ কুণট ভুঅণরজ্জং বিজ্জন্ততো ॥ ৬২

অত্র বস্তুনা যেথা কামিনামসৌ রাজা স্রস্তুভ্যাং ন কচ্ছিদপি তদাদেশপরাঙ্-মুখ ইতি জাগ্রদ্ভিকপভোগপট্টেরেন তৈনিশাতিবাহতে ইতি 'ভুঅণরজ্জ'-পদছোভাঃ বস্তু প্রকাশ্যতে।

১১. নিশিত-শর-দিয়ার্পিত্যনজো

দিশি স্তদশঃ স্ববলং, বয়সগ্রালে।

দিশি নিপততি যত্র, সা চ তত্র

ব্যতিকরমেত্যে সমুন্নিষস্ত্যবস্থাঃ ॥ ৬৩ ॥

অত্র বস্তুনা যুগপদবস্থাঃ পরস্পরবিকল্প-অপ-প্রভবস্বীতি ব্যতিরেক-পদছোভ্যো বিরোধঃ।

১২. বারিচ্ছন্তো বি পুণো সন্দাবকদধিএণ হিঅএণ।

ধনহরবঅস্এণ বিসুজ্জাই ৭ চলই ১২ হারো ॥ ৬৪

অত্র বিসুজ্জাতি-এলক-এলক-কারেণ হারোজনবরতং কল্পমান এবান্তে ইতি ৭ চলই-পদছোভাঃ বস্তু।

৬১। 'তব বস্তুভঙ্গ্যং প্রভাত আসীদধরো স্নানকমলদলম্'।

ইতি নববধুঃ শ্রদ্ধা করোতি বদনং মহীসমুখম্ ॥

৬২। রাইসু চন্দ্রবলাসু ললিতমাফাল্য বশ্যাপম্।

একচ্ছত্রমিব করোতি ভূবনরাজা বিজ্জন্তমাণঃ ॥

৬৪। বাধমাণোহপি পুনঃ সস্তাপ-কদধিতেন জুঘয়েন।

স্তনভয়-বধুপ্তেন বিসুজ্জাতির্ন চলত্যুপা হারঃ ॥

১৩. শো মুক্সামলংগো ধমিল্লো কলিঅললিঅণিঅদেহো ।

তৌএ ঝংধাহি বলং গচ্ছিঅ সরো সুরঅসংগরে জঅই ॥ ৬৫

অত্র রূপকেন মুহুমূর্হবাকর্ষণেন তথা কেশপাশঃ স্বক্কযোঃ প্রাপ্তো, যথা প্রতিবিবর্তা-  
বপানিবৃত্তাভিলাষঃ কামুকোভূদিত্তি ঝংধ-পদছোত্যা বিভাবনা । এষু কবি-  
প্রৌঢ়োক্তিয়াত্রনিম্পন্নশরীরঃ ॥

১৪. নব-পুণ্ণিমা-মিঅংকসস্ সুভঅ কা তং সি ভণসু মহ সচ্চং ।

কা সোতগ্গ-সমগ্গা পণ্ডসর অণি ঝ তুহ অচ্ছ ॥ ৬৬

অত্র বস্তুনা ময়ীবান্ত্যামপি প্রথমমন্তরকৃত্যং ন তত ইতি 'নবে'-ত্যাदि-'পণ্ডসে'-  
ত্যাदि-পদছোত্যাং বস্তু বাজ্যতে ।

১৫. সহি, নব-গিহুবন-সমর-ম্মি অংকবালীসহৌএ নিবিড়্যাএ ।

হারো নিবারিঅ বিঅ উচ্চৈরহো তদো কতং রমিঅং ? ॥ ৬৭

অত্র বস্তুনা হারচ্ছেদানন্তরমন্তরেন ব্রতমবশ্যমভূং তৎকথং কীদৃগিতি ব্যতিরেকঃ  
'কহং'-পদগম্যঃ ।

১৬. ক. প্রবিসংতৌ ঘরবারং বিবলিঅ-বঅণা বিলোইউণ পহং ।

ঝংধে যেত্ৰণ ঘটং 'হা হা নট্টো'ত্তি কঅসি সহি কিংতি ॥ ৬৮

অত্র চেত্বলংকারেণ 'সংকেত-নিকেতনং গচ্ছন্তং দৃষ্টী যদি তত্র গন্তুমিচ্ছসি, তদা  
অপরং ঘটং গৃহীত্বা গচ্ছে'-তি বস্তু 'কিংতি'-পদ-ছোত্যাং । যথা বা

৬৫ । স মুক্সামলংগো ধমিল্লঃ কলিত-ললিত-নিজদেহঃ ।

তন্ত্যাঃ স্বক্কাদ্ বলং গৃহীত্বা সুরঃ সুরতসংগরে জয়তি ॥

৬৬ । নব-পুর্ণিমা-মৃগাঙ্কশ্চ সুভগ, কন্ডমসি ভণমম সত্যম্ ।

কা সৌভাগ্যসমগ্রী প্রদোষ-রজনীব তবাত্ত ॥

৬৭ । সহি, নব-নিধুবন-সমরেঃ কপালী-সখ্যা নিবিড়য়া ।

হারো নিবারিত এবোচ্ছ্রিষমাণস্ততঃ কথং রমিতম্ ?

৬৮ । প্রবিশন্তৌ গৃহদ্বারং বিবলিতবদনা বিলোকা পশ্যানম্ ।

স্বদে গৃহীত্বা ঘটং 'হা হা নট্ট' ইতি রোদিষি সহি, কিমিতি ?

খ. বিহলংখলং তুমং সতি, দট্টং কুডেন তরলতরদিট্টিং ।

বারপ্ক্ষস-মিসেন অ অগ্না, গুরুগতি পাডিঅ বিহিলো ॥ ৬২

অত্র নদীকূলে লতাগহনে কৃতসংকেতমপ্রাপ্য গৃহপ্রবেশাবসরে পশ্চাদাগত্য দৃষ্টা  
পুনর্নদীগমনায় হারোপঘাতব্যাঞ্জেন বুদ্ধিপূৰ্ণং ব্যাকুলতয়া ত্রয়ং ঘটং ক্ষোটিত  
ইতি ময়া চিহ্নিতং তৎ কিমতি নান্দসিহি তৎসমীহিতসিদ্ধয়ে ব্রজ, অহং তে  
অশ্বনিকটে সর্গং সমধিক্ষে, ইতি হারম্পর্শনব্যাঞ্জেনেতাপহুত্যা বক্ত ।

১৭. জোহুগাতিঃ মন্তরসেং অ বিইল-তারুলউৎস্বমণা সা ।

বুড়চাপি নবোচবিঅ পরবহুঅ অহহ হরই তুহ হিঅঅঃ ॥ ৭০

অত্র কাব্যলিঙ্গেন বৃদ্ধাং পরবহু তুময়াশ্চ জ্বিত্যভিলষমীতি ত্বদীয়মাচরিতং বক্তৃ  
ন শক্যমিত্যাক্ষেপঃ ‘পরবহু’-পদপ্রকাশঃ ।

এষ\* কবিনিবন্ধ-বক্তৃ-শ্লোচোক্তি-মাত্র-নিম্পন্নশরীরঃ । বাক্যপ্রকাশে তু পূর্বম্  
(১-২ শ্লোকয়োঃ) উদাহৃতম্ ॥

শকাখোভয়শঙ্কাস্তবস্ত পদপ্রকাশো ন ভবতীতি পক্ষত্রিশদভেদাঃ ।

### প্রবন্ধেহপ্যর্থশক্তিভূঃ ॥১৯॥

যথা গৃহগোমায়ুসংবাদাদে ।

অলং স্থিত্বা শ্মশানেঃ স্মিন্ গৃহ-গোমায়ু-সঙ্কলে ।

কঙ্কালবহলে ঘোরে সবপ্রাণিভয়ঙ্করে ॥

ন চেহ জীবিতঃ কশ্চিৎ কালধর্মমুপাগতঃ ।

প্রিয়ো বা যদি বা হেয়াঃ প্রাণিনাং গতিরীদৃশী ॥৭২॥

ইতি দিবা প্রভবতোঃ গৃহস্ত পুরুষবিসজ্জনপরমিদং বচনম্ ।

আদিত্যোহয়ং স্থিতো মূঢ়াঃ স্নেহং কুরুত সাম্প্রতম্ ।

বহুবিঘ্নো মুহূর্ত্তোহয়ং জীবদপি কদাচন ॥৭৩॥

অমুং কনকবর্ণাভং বালমপ্রাপ্যযৌবনম্ ।

গৃহবাক্যাং কথং মূঢ়ান্ত্যজ্জন্মবিশঙ্কিতাঃ ॥৭৪॥

৬২ । বিশৃঙ্খলাং ত্রাং সতি দট্টং কুটেন তরলতর-দট্টিম্ ।

হারম্পর্শমিষণে চান্মা গুরুক ইতি পাতয়িত্বা বিভিন্নঃ ॥

৭০ । জ্যোৎস্নয়া মধুরসেন চ বিতীর্ণ-তারণ্যোৎস্বকমনাঃ সা ।

বৃদ্ধাপি নবোচবে পরবহুহহ হরতি তব হৃদয়ম্ ॥

\* ৫২—৭০ সংখ্যাকেয়ু জ্ঞোকেয়ু ।

ইতি নিশি বিজ্জমগন্ত গোমায়োৰ্জনব্যাবৰ্ত্তননিষ্ঠং চ বচনমিতি প্রবন্ধ এব  
প্রথতে। অস্ত্রে ত্বেকাদশ ভেদা গ্রহবিস্তরভয়ান্নোদাহৃত্যঃ, স্বয়ং তু লক্ষণতোহহু-  
সৰ্ত্তব্য্যাঃ। অপি-শব্দাং পদবাক্যয়োঃ।

পদৈকদেশ-রচনাবর্ণেষপি\* রসাদয়ঃ।

তত্র প্রকৃত্যা যথা

১. ক. রইকেলি-তিঅণিবসণ-করকিসলঅ-রুদ্ধণয়ণজুঅলস্।

রুদ্দস্ তইঅণঅণং পকক্কে-পরিচুখিঅং জঅই ॥৭৫

অথ জয়তীতি ন তু শোভতে ইত্যাদি। সমানেহপি হি স্বগন-ব্যাপারে  
লোকোত্তরেণৈব ব্যাপারেণাস্য সিধানমিতি তদেবোক্তম্।

যথা বা,

খ. প্রেয়ান্ সোহয়মপাকৃতঃ সশপথং পাদানতঃ কাস্তয়া

দ্বিজাণ্যেব পদা'ন বাসভবনাদ্ যাবন্ন বাতুন্ননাঃ।

তাবৎ প্রত্যুত পাণসম্পূটগলন্ নীবিনিবন্ধং ধৃতো

ধাবিত্তেব কৃতপ্রণমকমহে, প্রমো বিচিজা গতিঃ। ৭৬॥

২. তিঙ্ হুপোযথা,

ক. পধি পধি শুকটক্ চাক-রাভাকুরাণাঃ

দিশি দিশি পদমানো বীক্ধাং লাসকশ্চ।

নরি নরি কিরতি দ্রাক্ সায়কান্ পুস্পধয়া

পুри পুরি বিনিবৃত্তা মানিনী-মান-চচা ॥৭৭॥

অত্র কিরতীতি কিরণস্ত সাধ্যমানত্বং নিবৃত্তেতি, নিবর্তনস্ত সিদ্ধত্বং, তিঙা  
হুপা চ তত্রাপি ক-প্রত্যয়েনাতীতত্বং জ্যোত্যাতে।

যথা বা,

খ. লিখন্নান্তে ভূমিঃ বহিরবনতঃ প্রাণদয়িতো

নিরাহারাঃ সখ্যঃ সতত-রুদিতোচ্ছূন-নয়নাঃ।

পরিত্যক্তং সর্বং হসিতপঠিতং পঙ্করশুকৈঃ

তবাবস্থা চেয়ং বিস্কজ কঠিনে মানমধুনা ॥৮০॥

\* অপি—পদেষু, বাক্যেষু, প্রবন্ধেষু চ। পদৈকদেশানাং ব্যঞ্জকত্বমুদাহৃতম্  
৭৫-৮৮ শ্লোকেষু। বর্ণরচনানাং ব্যঞ্জকত্বমুদাহৃতম্ অষ্টমে উল্লাসে।

৭৫. রতিকেলি-কৃতনিবসন-করকিসলয়-রুদ্ধনয়নযুগলস্ত।

রুদ্দস্ত তৃতীয়নয়নং পাবতী-পরিচুখিতং জয়তি ॥



অত্র লিখন্তি ন তু লিখন্তীতি, তথা আস্তে ইতি ন তু আসীত ইতি, অপি  
তু প্রসাদপৰ্যন্তমাস্তে ইতি, কমিমিতি ন তু ভ্রমাবিতি, ন হি বৃদ্ধিপূৰ্বকমপরাঃ  
কিঞ্চিল্লিখন্তীতি তিষ্ঠন্তবিন্দন্তীনাং বাচ্যম্ ।

৩. সপ্তকৃষ্ণ যথা

গামাকুহ্মি, গামে বসামি, নগরট্ঠিষ্টং ন জানামি ।

নাঅরিআণা পইণেহরেমি, জা হোমি সা হোমি ॥৭২

অত্র নাগরিকাণামিতি যদ্যাঃ ।

৪. 'রমণীয়ঃ ক্ষত্রিয়কুমার আসীৎ' ইতি কালজ্ঞ ।

এষা তি ভগ্ন-মহেশ্বরকামূকং দাশরথিং প্রতি কুপিতস্ত ভাগবন্তোক্তিঃ ।

৫. বচনস্ত যথা,

তাণ' গুণগ' গহণাণ', তাণুঙ্ক' দ্যাণ' তস্ পেম্‌স্ ।

তাণ' ভণিষাণা' স্তম্‌স' এণিসিঅ' জাতমবসানং ॥৭৩

অত্র গুণগ্রহণাদীনাং বহুত্বং প্রেক্ষ্যৈককং জ্যোত্যাতে ।

৬. পুরুষব্যতায়স্ত যথা,

রে রে চঞ্চললোচনাক্ষিতকণ্ঠে চেতঃ, প্রমুচ্য' স্থির-

প্রেমাণং মহিমান-যেণনয়নামালোক্য কিং নৃত্যসি ?

কিং, মত্তো বিহরিস্যসে, বত, ততঃ মুকাস্তরাশামিমাম্,

এষা কণ্ঠতটে কৃত' খলু শিলা সংসারব্যাংনিধৌ ॥৭৪॥

অত্র প্রহাসঃ ।

৭. পূর্বনিপাতস্ত যথা

যেষাং দোবলমেব দুর্বলতয়া তে সম্মতা-শ্চৈরপি

প্রায়ঃ কেবলনীতিদ্বীতিশরণৈঃ কার্ষ্যে কিমুবীকরৈঃ ?

যে ক্ষমাক্র, পুনঃ পরাক্রম-নয়-স্বীকার-কান্তক্রমা-

স্তে স্থ্যনৈব ভবাদৃশা-দ্বিজগতি দ্বিজাঃ পবিজাঃ পরম্ ॥৭৫॥

অত্র পরাক্রমস্ত প্রাধান্যমবগম্যতে ।

১২. গ্রামকুহ্মি, গ্রামে বসামি, নগরস্থিতিং ন জানামি ।

নাগরিকাণাং পতীন্ হরামি ; বা ভবামি সা ভবামি ॥

৮০. তেষাং গুণগ্রহণানাং, তাসামুৎকর্ষণাং, তস্ত প্রেরঃ ।

তাসাং ভণিতীনাং, স্তম্‌স', ঈদৃশং জাতমবসানম্ ॥

৮. বিভক্তি-বিশেষস্ত বধা,

প্রধানাধ্বনি ধীরধম্মধ্বনিভূতি বিধুতৈ-বষোদি তব দিবসম্ ।

দিবসেন তু নবপ ভবানবুচ্ছ বিধিসিদ্ধসাধুবাদপদম্ ॥৮৩॥

অত্র দিবসেনেত্যপবৰ্গতীয়া ফলপ্রাপ্তিং ছোতর্যতি ।

৯. ভূষো ভূষঃ সবিধ-নগরী-বথ্যয়া পষটন্তঃ

দষ্টা দষ্টা ভবনবলভী-ভূষবাতায়নস্থা ।

সাক্ষাৎকামং নবমিব সাত্তমালভী মাধবং যৎ

গাঢ়োৎকঠা-লুলিতলুলিতৈরককৈস্তাম্যতীতি ॥৮৪॥

অত্রাহুকম্পাবৃত্তে: করূপ-তচ্ছিতস্ত ।

১০. পরিচ্ছেদাতীতঃ সকলবচনানা-মবিষয়ঃ

পুনঃপুনঃস্মিন্ননুভবপথঃ যো ন গতবান্ ।

বিবেক-প্রধ্বঃসাদ্ উপচিত-মহামোহগহনো

বিকারঃ কোহপ্যনুজ্জড়য়তি চ তাপং চ কুরুতে ॥৮৫॥

অত্র প্রশঙ্কস্তোপসর্গস্ত ।

১১. কৃতং চ গর্বাভিমুখং মনশ্চরা

কিমন্তদেবং নিহতাশ্চ নো দ্বিষঃ ।

তমাংসি তিষ্ঠন্তি হি তাবদংশুমান্

ন যাবদারাত্যুদরাদ্রিমৌলিতাম্ ॥৮৬॥

অত্র তুল্যাযোগিতা-ছোতকস্ত 'চ' ইতি নিপাতস্ত ।

১২. রামোহসৌ ভুবনেষু বিক্রমশূন্যৈঃ প্রাপ্তঃ প্রসিদ্ধিঃ পরা-

মস্মদ্-ভাগ্য-বিপর্ষয়াদ্ যদি পরং দেবো ন জানাতি তম্ ।

বন্দ্যবৈষ যশাংসি পায়তি মরুদ্ যস্যৈকবাণাহতি-

শ্রেণীভূতবিশালতালবিবরোদগীগৈর্নৈঃ স্বরৈঃ সপ্তভিঃ ॥৮৭॥

অত্রাসাবিতি ভুবনেষিতি শূন্যৈরিত্যি সর্বনামপ্রতিপদিকবচনানাং ন স্বীকৃতি  
ন মদ্বিতি, অপি অস্বদিত্যস্যা সর্ধাক্ষেপিণঃ ভাগ্যবিপর্ষয়াদ্ ইত্যন্তধাসম্পত্তিমুখেন  
ন স্বভাবমুখেনাভিধানস্য ।

১৩. তুরুণিমনি কলরুতি কলাম-মুদনধনু-ভ্রুবোঃ পঠত্যাঃ ।

অধিবসতি সকল-ললনা-মৌলিমিহং চকিত-হরিণ-চলনয়না ॥৮৮॥

অত্র ইমনিজ-ব্যধীভাব-কর্মভূতাদ্বারাণাং স্বরূপস্য তুরুণস্বৈ, ইতি দহুযঃ  
সমীপে, ইতি মৌলৌ বসতীতি ত্র্যধিভিহ্মল্যে, এষাং বাচকস্বৈ, অস্তি কশ্চিং  
স্বরূপস্য বিশেষো বসনমংকার-কারী স এব ব্যক্তকত্বং প্রাপ্নোতি ।

এবমন্তেষামপি\* বোদ্ধবাম্ ।

দর্শ-রচনানাং ব্যক্তকত্বং ১৩-অতপি-১৪৫-১১ উদাহরিষ্যতে ।

অপি-ললনাং প্রবন্ধেষু নাটকাদিষু ।

এবং রসাদীনাং পূর্বগণিতভেদাভ্যাং সহ বড্ ভেদাঃ ।

**ভেদান্তদেকপঞ্চাশৎ**

ব্যাখ্যাতাঃ ।

**ভেষাং চাত্তোত্তমযোজনে ॥২০॥**

**সঙ্করেণ ত্রিরূপেণ সংসৃষ্টা চৈকরূপয়া ।**

ন কেবলং শুদ্ধা এবৈকপঞ্চাশদভেদা ভবন্তি । যাবৎ ভেষাং অপ্রভেদৈরেক-  
পঞ্চাশতা, সংশয়ান্দভেদেন অত্যাচারকতয়া একব্যক্তকাত্মপ্রবেশেন চোঁত ত্রিবিধেন  
সঙ্করেণ পরস্পরনিরপেক্ষরূপৈকপ্রকারয়া সংসৃষ্টা চেতি চতুর্ভিগুণেনে ।

**বেদ-শাক্তি-বিয়চ্ছ্রা:**

শুদ্ধভেদৈঃ সহ

**শরেন্দু-যুগ-ধেম্ববঃ ॥২১॥**

তত্র দিগ্-মাত্রমুদাহিষ্যতে ।

গণ-পাঠাণাং, দেবর, জাজ্ঞাএ হুহঅ কিংলি দে ভণিতা ।

কজই পডোছর-বলহী-ঘরমি অণুগিঙউ বরাঈ ॥৮৯॥

অত্রোক্তনয়ঃ কিমুপভোগ-লক্ষণেৎবাংস্বরে সংক্রমিতঃ, কিমতুরগনস্তায়োনোপ-  
ভোগে এব ব্যক্তো ব্যক্ত ইতি সন্দেহঃ ।

\* অন্তেষাম্ পদৈকদেশানাং ব্যক্তকত্বমপি এবং বোদ্ধবাম্ ।

১১ অষ্টমোহাস্যে ।

৮৯ কণ-প্রাযুক্তিক', দেবর, জায়রা হুভগ কিমপি তে ভণিতা ?

বোধিতি গৃহপক্ষাদভাগ-বলভীগৃহেহত্বনীযতাং বরাকী ॥

শ্লিষ্ট-শ্রামল-কাস্তি-লিষ্ট-বয়তো বেগ্নদ্বলাকা ঘনাঃ  
বাতাঃ শীকরিণঃ পয়োদস্বহৃদামানন্দকেকাঃ কলাঃ ।  
কামং সন্ত দৃঢ়ং কঠোরহৃদয়ো রামোহস্মি সৰ্বং সহৈ  
বৈদেহী তু কথং ভবিষ্যতি হ হা হা দেবি ধীরা ভব ॥২০॥

অত্র লিপ্তেতি পয়োদস্বহৃদামিতি চ অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যয়োঃ সংসৃষ্টিঃ ।  
তাভ্যাং সহ রামোহস্মীত্যর্থাস্তর-সংক্রমিতবাচ্যস্যাভ্যাহকভাবেন রামপদ-  
লক্ষণৈকবাচ্যকানুপ্রবেশেন চার্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যরসধ্বস্তোঃ সংকরঃ । এব-  
মন্তদপ্যুদাহার্যম্ ।

ইতি কাব্যপ্রকাশে ধ্বনির্নির্ণয়ো নাম চতুর্থ উল্লাসঃ ॥

### পঞ্চম উল্লাসঃ

এবং ধ্বনৌ নির্ণীতে গুণীভূতব্যঙ্গ্যপ্রভেদানাহ—

অগৃঢ়মপরশ্রাজং বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গমশ্রুটম্ ।

সন্নিধিতুল্যপ্রাধাত্তো কাকাক্ষিপ্তমস্বন্দরম্ ॥১

ব্যঙ্গ্যমেবং গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যাষ্টৌ ভিদাঃ স্মৃতাঃ ।

কামিনীকূচকলসং গৃঢ়ং চমৎকরোতি । অগৃঢ়ং তু শ্রুটতয়া বাচ্যায়মানমিতি  
গুণীভূতমেব ।

১. অগৃঢ়ং যথা

ক. যস্যাস্বহৃৎ-কৃত-তিরস্কৃতিরেত্য, ওপ্ত-

সূচীব্যধব্যতিকরেণ বৃনাক্তি কণৌ ।

কার্ত্তী গুণগ্রন্থনভাজনমেব সোহস্মি ;

জীবন্ম সম্প্রতি ভবামি কিমাবহামি ॥১॥

অত্র জীবন্মিত্যর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্যশ্চ ।

খ. উন্নিত্ত-কোকনদ-রেণু-পিশঙ্গিতাঙ্গা

গারস্তি মজ্জ মধুপা গৃহদীর্ঘিকাস্ত্র ।

এতচ্চকাস্তি চ রবেনববজ্জজীব-

পুষ্পচ্ছদাভমুদয়াচলচুছি বিধম্ ॥২॥

অত্র চুধনশ্রাত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যশ্চ ।

গ. অত্রাসীং কনি-পাশ-বন্ধনবিদি: ; শক্ত্যা ভবক্ষেবরে

গাঢ়ং বন্ধসি তাড়িতে হতুমতা দ্রোণাদ্রিরত্রাহত: ।

দিত্যৈবিস্তম্ভিতমত্র লক্ষ্মণশরৈলোকাস্থরং প্রাপিত:

কেনাপ্যত্র যুগাক্ষি, বাক্ষসপতে: কুত্ৰা চ কণ্ঠটবী ॥৩॥

অত্র কেনাপ্যত্রেতাধ্বক্ষিমূলানুগবনরূপত: । 'তস্তাপ্যত্র' ইতি বৃত্ত: পাঠ: ।

২. অপবস্ত বসাদেবাচ্যত বা (বাক্যার্থীকৃতস্ত) অঙ্গ:—বসাদি অন্তরগনরূপং  
বা । বখা

ক. অয়ং স বশনোংকরী পীনশুনবিমর্দন:

নাভ্য-হ-অঘন-স্পর্শী নীবাভিঙ্গ'সন: কর: ॥৪॥

অত্র শৃঙ্গার: করুণস্ত: ।

গ. কৈসাস-স-ভাস-সাগর-কচা নিবর্তিতানকক:

বাক্য: পান-নব-ভ্যাতিগিরিকূব: সা ব: সদা হ্রাঘতাম্ ।

স্পর্শানঙ্কসমুদয়ে ব সুদৃঢ়ং রুঢ়া যথা নেত্রযো:

কাস্তি: কোকনদাস্তকারসরসা সন্ত: সমুৎসাহতে ॥৫॥

অত্র ভাবস্ত বস: ।

গ. অত্ৰাক্ষা: পরিত: ক্ষুব্ধি গিরয়:, ফারাস্থথাস্তোদয়-

স্বানেন্তানপি বিব্রতী কিমপি ন ক্লাহ্যসি, তুভ্যং নম: ।

আশ্চর্যেণ মূঢ়মূঢ়: স্ত তানতি প্রস্তৌমি স্বাবদ্ ভুব,-

স্তাবদ্ বিব্রুদিম্যং স্বতন্তব ভূজো, বাচস্ততো মুদ্রিতা: ॥৬॥

অত্র ভূবিষয়ো বত্যাযো ভাবো রাজবিষয়স্তা ব্রতিভাবস্ত: ।

ঘ. বন্দীকৃত্য নৃপ, দ্বিষাং যুগদৃশস্তা: পশুতাং প্রবসাং

স্নিগ্ধসি প্রণমসি সাহি পরিতচ্ছবস্তি, তে সৈনিকা: ।

অস্মাকং স্কটুঐওর্দশোনিপততোহস্তৌচিত্যবারাংনিধে

বিদগতা বিপদোহবিলাসুদিতি তৈ: প্রভাখিভি: সূরসে ॥৭॥

অত্র ভাবস্ত বসভাস-ভাবাভাসৌ প্রথমার্থ-ষিতিয়ার্থভৌতো ।

৩. অববল-করবাল-কম্পনৈক্কুটি-তর্জন-গর্জনমূহ: ।

দদুশে তব বৈরিণাং যদ:, স গত: কাপি তবক্ষেণ কণাং ॥৮॥

অত্র ভাবস্ত ভাবপ্রশম:

চ. সাকং কুরঙ্গকদৃশা মধুপানলীলাং  
কতুং স্নহস্তিরপি বৈরিণি তে প্রযুক্তে ।  
অজ্ঞাভিধায়ি তব নাম বিভো, গৃহীতঃ  
কেনাপি তত্র বিষমানকরোদবস্থাম্ ॥২॥

অত্র ত্রাসোদয়ঃ ।

ছ. অসোঢ়া তৎকালোল্লসদস্হভাবস্য তপসঃ  
কথানাং বিশ্রান্তেষথ চ রসিকঃ শৈলহৃদিতুঃ ।  
প্রমোদঃ বো দিশ্যৎ কপটবটুবেষাপনয়নে  
ত্বরা-শৈথিল্যাভ্যাং যুগপদভিমুক্তঃ স্মরতরঃ ॥৩॥

অত্র আবেগ-দৈর্য্যয়োঃ সন্ধিঃ ।

জ. 'পশ্যেৎ কশ্চিৎ ! চল চপল রে । কা হরা ? অহং কুমারী ।  
হস্তালসং বিতর । ত হ হা ব্যুৎক্রমঃ ! কাসি ? যাসি ?'  
—ইথং, পৃথ্বীপরিবৃত্ত, ভবদ্বিঃষোঃপর্য্যবৃত্তে:  
কন্তা কংচিৎ ফলকিসলয়াস্তাদদানান্ভিধতে ॥৪॥

অত্র শঙ্কাসুয়াধতিশ্রুতিশ্রমদৈক্যবিশোধোঃস্বক্যানাং শবলতা । এতে চ রসবদাচ্ছ-  
লংকারাঃ । যद्यপি ভাবোদয়-ভাবসন্ধি-ভাবশবলত্যানি নালংকারতরা উক্তানি,  
তথাপি কশ্চিৎ ক্রয়াদিত্যেবমুক্তম্ ।

যদ্যপি স নাস্তি কশ্চিদ্বিষয়ঃ যত্র ধ্বনি-গুণীভূতব্যাক্যয়োঃ স্বপ্রভেদাদিভিঃ সহ  
সংকরঃ সংসৃষ্টির্বা নাস্তি, তথাপি 'প্রাধান্যেন ব্যাপদেশা ভবন্তী'-তি কচিৎ কেন-  
চিদ ব্যবহারঃ ।

ঝ. জনস্থানে ভ্রাস্তং কনকমৃগতৃষ্ণাক্ষিতপিয়া  
'বচো বৈদেহী'-তি প্রতিপদমুদঙ্গ প্রলপিতম্ ।  
কৃতালংকাভতুর্বদনপরিপাটীঘটনা  
ময়াগ্নঃ রামস্ত, কুশলবস্তুতা ন স্বয়ংগতা ॥৫॥

অত্র শব্দশক্তিমূলানুগুণনরূপো রামেন সহোপমানোপমেয়ভাবে বাচ্যাক্তাং  
নীতঃ ।

এবমেনে প্রকারেণ অবাস্তব-ভেদগণনেতি প্রভৃততয়া গণনা। তথাহি—  
শৃঙ্গারশ্চৈব ভেদপ্রভেদগণনায়মানস্ত্যম্। কা গণনা তু সর্বেষাম্।

সংকলনেন পুনরস্ত ধ্বনেস্তয়ো ভেদাঃ। ব্যঙ্গ্যস্ত ত্রিরূপত্বাৎ। তথা হি—  
কিঞ্চিদ বাচ্যতাং সহতে, কিঞ্চিৎ ত্বস্তথা। তত্র বাচ্যতাসহম্, অবিচিত্রং, বিচিত্রং  
চেতি। অবিচিত্রং বস্তুমাত্রং, বিচিত্রং ত্বলঙ্কাররূপম্। যতপি প্রাধান্তেন তদ্ অলং-  
কার্যং, তথাপি ব্রাহ্মণশ্রমণজ্ঞায়েন তথোচ্যতে। রসাদিলক্ষণস্বার্থঃ স্বপ্নেহপি ন  
বাচ্যঃ। স হি রসাদিশব্দেন শৃঙ্গারাদিশব্দেন বাভিধীয়তে। ন চাভিধীয়তে।  
তৎপ্রয়োগেহপি বিভাবাত্তপ্রয়োগে তস্যাপ্রতিপত্তেঃ, তদপ্রয়োগেহপি বিভাবাদি-  
প্রয়োগে তস্ত প্রতিপত্তেঃচেত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিভাবাত্তভিধানদ্বারেনৈব  
প্রতীয়তে ইতি নিশ্চীয়তে।

তেনাসৌ ব্যঙ্গ্য এব। মুখ্যার্থবাধাত্তভাবায় পুনর্লক্ষণীয়ঃ। অর্থাস্তর-  
সংক্রমিতাত্ত্যস্ততিরস্তুতবাচ্যযোর্বস্তুমাত্ররূপং ব্যঙ্গ্যং বিনা, লক্ষণৈব ন ভবতীতি  
প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। শব্দশক্তিমূলে তু অভিধায়া নিয়ন্ত্রণেনানভিধেয়স্তার্থাস্তর-  
বস্তুমাত্রস্ত তেন সহোপমাদেবংলংকারস্ত চ নিবিবাদং ব্যঙ্গ্যত্বম্।

অর্থশক্তিমূলেহপি বিশেষে সংকেতঃ কর্তৃত্বং ন যুক্তাতে ইতি সামান্তরূপাণাং  
পদার্থানামাকঙ্কা-সংনিধি-বোধ্যতাবশাৎ পরস্পরসংসর্গো যত্রাপদার্থোহপি  
বিশেষরূপো বাক্যার্থস্তত্রাভিহিতান্বয়বাদে কা বার্তা ব্যঙ্গ্যস্তাভিধেয়তায়াম্?  
যেহপ্যাছঃ

“শব্দবুদ্ধাভিধেয়াংশ প্রত্যক্ষেণাত্ত পশুতি।

শ্রোতৃশ্চ প্রতিপন্নত্বমকৃত্যনেন চেষ্টয়া ॥১॥

অন্তথাহুপপত্ত্যা তু বোধেচ্ছক্তিং দ্বয়াত্তিকাম্।

অর্থাপত্ত্যা-ববোধেত স্বেচ্ছং ত্রিপ্রমাণকম্ ॥২॥

ইতি প্রতিপাদিতদিশা ‘দেবদত্ত গামানয়’ ইত্যাদ্যন্তম-বুদ্ধবাক্যপ্রয়োগাদ্  
দেশাদ্ দেশান্তরং সান্নাদিমন্তমর্থং মধ্যমবুদ্ধে নয়তি সতি, অনেনাস্বাদবাক্যা-  
দেবংবিধোহর্থঃ প্রতিপন্ন ইতি তচ্চেষ্টয়াহুমায় তদ্ব্যবথগুবাক্যবাক্যার্থব্যবর্থ-  
পত্ত্যা বাচ্যবাচকভাবলক্ষণং সম্বন্ধমবধায বালস্তত্ত্ব ব্যাংপত্ততে। পরতঃ, ‘চৈত্র,  
গামানয়’, ‘দেবদত্ত, অখমানয়’, ‘দেবদত্ত, গাং নয়’ ইত্যাদিবাক্যপ্রয়োগে তস্ত  
তস্ত শব্দস্ত তৎ তমর্থমবধারয়তীতি অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং প্রযুক্তিনিবৃত্তিকারি

বাক্যমেব প্রয়োগযোগ্যমিতি বাক্যস্থিতানাংমেব পদানামস্থিভে: পদার্থৈরস্থিতানাংমেব সংকেতো গৃহ্যতে ইতি বিশিষ্টা এব পদার্থা বাক্যার্থ:।

ন তু পদার্থানাং বৈশিষ্ট্যম্।

যতাপি বাক্যান্তরপ্রযুক্ত্যমানাত্তপি প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়েন তান্ত্রৈবৈতানি পদানি নিশ্চীয়ন্ত ইতি পদার্থান্তরমাত্রেনাস্থিত: পদার্থ: সংকেতগোচর:। তথাপি সামান্যাবচ্ছাদিতো বিশেষরূপ এবাসৌ প্রতিপত্ততে, ব্যতিষক্তানাং পদার্থানাং তথাভূতত্বাদ্ ইত্যস্থিতাভিধানবাদিন:।

তেষামপি মতে ‘সামান্যবিশেষরূপ: পদার্থ: সংকেতবিষয়’ ইত্যতিবিশেষভূতো ব্যাক্যার্থাস্তর্গতোহসংকেতিতত্বাদ্ অব্যচ্য এব যত্র পদার্থ: প্রতিপত্ততে, তত্র দূরে অর্থাস্তরভূতস্ত ‘নিঃশেষচ্যুতে’-ত্যাদৌ বিধ্যাদেচ্চর্চা।

অনস্থিতোহর্থোহভিহিতাশ্চয়ে, পদার্থান্তরমাত্রেনাস্থিতাভিধানে; অস্থিত-বিশেষত্বব্যচ্য এব ইত্যুভয়নয়েহপ্যপদার্থ এব বাক্যার্থ:।

যদপ্যচ্যতে নৈমিত্তিকানুসারেণ নিমিত্তানি কল্প্যন্তে ইতি। তত্র নিমিত্তত্ব-কারকত্বং জ্ঞাপকত্বং বা শব্দস্ত। প্রকাশকত্বান্ন কারকত্বম্। জ্ঞাপকত্বং তু অজ্ঞাতস্ত কথম্? জ্ঞাতত্বং চ সংকেতেনৈব, স চাস্থিতমাত্রে। এবং চ নিমিত্তস্ত নিয়তনিমিত্তত্বং যাবন্ন নিশ্চিতং তাবন্নৈমিত্তিকস্ত প্রতীতিরেব কথম্? ইতি নৈমিত্তিকানুসারেণ নিমিত্তানি কল্প্যন্তে ইত্যবিচারিতাভিধানম্।

যে ত্বভিধদতি ‘সোহয়মিষোরিব দীর্ঘ-দীর্ঘতরো ব্যাপার’ ইতি ‘যৎপর: শব্দ: স শব্দার্থ:’ ইতি বিধিরেবাত্র ব্যচ্য ইতি, তেহপ্যতাৎপর্যজ্ঞাস্তাৎপদব্যচ্যো-যুক্তদেবানাং প্রিয়া:। তথাহি, ‘ভূতভব্যসমুচ্চারণে ভূতং ভব্যায়োপদিগন্তে’ ইতি কারকপদার্থা: ক্রিয়াপদার্থেনাস্বীয়মানা: প্রধানক্রিয়া-নির্বর্তক-স্বক্রিয়াভি-সম্বন্ধাং সাধ্যায়মানতাং প্রাপ্নুবন্তি। ততশ্চাদগ্গদহনশ্রায়েন যাবদপ্রাপ্তং তাবদ্ বিধীয়তে। যথা ঋত্বিকপ্রচরণে প্রমাণান্তরাং সিদ্ধে “লোহিতোক্ষীষা ঋত্বিজ: প্রচরন্তি” ইত্যত্র লোহিতোক্ষীষত্বমাত্রং বিধেয়ং; হবনশ্রান্তত: সিদ্ধে: “দগ্না জুহোতি” ইত্যাদৌ দধ্যাদে: করণত্বমাত্রং বিধেয়ম্।

কচিৎভয়বিধি:, কচিৎ ত্রিবিধিরপি; যথা ‘বক্তং পটং বয়:’ ইত্যাদৌ একবিধিবিধিবিধিস্ত্রিবিধির্বা। ততশ্চ ‘বদেব বিধেয়ং তত্রৈব তাৎপর্যম্’ ইত্যু-পান্তর্ভূতব শব্দার্থে তাৎপর্যং, ন তু প্রতীতমাত্রে। এবং হি ‘পূর্বো ধাবন্তি’ ইত্যাদাবপরাত্তর্থেহপি কচিৎ তাৎপর্যং শ্রাৎ।



বস্তু ‘বিষং ভক্ষয়, মা চাস্ত গৃহে ভুঙ্ক্ণাঃ’ ইত্যত্র ‘এতদগৃহে ন ভোক্তব্যম্’ ইত্যত্র তাৎপর্যমিতি স এব বাক্যার্থ ইতি, উচ্যতে তত্র চকার একবাক্যভা-  
নুচনার্থঃ, ন চাখ্যাতবাক্যদ্ব্যর্থ্যোরঙ্গাঙ্গিভাব ইতি বিষভক্ষণবাক্যস্ত স্নহদ-  
বাক্যদ্বেনাঙ্গতা কল্পনীয়েতি ‘বিষভক্ষণাদপি দুষ্টমেতদগৃহে ভোজনমিতি সর্বথা  
মাস্ত গৃহে ভুঙ্ক্ণাঃ’ ইতি, উপাস্তশব্দার্থে এব তাৎপর্যম্।

যদি শব্দশ্রুতেরনন্তরং যাবানর্থো লভ্যতে, তাবতি শব্দশ্রুতিধৈব ব্যাপারঃ,  
ততঃ কথং ‘ব্রাহ্মণ পুত্রস্তে জাতঃ, ব্রাহ্মণ কন্তা তে গভিনী’ ইত্যাদৌ  
ত্বর্ষশোকাদীনামপি ন বাচ্যত্বম্? কস্মাচ্চ লক্ষণা? লক্ষণীয়ত্বপ্যর্থ্যে দীর্ঘদীর্ঘতরা-  
ভিধাব্যাপারেণৈব প্রতীতিসিদ্ধেঃ। কিমিতি চ শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-  
সমাখ্যানাং পূর্বপূর্ববলীয়ত্বম্? ইত্যন্বিতাভিধানবাদেহপি বিধেরপি সিদ্ধং  
ব্যক্তত্বম্।

কিং চ ‘কুরু ক্ৰচিম্’ ইতি পদয়োর্বৈপরীত্যো কাব্যান্তর্বীতিনি কথং দুইত্বম্? ন  
হ্রদ্রাসভ্যোহর্থঃ পদার্থান্তরৈরন্বিতঃ, ইত্যন্বিধেয় এবেতি, এবমাদি, অপরি-  
ত্যাঙ্গ্যঃ স্তাৎ।

যদি চ বাচ্যবাচকত্বব্যতিরেকেণ ব্যঙ্গ্যব্যাঙ্গকভাবো নাভ্যুপেয়তে তদাসাধু-  
ত্বাদীনাম্ নিত্যদোষত্বং কষ্টত্বাদীনামনিত্যদোষত্বমিতি বিভাগকরণমনুপপন্নং  
স্তাৎ। ন চানুপপন্নং, সর্বশ্রেণ্যে বিভক্ততয়া প্রতিভাসাৎ। বাচকভাব-  
ব্যতিরেকেণ ব্যঙ্গ্যব্যাঙ্গকতাশ্রয়েণ তু ব্যঙ্গ্যস্য বহুবিধত্বাৎ কচিদেব কস্যচিদে-  
বৌচিত্যেনোপপত্ততে ইতি বিভাগব্যবস্থা।

‘দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং সমাগমপ্রার্থনয়া কপালিনঃ’।—ইত্যাদৌ  
পিনাক্যাদি-পদবৈলক্ষণ্যেন কিমিতি কপাল্যাदिपदानां काव्यान्तुगुणत्वम्?

অপি চ বাচ্যোহর্থঃ সর্বান্ প্রতিপত্ত্বান্ প্রতি একরূপ এবেতি নিয়তোহসৌ।  
ন হি ‘গতোহন্তমর্কঃ’ ইত্যাদৌ বাচ্যোহর্থঃ কচিদন্তথা ভবতি। প্রতীয়মানস্ত  
তৎতৎপ্রকরণবক্তৃপ্রতিপত্ত্বাদিবিশেষসহায়তা নানাভ্যং ভজতে। তথা চ  
‘গতোহন্তমর্কঃ’ ইত্যাতঃ সপত্ত্বং প্রত্যবস্কন্দনাবসর ইতি অভিসরণমুপক্রম্যতামিতি  
প্রাপ্তপ্রায়স্তে প্রেয়ানিতি কর্মকরণান্নিবতামহে ইতি সাক্ষ্যো বিধিরূপক্রম্যতামিতি  
দূরং মা গা ইতি সুরভয়ো গৃহং প্রবেশস্তামিতি সন্তাপোহধুনা ন ভবতীতি  
বিক্রেয়বস্তুনি সংক্রিয়স্তামিতি নাগতোহগাপি প্রেয়ানিত্যাदिरनवधिर्यद्योहर्थः  
तत्र तत्र प्रतिभाति।

বাচ্যব্যাক্যয়োঃ নিঃশেষেত্যাদৌ নিষেধবিধ্যাভূন।

‘মাৎসর্যমুৎসার্য বিচার্য কার্যমা-র্থাঃ সমর্ষাদমুদাহরন্তু।

সেব্য। নিতম্বাঃ কিমু ভূধরাণামুত স্মর-স্মের-বিলাসিনীনাং’ ॥২১॥

ইত্যাদৌ সংশয়-শাস্ত্রশৃঙ্খার্ষস্তরগতনিশ্চয়রূপেণ,

‘কথমবনিপ, দর্পো যন্ত্ৰিশাতাসিধারা-

দলনগলিতমুগ্ধা বিদ্বিষাং স্বীকৃত্য ত্রিঃ।

নহু তব নিহতারেরপ্যসৌ কিং ন নীতা

ত্রিদিবমগগতান্বৈবলভা কীর্তিরেভিঃ’ ॥ ২২॥

ইত্যাদৌ নিন্দাস্ততিবপুষা স্বরূপস্য।

পূর্বপশ্চাদ্ভাবেন প্রতীতেঃ কালস্য, শব্দাশ্রয়ত্বেন শব্দ-তদেকদেশতদর্থবর্ণ-  
সংঘটনাশ্রয়ত্বেন চ আশ্রয়স্য, শব্দাহুশাসনজ্ঞানেন প্রকরণাদিসহায়-প্রতিভা-  
নৈর্মল্য-সহিতেন তেন চাবগম ইতি নিমিত্তস্য, বোদ্ধুমাত্রবিদগ্ধব্যপদেশয়োঃ  
প্রতীতিমাত্রচমৎকৃত্যোচ্চ করণাৎ কার্যস্য, ‘গতোহন্তমর্কঃ’ ইত্যাদৌ প্রদর্শিত-  
নয়েন সংখ্যায়াঃ

‘কস্ স ব গ হোই রোসো, দট্টূং পিআই সক্রণঃ অহরং।

সভমর-পডমগ্ধাইগি বারিঅবামে সহসু এণ্ হিং ॥২৩’

ইত্যাদৌ সখী-তৎকান্তাদিগতত্বেন বিষয়স্য চ ভেদেহপি যদ্যেকত্বম্, তৎ  
কচিদপি নীল-পীতাদৌ ভেদো ন স্যাৎ। উক্তং হি ‘অয়মেব হি ভেদো  
ভেদহেতুর্বা ষদ্বিক্রুদ্ধধর্মাদ্যাসঃ কারণভেদশ্চ’ ইতি।

বাচকানামর্থাপেক্ষা, ব্যঞ্জকানাং তু ন তদপেক্ষত্বমিতি ন বাচকত্বমেব ব্যঞ্জকত্বম্।  
কিং চ ‘বাণীরকুড়ংগু—’ ইত্যাদৌ প্রতীয়মানমর্থমভিব্যক্ত্য বাচ্যং স্বরূপ এব  
যত্র বিশ্রাম্যতি তত্র গুণীভূতব্যাঙ্গ্যেহতাৎপর্যভূতোহপ্যর্থঃ স্বশব্দানভিধেয়ঃ  
প্রতীতিপথমবতরন্ কস্য ব্যাপারস্য বিষয়তামবলম্ব্যতামিতি ?

নহু ‘রামোহস্মি সর্বং সহে’ ইতি ‘রামেণ প্রিয়জীবিতেন তু কৃতং প্রেমণঃ প্রিয়ে  
নোচিতম্’ ইতি ‘রামোহসৌ ভুবনেষু বিক্রমগুণৈঃ প্রাপ্তঃ প্রসিক্তিঃ পরাম্’ ইত্যাদৌ  
লক্ষণীয়োহপ্যর্থো নানাত্বং ভজ্যতে, বিশেষব্যপদেশহেতুশ্চ ভবতি। তদবগমশ্চ  
শব্দার্থায়ত্তঃ প্রকরণাদিসব্যপেক্ষশ্চ ইতি কোহয়ং নূতনঃ প্রতীয়মানো নাম ?

২৩. কস্য বা ন ভবতি রোষো, দৃষ্ট্য প্রিয়ায়া সত্ত্বগমধরম্।

স-ভ্রমর-পদ্মাজায়িগি বারিতবামে সহস্বেদানীম্ ?

উচ্যতে—১. লক্ষণীয়স্যর্থস্য নানাভেদপি অনেকাৰ্শশক্তিভেদেবস্বিত্তমেব।  
২. ন খলু মুখ্যেনার্থেনানিরতসম্বন্ধে লক্ষয়িতুং শক্যতে। প্রতীয়মানস্ত  
প্রকরণাদি-বিশেষবশেন নিয়তসম্বন্ধঃ অনিয়তসম্বন্ধঃ সংবদ্ধসম্বন্ধশ্চ ত্যোত্যতে।

৩. ন চ

‘অস্তা এখ গিমজ্জই এখ অহং দিঅহএ পলোএহি।

মা পহিঅ রত্তিঅদ্ধঅ সেজ্জাএ মহ গিমজ্জহিসি ॥২৪’

ইত্যাদৌ বিবক্ষিতাত্তাপরবাচ্যে ধ্বনৌ মুখ্যার্থবোধঃ। তৎ কথমত্র লক্ষণা?

৪. লক্ষণাধ্যমপি ব্যঞ্জনমবশ্যমাশ্রয়িতব্যমিতি\* প্রতিপাদিতম্।

৫. যথা চ সময়-সব্যপেক্ষা অভিধা তথা মুখ্যার্থবোধাদিত্রয়-সময়বিশেষস-  
ব্যপেক্ষা লক্ষণা\*\*। অতএবাভিধাপুচ্ছভূতা দেত্যাহঃ।

৬. ন চ লক্ষণাত্মকমেব ধ্বননং তদন্তগমেন তন্ত দর্শনাৎ। ন চ তদন্তগতমেব  
অভিধাবলম্বনেনাপি তন্ত ভাবাৎ। ন চোভয়ান্তুসার্থেব অবাচকবর্ণানুসারেণাপি  
তন্ত দৃষ্টেঃ। ন চ শব্দান্তুসার্থেব অশব্দাত্মক-নেত্রত্রিভাগাবলোকনাদিগতত্বেনাপি  
তস্য প্রসিদ্ধেঃ।

ইতি অভিধা-তাৎপৰ্য-লক্ষণাত্মকব্যাপারত্রয়াতিবর্তী ধ্বননাদিপর্যায়ো  
ব্যাপারোহনপহুবনীয় এব ॥

তত্র ‘অস্তা এখ’ ইত্যাদৌ নিয়তসম্বন্ধঃ ‘কস্ম ব গ হোই রোসো’ ইত্যাদৌ  
‘অনিয়তসম্বন্ধঃ।

‘বিপরীত্বএ লচ্ছী বম্হং দট্টট্টুণ গাহিকমলট্টট্টং।

হরিণো দাহিণণঅণং রসাউলা ঝত্তি চকেই ॥২৫

ইত্যাদৌ সম্বন্ধসম্বন্ধঃ। অত্র হি হরিপদেন দক্ষিণনয়নস্য স্থাাত্মকতা ব্যজ্যতে।  
তন্নিমীলনেন স্থানান্তময়ঃ। তেন পদস্য সংকোচঃ। ততো ব্রক্ষণঃ স্থগনম্। তত্র  
সতি গোপ্যাক্সাদর্শনেন অনিষ্টব্রক্ষণং নিধুবনবলসিতমিতি।

২৪. স্বক্লরত্র নিমজ্জতি, অত্রাহং দিবসকে প্রলোকয়।

মা পথিক রাজ্যদ্ধক, শয্যায়ামাবয়োনিমজ্জ্যসি ॥

২৫. বিপরীত্বতে লক্ষ্মীত্র ক্ষাণং দৃষ্টা নাভি-কমলস্থম্।

হরৈর্দক্ষিণনয়নং রসাকুলা ঝটিতি স্থগয়তি ॥

\* দ্বিতীয়ে উল্লাসে প্রতিপাদিতম্।

\*\* বিবৃতং দ্বিতীয়ে উল্লাসে।

‘অখণ্ডবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যো বাক্যার্থ এব বাচ্যঃ, বাক্যমেব চ বাচকম্’ ইতি  
যেহপ্যাহঃ, তৈরপ্যবিজ্ঞাপদপত্তিতৈঃ পদপদার্থকল্পনা কর্তব্যেবেতি তৎপক্ষেবস্ত্র-  
মুক্তোদাহরণাদৌ বিধ্যাদির্বাচ্য এব।

নহু বাচ্যাদসম্বন্ধঃ তাবন্ন প্রতীয়তে, বতঃ কৃতশ্চিদ্ বস্য কস্যচিদর্থস্য  
প্রতীতে: প্রসঙ্গাৎ। এবং চ সম্বন্ধাৎ ব্যাক্যব্যঞ্জকভাবোহপ্রতিবন্ধেবশ্যঃ ন  
ভবতীতি ব্যাপ্তত্বেন নিয়তধর্মিনিষ্ঠত্বেন চ ত্রিরূপাল্লিঙ্গাল্লিঙ্গজ্ঞানমমুমানং যৎ  
তদ্রূপঃ পর্যবস্যাতি। তথাহি—

‘ভম ধম্মি অ বীসন্ধো সো স্থণ্ড অজ্জ মারিও তেণ।

গোলাণইকচ্ছকুডংগবাসিনা দরিসসীহেণ’ ॥২৬

অত্র গৃহে স্ব-নিবৃত্ত্যা ভ্রমণং বিহিতং, গোদাবরীতীরে সিংহোপলঙ্কেরভ্রমণ-  
মমুমাণ্যতি। যদ্ যদ্ ভীকৃভ্রমণং তৎতদ্ ভয়কারণনিবৃত্ত্যুপলক্ষিপূর্বকং,  
গোদাবরীতীরে চ সিংহোপলক্ষিরিতি ব্যাপকবিরুদ্ধোপলক্ষিঃ।

অত্রোচ্যতে—১. ভীকৃরূপি গুরোঃ প্রভোবা নিদেশেন প্রিয়ানুরাগেণ  
অন্তেন চৈবংভূতেন হেতুনা, সত্যপি ভয়কারণে ভ্রমতীত্যনৈকান্তিকো হেতুঃ,  
২. শুনো বিভাদপি বীরত্বেন সিংহান্ন বিভেতীতি বিরুদ্ধোহপি, ৩. গোদা-  
বরীতীরে সিংহসম্ভাবঃ প্রত্যক্ষদমুমানাদ্বা নানশ্চিতঃ। অপি তু বচনাৎ। ন  
চ বচনশ্চ প্রামাণ্যমস্তু। অর্থেনাপ্রতিবন্ধাদ্ ইত্যসিদ্ধশ্চ। তৎ কথমেবং-  
বিধাদ্ধেতোঃ সাধ্যসিদ্ধিঃ ?

তথা ‘নিঃশেষচ্যুত—’ ইত্যাদৌ গমকতয়া যানি চন্দন-চ্যবনাদীত্যাশ্রয়ানি  
তানি কারণান্তরতোহপি ভবন্তি। অতশ্চাত্ত্বৈব স্নানকার্যত্বেনোক্তানীতি  
নোপভোগে এব প্রতিবন্ধানীত্যনৈকান্তিকানি।

ব্যক্তিবাদিনা চাধমপদসহায়ানামেবাং ব্যঞ্জকত্বমুক্তম্। ন চাত্ত্বাধমত্বং  
প্রমাণপ্রতিপন্নমিতি কথমমুমানম্ ? এবংবিধাদর্থাদেবংবিধোহর্থ উপপত্ত্য-  
নপেক্ষত্বেহপি প্রকাশতে ইতি ব্যক্তিবাদিনঃ পুনস্তদদূষণম্ ॥

ইতি কাব্যপ্রকাশে ধ্বনি-গুণীভূতবাক্য-সংকীর্ণ-ভেদনির্ণয়ো নাম পঞ্চম  
উল্লাসঃ ॥

২৬. ভ্রম ধার্মিক বিশ্বাসঃ, স শুনকোহদ্য মারিতস্তেন।

গোদানদী-কচ্ছ-কুজবাসিনা

দৃষ্টসিংহেন ॥

## ষষ্ঠ উল্লাসঃ

শব্দার্থচিত্রং যৎপূর্বং কাব্যদ্বয়মুদাহৃতম্ ।

শৃণুপ্রাধান্যতন্তত্র স্থিতিশ্চিত্রার্থশব্দয়োঃ ॥১॥

ন তু শব্দচিত্রে অর্থশ্চাচিত্রমর্থচিত্রে বা শব্দশ্চ ।

তথা চোক্তম্

‘রূপকাদিরলংকারস্তশ্চাশ্রয়বহুধোদিতঃ ।

ন কাস্তমপি নির্ভৃৎ বিভাতি বনিতাননম্ ॥

রূপকাদিরলংকারং বাহুয়াচক্ষতে পরে ।

সুপাং তিঙাং চ ব্যাংপত্তিঃ বাচ্যং বাহুন্ত্যলংকৃতিম্ ॥

তদেতদাহঃ শৌশব্যং, নার্থব্যাপ্তিরীদৃশী ।

শব্দাভিধেয়ালংকারভেদাদ্ ইষ্টং দ্বয়ং তু নঃ ॥ ইতি ।

শব্দচিত্রং যথা

‘প্রথমমরুণচ্ছায়স্তাবৎ ততঃ কনকপ্রভঃ,

শুদন্তু বিরহোত্তম্যাত্মকপোলতলদ্যুতিঃ ।

উদয়তি ততো ধ্বাস্তধ্বংসক্ষমঃ ক্ষণদামুখে

সরস-বিসিনী-কন্দ-চ্ছেদ-চ্ছবির্মৃগলাঞ্জনঃ ॥১॥

অর্থচিত্রং যথা

তে দৃষ্টিমাত্রপতিতা অপি কস্ত নাত্র

কোভায় পঞ্চলদশামলকাঃ খলাশ্চ ?

নীচাঃ সৈদব সবিলাসমলীকলগ্না

যে কালতাং কুটিলতামিব ন ত্যজন্তি ॥২॥

যদপি সর্বত্র কাব্যোহস্ততঃ বিভাবাদিরূপতয়ৈব পর্যবসানং তথাপি ক্ষুটশ্চ রসশ্চাহু-  
পলস্তাদব্যাক্যমেতৎকাব্যদ্বয়মুক্তম্ । অত্র চ শব্দার্থালংকারভেদাদ্ বহুবো ভেদাঃ ।  
তে চালংকারনির্ণয়ে নির্ণেয়ন্তে ।

ইতি কাব্যপ্রকাশে শব্দার্থ-চিত্র-নিরূপণং নাম ষষ্ঠ উল্লাসঃ ॥

ଅନୁବାଦ



## প্রথম উল্লাস

বিদ্বৎ-ধ্বংসের জন্তু গ্রন্থকার স্মরণ করছেন উপযুক্ত ইষ্টদেবতাকে :

[ অভিনব ] এক বস্তু সৃষ্টি করে জয়ী হয়ে ওঠে কবি-ভারতী<sup>১</sup>। যে বস্তু বিধাতা-সৃষ্ট নিয়মের বহির্ভূত, যা কেবল আনন্দের আধার, কোন কিছুর উপর যা নির্ভরশীল নয়, আর নয়টি রসের অস্তিত্বে বা মনোহর ॥১॥

ব্রহ্মের নির্মিতি বা সৃষ্টি হল এরকম : নিয়তির বলে রূপ এর নির্দিষ্ট, স্থখ-দুঃখ এবং মোহে ভরপুর, পরমাণু-প্রভৃতি উপাদানকারণ আর কর্ম-প্রভৃতি সহকারী কারণের উপর নির্ভরশীল এবং ছয় রসযুক্ত—[ যে রসগুলির ] সবার দ্বারা [ ব্রহ্ম-সৃষ্টি ] মনোহর নয়।

কবির বাক্-সৃষ্টি ( = বাক্শিল্প ) এর থেকে ( = ব্রহ্মসৃষ্টি হতে ) ভিন্ন। তাই জয়ী হয় ( = শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপন্ন হয় )। ‘জয়তি’-র অর্থের দ্বারা ‘নমস্কার’-অর্থ প্রতীয়মান হয়। এভাবে ‘তাকে ( = বাক্কে বা বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ) আমি প্রণাম জানাই’—এরকম অর্থ বোঝা যায়।

বিষয়বস্তুর এখানে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাই [ গ্রন্থকার ] বললেন :

কাব্য যশের জন্তু, অর্থলাভের জন্তু, [ সামাজিক ] রীতি-নীতি জানার জন্তু, অমঙ্গল ধ্বংসের জন্তু, অবিলম্বে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট আনন্দের জন্তু আর কান্তা-তুল্য উপদেশ পাওয়ার জন্তু ॥২॥

অলৌকিক বর্ণনায় দক্ষ কবির সৃষ্টি বা কাব্য, শব্দ ও অর্থের গোঁণতা এবং রসের প্রাধাত্যের ফলে, শব্দপ্রধান ও প্রভুত্ব্য বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের থেকে [ ভিন্ন ] ; এবং অর্থপ্রধান ও বদ্ধত্ব্য পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতির থেকেও পৃথক্। তা ( = সেই কাব্য ) যোগ্যতা-অনুসারে কবি এবং সঙ্গদয়কে কালিদাস প্রভৃতির মত বশ, শ্রীহর্ষের কাছ থেকে [ পাওয়া ] বাণ প্রভৃতির মত সম্পদ, রাজকীয়

<sup>১</sup> কবির বাক্ বা বাণী। অথবা বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা।



আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান, আর সব প্রয়োজনের সেবা [ প্রয়োজন ] আনন্দ দিয়ে থাকে। ঐ আনন্দ [ কাব্যবোধের ] ঠিক পরমুহূর্তে রসান্বাদ হতে উদ্ভূত এবং অল্প সমস্ত জেয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য।

[ আর সেই কাব্য ] সৃষাদি কর্তৃক ময়ুর প্রভৃতির মত অনর্থ নিবৃত্তি করে, এবং প্রিয়ার মত আনন্দসৃষ্টির মাধ্যমে [ নিজের দিকে ] আকৃষ্ট করে উপদেশ দেয় এরকম—‘রাম প্রভৃতির মত ব্যবহার করা উচিত, রাবণ প্রভৃতির মত নয়’।

তাই সমস্তভাবে সেই [ কাব্যরচনা এবং বোধে ] যত্ন করা উচিত।

এভাবে প্রয়োজন বলার পর এর ( = কাব্যের ) কারণ বলছেন :

তার ( = কাব্যের ) উৎপত্তিতে কারণ হল : [ স্বাভাবিক ] প্রতিভা, জগৎ শাস্ত্র এবং কাব্য প্রভৃতি নিরীক্ষণের ফলে উৎপন্ন নৈপুণ্য, আর কাব্যবিদের শিক্ষণের দ্বারা ( = আওতায় ) অনুশীলন ॥৩৥

শক্তি [ হল ] একরকম ‘জমাট অনুভূতি’ এবং কবিত্বের উৎস, যা ছাড়া কাব্য উদ্ভূত হয় না, আর উদ্ভূত হলেও উপহাসের বস্তু হয়। নৈপুণ্য আসে অনুশীলনের ফলে। [ আর অনুশীলন হল ]—জগতের অর্থাৎ স্বাবর-অস্বাবরময় জগতের গতি-প্রকৃতির ; শাস্ত্রসমূহের অর্থাৎ ছন্দ, ব্যাকরণ, অভিধান<sup>২</sup>, কলা, চতুর্ভাষা, হাতী, ঘোড়া, ঝড়া প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থগুলির ; কাব্যসমূহের অর্থাৎ মহাকাব্য-রচিত নিবন্ধগুলির, এবং আদিগ্রন্থের ফলে ইতিহাস প্রভৃতির। কাব্য লিখতে এবং সমালোচনা করতে যারা জানেন, তাঁদের উপদেশে লেখা আর সমালোচনায় বারবার যে চেষ্টা, [ তার নাম অভ্যাস ]। এই তিনটি যৌথ-ভাবে—[ অর্থাৎ ] পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নয়—ঐ কাব্যের উৎপত্তি অর্থাৎ সৃষ্টি এবং উৎকর্ষের কারণ।

এরূপে কাব্যের কারণ বলার পরে [ কাব্যের ] প্রকৃতি বলছেন :

তা ( = কাব্য ) হল—দোষবিহীন, গুণযুক্ত আর কখনও বা অমলংকৃত শব্দার্থ।

দোষ, গুণ এবং অলংকারের [ স্বরূপ পরে ] বলা হবে। ‘কখনও কখনও’—এই অংশের মাধ্যমে [ গ্রন্থকার ] বললেন :

যদিও [ কাব্য-উৎপাদক শব্দ এবং অর্থ ] সর্বত্র অলংকারযুক্ত, তবুও কোন

কোন ক্ষেত্রে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান অলংকারের অভাবে কাব্যত্বের হানি হয় না। যেমন :

ধিনি [ আমার ] কোমার্ষ কেড়ে নিয়েছিলেন, তিনিই [ আমার ] স্বামী।  
সেই চৈতী রাতও [ রয়েছে ]। প্রস্ফুট মালতীর সৌরভে ভরপুর, মধুর সেই  
কদম-হাওয়াও [ বইছে ]। আর সেই আমিও আছি। তা সত্ত্বেও রেবাতীরে  
বেতে ছাওয়া গাছের নীচে সেই মিলন-ক্রীড়ার বিষয়ে মন [ হয়ে উঠছে ]  
উৎকণ্ঠিত ॥১॥

এখানে কোন অলংকার স্পষ্ট নয়। রসের প্রাধান্যের ফলে [ রসের ]  
অলংকারত্ব হয় নাই\*। [ এবার ] তার ( = কাব্যের ) বিভাগগুলিকে ক্রমশঃ  
বলছেন :

বাচ্যার্থের থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ বেশী সুন্দর হলে, কাব্য হয় উত্তম।  
[ আর এই কাব্য ] পণ্ডিতদের দ্বারা ‘ধ্বনি’ নামে অভিহিত হয় ॥৪॥

‘ইদম্ ( ইহা )’ শব্দের অর্থ কাব্য।

পণ্ডিতদের দ্বারা অর্থাৎ বৈয়াকরণদের দ্বারা, ব্যঙ্গ্য এবং মুখ্যরূপে পরিগণিত  
ফোটার প্রকাশক শব্দকে ‘ধ্বনি’ এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁদের  
( = বৈয়াকরণদের ) মত অনুসরণকারী অগ্র পণ্ডিতগণকর্তৃকও, শব্দ এবং অর্থ—  
[ এই ] দুয়ের [ আখ্যা দেওয়া হয়েছে ধ্বনি ]। এই শব্দ এবং অর্থ, প্রকাশ করে  
সেই ব্যঙ্গ্যার্থকে, [ যে ব্যঙ্গ্যার্থ ] অপ্রধান-রূপে প্রতিপন্ন করে বাচ্যার্থকে।  
যেমন :

মিথ্যাবাদিনী দূতী, বন্ধুর মনের জালা তুমি বোঝ নাই। [ তাই ] এখান  
থেকে দৌঁঘতে গিয়েছিলে স্নানের জন্ত। আর সেই অধমের কাছে [ তুমি ]  
যাও নাই। [ কারণ ] তোমার এই ক্ষীণ দেহ হয়ে উঠেছে রোমাঙ্কিত। চোখ  
দুটো পুরোপুরি কাজল-হারা। নিঃশেষে মুছে গিয়েছে স্তন-প্রান্তের চন্দন।  
একেবারেই উঠে গিয়েছে অদরের [ তাধুল- ] রক্তমা ॥২॥

এখানে ‘রমণের জন্ত তার কাছেই গিয়েছিলে’—এ রকম অর্থ অধমপদের  
দ্বারা প্রধান-ভাবে ব্যঞ্জিত হয়।

( অথবা প্রধানতঃ ‘অধম’ পদের দ্বারা, ‘রমণ করতে তার কাছেই গিয়ে-  
ছিলে’—অর্থ ব্যঞ্জিত হয়। )

\*( অর্থাৎ রস ‘রসবৎ’ অলংকার হয়নি )

**ব্যঙ্গ্যার্থ সেরকম না হলে কাব্য হয় গুণীভূতব্যঙ্গ্য এবং মধ্যম-শ্রেণীর।**

‘সেরকম না হলে’র অর্থ হল : বাচ্যার্থের চেয়ে বেশী সুন্দর না হলে।  
যেমন : হাতে যার নতুন অশোকমঞ্জরী, এমন গ্রাম্যযুবককে বার বার দেখতে  
দেখতে ভীষণভাবে বিবর্ণ হয়ে এল তরুণীর মুখ ॥৩॥

‘[ আগের থেকে ] সংকেত দিয়েও অশোকলতাকুঞ্জে [ যুবতী ] যায় নি’—  
এরকম ব্যঙ্গ্যার্থ এখানে গৌণ।

[ ব্যঙ্গ্যার্থ গৌণ হল ] তার চেয়ে ( = ব্যঙ্গ্যার্থের চেয়ে ) বাচ্যার্থের  
রমণীয়তার জন্যে।

ব্যঙ্গ্যার্থহীন শব্দচিত্র এবং অর্থচিত্র ( = বাচ্যার্থচিত্র ) [ কাব্য ] কিন্তু  
পৃ: ৩ অধমশ্রেণীর। ‘চিত্র’ বলতে বোঝায়, গুণ এবং অলংকার-  
যুক্ত। ‘অব্যঙ্গ্য’ শব্দের অর্থ : স্পষ্ট-ব্যঙ্গ্যার্থ-শূন্য ( = ব্যঙ্গ্যার্থ  
যাতে স্পষ্ট নয় )। [ শব্দচিত্র ] যেমন :

মন্দাকিনী দ্রুত তোমাদের মুচুতা দূর করুক। এমন মন্দাকিনী, যেখানে  
হর্ষভরে স্নান-আত্মিক করছেন মহাবিরা; যাদের ( = যে মহাবিদের ) অজ্ঞতা নষ্ট  
করছে তীরের গর্তগুলিতে স্বচ্ছন্দ-উচ্ছল বেগবান্ আর স্বচ্ছ [ মন্দাকিনীর ]  
স্রোতের দীপ্তি। [ এমন মন্দাকিনী, যার ] গর্তগুলিতে রয়েছে বড় বড়  
ঝম্পমান ব্যাঙ্। [ এমন মন্দাকিনী, যার ] গর্ভ অসীম, দীর্ঘ আর সমৃদ্ধ  
গাছগুলি পড়ে রয়েছে বলে ॥৪॥

[ অর্থচিত্র ] :

[ শব্দর ] মান-অপহারী যাকে স্বৈচ্ছায় নিজের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে  
আসতে শুনে-ই সভয়ে ইন্দ্র দ্রুত খিল এঁটে দিলেন [ অমরাবতীর ], মনে হল  
—ভয়ে বৃষি চোখ বন্ধ করল অমরাবতী ॥৫॥

—এই হল কাব্যপ্রকাশের প্রথম উল্লাস নাম যার কাব্যের প্রয়োজন কারণ  
এবং স্বরূপ-উল্লেখাত্মক।

## দ্বিতীয় উল্লাস

ক্রম অনুসারে<sup>১</sup> শব্দ এবং অর্থের স্বরূপ বলছেন [ মন্মট ] :

এখানে শব্দ তিন প্রকার : বাচক, লাক্ষণিক এবং ব্যঞ্জক ।

এখানে = কাব্যে । এদের ( = বাচক প্রভৃতি শব্দ সমূহের ) স্বরূপ [ পরে ]  
বলা হবে ।

তাদের ( = বাচকাদিশব্দের ) অর্থগুলি হল বাচ্য প্রভৃতি ।

[ বাচ্য প্রভৃতি বলতে ] বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ ।

কারও কারও মতে আবার তাৎপর্য [ বলে আর একটি চতুর্থ ]  
অর্থ আছে ॥১॥

[ বাক্যের অর্থ বিষয়ে ] অভিহিতায়বাদীদের মত হল :

আকাজ্জা, যোগ্যতা এবং সন্নিধির অস্তিত্ববশতঃ পদরাজির অর্থসমূহ  
[ যাদের স্বরূপ পরে\* বলা হবে ] সম্বন্ধ হলে, বাক্যের অর্থ প্রতিভাত হয় ।  
পদরাজির অর্থসমূহের থেকে পৃথক্ এবং [ বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ  
থেকে ] ভিন্ন ঐ বাক্যার্থ হল তাৎপর্যার্থক ।

অন্বিতাভিধানবাদীরা [ বলেন ] : বাচ্যার্থই<sup>২</sup> বাক্যার্থ ।

সাধারণতঃ সমস্ত অর্থেরই ব্যঞ্জকত্ব স্বীকৃত হয় ।<sup>৩</sup>

তার মধ্যে বাচ্যার্থের [ ব্যঞ্জকত্ব ] যথা : মা, তুমি বললে—আজ বাড়ীর  
জিনিষপত্র ( = চাল, ডাল, ভূন, তেল ) নেই । কাজেই [ বেলা থাকতে ]  
বল—কি করণীয় । দিন ( = বেলা ) নিশ্চয়ই এভাবে স্থায়ী নয় ॥১

এখানে “[ বক্তা নারিকা ] যথেষ্ট বিহার চায়”—এরকম অর্থ ব্যঞ্জিত  
হয় ।

---

১ আগে শব্দ, পরে অর্থ ।

\* ৩ ক. খ. কারিকায় ।

২ বাচ্য = প্রতিপাদ্য অর্থাৎ বাচ্য, লক্ষ্য, ব্যঙ্গ্য সব অর্থই

৩ সমস্ত অর্থই ব্যঞ্জক হতে পারে ।

লক্ষ্যার্থের [ ব্যঞ্জকত্ব ] যেমন :

সখী, ভাগ্যবানকে খুশী করতে গিয়ে তুমি প্রতিমূহূর্তে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ

পৃঃ ৪

আমার জন্তে! সম্ভাব আর স্নেহের ফলে যা করার

মত, তা তুমি করেছ ॥২

‘আমার প্রিয়জনকে বরণ করে তুমি শত্রুতাচরণ করেছ’—এটি এখানে লক্ষ্যার্থ। আর এই [ লক্ষ্যার্থের ] দ্বারা ব্যঞ্জিত হয়—‘প্রেমিকনিষ্ঠ অপরাধের প্রকাশ’-রূপ অর্থ।

ব্যঙ্গার্থের [ ব্যঞ্জকত্ব ] যেমন :

দেখ, স্বচ্ছ মরকত-পাত্রে শব্দ-শুভ্রির মত, পদ্যপাতায় নিশ্চল-নিষ্পন্দ এক বলাকা [ শোভমান ] ॥৩

এখানে নিষ্পন্দতার দ্বারা [ বকের ] আশ্রয়তা [ ব্যঞ্জিত হয় ]।

আর তার মাধ্যমে ( = আশ্রয়তার দ্বারা ) [ ব্যঞ্জিত হয় স্থানটির ] জনশূন্যতা। তাই এই হল সংকেতস্থান—কোন এক জ্বীলোক বলল একটি লোককে।

অথবা, “মিথ্যে বলছ, তুমি এখানে আস নাই”—এরকম [ অর্থ ] ব্যঞ্জিত হয়। [ ব্যঙ্গার্থের উদ্দেশ্য লোকটি, বক্তা জ্বীলোকটি ]।

ক্রমশঃ বাচক প্রভৃতি [ শব্দ-সমূহের ] স্বরূপ বলছেন :

প্রত্যক্ষভাবে সংকেতিত অর্থকে প্রকাশ করে যে [ শব্দ ], তার নাম বাচক [ শব্দ ] ॥২॥

ইহজগতে সংকেত গৃহীত হয় নি, এমন শব্দের অর্থবোধ হয় না বলে, শব্দ সংকেত-যুক্ত হলেই কোন এক অর্থ প্রকাশ করে। তাই প্রত্যক্ষভাবে যেখানে ( = যে অর্থে ) যার ( যে শব্দের ) সংকেত গৃহীত হয়, সেই [ শব্দ ] সেই [ অর্থের ] বাচক হয়।

সংকেতের বিষয় ( বা অর্থ ) জাতি প্রভৃতি ( গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা ) চারপ্রকার, অথবা কেবল জাতিই।

যদিও প্রয়োজন মেটাতে পারে বলে একমাত্র ব্যক্তিই আমাদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির [ বিষয় ] হবার যোগ্য, তবুও আনন্ত্য ও ব্যতিচার দোষের জন্য

ব্যক্তিতে সংকেতগ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। আর তার ফলে<sup>৪</sup> ‘ডিখ [ নামক ]  
শুরুবর্ণের ষাঁড় চলমান’ ইত্যাদি শব্দসমূহের বিষয়<sup>৫</sup> ভিন্ন ভিন্ন হয় না।  
অতএব তার (=ব্যক্তির) উপাধিতেই<sup>৬</sup> সংকেত [ স্বীকার ]। উপাধি  
(=ভেদক ধর্ম) দুইরকম : বস্তুর স্বকীয় ধর্ম এবং বস্তুর ইচ্ছামুদায়ী আরোপিত  
ধর্ম। বস্তুগত ধর্ম আবার দুইরকম : সিদ্ধ এবং সাধ্য। সিদ্ধ বস্তুধর্ম আবার  
দুইরকম : বস্তুর প্রাণপ্রদ এবং বস্তুর বৈশিষ্ট্যস্থাপক। তাঁর মধ্যে প্রথমটি

(=প্রাণপ্রদ সিদ্ধবস্তুধর্ম) হল জাতি। ‘বাক্যপদীয়’তে

পৃঃ ৫

বলা হয়েছে—“গরু (=গোব্যক্তি) স্বরূপতঃ (itself =

ব্যক্তিরূপের দ্বারা = জাতিশূন্যব্যক্তিরূপের দ্বারা) গরু বলে প্রতীত হয় না,  
আবার [ স্বরূপতঃ ] ‘গরু নয়’ বলেও প্রতীত হয় না কিন্তু গো-গোষ্ঠীর  
অন্তর্গত হওয়ার জন্তেই (=গোত্ব-রূপ শ্রেণী-ধর্মযুক্ত হওয়ার) গরু বলে প্রতীত  
হয়।

দ্বিতীয় [ সিদ্ধ বস্তুধর্ম ] হল গুণ। সম্ভাবানু বস্তু (=প্রাণযুক্ত হওয়ার  
পরে) শুরু প্রভৃতি গুণের দ্বারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়।

সাধ্যধর্ম হল ক্রিয়া—যার অবয়বগুলির (parts) কোনটি পূর্বক্ষেপে অবস্থিত,  
কোনটি আবার পরবর্তী ক্ষেপে অবস্থিত। শেষবর্ণের প্রতীতির ফলে পুরো-  
পুরি গ্রহণযোগ্য ক্রমশূন্য ডিখাদিশব্দের স্বরূপ,<sup>৭</sup> আপন ইচ্ছামুদারে বক্তা  
কর্তৃক ডিখ প্রভৃতি বস্তুতে ভেদকধর্মরূপে আরোপিত হয়। তাই ‘সংজ্ঞা’  
নামক এই ধর্ম বস্তুর খুসীর উপর নির্ভরশীল। ‘ডিখ নামে সাদা ষাঁড়  
চলমান’—ইত্যাদির মত শব্দের ব্যবহার (=প্রচলন) চারপ্রকারে হয়।—  
বলেছেন মহাভাষ্যকার।

[ ২৪টি ] গুণের মধ্যে উক্ত হওয়ার জন্তে পরমাণু প্রভৃতির গুণত্ব কেবল  
পারিভাষিক (Technical) [ রূপে বোধ্য ]। গুণ, ক্রিয়া এবং যদুচ্ছা (proper  
name)—বস্তুত: যদিও একই, তবুও [ এদের ] আধারের ভিন্নতাবশত: এরা

৪ ব্যক্তিতে সংকেতগ্রহণ করলে

৫ বিষয় = প্রবৃত্তিনিমিত্ত (Connotation)

৬ তস্তা: উপাধৌ = তত্বপাধৌ

৭ স্বরূপ = স্ফোট

ভিন্নরূপে লক্ষিত হয়। যেমন : খড়্গ, আরনা, তেল—প্রভৃতি আশ্রয়ের ভিন্নতা—হেতু একই মুখের [ ভিন্ন ভিন্ন রূপ লক্ষিত হয় ]।

অন্তেরা বলেন : জাতিই সমস্ত শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত (connotation) (=ব্যবহারের কারণ)। বরফ, দুধ, শাঁখ—প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে গুরুতা ভিন্ন ভিন্ন হলেও যার ফলে প্রতিটি বস্তুই ‘গুরু, গুরু’—এরকম অভিন্ন উক্তি এবং প্রতীতির জন্ম হয়, সেই গুরুত্ব প্রভৃতি ধর্ম সামান্য। [ যা এই জাতীয় প্রতিটি শব্দেই আছে। ]

এরকম গুড়, চাল প্রভৃতির পাকক্রিয়ায় [ রয়ে ‘গিয়েছে’ ] পাকত্ব প্রভৃতি [ সামান্য ]। আর বালক, বৃদ্ধ, শুক প্রভৃতি কর্তৃক উচ্চারিত ডিথ প্রভৃতি শব্দে ; অথবা প্রতিমূহুর্তে পরিবর্তমান ডিথ প্রভৃতির অর্থে, রয়ে গিয়েছে ডিথত্বাদি [ সামান্য ]।

তাই [ মীমাংসকরা বলেন ] সমস্ত শব্দের ব্যবহারের কারণ একমাত্র জাতিই।

কেউ বলেন : জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই শব্দের অর্থ। অথবা ( কেউ বলেন ] শব্দের অর্থ হল অপোহ। এভাবে গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে এবং প্রসঙ্গের অন্তর্গযোগী হওয়ায় সবগুলি ব্যাখ্যাত হল না।

তা হল মুখ্য অর্থ। এখানে ( মুখ্যার্থে ) এর (=বাচক শব্দের ) মুখ্য ব্যাপারকে বলা হয় অভিধা ॥৩॥

‘তা’-এর মানে হল প্রত্যক্ষভাবে সংকেতিত অর্থ। ‘এর’ বলতে বোঝায় শব্দের (=বাচক শব্দের )।

মুখ্যার্থ বাধাগ্রস্ত হলে, তার সঙ্গে (=মুখ্যার্থের সঙ্গে আর একটি অর্থের<sup>৮</sup>) সম্বন্ধ থাকলে, প্রসিদ্ধি বা প্রয়োজনবশতঃ, [ শব্দের ] যে [ শক্তির দ্বারা<sup>৯</sup> ] অম্ম এক অর্থ লক্ষিত হয়, [ শব্দের ] সেই আরোপিত শক্তিকে বলা হয় লক্ষণা ॥৪॥

‘কর্মে কুশল’ ইত্যাদি বাক্যে [ কর্মের সঙ্গে ] কুশল্লেখনাদিরূপ অর্থের কোন সম্বন্ধ না থাকায় মুখ্যার্থ বাধাগ্রস্ত হয় কিন্তু বিবেচনাদি [ সাধর্ম্য- ]

৮ আর একটি অর্থের = লক্ষ্যার্থের

৯ শক্তি, ব্যাপার. ক্রিয়া, বৃত্তি—সমার্থক শব্দ

সম্বন্ধ থাকায়, রুটি অর্থাৎ প্রসিদ্ধিবশতঃ, যে [ ব্যাপারের মাধ্যমে ] মুখ্যার্থ কর্তৃক অমুখ্যার্থ লক্ষিত হয়, সেই আরোপিত ব্যবধানযুক্ত অর্থে অবস্থিতঃ<sup>১০</sup> শব্দশক্তির নাম লক্ষণা।

আর ‘গঙ্গাগর্ভে ঘোষপল্লী’ ইত্যাদি বাক্যে গঙ্গা গর্ভ প্রভৃতি, ঘোষপল্লী প্রভৃতির আধার হতে পারে না বলে মুখ্যার্থ বাধিত হয় কিন্তু নৈকট্য-সম্বন্ধের অস্তিত্বের ফলে, শীতলতা পবিত্রতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশ-রূপ প্রয়োজনের জন্য, যে [ ব্যাপারের দ্বারা ] মুখ্যার্থ কর্তৃক অমুখ্যার্থ লক্ষিত হয়, বাচ্যার্থনিষ্ট সেই ব্যাপারের নাম লক্ষণা। ‘গঙ্গাতটে ঘোষ’—এরকম প্রয়োগের ফলে শীতলতা পবিত্রতা প্রভৃতির সেরকম প্রতীতি হয় না।

[ বাক্যার্থ-বিষয়ে ] নিজেদের<sup>১১</sup> অবয়বসিদ্ধির জন্ত অন্নের<sup>১২</sup> গ্রহণ, এবং অন্নের জন্ত<sup>১৩</sup> ত্যাগকে [ যথাক্রমে ] বলা হয় উপাদান [ লক্ষণা ] এবং লক্ষণ [ লক্ষণা ]। এইভাবে সেই শুদ্ধলক্ষণা দু প্রকারে উক্ত হয় ॥৫॥

‘বর্শাগুলি প্রবেশ করছে’, ‘লাঠিগুলি প্রবেশ করছে’ ইত্যাদি প্রয়োগে নিজেদের প্রবেশরূপ অর্থসিদ্ধির জন্ত, বর্শা প্রভৃতি শব্দ নিজেদের সঙ্গে যুক্ত পুরুষরূপ অর্থ গ্রহণ করে<sup>১৪</sup>। এইভাবে [ পুরুষ-রূপ অন্ত অর্থের ] গ্রহণ

সমেত এই লক্ষণা প্রবর্তিত হয়। ‘বলদ হনন করা  
পৃঃ ৬ উচিত’ এই বাক্যে, ‘বেদের বিধান<sup>১৫</sup> অনুসারে আমার<sup>১৬</sup> হনন কিভাবে সম্ভব’—এরকম ভেবে জাতি<sup>১৭</sup> লক্ষিত করে ব্যক্তিকে। [ এখানে ] কিন্তু এমন মনে করা উচিত নয় যে—শব্দ [ জাতিকে

১০ অব্যবধানে...র বিপরীত।

১১ মুখ্যার্থের

১২ অন্ত অর্থের = লক্ষ্যার্থের

১৩ অন্নের জন্ত = বাক্যার্থবিষয়ে অন্ত অর্থের অবয়ব সিদ্ধির জন্ত।

১৪ স্মৃতিত করে, লক্ষিত করে।

১৫ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে ‘গৌরমুবদ্যঃ’ এই বেদবাক্য অনুসারে একটি বলদ বলি দেওয়া হত।

১৬ জাতির

১৭ বলদ-ত্ব জাতি



অভিহিত কবার পরে আবার ব্যক্তিকে] অভিহিত করে। কেননা নিয়ম রয়েছে—‘বিশেষণ বোঝাতে গিয়ে শক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায়, অভিধা আর বিশেষ্যকে বোঝাতে পারে না’। [এভাবে মুকুলভট্টের মতে, ‘বলদ হনন করা উচিত’—বাক্যে উপাদান লক্ষণ, কিন্তু মন্যট বলেন :] একে উপাদান-লক্ষণের উদাহরণ বলা ঠিক নয়। এখানে (=এই লক্ষণায়, কোন প্রয়োজন নেই। এই [লক্ষণা] রুটিও নয়<sup>১৮</sup>। ব্যক্তির সঙ্গে [জাতির] নিয়ত সম্বন্ধের ফলেই জাতি কর্তৃক ব্যক্তি অহুমিত হয়। যেমন, ‘করা হোক’ বাক্যে কর্তা, এবং ‘কর’ বাক্যে কাজ অহুমিত হয়। ‘প্রবেশ কর’, ‘পিণ্ডিকে’—ইত্যাদি বাক্যে যেমন ‘গৃহে’, ‘খাও’ ইত্যাদি অহুমিত হয়। ‘স্থলকায় দেবদত্ত দিনে খায় না’—স্থলে ‘রাত্রিতে খায়’ [এরকম অর্থ] লক্ষিত হয় না। কারণ এরকম বাক্যার্থ, ঋতার্থাপত্তি বা দৃষ্টার্থাপত্তির বিষয়, [লক্ষণার বিষয় নয়]।

‘গঙ্গায় ঘোষপল্লী’<sup>১৯</sup> এই বাক্যে ঘোষপল্লীর অধিকরণরূপে [নিজেকে] জানানোর জন্য গঙ্গা শব্দ আপন অর্থ (মুখ্যার্থ) পরিত্যাগ করে। এরকম ক্ষেত্রে লক্ষণের দ্বারা\* এই লক্ষণা [প্রবর্তিত হয়]। উপচারের সঙ্গে মিশ্রিত না হওয়ায় এই দুইরকম লক্ষণাই শুদ্ধ।

[শুদ্ধ লক্ষণার] এই দুই ভেদে (= উপাদান এবং লক্ষণলক্ষণায়) লক্ষ্য (লক্ষ্যার্থ) এবং লক্ষকের (বাচ্যার্থের) যে ঔদাসীন্য<sup>২০</sup>—যা ভেদের নামান্তর, তা নেই।

গঙ্গা প্রভৃতি শব্দ কর্তৃক তটাদি অর্থের [লক্ষণার মাধ্যমে] প্রতিপাদনের সময়ে [তট প্রভৃতির] গঙ্গাদিব্য-রূপে প্রতীতি হলেই, প্রতিপাদ্য প্রয়োজনের বোধ হয়। কিন্তু যদি কেবল গঙ্গার [প্রবাহের] সঙ্গে [তটের] সম্বন্ধ প্রতীত হয়, তাহলে—‘গঙ্গাতটে ঘোষপল্লী’-তে যেমন শব্দের মুখ্য অভিধান (= অভিধা), তার থেকে [গঙ্গায় ঘোষ’—এ আশ্রিত] লক্ষণার পার্থক্য কি থাকুল?

১৮ এখানে লক্ষণা প্রয়োজনভিত্তিক বা প্রসিদ্ধিভিত্তিক নয়।

১৯ ঘোষ শব্দের বাচ্যার্থ ঘোষপল্লী।

\* স্বার্থ-সমর্পণের মাধ্যমে।

২০ ঔদাসীন্য থাকে অর্থাৎ না মেশা, ভিন্ন (আলাদা) থাকারই নামান্তর। ঔদাসীন্যের অর্থ তাই ভিন্নতা বা ভেদ। ∴ বলা হয়—ভেদরূপং তাটস্থ্যম্।

‘সারোপা’ নামে আর একরকম লক্ষণা হয়, যেখানে ( = যে লক্ষণায় ) বিষয়ী ( = আরোপ্যমাণ বস্তু = যা আরোপিত হয় ) এবং বিষয় ( আরোপের বস্তু = যার উপর আরোপ করা হয় )— দুইই উল্লিখিত হয়।

যার আরোপ করা হয়—সেই বস্তুটি এবং যাতে আরোপ করা হয়—সেই বস্তুটি যেখানে একই বিভক্তিতে উল্লিখিত হয় এবং যেখানে দুয়ের ভেদ নিষিদ্ধ থাকে না ( = স্বীকৃত হয় )—সেখানে লক্ষণা সারোপা।

অন্তটি ( = বিষয় ) বিষয়ীর দ্বারা গ্রস্ত হলে, তা ( = লক্ষণা ) হয় সাধ্যবসানা ॥৬॥

আরোপ্যমান বিষয়ীর দ্বারা অন্তটি অর্থাৎ আরোপের বিষয় অন্তঃকৃত অর্থাৎ গ্রস্ত হলে, সেই [ লক্ষণা ] হয় সাধ্যবসানা।

সাদৃশ্য সম্বন্ধ এবং [ সাদৃশ্যভিন্ন ] অল্প সম্বন্ধের কলে উদ্ভূত [ লক্ষণায় ] এই ভেদ দুটি<sup>২১</sup>, গোণ এবং শুদ্ধ—দুপ্রকারে জানবে।

সাদৃশ্যের জন্য উদ্ভূত, সারোপা এবং সাধ্যবসানা [ লক্ষণা ] যথাক্রমে ‘ভারবাহী ব্যক্তিটি একটি গরু’ এবং ‘এটি একটি গরু’—এই বাক্যদুটিতে রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন : এখানে মুখ্যার্থের সহচারী জড়তা, মুঢ়তা প্রভৃতি গুণগুলি, লক্ষ্যমাণ হলেও অল্প অর্থের (বাহীকের) অভিধান-বিষয়ে গো-শব্দের কারণ হয়।

অন্যেরা বলেন : মুখ্যার্থের সহচারী গুণগুলির সঙ্গে অভেদবশতঃ পরার্থগত<sup>২২</sup> গুণগুলি লক্ষিত হয়। পরার্থ কিন্তু অভিহিত হয় না।

অপরেরা বলেন : [ মুখ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থ—উভয়ে ] সাধারণ গুণগুলির আশ্রয় হয় বলে পরার্থই লক্ষিত হয়। ( = এইটিই মম্বটের মত। সমর্থন করেছেন কুমারিলের উদ্ধৃতি দিয়ে। )

অন্তত্রও বলা হয়েছে : অভিধেয়ের<sup>২৩</sup> সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর প্রতীতিকে বলা হয় লক্ষণা। লক্ষ্যমাণ অর্থের<sup>২৪</sup> গুণগুলির সঙ্গে সম্বন্ধহেতু, বস্তুর গোপনতা প্রতীত হয়।

২১ সারোপ এবং সাধ্যবসান-রূপ ভেদ দুটি।

২২ বাহীকগত।

২৩ মুখ্যার্থের

২৪ বাহীকের

অবিনাভাব মানে কেবল সম্বন্ধ, নিয়ত সম্বন্ধ নয়। নিয়ত  
সম্বন্ধ হলে 'মাঁচাগুলি কাঁদছে'—ইত্যাদিতে লক্ষণা  
পৃঃ ৭  
হত না।

[মুখ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থের মধ্যে] ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ থাকলে অল্পমানের দ্বারা  
লক্ষ্যার্থের সিদ্ধি হত, লক্ষণার কোন উপযোগিতা থাকত না।

'ঘি হল আয়ু' 'এই হল পরমায়ু' ইত্যাদি উদাহরণে সম্বন্ধ হল, সাদৃশ্য-  
সম্বন্ধের থেকে ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ অর্থাৎ কার্যকারণ সম্বন্ধ। আর এইরকম ক্ষেত্রে  
আরোপ এবং অধ্যবসান কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানে গোণীলক্ষণার দুই ভেদে প্রয়োজন হল [যথাক্রমে আরোপ্যমাণ  
এবং আরোপবিষয়ের মধ্যে] অভেদ প্রতীতি এবং পূর্ণমাত্রায় অভেদ প্রতীতি;  
যদিও [দুয়ের<sup>২৬</sup> মধ্যে] ভেদ বর্তমান।

শুদ্ধলক্ষণার ভেদ দুটিতে [প্রয়োজন হল যথাক্রমে] অন্তের থেকে পৃথক<sup>২৭</sup>  
এবং নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত কার্যকারিতা। কখনও [আবার] তাদর্থ্যের ফলে  
উপচার হয়। যেমন, ইন্দ্রের জন্তে যে হাড়িকাঠ—তারও নাম ইন্দ্র। কখনও  
কখনও উপচার হয় স্বস্বামিভাব-সম্বন্ধের ফলে। যেমন রাজকীয় পুরুষকেও বলা  
হয় রাজা। কখনও বা অবয়ব-অবয়বী সম্বন্ধের ফলে। যেমন—অগ্রহস্ত<sup>২৮</sup>  
শব্দে হস্ত-শব্দ কেবলমাত্র হাতের আগাটুকু বোঝায়। কখনও তাৎকর্য্য-সম্বন্ধের  
ফলে। যেমন—অসুত্রধারকে বলা হয় সুত্রধার [যদি সুত্রধারের কাজ করে।]

অতএব আগের ভেদগুলি সহ লক্ষণা ছয় প্রকার ॥৭॥

সেই [লক্ষণা] আবার—

রুচিতে<sup>২৯</sup> [লক্ষণা] ব্যঙ্গ্যশূন্য, আর প্রয়োজনে<sup>৩০</sup> ব্যঙ্গ্যযুক্ত।  
কারণ, প্রয়োজন ব্যক্তনা-বৃত্তি-গম্য। তা হতে পারে গূঢ় অথবা অগূঢ়।

২৫ = বৃত্তিটিকে গোণী বলা হয়।

২৬ আরোপ্যমাণ (বিষয়ী) এবং আরোপবিষয়ের (বিষয়ের) মধ্যে।

২৭ অর্থাৎ অপরের থেকে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিভাত।

২৮ তালু, চেট্টা।

২৯ রুচি বা প্রসিদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত লক্ষণায়।

৩০ প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত লক্ষণায়।

তা বলতে ব্যাক্য বুঝতে হবে। গুঢ় ব্যাক্যের উদাহরণ :

মুখে ফুটে উঠেছে হাসি, চাহনি আয়ত্ত করেছে বক্রিমা, চলায় উছলে উঠেছে বিলাস, স্বেদ হারিয়েছে বুদ্ধি, স্তন মুকলিত হয়ে উঠেছে বৃকে, অঙ্গ পরিপুষ্টির ফলে জজ্বা হয়ে উঠেছে [ রমণের ] উপযুক্ত। ওঃ হো, চাঁদমুখীর তরী তরুতে ঘোবন-সমাগম খুশী করে তোলে [ সকলকে ] ॥৪॥

নীচের কবিতায় ব্যাক্য অগুঢ় :

সম্পদের সঙ্গে পরিচয় হলে জড়েরাও বিদ্বানদের চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়। ঘোবনমত্ততা কামিনীদের ছলাকলা উপদেশ দেয় ॥৫॥

এখানে উপদেশ দেয়—এই শব্দের সাহায্যে অনায়াসে ‘শিক্ষা দেয়’ এই অর্থ বাচ্যার্থের মত পরিস্ফুট হতে পারে।

তাই বলা হয়েছে—লক্ষণা তিন ভাগে [ বিভক্ত ] ৮॥

অব্যাক্য<sup>৩১</sup> গুঢ়ব্যাক্য আর অগুঢ়ব্যাক্য—[ এই ৩ ভাগে ]।

লক্ষণার আশ্রয় যে শব্দ তা লাক্ষণিক। ‘শব্দ’—পদটি এখানে উহ বলে বুঝতে হবে। ‘তদুঃ’ শব্দের অর্থ ‘তার আশ্রয়’।

পৃঃ ৮

সেখানে (লাক্ষণিক শব্দে)<sup>৩২</sup> ব্যঞ্জন নামে একটি বৃত্তি থাকে। কখন থাকে—র উত্তরে [ গ্রন্থকার ] বলছেন : যাকে<sup>৩৩</sup> বোঝানোর জন্য লক্ষণা আশ্রিত হয়, [ সেই ] ফল একমাত্র [লাক্ষণিক] শব্দ-গম্য হওয়ায় এইক্ষেত্রে<sup>৩৪</sup> [ বৃত্তিটি ] ব্যঞ্জন ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি নয় ॥২+১০৬॥ প্রয়োজন বোঝানোর ইচ্ছায় যেখানে লক্ষণায়ুক্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়, সেখানে অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে (= অন্য কোন প্রমাণের<sup>৩৫</sup> মাধ্যমে) তার (=প্রয়োজনের) প্রতীতি হয় না। কিন্তু কেবল সেই শব্দ

৩১ অব্যাক্য = রূঢ়িলক্ষণা। গুঢ়ব্যাক্য এবং অগুঢ়ব্যাক্য = প্রয়োজনমূল্য লক্ষণা।

৩২ প্রয়োজনমূল্য লক্ষণায়ুক্ত শব্দে।

আধাতুম্—উৎপাদয়িতুম্।

৩৩ যে ফল-টিকে বোঝার জন্যে।

যে ফলকে = যে প্রয়োজনকে = পাবনত্বাদি ধর্মকে।

৩৪ অত্র = এই ক্ষেত্রে = প্রয়োজনকে বোঝানোর ক্ষেত্রে।

ক্রিয়া = বৃত্তি = ব্যাপার = প্রক্রিয়া।

৩৫ শব্দেত্তরপ্রমাণ থেকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমান থেকে।

(=লাক্ষণিক শব্দ) থেকেই<sup>৩৬</sup> [প্রয়োজনের প্রতীতি হয়]। এখানে (লাক্ষণিক শব্দে) ব্যঞ্জনা ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি নেই, [যা প্রয়োজনের প্রতীতি ঘটায়]।

ব্যাখ্যানক্রমে :

[লাক্ষণিক শব্দের] অভিধা নয়, কারণ প্রয়োজন [অবধি ওর] সঙ্কেত নেই।

‘গঙ্গায় ঘোষপল্লী’ ইত্যাদিতে পাবিত্রতা প্রভৃতি যে ধর্মগুলি তটাদিতে প্রতীত হয়, সেই ধর্মগুলিতে গঙ্গা প্রভৃতি শব্দের সংকেত নেই।

শর্তগুলির অভাববশতঃ [ঐ বৃত্তি] লক্ষণাও নয় ॥১০॥

শর্ত বলতে, মুখ্যার্থবাদ প্রভৃতি তিনটি শর্ত। যেমন,

লক্ষ্যার্থ<sup>৩৭</sup> মুখ্যার্থ নয়। এখানে<sup>৩৮</sup> মুখ্যার্থের<sup>৩৯</sup> বাধও নেই। ফলের<sup>৪০</sup> সঙ্গে [মুখ্যার্থের<sup>৪১</sup>] সম্বন্ধও নেই। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রয়োজনও নেই<sup>৪২</sup>। আর [গঙ্গা] শব্দটি [পবিত্রতাদি] অর্থ বোঝাতে অক্ষমও নয় ॥১১॥

যেমন গঙ্গা-শব্দ প্রবাহ-রূপ অর্থে<sup>৪৩</sup> [ঘোষপল্লীর সঙ্গে] অস্থিত হতে পারে না বলে তট-কে লক্ষিত করে, তেমনি [ঘোষপল্লীর সঙ্গে সম্বন্ধ হতে গিয়ে] যদি তট-রূপ অর্থেও অযোগ্য<sup>৪৪</sup> হত, তবেই ‘প্রয়োজন’<sup>৪৫</sup>কে লক্ষিত করত।

৩৬ শব্দ-প্রমাণ থেকেই।

৩৭ গঙ্গাতট—এই অর্থ।

৩৮ এই ক্ষেত্রে=প্রয়োজনকে লক্ষ্যার্থ বলা হচ্ছে যে ক্ষেত্রে। ‘অত্র’ এবং ‘এতস্মিন্’-র অর্থ একই।

৩৯ দ্বিতীয়লক্ষণাবাদী-কর্তৃক প্রস্তাবিত মুখ্যার্থের। এই মুখ্যার্থকে ব্যঞ্জনাবাদী কিন্তু বলেন লক্ষ্যার্থ।

৪০ ফল=[দ্বিতীয়লক্ষণাবাদী প্রস্তাবিত] দ্বিতীয় লক্ষ্যার্থ। পাবনত্বাদি।

৪১ প্রথম লক্ষণার (গঙ্গাশব্দের মুখ্যার্থনিষ্ঠ লক্ষণার) প্রয়োজন (পাবনত্ব) ২য় লক্ষণাকর্তৃক (গঙ্গা-শব্দের লক্ষ্যার্থ তটনিষ্ঠ লক্ষণাকর্তৃক) লক্ষিত হয়। কাজেই ২য় প্রয়োজনের কথা মনে আসে না।

৪২ মুখ্যার্থে

৪৩ সবাধঃ=বাধাপ্রাপ্তঃ। তট-রূপ অর্থে ঘোষপল্লীর সঙ্গে সম্বন্ধ হতে গিয়ে গঙ্গা শব্দ যদি বাধা পেত।

৪৪ পবিত্রতাদি-কে।

কিন্তু ‘তট’ এখানে মুখ্যার্থ নয়। মুখ্যার্থবাধও এখানে হয় নি আর [ছি. ল. বা.-র মতে ২য়-] লক্ষণা কর্তৃক প্রতিপাদিত হওয়ার যোগ্য ‘পবিত্রতা প্রভৃতি’ অর্থের (∴ লক্ষ্যার্থের) সঙ্গে গঙ্গাশব্দের তটরূপ অর্থের ৪৫ কোন সম্বন্ধও নেই। আর প্রয়োজন লক্ষণা-প্রতিপাদ্য হয়ে যাওয়ায় কোন [দ্বিতীয়] প্রয়োজনও থাকে না আবার গঙ্গা শব্দ যেমন [তিনটি শর্ত না থাকলে] তটকে বোঝাতে পারে না, তেমনভাবে এখানে গঙ্গাশব্দ প্রয়োজন (পাবনত্বাদি) বোঝাতে পারে না— এমন নয়।

এইভাবে অনবস্থার সৃষ্টি হবে, যা মূল বিষয়বস্তুর [প্রতীতি থেকে] উচ্ছেদের কারণ।

এইভাবে অর্থাৎ [১ম] প্রয়োজন যদি লক্ষিত হয় তাহলে তা (১ম প্রয়োজন), আবার অত্র (২য়) প্রয়োজন সহ লক্ষিত হবে, [২য় প্রয়োজন] আবার আর এক (৩য়) প্রয়োজন সহ লক্ষিত হবে এবং [মূল] বিষয়কে যা বুঝতে দেয় না, সেই অনবস্থার সৃষ্টি হবে।

এখন [বিশিষ্ট লক্ষণাবাদী] যদি বলেন : পবিত্রতা প্রভৃতি ধর্মযুক্ত হয়েই ‘তট’ লক্ষিত হয় এবং [এইরকম লক্ষণার স্থলে] ‘গঙ্গাতীরে ঘোষ-পল্লী’— এই অর্থ ছাড়া, যে বাড়তি অর্থের প্রতীতি হয়, তা হল প্রয়োজন। আর এইভাবে [পবিত্রতাদি] বিশিষ্ট [তটেই] লক্ষণা হয়। অতএব ব্যঞ্জনার কি দরকার?

তাহলে [গ্রন্থকার] বলবেন :

প্রয়োজন ৪৬ বিশিষ্ট লক্ষ্যার্থ [স্বীকার] যুক্তিযুক্ত নয় ॥১২॥

পৃঃ ৯ কেন?—উত্তরে বলবেন :

[জ্ঞান থেকে] জ্ঞানের বিষয় [যেমন] ভিন্ন, [জ্ঞানের] ফলও [ভেদনি] ভিন্ন।

প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয় হল নীল প্রভৃতি, ফল হল প্রকটতা অথবা সংবিত্তি।

৪৫ তট, ২য় লক্ষণাদীর প্রস্তাবিত মুখ্যার্থ।

৪৬ এখানে প্রয়োজন—পাবনত্বাদি, পাবনত্বাদিপ্রতীতি নয়

এইভাবে বিশেষণযুক্ত বস্তুতে লক্ষণা [ প্রযুক্ত হতে পারে ] না<sup>৪৭</sup>।

ব্যাক্যার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু লক্ষ্যার্থে<sup>৪৮</sup> বৈশিষ্ট্য- ( বিশেষণ- ) গুলি [ অন্য বৃত্তির<sup>৪৯</sup> দ্বারা বোধ্য ] হয়। ১৩॥

তট প্রভৃতিতে পবিত্রতা প্রভৃতি যে বৈশিষ্ট্যগুলি [ রয়েছে বলে বোঝা যায় ], সেগুলি অভিধা, তাৎপর্য,<sup>৫০</sup> এবং লক্ষণ হতে ভিন্ন অন্য বৃত্তির দ্বারা বোধ্য। আর ব্যঞ্জন, ধ্বনন, স্তোতন প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত সেই [ বৃত্তি ] অবশ্য স্বীকার্য।

এইভাবে লক্ষণামূল ব্যঞ্জনায় [ স্বরূপ ] বলা হল।

অভিধামূল [ ব্যঞ্জনায় স্বরূপ ] বলছেন :

অনেকার্থক শব্দের অভিধা, সংযোগ প্রভৃতির কলে [ একটি অর্থে ] নিয়ন্ত্রিত হলে<sup>৫১</sup> [ ঐ শব্দের ] যে ব্যাপার, বাচ্যার্থ-ভিন্ন অন্য অর্থের প্রতীতি ঘটায় তাই ব্যঞ্জন। ১৪॥

[ অনেকার্থক ] শব্দের অর্থের [ প্রতীতিতে ] সংশয়<sup>৫২</sup> উপস্থিত হলে, প্রাসঙ্গিক অর্থ-প্রতীতির কারণ হয়—সংযোগ,<sup>৫৩</sup> বিরোধ,<sup>৫৪</sup> সাহচর্য, বিরোধিতা, প্রয়োজন, প্রসঙ্গ, বিশেষ চিহ্ন, অন্য শব্দের সান্নিধ্য, সামর্থ্য, ওচিহ্ন্য, স্থান, কাল, লিঙ্গ,<sup>৫৫</sup> স্বর প্রভৃতি।

৪৭ বিশেষণ বা ধর্মসহ বস্তুকে লক্ষণাবৃত্তি বোঝাতে পারে না। অর্থাৎ বিশেষণগুলি লক্ষ্য নয় কিন্তু ব্যঙ্গ্য।

৪৮ লক্ষিতে = লক্ষিতেঃ থে = লক্ষ্যার্থে। তটাদৌ।

৪৯ ব্যঞ্জনায় দ্বারা।

৫০ এই তাৎপর্য বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করতে পারে না; কারণ তাৎপর্য শুধু পদের অর্থগুলির অম্বয় প্রতিপাদন করে। তাৎপর্যের এই পৃথক্ উল্লেখ প্রমাণ করে—মশ্যট তাৎপর্য বৃত্তি মেনে নিয়েছেন।

৫১ নিয়ন্ত্রণের ১৫টি কারণ নীচের দুটি কারিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৫২ অনবচ্ছেদ = সংশয়।

৫৩ প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ।

৫৪ অভাব।

৫৫ ব্যক্তি = লিঙ্গ, Gender.

‘শঙ্খচক্রযুক্ত হরি’, ‘শঙ্খচক্রহীন হরি’—[ এই দুই স্থলে ] ‘হরি’ শব্দের অর্থ [ সংযোগ এবং বিপ্রয়োগের দ্বারা ] ‘বিষ্ণু’ অর্থে [ নিয়ন্ত্রিত হয় ]। ‘রাম এবং লক্ষণ’—এখানে ‘দশরথের পুত্রে’ [ নিয়ন্ত্রিত হয় রাম শব্দের বাচকত্ব ]।

‘ভাদের দুজনের সম্বন্ধ<sup>৫৬</sup> হল রামাজু’নের মত’—এখানে ‘পরশুরাম এবং কার্তবীৰ্য্যাজু’নের [ অর্থ নিয়ন্ত্রিত হয় বিরোধিতার মাধ্যমে ]। ‘পাণ্ডব অস্তিত্ব ছেদনের জন্য স্থাপুকে ভজনা কর’—বাক্যে ‘স্থাপু’, ‘হর’ অর্থে [ নিয়ন্ত্রিত ]। ‘দেব! [ আপনি ] সমস্ত জানেন’—এখানে [ ‘দেব’ নিয়ন্ত্রিত হয় ] ‘আপনি’ অর্থে। ‘মকরধ্বজ ক্রুদ্ধ’—এখানে [ মকরধ্বজ ] কামদেব’ [ অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয় ]। ‘মধুর প্রভাবে কোকিল মত্ত’—বাক্যে ‘মধু’ [ নিয়ন্ত্রিত হয় ] বসন্তে। নগরশত্রু দেবের’—বাক্যে [ ‘দেব’ নিয়ন্ত্রিত হয় ] শিবে। ‘প্রিয়ার মুখ তোমাদের রক্ষা করুক’—এখানে ‘মুখ’ ‘অনুকূলতা’য়। ‘পরমেশ্বর এখানে<sup>৫৭</sup> রয়েছেন’—এখানে পরমেশ্বর রাজা-রূপ অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয় রাজধানীরূপ ‘স্থানের’র প্রভাবে। ‘চিত্র-ভালু শোভমান’—এখানে ‘চিত্রভার্গ’ দিনে স্বরূপ অর্থে, রাত্রিতে অগ্নিরূপ অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয়। ‘মিত্র (ক্লী) শোভমান’—‘মিত্র’ (ক্লী) ‘বন্ধু’তে। ‘মিত্র (পুং) শোভমান’—এখানে মিত্র সূর্যে। ইন্দ্রশত্রু—ইত্যাদির [ দু রকম ] স্বর বেদে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, কাব্যে করে না। আদি বলতে অভিনয় প্রভৃতি বুঝতে হবে। যেমন :

পাপড়ির মত এততো বড় বড় ছোটো চোখ নিয়ে, এততো বড় বড় স্তন-  
ওয়ালা মহিলা এই কয়েক দিনের মধ্যে এই অবস্থায় [ এসে পৌঁছেছে। ] ৬

এইভাবে সংযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে অনেকার্থক শব্দের, অল্প অর্থ-প্রকাশের ক্ষমতা নিবারণিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন কোন জায়গায় যে  
পৃঃ ১০  
অল্প অর্থের প্রতিপাদন লক্ষ্য করা যায়, সেখানে বৃত্তি  
অভিধা নয়। কারণ তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছে। মুখ্যার্থ-  
বাহ প্রভৃতি না থাকায় লক্ষণাও নয়। এখানে বৃত্তি হল অঙ্গন অর্থাৎ ব্যঞ্জন।  
যেমন :

দান-বারি<sup>৫৮</sup> বর্ষণের মাধ্যমে তাঁর হাত সব সময়ের জন্য হয়ে উঠত রমণীয়।

৫৬ গতি = সম্বন্ধ।

৫৭ এখানে = রাজধানীতে।

৫৮ ‘বারি’র মত দান ( gift )। ‘উপমেষ দান, উপমান বারি।



যাঁর আত্মা মজান, যাঁর দেহ আক্রমণের অবোণ্য, বংশ মর্যাদা যাঁর অসীম, শর-সংগ্রহ যাঁর [ অসংখ্য ], গতি যাঁর অবাধ, যিনি শত্রুর নিবারণক ॥৭॥

[ ব্যঙ্গ্যার্থ : ] দান-বারি<sup>৫৯</sup> বর্ষণের মাধ্যমে সেই শ্রেষ্ঠ হাতীর ভাঁড় রমণীয় হয়ে উঠত সব সময়ের জন্ত। যা ‘ভদ্র’ [ নামে হস্তীগোষ্ঠীর ] অন্তর্ভুক্ত, যাঁর দেহ আরোহণের পক্ষে কষ্টকর, যাঁর উচ্চতা বিরাট বাঁশের মত, অসংখ্য মৌমাড়িকে যে আকৃষ্ট করেছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে যে চলে না ॥৭॥

তদযুক্ত [ শব্দ ] ব্যঞ্জক শব্দ।

তদযুক্ত = ব্যঙ্গনায়ুক্ত।

যেহেতু অজ্ঞ অর্থ-যুক্ত<sup>৬০</sup> হয়েই সেই [ শব্দ ] সেরকম (=ব্যঞ্জক) হয়, [ তাই ] এখানে অর্থ<sup>৬১</sup> সহকারীরূপে ব্যঞ্জক ॥১৫॥

সেরকম = ব্যঞ্জক।

এখানে ‘শব্দার্থ-স্বরূপ-নির্ণয়’ নামে কাব্য প্রকাশের ২য় উল্লাস সমাপ্ত।

## তৃতীয় উল্লাস

তাদের ( তিন রকমের শব্দের ) অর্থগুলি আগে বলা হয়েছে।

অর্থগুলি = বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ।

তাদের = বাচক, লাক্ষণিক এবং ব্যঞ্জক শব্দের।

অর্থের ব্যঞ্জকত্ব বলা হচ্ছে।

[ আর্থী ব্যঞ্জনা ] কেমন, তাই বলছেন :

বক্তা বোদ্ধা স্বরভঙ্গী বাক্য বাচ্য অপরের সান্নিধ্য প্রসঙ্গ স্থান কাল প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য বশতঃ, [ তিন রকম ] অর্থের যে বৃত্তি, সঙ্গদয়দের অর্থান্তর-প্রতীতির কারণ হয়, সেই [ বৃত্তির ] নাম ব্যঞ্জনা\* ॥ ১, ২ ॥

৫৯ দানাস্থ অথবা দানবারি = মদবারি।

৬০ অজ্ঞ অর্থ = বাচ্যার্থ

৬১ অর্থ = ঐ

\* ব্যঞ্জনা = আর্থী ব্যঞ্জনা ( ব্যক্তি )।

বোদ্ধব্য = যাকে কিছু বলা হবে, এমন ব্যক্তি।

কাকু = ধ্বনির বিকার।

প্রস্তাব = প্রকরণ, প্রসঙ্গ।

অর্থের = বাচ্য, লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গ্য—তিন রকম অর্থের।

যথাক্রমে উদাহরণ :

সখী, একটু বিশ্রাম নিই। বিরাট এক জলের কলসী নিয়ে তাড়াহড়ো করে এলাম আমি। পরিশ্রমের ঘাম আর ঠোস্ফোসানি—সইতে পারছি না ॥ ১

এখানে ‘গোপন মিলনের গোপনতা’ ব্যঞ্জিত হচ্ছে।

হায় সখী, দুর্ভাগা আমার জন্তে তোমাকে পীড়িত করছে—বিনিদ্রতা,

পৃঃ ১১ দুর্বলতা, উদ্বেগ, আলস্য আর দীর্ঘশ্বাস ॥ ২ •

এখানে সেই কামুক-কর্তৃক (বক্তার প্রেমিক-কর্তৃক) দূতীর উপভোগ ব্যঞ্জিত হয়।

রাজসভায় দ্রোপদীকে এরকমভাবে [অপমানিত] দেখে, বঙ্কল পরে শিকারীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করেছি—মনে করে, বিরাটের বাড়ীতে অল্প-যুক্ত কাজ করতে করতে অজ্ঞাতবাস করেছি—ভেবে, ক্রুদ্ধ আমার উপরেই শ্রদ্ধাভাজন তিনী\* ক্রুদ্ধ হচ্ছেন!—আর কোরবদের উপর আজও ক্রুদ্ধ হলেন না। ॥ ৩ ॥

এখানে ‘আমার উপরে ক্রোধ উপযুক্ত নয়, কোরবদের উপরই উপযুক্ত’—এরকম অর্থ স্বরভঙ্গীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এখানে কাকু বাচ্যসিদ্ধিতে সহায়ক হওয়ায় একে (শ্লোকটিকে) গুণীভূতব্যাঙ্গ্য বলে আশঙ্কা করা উচিত নয়। কারণ, কেবল প্রথম ব্যঞ্জিত করেই স্বরভঙ্গী বিরত হয়।

তখন আমার গালে ডুবে যাওয়া তোমার দৃষ্টিকে অন্তরিকে ফেরাও নি। এখনও সেই আমিই আছি, সেই গাল দুটোও আছে, কিন্তু তোমার সেই [ডুবে যাওয়া] দৃষ্টি নাই ॥ ৪

[আমার] গালে প্রতিফলিত আমার সখীকে দেখতে দেখতে দৃষ্টি তোমার অন্তরকম হয়েছিল। সে (সখী) চলে গেলে দৃষ্টি একেবারে অন্তরকম হয়েছে। হায়, এতেই তোমার গোপন কামুকত্ব ব্যক্ত হচ্ছে।

\* তিনী = ষুধিষ্ঠির।

নর্যদা-ভীরের এই জায়গাটুকু সরস কলাগাছের সারিতে অত্যন্ত শোভন।  
ফুঞ্জের উৎকর্ষের জন্যে মহিলাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এখানে। তবু, আবার  
এখানে মিলনের অন্তকূল হাওয়াও বইছে; বার পুরোভাগে রয়েছেন কামদেব—  
যিনি ক্ষেপে ওঠেন হঠাৎ ॥ ৫ ॥

‘মিলনের জন্য প্রবেশ কর’—এখানে এই অর্থ ব্যাক্য।

কঠোর শাস্ত্রী সব গৃহকার্ঘ্যে আমাকে নিয়োগ করেন। বিশ্রাম যদি মেলে,  
[ তা ] সন্ধ্যায়, [ আর ] মুহূর্তের জন্য, অথবা মেলেই না ॥ ৬

উদাসীন প্রেমিকের প্রতি কোন এক প্রেমিকা-  
পৃ: ১১ কর্তৃক ছোতিত হচ্ছে এরকম অর্থ: সন্ধ্যা হল  
সংকেত-সময়।

শুনলাম: আজ তোমার স্বামী আসবেন এক গ্রহরের মধ্যে। এরকম করে  
রয়েছ কেন? তাহলে বন্ধু, করণীয়গুলি কর ॥ ৭

এখানে প্রেমিকের উদ্দেশ্যে অভিসারে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়—বুঝিয়ে কোন  
এক বান্ধবী নিবৃত্ত করছে।

বান্ধবীগণ, তোমরা অন্তর গিয়ে ফুল তোল। এখানে আমি তুলি। আমি  
দূরে যেতে পারব না। প্রসন্ন হও। এই জোড় হাত করছি তোমাদেরকে ॥ ৮ ॥

এখানে বান্ধবীকে নায়িকা বোঝাতে চাইছে: এই জায়গাটি নির্জন,  
প্রচ্ছন্নকাম প্রেমিককে তুমি এখানে পাঠাও।

গুরুজনের উপর নির্ভরশীল প্রিয়! হতভাগিনী আমি তোমাকে আর  
কি বলব? আজ প্রবাসে বেরোচ্ছ? যাও, নিজেকে জিজ্ঞেস কর—কি  
করণীয় ॥ ৯ ॥

এখানে ব্যাক্যার্থ এরকম: আজ অর্থাৎ এই বসন্তে যদি বেরোও, তাহলে  
আমি আর থাকব না (বাঁচব না); আর তোমার কি হবে, তা বুঝতে  
পারছি না।

আদি বলতে চেষ্টা প্রভৃতির। তার মধ্যে চেষ্টার [ বৈশিষ্ট্য ] যেমন:

আমি দোরগোড়ায় দাঁড়ালে, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের অধিকারিণী সে উল্লু ছুটো  
প্রসারিত করে পরে আবার একত্রিত করল। সামনে ঘোমটা টানল।  
চঞ্চল চোখ দুটো নামাল। বন্ধ করল কথাবার্তা। লতার মত হাত দুটো  
গুটিয়ে ফেলল ॥ ১০ ॥

[জিজ্ঞাসুর] আকাজ্ঞানিবৃত্তির জন্তে আর, প্রসঙ্গ আসায়, আবার পরে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বক্তা প্রভৃতির পরস্পর সংযোগবশতঃ [বক্তা এবং বোধব্যবহার বৈশিষ্ট্যের একই ক্ষেত্রে অস্তিত্বের ফলে আর্থী ব্যঞ্জনার যে উদ্ভব—এরকম] দুই এর বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভেদ এবং এরকম [নিজে নিজে]\* (তিনের, চারের) ভেদের (=type এর) ব্যঞ্জকতা উদাহরণীয়।

শব্দ প্রমাণের মাধ্যমে জেয় অর্থ অন্য অর্থ ব্যঞ্জিত করে বলেই অর্থের ব্যঞ্জনা শব্দের সহকারিতা [লক্ষ্য করা যায়] ॥৩॥

‘শব্দ—’ ইত্যাদির ফলে বুঝতে হবে : অত্র প্রমাণের মাধ্যমে (=প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং উপমান-প্রমাণের মাধ্যমে) যে সমস্ত অর্থ জানা যায়, সেই অর্থ ব্যঞ্জক হতে পারে না।

আর্থী ব্যঞ্জনা নামে কাব্যপ্রকাশের তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত।

## চতুর্থ উল্লাস

যদিও শব্দ এবং অর্থের [স্বরূপ-] নির্ণয়ের পরে দোষ, গুণ এবং অলংকারের প্রকৃতি বলা উচিত ; তবুও ধর্মী প্রকট হইলেই ধর্ম-সমূহের বর্ণনীয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা জানা যায়—  
এরকম মনে করে [গ্রন্থকার] প্রথমে কাব্যের বিভাগগুলি বলছেন :

ধ্বনির<sup>১</sup> মধ্যে বা অবিবক্ষিতবাচ্য, তাতে বাচ্য<sup>২</sup> [কখনও] পর্যবসিত হয় অত্র অর্থে, [কখনও] বা অস্বীকৃত হয় একেবারেই ॥১০॥

লক্ষণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিগূঢ় ব্যাখ্যার্থের প্রাধান্য হওয়ার ফলেই বাচ্য যেখানে অবিবক্ষিত, ‘ধ্বনৌ—’ এই পদের পুনরাবৃত্তির ফলে তা-ই [অবিবক্ষিত বাচ্য] ধ্বনি—এরকম জানতে হবে।

\* এই ক্রমে লক্ষ্যার্থ এবং ব্যাখ্যার্থের ব্যঞ্জকতা উদাহরণীয়।

১ উপবিভাগগুলি

২ ধ্বনিকাব্যের

৩ বাচ্যার্থ

তার মধ্যে বাচ্যার্থ কখনও কখনও উপযুক্ত হয় না বলে<sup>৪</sup> অন্য অর্থে পর্যবসিত হয়। যেমন,

ভোমাকে বলছি—‘পণ্ডিতদের সমাবেশ হয়েছে এখানে। সুতরাং নিজের মনঃসংযোগ করে এখানে থাক’।১॥

এখানে বলা ইত্যাদি, উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি অর্থে রূপান্তরিত হয়।

কোথাও বোঝা যায় না বলে [বাচ্যার্থ] একেবারেই অস্বীকৃত হয়। যেমন—

‘আপনি অনেক উপকার করেছেন এবং যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আর কি-ই বা বলার আছে! সব সময়ে এই রকম করেই, বন্ধু, একশ বছর ধরে স্থখে থাক’ ॥২॥

বিপরীত লক্ষণার মাধ্যমে অপকারীকে [বক্তা] এরকম বলছেন।

তা<sup>৫</sup> হল আর একরকম, বাচ্য যেখানে বিবক্ষিত কিন্তু অন্য-প্রধান।

অন্যপ্রধান = ব্যঙ্গ্যনিষ্ঠ = ব্যঙ্গ্যপ্রধান।

এই [বিবক্ষিতান্যপ্রবচ্য ধ্বনির] আবার কোনটি অলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্য, কোনটি লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রম ॥২॥

‘অলক্ষ্য—’ কথাটি ব্যাখ্যাত হচ্ছে :

বিভাব, অনুভাব, এবং ব্যভিচারী ভাব রস নহে।

কিন্তু এদের দ্বারা রস [উদ্ভূত হয়]। অতএব [রসের কারণ এবং রস—  
দুয়ের মধ্যে] ক্রম বিद्यমান। কিন্তু কিপ্রত্যাবশতঃ তা লক্ষিত হয় না।

আর অলক্ষ্যক্রম রস ভাব রসাতাস ভাবাতাস ভাবোপশম ইত্যাদি, রসবৎ [প্রেম উজ্জ্বলি সমাহিত] প্রভৃতি অলংকার হতে পৃথক্ এবং [ওগুলি] অলংকার্য হয়ে থাকে ॥৩॥

[ভাবশাস্ত্যাদিতে] আদি দ্বারা ভাবোদয়, ভাবসন্ধি এবং ভাবসঙ্কর

<sup>৪</sup> অচুপপত্তমানতা = inapplicability অর্থাৎ [সমগ্র বিবক্ষিত অর্থের সঙ্গে] খাপ খায় না বলে।

<sup>৫</sup> তা = ধ্বনি।

বোঝায়। রস প্রভৃতি, যেখানে যেখানে মুখ্য, সেখানে সেখানে সেগুলি অলংকার্য। এর উদাহরণ দেওয়া হবে। আর অন্য যেখানে

পৃঃ ১৪

বাক্যার্থ মুখ্য হওয়ায় রস প্রভৃতি গোণ, 'সেই গুণীভূতবাক্য কাব্যের স্থলে [ রস ] হয় রসবৎ, প্রেয়, উর্জস্বী, সমাহিত ইত্যাদি অলংকার। গুণীভূত-বাক্যকাব্যের বিবরণপ্রসঙ্গে অলংকারগুলি উদাহৃত হবে।

এখন রসের প্রকৃতি বলছেন [ মন্সট ] :

লৌকিক জগতে অনুরাগ প্রভৃতি যেগুলি [ মুখ্য ] কারণ, কার্য এবং সহকারী কারণ; সেগুলি যদি নাটক এবং কাব্যের জগতের<sup>৩</sup> হয়, তাহলে সেগুলি বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাব নামে অভিহিত হয়। আর সেই বিভাবাদির দ্বারা, স্থায়ীভাব অভিব্যক্ত<sup>১</sup> হয়ে 'রস' নামে জ্ঞাত হয় ॥৪+৫॥

ভরতও বলেছেন : 'বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের উৎপত্তি'। একে ( ভরতের সূত্রটিকে ) ভট্টলোল্লট প্রভৃতির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

বিভাব সমূহের দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গনা প্রভৃতি আলম্বন এবং উত্তান প্রভৃতি উদ্দীপক কারণ সমূহের দ্বারা রতি ইত্যাদি ভাব উৎপাদিত হয়, অনুভাবসমূহের দ্বারা অর্থাৎ কটাক্ষ বাহু-আলিঙ্গন প্রভৃতি কাব্যসমূহের দ্বারা জানার উপযুক্ত হয়, ব্যভিচারীসমূহের দ্বারা অর্থাৎ নির্বেদ প্রভৃতি সহকারী কারণসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় রস। প্রধানভাবে অস্তিত্ববশতঃ, রাম প্রভৃতি অহুকরণযোগ্য চরিত্রে এবং শেষ পর্বন্ত রাম প্রভৃতির রূপের অনুকরণের ফলে অভিনেতাতেও যাচ প্রতীয়মান হয়।

শংকুক বলেন :

সম্যক্ মিথ্যা সংশয় এবং সাদৃশ্য [—এই চাররকম] জ্ঞানের থেকে ভিন্ন, চিত্রাপিত অশ্বকে অশ্ব বলে জানার মত এরকম জ্ঞানের সাহায্যে [ সহৃদয় ] নটকে গ্রহণ করে। [ যথাক্রমে উক্ত চাররকম জ্ঞানের আকার হল ] এরকম : [ রামের সম্পর্কে ] 'রামই ইনি, ইনিই রাম'—এরকম জ্ঞান, এমন জ্ঞান যা পরবর্তীকালে 'ইনি রাম নন'—বোধ দ্বারা বাধিত হবে অথচ [ এখন অ-রামকে ] 'ইনি রাম' বলে জানা যাচ্ছে, 'ইনি রাম হতেও পারেন, নাও পারেন' এরকম জ্ঞান, এবং 'ইনি রামের মত' এরকম জ্ঞান।

[ চিত্রতুরগন্তারে গৃহীত ] নট সাহিত্যের নিবিড় অধ্যয়ন, শিক্ষা এবং অনুশীলনের সাহায্যে সম্পন্ন করে অভিনয় [ এবং অভিনয়ের ] মাধ্যমে উপস্থাপিত করে—কারণ কাব্য ও সহকারী, যাদের অভিহিত করা হয় বিভাব [ অনুভাব ] প্রভৃতি শব্দ দিয়ে ; যেগুলি কৃত্রিম হলেও সেরকম (= কৃত্রিম বলে ) মনে হয় না। সাহিত্য [ বা নাটকীয় সংলাপের নিদর্শন ] হল এরকম :

‘আমার ( =রামের ) জীবন-নিয়ন্তা তিনি ( =সীতা ) আমার দৃষ্টিপথে এসেছিলেন। যিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতের প্রবাহ, দুই চোখে যিনি সষত্ব-সঞ্চিত কর্পূরের শলাকা, আর চিত্তে যিনি মূর্ত অভীষ্মিত সম্পৎ ॥৩॥

আবার, দুর্ভাগ্যবশতঃ দীর্ঘ আর চঞ্চলনেত্র তাঁর কাছ থেকে আজ আমি বিযুক্ত। আর [ এই মুহূর্তেই ] প্রকাশমান এবং ঘন মেঘে ঢাকা সময়ও ( বর্ষাকাল ) এসে হাজির ॥৪॥

বিভাব প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ অথবা গম্য-গমকসম্বন্ধ থাকায় [ নটনিষ্ঠরূপে ] অনুমিত হয় রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব। অনুমিত হলেও এগুলি অল্প অনুমিত [ বস্তু ] থেকে পৃথক্, কারণ এরা এদের চমৎকারিত্বের জন্য [ অত্যন্ত ] আশ্বাত।

ঐ স্থায়িভাবগুলি নটে না থাকলেও সহৃদয় সংস্কারের মাধ্যমে [ নটনিষ্ঠরূপে ওগুলিকে ] চর্চা করতে থাকে। চর্চ্যমাণ ওগুলির নাম রস।

ভট্টনায়ক বলেন :

রস প্রতীত হয় না, না পরগত-রূপে, না আত্মগত-রূপে। রস উৎপন্নও হয় না, অথবা অভিব্যক্তও হয় না। বস্তুতঃ, কাব্য এবং নাটকে অভিধা<sup>১০</sup> হতে

৬ শিল্পের জগতের = নাটক এবং কাব্যের জগতের = অলৌকিক জগতের।

৭ রস সব সময় ব্যঞ্জন-প্রতিপাদ্য। অভিধা, লক্ষণা অথবা তাৎপর্য ‘রস’কে প্রকাশিত করতে পারে না। ‘রসাদিলক্ষণত্বর্থঃ স্বপ্নেহপি ন বাচ্যঃ’।

৮ যা = রস

\* সূলাক্ষ্য অংশগুলিকে একত্রিত করে একটি বাক্য করে নিয়ে পরে অল্প অংশগুলিসহ দেখা যেতে পারে।

৯ অনুমানের বিষয়।

১০ বস্তু = স্থায়িভাব। স্থায়িভাবের সৌন্দর্যহেতু।

১১ অভিধা বলতে লক্ষণাকেও বুঝতে হবে। অভিধাতঃ দ্বিতীয়েন = অভিধা এবং লক্ষণা থেকে ভিন্ন অল্প বৃত্তির দ্বারা। অভিধা + তসিল্।

ভিন্ন ‘ভাবকত্ব’ নামে দ্বিতীয় একটি বৃত্তির দ্বারা<sup>১২</sup> স্থায়ী অনুভূতি<sup>১৩</sup>, ভাব্যমান<sup>১৪</sup> হয় এবং ‘ভোজকত্ব’<sup>১৫</sup> নামক ব্যাপারের মাধ্যমে উপভুক্ত হয়। বিভাব প্রভৃতিকে<sup>১৬</sup> সার্বজনীন করে তোলা এই বৃত্তির<sup>১৭</sup> স্বরূপ। আর [ভোজকত্ব] ব্যাপারটি<sup>১৮</sup> সম্বন্ধের আবির্ভাবের<sup>১৯</sup> ফলে স্বপ্রকাশ এবং আনন্দময় জ্ঞানের অস্তিত্বাত্মক।

আচার্য অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যা হল এরকম :

লৌকিক জগতে স্ত্রীলোক [ মনোরম উদ্ভান ] প্রভৃতির সাহায্যে, অনুশীলন-বশে স্থায়িভাব-অনুভবে পটু সামাজিকের, রতি [ হাস ] প্রভৃতি স্থায়িভাব যখন বিভাব [ অনুভাব ] প্রভৃতি হেতুগুলি দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এবং প্রমাতা-কর্তৃক জ্ঞাত ও সরবতের মত আত্মাদিত হতে থাকে, তখন তার ( স্থায়িভাবের ) নাম হয় রস।

[ লৌকিক জগতের ] সেই হেতুগুলি কাব্য এবং নাটকে হেতুবৈশিষ্ট্য ছেড়ে বিভাবন প্রভৃতি ক্রিয়ায়ুক্ত হওয়ায়, অলৌকিক এবং বিভাব প্রভৃতি শব্দ-অভিধেয় হয়। বিভাব প্রভৃতি সার্বজনীন রূপে প্রতীত হলে বাসনার আকারে অবস্থিত সম্বদের স্থায়িভাব অভিব্যক্ত হয়।

‘এগুলি আমার, এগুলি শত্রুর, এগুলি নিরপেক্ষের, এগুলি আমার নয়, এগুলি শত্রুর নয়, এগুলি নিরপেক্ষের নয়’—এরকম বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ গ্রহণ অথবা বর্জনের নিয়মের প্রতীতি না হওয়ায়<sup>২০</sup> বিভাব প্রভৃতি সার্বজনীন-রূপে জ্ঞাত হয়। সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ার বলে স্থায়িভাব, প্রমাতা-কর্তৃক সাধারণ ভাবে (= বিশেষভাবে নয়) জ্ঞানের বিষয় হয়; যদিও নিজের সঙ্গে নিজের

১২ ব্যাপার = শব্দশক্তি = বৃত্তি

১৩ লীন বা অবচেতন স্তরে অবস্থিত অনুভূতি।

১৪ চেতনার স্তরে আসে = ভাবনার বিষয় হয়।

১৫ ভোজকত্ব = ভোগ ( তৃতীয় বৃত্তি )। বৃত্তিটি হল সম্বদয়চিত্তের।

১৬ প্রভৃতি = অনুভাব ও ব্যাভিচারী ভাব।

১৭ এই বৃত্তির = ভাবকত্ব বৃত্তির।

১৮ ভোজকত্ব ব্যাপারটি।

১৯ এবং অন্তঃকরণের তিরোভাবের ফলে।

২০ বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ অপ্রতীত হওয়ায়।



আকারের মত, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের বিষয় এই স্থায়ীভাবে, অভিন্ন। ঐ স্থায়ী-  
ভাবে সীমিত সহৃদয়গত হলেও [সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ার বলে] সাধারণভাবে  
জ্ঞানের বিষয় হয় প্রমাতার। এই প্রমাতা সমস্ত সহৃদয়ের সঙ্গে এক্য-রক্ষাকারী  
এবং অসীমের বোধ-সম্পন্ন।

বিভাব-প্রভৃতিকে জানার মুহূর্তে প্রমাতার সীমিতবুদ্ধি দ্রবীভূত হওয়ায়  
উদ্ভূত হয় অসীম বুদ্ধি। অল্প জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কশূন্য বলে এ বুদ্ধি অসীম।

আস্বাদ্যমানতাই রসের প্রাণ<sup>২১</sup>। বিভাব-প্রভৃতির অস্তিত্ব-অবধি রসের  
অস্তিত্ব। যেন সামনে [রয়েছে], এমন ভাবে রস প্রকাশিত হয়। যেন  
প্রতিটি বস্তুকে [ব্যাপ্ত করল], এমনভাবে রস ব্যাপ্ত করে। যেন বাকী  
সবগুলিকে [আচ্ছন্ন করল], এমনভাবে রস আচ্ছন্ন করে। রস অহুভব করায়,  
যেন ব্রহ্ম-আস্বাদ [অহুভব করাল]। [এভাবে] অসাধারণ আনন্দ সৃষ্টি করে  
[রস]। তা কার্য নয়। অগ্গাধ্য বিভাব-প্রভৃতির বিনাশের পরেও তার  
অস্তিত্বের প্রসঙ্গ আসবে। [তা] সিদ্ধবস্তু নয় বলে জ্ঞাপ্যও নয়। আসলে  
বিভাব প্রভৃতি, [রসকে] ব্যঞ্জিত করে এবং [রস হল] ‘চর্বাণা’র যোগ্য একটি  
বস্তু। কেউ বলতে পারেন, কারক এবং জ্ঞাপক ছাড়া অল্প আর কোন্ বস্তু  
কোথায় দেখা যায়? উত্তরে বলা হবে—না কোথাও দেখা যায় নি। আর  
এই উত্তর<sup>২২</sup> [রসের] অসাধারণত্ব-সিদ্ধির বেলায় গুণরূপ (=সদযুক্তি), দোষের  
কিছু নয়। ‘চর্বাণার উৎপত্তি রসের উৎপত্তিকে লক্ষিত করে’—অর্থে [রসকে]  
কার্যও বলা যায়।

রসকে জ্ঞেয়ও বলা যায়। [কারণ] [রস] অলৌকিক স্বসংবেদনের  
বিষয়। এই সংবেদন (=জ্ঞান) লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রভৃতি [জ্ঞান] থেকে  
পৃথক্, অপরিণত যোগীর জ্ঞানের থেকেও পৃথক্, যিনি [চোখ প্রভৃতি লৌকিক]  
প্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই জ্ঞান আহরণ করেন। [এই স্বসংবেদন]  
জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন, স্বস্বরূপ এবং আত্মমাত্রবিষয়ক পরিণত যোগীর জ্ঞান  
থেকেও ভিন্ন।

২১ প্রাণ—সত্তা, অস্তিত্ব অর্থাৎ আস্বাদ্যমানতাই রসের চরম অস্তিত্ব

একঃ—চরমঃ

২২ ইতি—এই উত্তর।

রস-গ্রাহক জ্ঞান নির্বিকল্পক নয়, বিভাব প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ মুখ্য বলে। সবিকল্পকও নয়, অসাধারণ আনন্দময়-রূপে আত্মাদিত হতে থাকা রস স্বকীয় সংবেদনের উপর নির্ভরশীল বলে। উভয়-ভিন্ন হয়েও [ রসের মধ্যে ] উভয়ের বৈশিষ্ট্য থাকা, আগের মত [ রসের ] অলৌকিকতাই প্রমাণ করে; কোন বিরোধ [ প্রতিপন্ন করে ] না।

বাঘ প্রভৃতি, ভয়ানক রসের মত বীর, অদ্ভুত এবং রৌদ্ররসের বিভাব [ হতে পারে ]। অশ্রুমোচন প্রভৃতি, শৃঙ্গার রসের মত, করুণ এবং ভয়ানক রসের অনুভাব [ হতে পারে ]। উদ্বেগ প্রভৃতি, শৃঙ্গারের মত, বীর করুণ এবং ভয়ানক রসের ব্যাভিচারী ভাব [ হতে পারে ]। এভাবে বিভিন্ন রসের সাধারণ কারণ (common cause) হওয়ার [ ভরতের ] সূত্রে এগুলি উল্লিখিত হয়েছে একত্র।

মৌমাছির মত কালো জলভরা মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। চারিদিকে সৌন্দর্য [ সৃষ্টি হয়েছে ] ভ্রমরের গুঞ্জন আর কোকিলের কুহতানে। নতুন অঙ্কুর [ এখন ] ধরণী-কোড়ে পাথরকাটা ছেনি। [ এমনি সময়ে ] মুচ সখী, তোমার কাছে হার মেনেছে যে দয়িত, তার উপর প্রসন্ন হও ॥৫॥

তার অঙ্গ মর্দিত মৃণালের মত স্নান, [ তবুও ] পরিবারবর্গের ইচ্ছাতেই কোন রকমে কর্মে প্রবৃত্তি [ হচ্ছে ]। আর তার নতুন হাতীর দাঁতের মত সুন্দর গালে এখন নিকলকু চাঁদের বাহার ॥৬॥

প্রিয়ের কাছে বার অপরাধ হয়েছে, মানিনীর সেই চোখ দুটো নানান রূপে চতুর হয়ে উঠল। দূরে রইলে উৎসুক, কাছে এলে কৌচকানো, কথা বললে উজ্জল, জড়িয়ে ধরলে অরুণ-বরণ, কাপড়ে টান মারলে ওর লতার মত ভ্র হয কুঞ্চিত, আর পায়ে বার বার নতিস্বীকার চলতে থাকলে অন্ধিগোলক হয় অশ্রুপূর্ণ ॥৭॥

বদিও [ উদাহরণ ৫এ ] উল্লেখ [ রয়েছে ] কেবল বিভাবের, [ উদা. ৬এ ] কেবল অনুভাবের, আর [ ৭এ ] উৎসুক লজ্জা আনন্দ রাগ ঈর্ষ্যা এবং প্রসন্নতা-রূপ কেবল ব্যাভিচারীর; তবুও এরা [ কেবল ] অসাধারণ-রূপে বোধ্য। ২৩ এইরূপে [ প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত ] যে কোন একটির দ্বারা অল্প দুটির অনুমান হতে পারে। তাই [ ভরত-সূত্রের ] ব্যাভিচার হল না।

২৩ প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত এগুলি অসাধারণ উপাদান বলেই উল্লিখিত হয়েছে। অন্তর্গুলিকে এদের মাধ্যমে তাই অনুমান করে নিতে হবে।

রসের ভেদগুলি বলা হচ্ছে :

নাটকে (=সাহিত্যে) রস আট রকম—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রোদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত—এই নামে ॥৬॥

তার মধ্যে শৃঙ্গারের ভেদ দুটি : সন্তোষ এবং বিপ্রলম্ব। তার মধ্যে প্রথমটির ভেদ,—পারম্পরিক চাওয়াচাওয়ি, আলিঙ্গন, অধর-পান, চুষন—প্রভৃতি অসংখ্যপ্রকার হওয়ায় বিভাগ না করে, [প্রথমটিকে] এক রূপে পরিগণিত করা হয়।

যেমন :

বাস গৃহ শূন্য দেখে, শয্যা ছেড়ে আস্তে আস্তে কিছুটা উঠে, ঘুমের অচ্ছিন্নায় শুয়ে থাকা স্বামীর মুখ দীর্ঘক্ষণ লক্ষ্য করে, বিশ্বাসভরে চুমু দিয়ে, গণ্ডদেশ পুলকিত দেখে লজ্জায় মুখ নীচু করল আর সহাস্ত প্রিয়-কর্তৃক অনেকক্ষণ ধরে চুম্বিত হতে থাকল ॥৭॥

‘মৃদ্ধাক্ষি, কাঁচুলী ছাড়াই মনমাতানো সৌন্দর্য ধারণ  
পৃঃ ১৭  
করেছ তুমি’—এই বলে প্রিয়তম কাঁচুলীর বাধনে যেই হাত দিল, অমনি শয্যাপ্রান্তে বসে থাকা বান্ধবীর দল, মুচ্কি মুচ্কি হাসতে থাকা সখীর চোখে খুশীর নাচন দেখে বিষয় না থাকলেও কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল ॥৮॥\*

আর অপরটি ( =বিপ্রলম্ব শৃঙ্গার ) ২ রকম : অভিলাষজ বিরহজ ঈর্ষাজ্ঞাত প্রবাসজ এবং শাপজ। উদাহরণ যথাক্রমে :

১. ‘মুগ্ধনয়ন মালতীর স্বভাবমধুর সেই সেই চাহনি আমার ক্ষেত্রে [সজীবিত] হোক। যে চাহনি প্রেমে ভেজা, প্রণয়স্পর্শী, মেলামেশায় অনুরাগ-প্রগাঢ়। আশাভরে যেগুলি কেবলমাত্র মনে করলেই চিত্ত আনন্দমগ্ন, হয় বহিঃপ্রিয়গুলি হয় নিঃশল ॥১০॥

২. ‘অন্ত কোথাও যাবে, এ কেমন কথা। তার এমন কোন বন্ধু নাই, যে আমাকে পছন্দ করে না। কিন্তু—তা সত্ত্বেও [সে] এল না। বিধাতার যে কি পরিহাস!’—মন এরকম অজস্র কল্পনার কবলে পড়ে ঘরের মধ্যে বারবার গুলট পালট করতে লাগল যুবতী ॥১১॥

\* শ্লোক ৮ এবং ৯ যথাক্রমে নায়িকা-আরক্ত এবং নায়ক-আরক্ত সন্তোগের উদাহরণ।

বিবাহে উৎকৃষ্টিত নাযিকার উদাহরণ : (= কাজেই-বিরহজ্ঞ বিপ্রলম্বের উদা.)

৩. স্বামীর প্রথম-অপরাধের মুহূর্তে (=অন্য নাযিকা আসার মুহূর্তে) সখীর উপদেশ ছাড়া স-বিলাস অঙ্গ-ভঙ্গী এবং চতুর সংলাপ ব্যবহার করতে পারেন না কোন [তরুণীই]। ক্ষুণ্ণনেত্র তরুণী [তখন] কেবলই কাদতে থাকেন। কপোলমূল বেয়ে স্বচ্ছ অশ্রুবিन्दু ঝরতে থাকে আলুলায়িত কেশ-গুচ্ছে ॥১২॥

৪. বলয় গ্রস্থান করেছে। তোমার প্রিয়বন্ধু ভয়গুলি চলে গেছে। দৈঘ্য মুহূর্তের জন্তু থাকে না। মন সামনে চলে যাবার জন্তে স্থিরসঙ্কল্প। প্রিয়তম বেদিন চলে যেতে মনস্থির করেছেন, সেদিন আমার সবই চলে গিয়েছে। [তাই বলি,] জীবন, তুমি আর [তোমার] প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছ কেন? [তোমার] ত যাওয়াই উচিত ॥১৩॥

৫. যতবার পাথরে ধাতু-রং দিয়ে প্রণয়-কুপিত তোমাকে এঁকে নিজেকে আঁকতে চাই তোমার পায়ের তলায়, ততবারই মুহূর্তের মধ্যে উপচে-পড়া অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয় আমার দৃষ্টি। নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা চিত্রেও আমাদের মিলন সহ্য করতে পারেন না ॥১৪॥

হাস্য প্রভৃতি রসের যথাক্রমে উদাহরণ :

১. ‘মস্তপূত জলকণায় সর্বাংশে পবিত্র আমার মাথায়, অশুচি হাত দুটো গুটিয়ে তারস্থরে চিৎকার করে আর থুতু ছিটিয়ে,  
পৃঃ ১৮  
আঘাত করল বেণী। হায়, হায়, এই আমি মারা  
গেলাম’।—বলে বিষ্ণুশর্মা কাদতে লাগল ॥১৫॥

২. ‘হায় মা, এত শিগ্গির কোথায় চললে! একি! হে দেবকুল, কোথায় তোমাদের আশিস? মা, অগ্নিবজ্র তোমারই দেহে পড়ল! দিক্ প্রাণ, দৃষ্টি দগ্ধ হল।’—পুরন্দ্রীদের এরকম ঘর্ঘর, অন্তঃকৃত্ত আর করুণ ক্রন্দনধ্বনি চিত্রাঙ্গিতকেও কাদায়; ভিত্তিকেও শতচ্ছিন্ন করে ॥১৬॥

৩. যে মানুষ-পশুর দল মর্যাদা-হীন অস্ত্র তুলে এই মহাপাপ সাধন করেছে, অল্পমোদন করেছে এবং দেখেছে; নরক-শত্রু সেই কৃষ্ণ ভীম এবং কিরীটির রক্ত মাংস আর মেদ দিয়ে দিক্‌সমূহকে বলি দিতে চলেছি এই আমি ॥১৭॥

৪. ওরে ক্ষুদ্র বানরের দল, ভয় ছেড়ে দে। ইন্দ্রহস্তীর কপাল ভেদ করার পরে [আমার] বাণ তোদের দেহে পড়তে গিয়ে লজ্জা পায়। লক্ষ্মণ,

তুমিও বিচলিত হয়ে না। আমার ঘোষের পাত্র তুমি নও,—আমি মেঘনাদ। আমি খুঁজছি রামকে—ছোট্ট ক্রান্তকীর খেলায় যিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন সাগরকে ॥১৮॥

৫. সুন্দর ভঙ্গীতে গলা বাঁকিয়ে, পেছনে ছুটে আসা রথের দিকে বার বার তাকিয়ে, দেহের পিছনের অংশ বহুলাংশে সামনের দিকে নিয়ে এসে, ক্লান্তিতে খুলে পড়া মুখ থেকে খসে পড়া অর্ধ-লীচ কুশে রুদ্ধগতি হয়ে, বিরাট বিরাট লাফ দিয়ে ছুটে চলল [হরিণ]। দেখ, ও বেশীরভাগ সময় রয়েছে শূন্যে, অল্পসময় মাটিতে ॥১৯॥

৬. ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে প্রথমে চামড়া খেয়ে, তারপর কাঁধ নিতম্ব পিঠ পিণ্ড প্রভৃতি অঙ্গগুলিতে স্থলভ উৎকটগন্ধী মাংস মহানন্দে খেয়ে, ভয়ঙ্কর প্রেত, চারিদিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখে, দাঁত খিঁচিয়ে, কোলে রাখা প্রেতের শরীর থেকে ছাড়ের উপরের এবং ভিতরের মাংস খেতে লাগল কোনরকম ব্যগ্র না হয়েই ॥২০॥

৭. আশ্চর্য! এই মহাপুরুষ যেন অবতার! কোথায় এমন দীপ্তি, আর অভিনব ভঙ্গী। অদ্ভুত প্রভাব—দৈর্ঘ্য অসাধারণ! কী অদ্ভুত আকৃতি, ইনি [যেন বিধাতার] নতুন সৃষ্টি ॥ ২১ ॥

পৃঃ ১৯ এদের (=শব্দার প্রভৃতি রসের) স্থায়ী ভাবগুলি বলছেন :

স্থায়ী ভাবগুলি হল—রক্তি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা আর বিস্ময় ॥ ৭ ॥

[কারিকটি] স্পষ্ট।

ব্যভিচারী ভাবগুলি বলছেন—

নির্বৈদ গ্লানি শংকা অসূয়া মন্ততা শ্রম আলস্য দৈন্ত্য চিন্তা মোহ স্মৃতি ধৈর্য লজ্জা চাপল্য আনন্দ আবেগ জড়তা গর্ব বিষাদ ঔৎসুক্য তন্দ্রা অপ-স্মৃতি স্মৃতি জাগৃতি বিদ্বৈষ সংকোচ উগ্রতা সঙ্কল্প ব্যাধি উন্নততা মৃত্যু ভয় এবং বিতর্ক—এই ৩৩টি ব্যভিচারী ভাব নামভঃ, এভাবে উল্লিখিত হল ॥ ৮-১১ ॥

সাধারণতঃ, যদিও নির্বৈদ অমঙ্গলজনক এবং এজন্য প্রথমে উল্লেখের অযোগ্য, কিন্তু ব্যভিচারী-ভাব হওয়া সত্ত্বেও এর স্থায়ীভাব-বৈশিষ্ট্য বর্তমান—এ তথ্য জ্ঞানানোর জন্মেই প্রথমে বলা হয়েছে।

তাই—

শান্ত হল নবম রস, নির্বেদ যার স্থায়ীভাব।

যেমন :

মালা আর হার, ফুলের বিছানা, আর পাথরের টুকরো, রত্ন আর ঢিল, বলবান্ শত্রু আর মিত্র, ঘাস আর জ্বীলোক—উভয় বস্তুতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে কোন এক পূতশুদ্ধ অরণ্যে 'শিব, শিব, শিব'—করতে করতে আমার দিন কাটুক ॥ ২২ ॥

দেবাদিবিষয়ক রতি আর মুখ্যরূপে<sup>২৪</sup> ব্যঞ্জিত ব্যক্তিকারী<sup>২৫</sup>, আখ্যা পায় 'ভাব'<sup>২৬</sup> ॥ ১২ঃ+১৩ঃ ॥

আদি বলতে মূনি, গুরু, রাজা এবং পুত্র। রতির বিষয় কান্তা হলে আর ব্যঞ্জিত হলে রতি হয় শ্ৰীলার-রস।

উদাহরণ : তোমার কণ্ঠস্থ বিষণ, হে প্রভু, আমার কাছে মহা-অমৃত। আর অমৃত ( অমৃতের আধার চন্দ্র ) যদিও উর্ধ্বে অবস্থিত, তবুও তোমার শরীর ছেড়ে থাকায় আমাকে খুশী করে না ॥ ২৩ ॥

আপনার সাক্ষাৎকার দেহধারী [ আমাদের ] তিনকালেই উপযোগিতা ব্যক্ত করে। বর্তমানে পাপ দূর করল আপনার সাক্ষাৎকার ; যা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের হেতু এবং যা ঘটেছে অতীত শুভকর্মের ফলেই ॥ ২৪ ॥

পৃঃ ২০ এভাবে অত্র উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। ব্যঞ্জিত ব্যক্তিকারীর উদাহরণ :

রাগে মুখ-ফেরানো প্রিয়তমাকে আজ স্বপ্নে দেখলাম। '[ তোমার ] হাত দিয়ে স্পর্শ করো না আমাকে'—বলে কঁাদতে কঁাদতে সামনে এগোতে উত্তত হল। এমনি সময়, যেমনি জড়িয়ে ধরে শত শত স্তুতি দিয়ে প্রিয়াকে আশ্বস্ত করতে লাগলাম, সেই মুহূর্তেই, ভাই, শঠ বিধি ঘূমের থেকে আমাকে বঞ্চিত করল—এরকমই জানি ॥ ২৫ ॥

এখানে বিধাতার প্রতি বিদ্বেষ [ প্রধানভাবে ব্যক্ত হয় ]।

[ রস এবং ভাব ] অনৌচিত্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হলে হবে তদ্-আভাস।

২৪ স্পষ্ট হয়ে।

২৫ অনিয়ত, অস্থায়ী।

২৬ অস্থায়ী ভাব, সংক্ষেপে ভাব।

তদাভাস বলতে রসাতাস এবং ভাবাভাস। তার মধ্যে রসাতাসের উদাহরণ :

‘স্ননয়ন, যাকে চাড়া মুহূর্তের জ্ঞাত তুমি খুশী হতে পার না, সেই ব্যক্তি কে, যার স্তুতি করব? যাকে তুমি খুঁজছ—যুদ্ধযজ্ঞের স্রুতে যিনি জীবন হারিয়েছেন, তিনি কে? শশীমুখী, দৃঢ়ভাবে যাকে তুমি আলিঙ্গন কর, সেই শুভজন্মা কে? বাসনা-নগরী! এমন তপস্বীসম্পন্ন কার, যাকে তুমি ভাবছ? ২৬ ॥

স্বমঃ—প্রভৃতি বাক্য চারটিতে প্রকাশিত অসংখ্য ক্রিয়া-কলাপ মূলে থাকায় নারিকার অসংখ্য কামুক-কেন্দ্রিক অনুরাগ ব্যক্ত হয়। ভাবাভাস যেমন :

পূর্ণিমার চাঁদের মত ওর মুখ, চোখ দুটো চঞ্চল আর বিম্বিত, নতুন ঘোবনের তরঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে ওর বিলাস। তাই কি করি, [ ওর সঙ্গে ] বন্ধুত্বই বা করি কেমন করে আর ওর স্বীকৃতি পেতে উপায়ই বা কি? ২৭ ॥

এখানে চিন্তা উচিত্যহীন। এরকমভাবে অনুলিপি উদাহরণীয়।

আবার অন্যগুলি হল ভাবের বিনাশ, উৎপত্তি, সন্ধি এবং মিশ্রণ।

১৩ ॥

যথাক্রমে উদাহরণ যেমন :

‘ঘন চন্দন-লেপনে লিপ্ত তার স্তন-তটের আলিঙ্গনে চিহ্নিত [ তোমার ] বুকেটাকে কেন আমার পায়ে বারবার প্রণতি জানানোর ছলে লুকিয়ে ফেলছ?’—প্রিয়তমা এরকম বললে, ‘কোথায় তা?’—এরকম বলেই চন্দন-চিহ্ন মুছে ফেলার জ্ঞাত হঠাৎ আমি তাকে বলিষ্ঠ আলিঙ্গন করলাম, আর তার তৃপ্তিতেই তরীও তা ভুলে গেল ॥ ২৮ ॥

এখানে কোপের [ প্রশমন ]।

একই শয্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী রমণীর নাম [ মুখে ] আনার সঙ্গে সঙ্গে অভিমান-আশ্রয়ে ক্ষুব্ধ হৃদয়ী তরুণী আবেগে প্রত্যাখ্যান করল  
পৃঃ ২১  
প্রিয়তমকে, যদিও স্ত্রীত্ব অক্ষ করেছেন প্রিয়তম। প্রত্যাখ্যাত প্রিয়তম এবার কিছুক্ষণের জ্ঞাত চূপ করে থাকায়, ‘ঘেন ঘুমিয়ে না পড়ে’—এই ইচ্ছায় অগ্ন ঘাড় ফিরিয়ে আবার দেখল তরুণী ॥ ২২ ॥

এখানে ঔৎসুক্যের [ উৎপত্তি ]।

ভগ্নশ্রী ও শৌর্ধের আকর এবং গবিত এক ব্যক্তির আগমনে, একদিকে আমার সংসঙ্গপ্রিয়তা এবং বীরহুলভ উৎসাহ আমাকে আকৃষ্ট করছে, আর অন্যদিকে, বার বার চৈতন্যবিলোপকারী এই সীতার আলিঙ্গন,—যা আনন্দ-জনক, যা হরিচন্দন এবং চাঁদের মত শীতল. এবং স্নিগ্ধ—[ আমাকে ] বাধা দিচ্ছে ॥ ৩০ ॥

এখানে আবেগ এবং আনন্দের [ সন্ধি ] ।

[ আত্মহত্যা-রূপ ] অ-কার্য কোথায় আর চন্দ্রবংশ কোথায় ! আবার দেখা দিতে পারে সে ( —উর্বশী ) । দোষ-দূরীকরণের জন্যই তো আমাদের বিজ্ঞা-বুদ্ধি । আহা রাগেও [ তার ] মুখ রমণীয় । নিষ্পাপ ধীমানেরা কী বলেন ? স্বপ্নেও সে দুর্লভ । মন, হৃদয় হও । আহা, কোন্ ভাগ্যবান যুবক চূষন করবে [ তোমার ] অধর ! ৩১ ॥

এখানে মিশ্রণ হল বিকোভ, চাঞ্চল্য, বুদ্ধি, স্মৃতি, ভয়, দৈন্ত্য, দৈর্ঘ্য এবং চিন্তার । ভাবের [ কেবল ] অস্তিত্বের কথা আগে বলা হয়েছে এবং উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ।

[ সাধারণতঃ ] রস (=শৃঙ্গাররস) মুখ্য হলেও এগুলি কখনও কখনও প্রাধান্য লাভ করে ।

এগুলি = ভাবশাস্তি প্রভৃতি ।

প্রাধান্য বলতে, রাজার অনুগত কিন্তু বিবাহে প্রবৃত্ত (=বিবাহকারী) ভৃত্যের মত [ প্রাধান্য ] ।

আর সেই ধ্বনি,—সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গের স্থিতি যেখানে প্রতিধ্বনির মত—তিন ভাগে বিভক্ত ॥১৪॥ শব্দশক্ত্যুৎপ, অর্থশক্ত্যুৎপ এবং শব্দার্থোত্তরশক্ত্যুৎপ—এই তিন ভাগে ।

[ ধ্বনি ] তিন রকম : [ প্রথম প্রকার : ]—ব্যঙ্গ্যার্থ যেখানে [ বাচ্যার্থের ] প্রতিধ্বনি আর শব্দ-শক্তি হতে উৎপিত । [ দ্বিতীয় প্রকার : ]—ব্যঙ্গ্যার্থ যেখানে [ বাচ্যার্থের ] প্রতিধ্বনি কিন্তু অর্থ-শক্তি হতে উদ্ভূত । [ তৃতীয় প্রকার : ]—ব্যঙ্গ্যার্থ যেখানে [ বাচ্যার্থের ] প্রতিধ্বনি কিন্তু শব্দ এবং অর্থ—দুয়েরই শক্তির ফলে সৃষ্ট ।



তার মধ্যে—লক্ষ্যলক্ষ্যুথে সেই [ধ্বনি] দুভাগে বিভক্ত—এরকম জানতে হবে। যেখানে শব্দের দ্বারা প্রধানভাবে অলংকার, অথবা কেবলমাত্র বস্তু (=অনলংকৃত বস্তু) ব্যক্ত হয়। ১৫২+১৬২ ॥

কেবলমাত্র বস্তু বলতে অলংকার-শূন্য বস্তুকেই বোঝায়।

পৃঃ ২২

প্রথমটির উদাহরণ :

যুদ্ধের সময়ে বলিষ্ঠ আর ভীষণ গর্জন করতে করতে, মহামেঘের মত ভয়ংকর তরবারি তুলে, মেঘের অবিরাম বর্ষণের মত প্রান্ত দিগে রাজা নিভিয়ে দিলেন তিন ভুবনে প্রজ্জলিত শত্রুদের সমস্ত প্রতাপ ॥৩২॥

এখানে প্রাসঙ্গিক অর্থ (=রাজা) এবং অপ্রাসঙ্গিক অর্থের (=ইন্দ্রের) মধ্যে উপমা-সম্বন্ধ কল্পনা করা উচিত, বার ফলে বাক্যের অপ্রাসঙ্গিক অর্থ বাচ্য না হয়। এভাবে উপমা অলংকার এখানে ব্যাক্য।

প্রভু, শেঁষ আপনার কোমল এবং কঠোর। শত্রুর কাছে আপনি কালরাত্রির স্রষ্টা। আচার-ব্যবহার আপনার মধুর। আপনি বুদ্ধিমান, এবং [বেশী] তবের দিকে না গিয়েই কাজ করেন। প্রতি পদক্ষেপে আপনার সৈন্তদলের নেতাক্রমে আপনি বিভা-যুক্ত। ॥৩৩॥

এখানে এক একটি [সমাসবদ্ধ] পদকে [ভেঙে] দুই পদ করলে [লক্ষ্য করা যায়] আপাতবিরোধ [বা বিরোধাভাস]।

প্রভু, আপনি লুটে নিয়েছেন শত্রুর আনন্দ। যুদ্ধ-লব্ধ উৎকর্ষে আপনি হয়ে উঠেছেন মহান। [আর] দুষ্টির অ-হিতকারী বলে সজ্জনের [আপনি] বশের পাত্র। ২৪ ॥

এখানেও বিরোধাভাস [অলংকারধ্বনি]।

শিল্পে চাতুর্যের জন্তু প্রশংসার পাত্র সেই ত্রিশূলধারীকে নমস্কার। যিনি ভিত্তি (canvas) এবং শিল্পের উপাদানগুলি চাড়াই জগৎ-চিত্রকে আঁকেছেন ॥৩৫॥

এখানে ব্যতিরেক-[অলংকার-ধ্বনি]। ব্রাহ্মণ-শ্রমণের\* মত অলংকারও এখানে অলংকার [হল]।

\* ব্যাক্য বা ধ্বনি মুখ্য হলে বলা হয় অলংকার্য (=যাকে অলংকৃত করা হয়)। অলংকার্যকে অলংকার বলা যায় না। কিন্তু কখনও কখনও অলংকার্য অলংকার হতে পারে। যেমন ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ-ভিক্ষু হওয়ার পর তার কোন জাত থাকে না। তবুও আগে যে ব্রাহ্মণ ছিল, এবং পরে যে ভিক্ষু হয়েছে, তাকে 'ব্রাহ্মণ-শ্রমণ' বলা যায়।

কেবল বস্তুর উদাহরণ :

পাহাড়ী এই গ্রামে শয্যা একটিও নেই। [ তবে ] মেঘ উঠেছে দেখে ( অথবা উচু স্থান দেখে ) যদি থাকতে চাও, তাহলে থাক। ৩৬

যদি [ আমাকে ] উপভোগেচ্ছ হও, তাহলে থাক—এখানে এরকম [ অর্থ ] ব্যঞ্জিত হয়।

নরেন্দ্র, যার উপরে তুমি ক্রুদ্ধ হও, শনি আর অশনি—দুইই তাকে ভীষণ আঘাত করে। আর যার উপরে প্রসন্ন হও, মহান্ হবার সে সুযোগ পায়, স্ত্রীও তাকে মেনে চলে ॥ ৩৭॥

‘পরম্পরবিরোধী শক্তিগুলিও তোমার অনুসরণের জন্ত একই কাজ করে’—এই অর্থই ধ্বনিত হয়।

আর অর্থশক্ত্যুদ্ভব ব্যঞ্জক অর্থ [ তিন রকম ] : (১) স্বতঃসম্ভবী, (২) কবিপ্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ এবং (৩) কবিকল্পিত  
পৃ: ২৩ ব্যক্তির প্রৌঢ়োক্তি সিদ্ধ। এগুলির ( = ব্যঞ্জক অর্থগুলির ) কোনটি বস্তু, কোনটি আবার অলংকার। অর্থশক্ত্যুদ্ভব ব্যঞ্জক অর্থ তাই ছয় রকম। এই অর্থ আবার যেহেতু [ কখনও ] বস্তু, [ কখনও ] বা অলংকার ব্যঞ্জিত করে, অতএব এই অর্থ ১২ প্রকার। ॥ ১৬ + ১৭ + ১৮ ॥

স্বতঃসম্ভবী অর্থ কেবল কবির উক্তির দ্বারাই সৃষ্ট নয়, বহির্জগতেও তা ষথার্থ-রূপে অস্তিত্বশীল।

[ কেবল কবিপ্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ অর্থ ] বহির্জগতে না থাকলেও কবির প্রতিভা দ্বারাই সৃষ্ট।

[ কবিকল্পিত ব্যক্তির প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ অর্থ বহির্জগতে না থাকলেও ] কাব্যের চরিত্র কর্তৃক সৃষ্ট হয়। এভাবে অর্থশক্ত্যুৎপাদন তিন রকম। এই অর্থ কখনও বস্তু, কখনও বা অলংকার। তাই ব্যঞ্জক অর্থ ৬ প্রকার। সেই ব্যঞ্জকের আবার ব্যঙ্গ্য হয়, কখনও বস্তু, কখনও বা অলংকার। এভাবে অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি ১২ প্রকার।

ষথাক্রমে উদাহরণ :

“কল্যা, তার স্ত্রী এবং সম্পৎ প্রচুর, সে অলসশিরোমণি আর ধূর্তদের অগ্রণী”  
—এরকম বলা হলে ঢলো-ঢলো-দেহ মেয়েটির চোখ ছোটো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ৩৮

এখানে সে আমার উপভোগ্য—এই তথ্যটি আগের তথ্যের দ্বারা ব্যঞ্জিত হল।

প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের সময় যে [ তুমি ] কথা বলতে পার, আর সঙ্গম-অবকাশে সহজেই অসংখ্য স্তুতি-উক্তি করতে পার, সেই [ তুমি ] ধন্য। আমার দয়িত কিন্তু, কোমরে হাত দিলেই, সখী, শপথ করে বলছি, আমার আর কিছুই মনে থাকে না ॥৩৯॥

এখানে তুমি অধন্য, আর আমি ধন্য—এরকম [ প্রতীতির ফলে ] অলংকার ব্যতিরেক হয়ে উঠে ব্যাখ্যা।

রাগে লাল কালী-কটাক্ষের মত যার হাতের তরবারি যুদ্ধের মুহূর্তে চোখে পড়ল বীরেদের। যে তরবারি মদাক্ষ গন্ধ-গন্ধের কপাল-কপাটের গোড়ায় পড়ায় (—তাই বেরিয়ে আসা) ঘনরক্তে লাল ॥৪০॥

এখানে উপমা-অলংকারের দ্বারা, ‘সমস্ত শত্রু-সৈন্য মুহূর্তে ধ্বস্ত হবে’—এরকম তথ্য ব্যঞ্জিত হচ্ছে। যুদ্ধের সময়ে রাগে নিজের দাঁত কামড়ে ( = কটমট করে ) যিনি শত্রু-বধুর প্রবালের মত ঠোঁটগুলিকে দয়িত-দাঁতের গাঢ়-ক্ষতের ব্যাখ্যা-সংকট থেকে মুক্তি দিলেন। ॥৪১॥

এখানে বিরোধ-অলংকারের দ্বারা, ‘ঠোঁটে কামড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা নিহত হল’—এরকম তুল্যযোগিতা এবং ‘আমার ক্ষতিতে অপরের ক্ষতি নষ্ট হোক’—এই বোধের প্রতীতি হওয়ায় উৎপ্রেক্ষা-অলংকার ব্যঞ্জিত হয়। এই উদাহরণগুলিতে ব্যঙ্গক স্বতঃসম্ভবী (self-existent)।

বেণুবীণার মুছনায় কৈলাসের সর্ষোচ্চশিখরে অম্বরাকুলকর্ভুক গীত যে কীতিগাথা শুনে, দক্ষ-হস্তীর দল এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে কানের দিকে শুঁড় বাড়িয়ে দিল, ভাবল—[ বারছে ] সরস পদ্মমূল ॥৪২॥

এখানে যাদের অর্থবোধ হয় না, তাদেরও এরকম অর্থবোধ হওয়ার ফলে ‘তোমার কীতি চমৎকৃত করে’—এরকম তথ্য ধ্বনিত হয় তথ্যের মাধ্যমে।

যুদ্ধে জোরপূর্বক বিজয়লক্ষ্মীর চুলের মুঠিতে ধরলেন রাজা। যার ফলে শত্রুদেরকে আপন কর্ণে (—অভ্যন্তরে) ভালভাবে আশ্রয় দিল শুভাগুলি ॥৪৩॥

যুদ্ধে জয় দেখে রাজার শক্ররা পালিয়ে গুহাতে আশ্রয় নিল—[ এই অর্থের ফলে ] কাব্যহেতু অলংকার [ ব্যঞ্জিত হয় ]। আবার, শক্ররা পালিয়ে আশ্রয় নিল—তা নয়, বরং রাজার হাতে তাদের পরাজয় অহুমান করে তাদেরকে গুহাগুলি ছেড়ে যেতে দিল না—এরকম অপহৃতি-অলংকারও ব্যঞ্জিত হল।

দয়িত জোর করে গাঢ়-আলিঙ্গনে উদ্ধৃত হলে, যেন আলিঙ্গন-পীড়নের ভয়েই মনস্বিনী মহিলাদের অভিমান আস্তে আস্তে দূরে গেল। ৪৪॥

প্রত্যাালিঙ্গনের জন্য স্বক হল আলিঙ্গন—এ ধরণের উৎপ্রেক্ষার দ্বারা এখানে বস্তু ব্যঙ্গ্য হয়।

সেই সরস্বতীর জয় হোক। কবির মুখপদ্মে অবস্থিত, যিনি বুদ্ধ প্রজ্ঞাপতিকে উপহাস করার জন্য অল্প এক নতুন বিশ্বের সন্ধান দেন। ৪৫

এখানে উৎপ্রেক্ষার দ্বারা ‘অবিমিশ্র আনন্দের উৎস, নতুন নতুন জগৎ নির্মাণ করেন সরস্বতী, জীবন্ত আসনে উপবিষ্ট হয়ে’—এরকমের ব্যতিরেক-অলংকার ব্যঙ্গ্য হয়।

এগুলিতে ( = আগের ৪টি উদাহরণে ) ব্যঙ্গক, কবিরোচোক্তি দ্বারা (by bold assertion of the poet ; সিদ্ধ।

যে [ মলয়পবন ] হেমকূট পর্বতের পাদদেশে উদ্ভূত হল, কিন্তু সম্ভোগক্লাস্ত সপিণীদেব মেলে ধরা, খুশীতে ভরা, ফণার কবলে পড়ে  
পৃঃ ২৫  
রিক্ত হল ; সেই মলয়পবন, শিশু হলেও, এখন আবার বিরহিণীদের নিঃশ্বাসে ভরাট হয়ে, হঠাৎ যেন যৌবন পেল ॥ ৪৬

এখানে [ শ্লোকোক্ত ] তথ্যের মাধ্যমে ব্যক্ত হয় এরকম তথ্য :

নিঃশ্বাস থেকে ঐশ্বর্য পেল যে বাতাস, সে বাতাস কী না করতে পারে ?  
( = সবই করতে পারে )।

ধৈর্য সহকারে আশ্বস্ত হয়ে ধরে-থাকা আমার অভিমান হঠাৎ ছুটে গেল, প্রিয়কে দেখে ব্যাকুল হওয়ার মুহূর্তে ॥ ৪৭

‘প্রার্থনা না করা হলেও, নারিকা প্রসন্ন হল’—এরকম বিভাবনা, অথবা, ‘প্রিয়াকে দেখার সৌভাগ্যশক্তি ধৈর্য ধরে সহ করা যায় না’—এই উৎপ্রেক্ষা, এখানে বস্তুর দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয়।

তোমার দেহে নখ আর দাঁতের সজ্জ কতটুকু আমার চোখে দিয়েছে রক্ত-বসনের প্রসাদ। রাগে এ দুটো অক্রান্ত ( লাল ) নয়। ৪৮॥

‘তোমার চোখ দুটো ক্রুদ্ধ কেন?’ দ্বিত্বিত্ব এরকম দ্বিত্বিত্বকে জিগ্যেস করলে উপরি-উক্ত ভাবে অর্থাৎ উত্তর-অলংকারের মাধ্যমে উত্তর দিল দ্বিত্বিত্ব। যার ফলে অলংকারের দ্বারা—‘কেবল তুমি সত্ত্ব নথের দাগ লুকাচ্ছ, তা নয়, ক্ষত-গুলির প্রসাদ-পাত্র হচ্ছি আমি’—এরকম তথ্য ব্যঞ্জিত হয়।

ভাগ্যবান! হাজার মেয়ের চিন্তায় মন তোমার ভতি। ওখানে স্থান করতে না পেরে, কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে, সে দিনের পর দিন ক্ষীণ দেহকে করে তুলছে ক্ষীণতর। ৪২॥

এখানে হেতু-অলংকার, ‘ক্ষীণ দেহকে ক্ষীণতর করে ফেললেও তোমার মনে স্থান পাচ্ছে না’—এরকম গূঢ়ার্থের মাধ্যমে ব্যঞ্জিত করে বিশেষোক্তি-অলংকার। আগের ৪টি উদাহরণে কবিকল্পিত ব্যক্তির প্রোচোক্তি দ্বারাই ব্যঙ্গকের স্বরূপ নিম্পন্ন হয়।

এভাবে ভেদ ১২ রকম।

উভয়শব্দ্যন্তর ধ্বনি এক রকম।

যেমন :

তারা-ঝলমল রাত্রি, অতল চাঁদের অলংকার পরে, আর বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে, কাকে না খুশী করে? ৫০॥

এখানে উপমা ব্যঙ্গ্য।

ভাই এর প্রকার আঠার ॥১৮॥

এর = ধ্বনির।

এখন, রস প্রভৃতির অসংখ্য ভেদ থাকলেও [ কেবল ] ১৮টি [ ভেদ ] বলা হল কেন?—এরকম প্রশ্ন উঠলে বলা হবে :

রস প্রভৃতির ( = ‘ভাব’ থেকে ‘ভাবশব্দভা’ অবধি ৭টি বস্তুর ) অসংখ্য ভেদ থাকায় এগুলিকে একপ্রকার বলে ধরা হয়। ১২২

‘অসংখ্য হওয়ায়’—অংশটুকু [ ব্যাখ্যাত ] হল। যেমন, রস ৯টি। তার মধ্যে শৃঙ্গারের ভেদ দুই : সন্তোগ এবং বিপ্রলম্ব। সন্তোগের আবার অনেক ভেদ—পারস্পরিক দৃষ্টি-বিনিময়, আলিঙ্গন, চুষন, পুষ্প-সংগ্রহ, জলকেলি, স্বর্ধাস্ত, চন্দ্রোদয় এবং ছয় ঋতুর বর্ণনা ইত্যাদি।

বিপ্রলম্বের অভিলাষ প্রভৃতি ভেদ বলা হয়েছে।

এই দুয়ের আবার বিভাব, অমুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের বৈচিত্র্যভেদে প্রকারভেদ হয়।

আবার এ দুয়ের (সন্তোগ আর বিপ্রলম্বে) নায়কদের বিভাগ রয়েছে—উত্তম, মধ্যম এবং অধম—প্রকৃতি অনুসারে। তাদের আবার স্থান, কাল, পাত্র, অবস্থা—প্রভৃতি ভেদে অসংখ্য ভেদ। এভাবে এক রসেরই অসংখ্য ভেদ। অন্ত রসগুলির গণনায় আর কী লাভ? যাই হোক, অসংলক্ষ্যক্রমত্ব-রূপ সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রস প্রভৃতির ধ্বনি একপ্রকার বলে বিবেচিত হয়।

**উভয়োন্মত্তব ধ্বনি কেবল [ বাক্যে ] থাকে।**

উভয়োন্মত্তব = শব্দার্থোভয়শক্তিমূল।

শব্দ এবং অর্থ উভয়ের শক্তি যে ধ্বনির হেতু।

**অম্মগুণি পদেও থাকতে পারে।**

‘ও’ বলতে বুঝতে হবে বাক্যেও।

এক অঙ্গে, অলংকার পরিহিত স্ত্রীলোকের মত উক্তি বাক্য-ব্যঙ্গ্য হলেও পদ-ছোতিত ব্যঙ্গ্যের দ্বারা সৌন্দর্য-লাভ করে।

এবার পদ-প্রকাশিত ১৭ রকম ধ্বনির উদাহরণ যথাক্রমে দেওয়া হল :

১. তিনি জন্মেছেন, বেঁচেও আছেন। যার মিত্রেরা মিত্রই (বিশ্বাসের পাত্র), শত্রুরা শত্রুই (নিয়ন্ত্রণের যোগ্য), অমুকম্পার পাত্রেরা অমুকম্প্যই (স্নেহের পাত্র) ॥৫১॥

এখানে দ্বিতীয় মিত্র, শত্রু এবং অমুকম্প্য—শব্দগুলির বাচ্যার্থ [ যথাক্রমে ] বিশ্বাসের, নিয়ন্ত্রণের এবং স্নেহের পাত্ররূপ অর্থে পরিবর্তিত হয়েছে।

২. যদিও দেখা যায়—খেলের ব্যবহার ভীষণ, কিন্তু ধীমান-দের প্রাতঃপ্রতির আদর করেন ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা (=সকলেই)। কারণ, এ প্রতিপ্রতির নড়চড় হয় না। ৫২

এখানে ‘বিমুহুন্তি’ পদটি ব্যঙ্গক।

৩. ক. সেই লাভণ্য, সেই কমনীয়তা, সেই বাচনভঙ্গী তখন মনে হত অমৃত। এখন দারুণ জ্বরের [ মত মনে হয় ] ॥৫৩॥

এখানে ‘সেই’ ‘সে’—ইত্যাদি পদের দ্বারা, ‘বস্তুগুলি একমাত্র অমুভবের বিষয়’—এই অর্থ ব্যঞ্জিত হয়।

খ. ‘স্বন্দরী, সারল্য নিয়ে [-ই] সারা জীবন অতিবাহিত হবে, এরকমের প্রস্তাব কেন? অভিমানের আশ্রয় নাও, দৈর্ঘ্য ছেড়ে দাও, আর প্রেমসী, ঋজুতা দূরে রাখ’।—সখী এরকম বললে নায়িকা ভয় ভয় মুখ করে সখীকে বলল,—‘আম্বে বল, প্রাণে খার অবস্থান, সেই প্রাণেশ্বর হয়ত শুনে ফেলবেন’ ॥ ৫৩ ॥

এখানে ‘ভয় ভয় মুখ করে’—পদটি ব্যঙ্গক। ‘ভয় ভয় মুখ করে, আম্বে আম্বে বলাই যুক্তিযুক্ত’—এরকম ব্যঙ্গ্যার্থ এখানে প্রতীত হয়।

৪. রাজা, অর্গলের মত তোমার হাত দুটো, বক্তপ্রবাহের প্রসাধন দেওয়া তরুণ্যালের অস্তিত্বে ভীষণ স্বন্দর। কপালে আবার লক্ষণীয় হঠাৎ ভ্রূকুটি-টংকার। [সব মিলিয়ে] তুমি ভীষণ (=অথবা বিষয় উদ্বেককারী) ॥৫৫॥

এখানে ভীষণ রাজার উপমান ভীমসেন ব্যঙ্গনা-গম্য।

৫. সজ্জনের (=প্রিয়ের) আগমন কাকে না আনন্দ দেয়? যা উপভোগ এবং [বিরহ-] মুক্তির হেতু, আর গোপনে মিলনের বোধক।

[অথবা, সত্যভূত ঋতি কাকে না আনন্দ দেয়? যা স্বর্গীয় ভোগ এবং মোক্ষের হেতু আর পুরোপুরি আদেশে তৎপর।] ॥৫৬॥

এইভাবে কোন নায়িকা সংকেতকারী নায়ককে ব্যঙ্গনার মাধ্যমে [আপন সম্মতি] জানাচ্ছে।

৬. আকাশ-মণি (=সূর্য) হাজির হয়েছে অন্তাচলের মাথায়। আর তুমি শেষ করেছ সাক্ষ্য স্বান। অঙ্গে প্রলেশ দিয়েছ চন্দনের। এখানে এসে পৌঁছেছ স্বচ্ছন্দে। আশ্চর্য তোমার সৌকুমার্য। যার ফলে, তুমি এখন এত ক্লান্ত—যে তোমার চোখ দুটো বন্ধ (মীলিত) ছাড়া থাকতে পারছে না [খোলা অবস্থায়]। ৫৭॥

শ্লোকস্থ তথ্য, ‘এখন’ পদের ব্যঙ্গনার মাধ্যমে ‘পরপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলে তুমি ক্লান্ত’—এ ধরনের বস্তু ব্যঞ্জিত করছে।

৭. তাঁর (=কৃষ্ণের) বিরহে যে মহাভূষণ, তাতেই ক্ষয় হল ওর অনন্ত পাপ। ওর সঞ্চিত পুণ্যেরও ক্ষয় হল, তাঁর (=কৃষ্ণের) চিন্তাজনিত বিপুল আহ্লাদের ফলে। ৫৮॥

জগতের উৎস, পরব্রহ্মস্বরূপ [কৃষ্ণকে] ভাবতে ভাবতে আর এক গোপকন্ডা, রুদ্ধাশ হয়ে মুক্তি পেল। ৫৯॥

এখানে বক্তব্য হল : পাণপুণ্যের ফল উপভুক্ত হয় জন্ম-জন্মান্তরের মাধ্যমে কিন্তু এখানে উপভুক্ত হল বিরহ-দুঃখ আর চিন্তন-আনন্দের মাধ্যমে। এরকম হওয়ায় ‘অশেষ’ এবং ‘চয়’ পদের দ্বারা ছোঁতিত হয়েছে অতিশয়োক্তি।

এবার পদ-প্রকাশিত স্বতঃস্ফূর্ত বস্তু-ব্যঙ্গ্য অলংকারের উদাহরণ :

৮. বীর, তুমি পরাঙ্মুখ হওয়ায় তোমার শত্রুদের সব কিছুই প্রতিবুল [ পরাঙ্মুখ ]। রাজি দুঃখময় মুহূর্তের কারণ। বন আশ্রয় দেয় না। পাশাখেলা ইত্যাদি আর আমোদ হয়ে ওঠে না। ৬০॥

‘সর্ধ’, পদের ছোঁতনার মাধ্যমে, ‘বিধিও তোমাকে অনুসরণ করছে’—এরকম বস্তু ব্যঞ্জিত হয় ‘বিরোধ’-এর সহায়তায় এবং ‘অর্থাস্তরন্তাসের’ সক্রিয়তায়। বিরোধ অলংকারটি [ দ্ব্যর্থক ] শব্দের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৯. ‘এই ভোরে, তোমার প্রিয়ের ঠোঁট যেন স্নান পদের পাপড়ি’—এ কথা শুনে নতুন বোঁ মুখ নীচু করল মাটির দিকে। ৬১

এখানে রূপক কর্তৃক ‘তুমি বারবার ঠোঁটে চুমু খেয়েছ, যার ফলে ঠোঁটের মলিনতা’—এ রকম কাব্যলিঙ্গ-অলংকার ব্যঞ্জিত হল। ছোঁতিত হল ‘মিলাণ’ প্রভৃতি পদের মাধ্যমে (=মিলাণ প্রভৃতি পদেই রূপক)।

১০. জোৎস্না রাত্রিতে ললিত ধনু আকর্ষণ করে, সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে [ কামদেব ] একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তার করেন তিন ভুবনে। ৬২

‘কামোন্মত্ত যে সমস্ত ব্যক্তির রাজা মদনদেব, তাদের কেউই তার আদেশের প্রতিকূল-আচরণকারী নয় অর্থাৎ জাগ্রত সকলেই উপভোগে রাত্রি অতিবাহিত করে চলেছে’—এ রকমের বস্তু [ ‘যা ভুগণরজ্জ’ পদের ছোঁতায় ], বস্তু দ্বারাই প্রকাশিত হয়।

১১. কুটিল বয়সে (=যৌবনে) স্ননয়নার চোখে ধারাল তীরের শক্তি অর্পণ করেন অনঙ্গ। সেই [ তীরের শক্তি পাওয়া ] চাহনি যেদিকে পড়ে, সেই দিকেই, [ বিরহকালীন দশ দশা ] একত্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ৬৩॥

এখানে বস্তু-দ্বারা বিরোধ-অলংকার ব্যক্ত হয়। বিরোধ ‘ব্যতিক্রম’ পদের দ্বারা ছোঁতিত হয়। অবস্থাগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ হলেও একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তা হল এরকম :

১২. সন্তাপক্লিষ্ট হৃদয়, বারবার নিবৃত্ত করলেও, পূতজন্মা এবং স্তনঘরের সখা হার তাকে ছেড়ে যায় নি। ৬৪



‘পূতঙ্গর’ রূপ ছেতু দ্বারা ( বা অলংকার, অলংকরণ ), ‘হার অনবরত কাঁপতে থাকল’—এরকম তথ্য জ্ঞোতিত হল। জ্ঞোতিত করল ‘ণ চলই’-পদটি।

১৩. [ স্তম্ভরীর ] স্তম্ভর কালো চুলের কবরী হয়ে  
পৃঃ ২৯ ( = কবরীর আকারে ) স্তম্ভর দেহ ধরল অনঙ্গ। [ তারপর ]  
তার কাঁধ হতে শক্তি নিয়ে স্রুত-যুদ্ধে জয়ী হল। ৬৫

বার বার টানাটানতে বেগী-বন্ধন এমনভাবে তার কাঁধের উপর পড়ল, যে রতিনিবৃত্তি হলেও ইচ্ছা-নিবৃত্তি না হওয়ায় পুনরায় কামোন্মত্ত হল [ নায়ক ]—এরকম তাৎপর্যের ফলে অলংকার হল বিভাবনা। এগুলিতে ( = আগের ৪টি উদাহরণে ) কেবল কবির কাল্পনিক উক্তি দ্বারাই ব্যঙ্গ্য উদ্ভূত হল।

১৪. হে স্তম্ভর, সত্যি করে আমাকে বল, নতুন পূর্ণিমা চাঁদের তুমি কে ?  
[ চাঁদের কাছে ] যুবতী রাত্রির মত তোমার কাছে সৌভাগ্যশালিনী আজ  
কে ? ৬৬

‘আমার মতই অন্য একটি নায়িকাতে তুমি প্রথমে অনুরক্ত হয়েছ, পরে আর থাকবে না’—এই ঘটনাটি ব্যক্ত হল শ্লোকের ঘটনা হতে। ব্যঙ্গনা এখানে ‘নতুন—’ এবং ‘যুবতী—’ দুটি শব্দের উপর নির্ভরশীল।

১৫. সখী, নিধুবনের নতুন যুদ্ধে নিবিড় আলিঙ্গন-সখী ( = আলিঙ্গন ) দূরে সরিয়ে দিয়েছিল—ছিঁড়ে গিয়ে [ দু-একটি মুক্তা ] ছিটিয়ে যাওয়া হার।  
তার পর [ তোমার ] রমণ কেমন চলেছিল ? ৬৭

হার ছেঁড়ার পরে আর এক-আলিঙ্গন নিশ্চয় হয়েছিল, সেই আলিঙ্গন কেমন, তা বল’—এরকম তাৎপর্যার্থের মাধ্যমে ব্যতিরেক-অলংকার ব্যঙ্গ্য হয়, যা ‘কহং’ ( = কেমন ) পদ-নির্ভর। শ্লোকস্থ ঘটনা-দ্বারাই ব্যতিরেক-অলংকার গম্য হয়।

১৬. ক. ঘরের দরজায় ঢুকতে গিয়ে, পথের পানে মুখ ফিরিয়ে তাকানোর জন্তে ঘটটাকে কাঁধে নিতে গিয়ে, ‘হার, হার, ভেঙে গেল’ বলে কাঁদতে শুরু করলে। সখি, একি ! ৬৮

‘নায়ক সংকেত-স্থানে যাচ্ছে দেখে, তুমি যদি যেতে চাও, তাহলে আর একটা ঘট নিয়ে তুমি চলে যাও’—এরকমের বস্তু প্রতীয়মান হয়, হেতু-অলংকারের ফলে। বস্তুর প্রতীতি ‘একি ! ( কিংতি )’—পদ-নির্ভর।

খ. সখী, তোমাকে আলুখালু আর চঞ্চল দৃষ্টি দেখে, [ তোমার তুলনায় ]  
নিজেকে ভারী মনে করে, ঘরম্পর্শের ছলে [ নিজেকে ]

পৃ: ৩০

পাতিত করিয়ে, [ নিজেই ] ভেঙে গেল। ৬০

‘দরজায় ধাক্কা খাওয়ার ছলে’—এই অর্থ-নির্ভর অপকৃতির মাধ্যমে  
এরকম বস্তু ব্যঞ্জিত হয় :

নদীতীরের লতা-কুঞ্জে সংকেত দেওয়া ছিল যাকে, তাকে [ প্রথমে ]  
না পেয়ে, পরে ঘরে ঢোকার সময়ে [ লতাকুঞ্জে ] উপস্থিত দেখে, আবার  
নদীতীরে যাওয়ার জন্তে দরজায় ধাক্কা খাওয়ার ছলে চালাকি করে [ তার  
জন্তে ] ব্যাকুল তুমিই ত’ ঘট ভেঙেছ—আমি বুঝেছি। তবে তুমি সাহসী  
হচ্ছ না কেন? অতএব তোমার ইচ্ছা-পূরণের জন্ত যাও। আমি তোমার  
শান্তভীকে সব বুঝিয়ে দেব।

১৭. হায়, বুদ্ধা হলেন নববধূর মত সেই পরস্ত্রী তোমার মন কেড়ে  
নিয়েছে। টাঁদের আলো আর মদ, এনে দিয়েছে তার যৌবন। সেই  
যৌবন পেয়ে তার চিত্ত এখন মিলনের জন্ত উৎসুক। ৭০

এখানে কাব্যলিঙ্গ ব্যঞ্জিত করে আক্ষেপ অলংকার, এরকম তাৎপর্যার্থের  
মাধ্যমে :

তুমি আমাকে ছেড়ে অপরের বুদ্ধা স্ত্রীকে চাও। তোমার আচরণ তাই  
বলার যোগ্য নয়।

‘পরবধূ’ শব্দের দ্বারা ‘আক্ষেপ’ অলংকার দ্ব্যতিত হয়। এগুলিতে  
ধ্বনি, কাব্যের চরিত্রের প্রৌঢ়োক্তির দ্বারাই সিদ্ধ। বাক্যপ্রকাশিত ধ্বনির  
উদাহরণ আগে দেওয়া হয়েছে। উভয়-শব্দ্যন্তব ধ্বনি পদ-প্রকাশ্য হয় না।  
এভাবে ধ্বনির প্রকার পর্যট্রিশ ॥

অর্থশব্দ্যন্তব ধ্বনি মহাবাক্যে [ অথবা প্রসঙ্গেও ] থাকে। ১৯

যেমন শব্দ এবং শৃঙ্গালের কথোপকথন প্রভৃতিতে :

শব্দ-শৃঙ্গালে ভরতি, কঙ্কাল-ছড়ানো, সমস্ত প্রাণীর পক্ষে ভয়ংকর, ভীষণ  
এই স্থানে থেকে কোন লাভ নেই। ৭১

একবার কালধর্মের কবলে পড়লে এখানে কেউ বেঁচে উঠে না। সে  
মিত্রই হোক আর শত্রুই হোক। জীবকুলের পরিণতি এরকমই। ৭২ ॥

: দিনের বেলায় প্রভাবশালী, শব্দের লোক-তাড়ানোর জন্তে এই উক্তি  
[ প্রসঙ্গেই প্রসিদ্ধ। (— প্রসঙ্গ থেকেই বোঝা যায়) ]।

বোকার দল। ঐ ত সূর্য রয়েছে আকাশে। এখন আদর কর। মুহূর্তগুলি এখন বিপদ-সঙ্কুল। হয়ত এ কখন বেঁচে উঠবে। ৭৩ ॥

বিন্দুমাত্র শংকিত না হয়ে শকুনের কথায় কেন ছেড়ে চলে যাবে সোনার বরণ চলেটিকে—যৌবনে যে এখনও পা দেয় নি ৭৪ ॥

পৃঃ ৩১  
রাত্রিতে প্রভাবশালী শৃঙ্গালের উক্তি-প্রসঙ্গেই (= উপরি-উক্ত উক্তিপ্রসঙ্গে) প্রসিদ্ধ। উক্তির অর্থ মাতৃষকে ফিরিয়ে আনা।

গ্রন্থের বিবৃতির ভয়ে অত্র ১১টি ভেদের উদাহরণ দেওয়া নাই। আর লক্ষণ দেখে নিজেই উদাহরণ দেওয়া যায়। ‘মহাবাক্যোণ’—এখানে, ‘ও’ বলতে পদ এবং বাক্যোণ।

**রস প্রভৃতি, পদের অংশে, রচনাশৈলীতে এবং বর্ণেও থাকে।**

তার মধ্যে শব্দ-প্রকৃতি দ্বারা ব্যঙ্গনার উদাহরণ :

১. ক. পার্বতী কর্তৃক চূষিত শিবের তৃতীয় নেত্র জয়ী হয়ে রইল। যে শিবের নয়ন-যুগল রতি-ক্রীড়ার প্রসঙ্গে বসন-অপহরণকারী কর-কিসলয় কর্তৃক রুদ্ধ। ৭৫

‘জয়ী হয়ে রইল’, ‘শোভা পায়’ হতে পৃথক। বন্ধ করে ফেলার ব্যাপারে সমান হলেও এর (=তৃতীয় নেত্রের) আচ্ছাদন অসাধারণ প্রক্রিয়া দ্বারা হল। এজন্তেই তা (=তৃতীয় নেত্র) উৎকৃষ্ট।

যথা :

খ. দয়িত শপথ করে পায়ে হাত দিলে কান্ধা প্রত্যাখ্যান করল। প্রত্যাখ্যান দয়িত, উন্নয়ন হয়ে যেই না শয্যা-কক্ষ হতে দু-তিন পা এগিয়ে গিয়েছে, অমনি দয়িতা, খসে-পড়া নীবীবন্ধ দুই হাতে আটকে, দৌড়ে ধরে ফেলে পায়ে পড়ল দয়িতের। হায়, প্রেমের কী বিচিত্র গতি। ৭৬॥

[ শয্যাকক্ষ হতে ] ‘দরজায় গেল’—বলা হয় নি, বলা হয়েছে [ দু-তিন ] পা গেল।

২. তিঙ্ এবং স্থপ্ এর ব্যঙ্গনা যেমন :

ক. পথে পথে অঙ্কুরের ত্রী, শুক-চঞ্চর মত বা স্তনয়। দিকে দিকে লতা-গুলিকে নাচিয়ে চলল বয়ে চলা পবন। মাতৃষে মাতৃষে ঝরাঝুঝরু তীর ছুঁড়ে অনঙ্গ। নগরে নগরে বন্ধ হয়ে গেল মানিনীর অভিমান-চর্চা। ৭৭॥

‘কিরতি’র তিঙ্-এর দ্বারা প্রক্ষেপণের চলমানতা,—‘নিবৃত্তা’র স্থপ্-এর দ্বারা নিবর্তনের (= বন্ধ হওয়ার) নিষ্পন্নত্ব বোঝা যায়। আবার স্ত-প্রত্যয়ের দ্বারা অতীত-ত্ব জ্ঞাপিত হয়। আবার উদাহরণ :

খ. কঠিনে, এখন অভিমান ছেড়ে দাও। মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে, তোমার মনের মানুষ মুখ নামিয়ে বসে রয়েছে বাইরে। অনাহারে থেকে, অনবরত কান্নার ফলে, চোখগুলো ফুলে উঠেছে তোমার সখীদের। খাঁচার শুকপাখীরা হাসা, ওড়া—সব ছেড়ে দিয়েছে। আর তোমারও অবস্থা এরকম। ৭৮॥

এখানে বলা হয়েছে ‘আঁচড় কাটতে কাটতে’। ‘আঁচড় কাটছে’ বলা হয় নি। তেমনি বলা হয়েছে—‘রয়েছে’; ‘ছিল’ নয়। অর্থাৎ [তোমার] তুষ্টি অবধি রয়েছে [= থাকবে]। ‘মাটিকে’ বলায় বোঝাচ্ছে—‘আঁচড় কাটছে’। ‘মাটিতে’ বলা হয় নি, যার অর্থ হত—বুঝি দিয়ে লিখেছে। : এগুলিই ব্যঞ্জিত হল স্থপ্, তিঙ্ বিভিন্নতার মাধ্যমে।

[ যষ্টিবিভক্তিবোধ্য ] সম্বন্ধ-কর্তৃক ব্যঙ্গ্য প্রতীতি :

৩. [ বগডার সময় নাগরিক স্ত্রীর প্রতি গ্রাম্যস্ত্রীর উক্তি ]

গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামে আমার বাস। নগরের আচার-ব্যবহার আমি জানি না। তবে নাগরিকাদের স্বামীদের [ চিত্ত ] আমি হরণ করি। সে আমি যাই হই আর তা-ই হই। ৭৯॥

এখানে ‘নাগরিকাদের’ এই যষ্টি বিভক্তির\* ব্যঞ্জনা। ‘নাগরিকদের’ অনাদর করে হরণ করি—ব্যঙ্গ্যার্থ।

৪. ‘ক্ষত্রিয়-কুমার ছিল সুন্দর’—এখানে কালের [ ব্যঙ্গকত্ব ]।

হরণকৃত্ত ভেঙে ফেললে রামকে একথা বলেন পরশুরাম।

৫. বচনের [ ব্যঙ্গকত্ব ] :

সেই গুণগ্রহ সমূহের, সেই উৎকণ্ঠা-সমূহের, সেই প্রেমের, সেই আলাপন-গুলির, পরিণতি হল এরকম। ৮০ ॥

গুণগ্রহ প্রভৃতি বহু হলেও প্রেমে এক—এটিই এখানে ধ্বনি।

\* অনাদরে ওয়ষ্টি।

## ৬. পুরুষ-পরিবর্তনের ফলে ব্যঙ্গনা :

হে চিত্ত, চঞ্চললোচনকে পচন্দ হওয়ায়, বৈরাগ্যময় ধ্রুব প্রেম ছেড়ে দিয়ে, যুগনয়নাকে দেখে নাচতে শুরু করেছ ? মনে হচ্ছে, তুমি বিহার করবে। হায়, অন্তরের এই নিম্ননীয় অভীক্ষা ছেড়ে দাও। সংসার-প্রবাহের সাগরে একের কণ্ঠে বাধা, এই একখণ্ড পাথর ॥৮১॥

এখানে ব্যঙ্গতা ( উপহাস ) ব্যঙ্গ্য ।

## ৭. পূর্বনিপাতের (irregular priority) ব্যঙ্গকত্ব যেমন :

যাদের কেবল বাহুবল আছে, তারা দুর্বলরূপে পরিগণিত হয়। কেবল রাষ্ট্রনীতি-প্রক্রিয়ার যারা শরণ নেয়, সেই সমস্ত রাজাদের দ্বারাই বা কী কাজ হবে ? হে পৃথ্বীন্দ্র, আর যারা শৌর্ধ এবং রাষ্ট্রনীতি—দুইকেই স্বীকার করে সুন্দর কাব্যক্রম চালায়, সেই পূতপুঙ্খ ব্যক্তির তিন ভুবনে [ সংখ্যায় ] দুই কি তিনও হবে না ॥৮২॥

এখানে শৌর্ধের প্রাধান্য প্রতীত হয়।

## বিভক্তি-বিশেষের [ ব্যঙ্গকত্ব ] যেমন :

৮. বীর, ধনুর টঙ্কারে টংকৃত যুদ্ধপথে সারাদিন ধরে যুদ্ধ করল তোমার শত্রুরা। আর মাহুঘের রক্ষক তুমি, একদিনেই এমন যুদ্ধ করলে, যে বিধিদিগ্ধ সাধুবাদের ষোগ্য হলে ॥৮৩॥

এখানে ‘দিবসেন’ এই অপবর্ণ-তৃতীয়া ফলপ্রাপ্তি ছোঁতিত করে।

৯. সাক্ষাৎ কামদেবকে রতি যেমন দেখে [ তেমনি ] দ্বিতল কক্ষের উঁচু জানালা থেকে কাছের রাজপথে মাধবকে বার বার ঘুরতে দেখে, মালতী, গভীর উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত অতি কোমল অঙ্গ-সমূহ-সহস্টিমিত (—ক্লশ) হতে লাগল ॥৮৪॥

এখানে ব্যঙ্গকত্ব তদ্বিত-প্রত্যয় ‘ক’-এর। ব্যঙ্গ্য অলুকম্পা-বৃত্তি।

১০. ইয়ত্তাজ্ঞানের অতীত, সমস্ত বাক্যের অবিষয়, আবার এজ্ঞানে যা অল্পভূতি-মার্গে পৌঁছয় নি, বিবেকের একেবারেই ধ্বংসের ফলে উপচে পড়া মহামোহের দ্বারা যা ব্যাপ্ত,—এরকমের [ মানসিক ] বিকার মনকে জড় করে তোলে আবার বস্তুগাদিগ্ধও করে তোলে ॥৮৬॥

এখানে প্র-উপসর্গের ( শঙ্কাংশের ) ব্যঙ্গকত্ব।

১১. তুমি গর্ভ-অভিমুখী করে তুলেছ মনকে। আর কি ? এভাবে [অব্যর্থ-ক্রোধের ফলে] আমাদের শত্রুরা নিহত হয়েছে। অঙ্ককার তত্ত্বকণ থাকে, সূর্য বতকণ উদয়াচলের চূড়ায় না আসে।

এখানে তুল্যযোগিতা-অলংকারের দ্যোতক ‘চ’ নিপাতই ব্যঞ্জক।

১২. এই রাম পরাক্রমের গুণে তিন ভুবনে খ্যাতি পেয়েছেন অসাধারণ।<sup>১</sup> আপনি যদি [এখনও] তাঁকে না চিনতে পারেন, তাতে কারণ আমাদের ভাগ্যবিপর্যয়। বন্দীর মত পবন তাঁর কীৰ্ত্তি-কীর্তন করেন সাত স্বরে। একটি বাণের আঘাতে সৃষ্ট, সারিবদ্ধ বিশাল তালগাছগুলির বিবর হতে বেরিয়ে আসে সেই [সাত স্বর]। ৮৭॥

এখানে ‘অসৌ’ সর্বনাম, ‘ভুবনেষু’-র প্রাতিপদিক, ‘গুণৈঃ’-র বচন, ত্বং এবং মৎ-এর ব্যবহার না করে সর্ববোধক ‘অস্মৎ’—শব্দের প্রয়োগ, ব্যঞ্জিত করে বীররস। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরকম হয়েছে—এই ভঙ্গীতে বলায় নঞর্থক এই যে অনভিধান (= অমুক্তি), তারই ব্যঞ্জকত্ব [বোঝা যাচ্ছে]।

১৩. [তার] তারুণ্য চাতুর্ধ প্রকাশ করায়, জয়ুগলের অগ্রভাগ মদনের ধনুর কাছে পাঠ-গ্রহণ করতে থাকায়, চকিত-হরিণীর মত চঞ্চল-নয়না এই যুবতী, সমস্ত যুবতীর শিরোভূত হয়ে রইল। ৮৮॥

এখানে শৃঙ্গাররস ব্যঞ্জিত হল—ইমনিচ্ প্রত্যয়, অব্যয়ীভাব সমাস, এবং কর্মরূপে ব্যবহৃত অধিকরণের বলে। এদের বাচকত্ব, ‘তরুণত্বে, ধনুষঃ সমীপে এবং মৌলৌ বসতি’—তে ব্যবহৃত ত্ব-প্রভৃতির সঙ্গে সমান থাকলেও, [কবি-ব্যবহৃত] এই রূপগুলির (= আকারগুলির) এখানে কোন এক বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যা রমণীয়তা-উৎপাদক। এই স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যই ব্যঞ্জক।

এরকম অগ্রদের [ব্যঞ্জকত্ব-] ও বোধ্য।

বর্ণ এবং রচনা-শৈলীর ব্যঞ্জকত্ব গুণের স্বরূপ-নিরূপণ প্রসঙ্গে [ ৭ম উল্লাসে ] উদাহৃত হবে। ‘অগ্রদেরও’—এখানে ও বলতে প্রবন্ধ (= মহাকাব্য ) এবং নাটক প্রভৃতির। এভাবে রস প্রভৃতির, পূর্বে বিবৃত [ দুই ভেদ ] সহ রসাদির ব্যঙ্গ্যের ভেদ ৬টি।

অতএব [ এখন ] প্রকার হল ৫১টি।

যেগুলি আগেই বলা হয়েছে।

তিন রকম সংকর আর এক রকম সংসৃষ্টির মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক মিশ্রণ হলে সমষ্টি হয় বেদ (৪), আকাশ (০), সাগর (৪), আকাশ (০), আর চাঁদ (১)। ( = ১০৪০৪ ) ২০ + ২১৩॥

শুদ্ধ [ ধ্বনি ] কেবল ৫১টি ভাগে বিভক্ত নয়, ওদের ( = ৫১টি ভেদের ) নিজেদের ৫১টি করে ভেদের সঙ্গে চার দিয়ে গুণ করলে হয় :

বেদ, আকাশ, সাগর, আকাশ, চাঁদ ( = ১০৪০৪ )\*

চার দিয়ে, কারণ [ ধ্বনিগুলির ] সংকর তিন রকমে এবং এবং সংসৃষ্টি এক রকমে হয় বলে। সন্দেহভাজনতা, অত্যাশঙ্কিতা এবং একব্যঞ্জকানুপ্রবেশ—এই তিন রকমে সংকর হয়। আর সংসৃষ্টি পরস্পর নিরপেক্ষ-রূপ।

[ মিশ্র এই ভেদগুলি, ৫১টি ] শুদ্ধভেদ সহ হয় :

শব্দ ( = ৫ ), ইষু ( = ৫ ), যুগ ( = ৪ ), আকাশ ( = ০ ) এবং ইন্দু ( = ১ ) অর্থাৎ ১০৪৫৫ প্রকার।

তার মধ্যে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে :

দেবর, স্বন্দর, উৎসবে আমন্ত্রিত ওকে ( = উৎসবে নিমন্ত্রিতা দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে ) তোমার বউ কী বলেছে ? পেছনের উপরের ঘরে [ ভ ] কান্দছে। ওকে খুশী কর। ৮২

এখানে এরকমের সন্দেহ রয়ে গিয়েছে :

‘অনুন্নয়’ কি উপভোগ-রূপ অর্থান্তরে পর্ববসিত হচ্ছে অথবা প্রতিধ্বনির মত [ অর্থান্তরে সংক্রমিত না হয়েই ] উপভোগরূপ ব্যঙ্গ্যের ব্যঞ্জক হয় ?

\* এখানে মনে হতে পারে, বসলে ভাল হত : চন্দ্রখান্ধি বিয়দবেদাঃ। তাহলে পরপর ১০৪০৪ এরকম পাওয়া যেত। কেননা, চন্দ্র বলতে ১, ( ১এ চন্দ্র, পড়ার রীতি ), খ বলতে ০ ( কেননা আকাশের অপর নাম শূন্য ), অন্ধি বলতে ৪ ( তখন ৪টি মহাসমুদ্রই আবিকৃত হয়েছিল ), বিয়ৎ ( = ০ ), এবং বেদ ( = ৪ )।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কেন ‘বেদখান্ধি—চন্দ্রাঃ’ বলা হল ? উত্তর হল : ভারতবর্ষে বড় সংখ্যা গণনার রীতি শেষ দিক্ থেকে। যেমন, ২৫-কে বলি পঞ্চবিংশতি। ৫ আগে, পরে বিংশতি। কখনও ‘বিংশতিপঞ্চ’ বলি না।

দ্বিত্বশ্রামল দীপ্তিতে মেঘেরা ছেয়ে ফেলেছে আকাশ। বলাকা উড়ে চল্ল  
মেঘের কোল ঘেঁষে। বাতাস জলে-ভেজা। আনন্দে  
পৃঃ ৩৫ ময়ূরের কেকা দীর্ঘ। [এগুলিই] বধেষ্ঠ। আমি সত্যি  
সত্যি, রাম, [তাই] সব সহ্য করছি। কিন্তু বৈদেহী কেমন থাকবে [=কেমন  
করে বাঁচবে]? হায়, হায় দেবী, দৈর্ঘ্য ধর ॥ ২০॥

এখানে ‘লিপ্ত’ এবং ‘পয়োদ-সুহৃদ’—পদ-প্রকাশিত অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্য  
ধ্বনিব্ধের সংসৃষ্টি। এই ধ্বনি দুইটির সঙ্গে ‘আমি রাম’—বাক্যের অর্থাস্তর-  
সংক্রমিতবাচ্য ধ্বনির অল্পগ্রাহ্য-অল্পগ্রাহক সম্বন্ধে সংকর। আবার সমগ্র বাক্যের  
বিপ্রলম্বরূপ ধ্বনি (যা অর্থাস্তরসংক্রমিতবাচ্য) এবং রামপদের স্বাবধীরণ-রূপ  
ধ্বনির (যা অ. স. বা.) এখানে [তৃতীয় প্রকারের] সংকর, যেহেতু ‘রাম’-  
পদ-রূপ [একটি] ব্যঞ্জকে দুই ধ্বনিই অল্পপ্রবিষ্ট।

এই হল কাব্যপ্রকাশে ধ্বনি-নির্ণয় নামে চতুর্থ উল্লাস।

## পঞ্চম উল্লাস

উক্ত-প্রকারে [চতুর্থ পরিচ্ছেদে] ধ্বনির স্বরূপ নির্ণয় করার পরে গুণীভূত-  
ব্যঙ্গ্য-কাব্যের বিভাগগুলি বলছেন :—

[গুণীভূতব্যঙ্গ্য-কাব্যে] ব্যঙ্গ্য [হতে পারে] :

স্পষ্টে, অন্তের অঙ্গ বিশেষ, বাচ্যার্থবোধের সহায়ক, দুর্বোধ্য,  
সন্ধেহপ্রধান, সমপ্রধান, কাকু-অনুমেয়, এবং অস্বন্দর। এভাবে  
গুণীভূতব্যঙ্গ্যের আটটি ভেদ জানা যায়। ১+২ই

যুবতীর [রাখা-ঢাকা] স্তন-কলশের মত গোপন (=রাখা-ঢাকা) ব্যঙ্গ্যার্থ  
[পাঠককে] খুশী করে।

অ-গোপন ব্যঙ্গ্যার্থ স্ফুটত্ব-হেতু বাচ্যার্থের মত। তাই গোপন।

অ-গোপন ব্যঙ্গ্যার্থ যেমন :

[অ-গোপন ব্যঙ্গ্যার্থের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ৩টি]

ক. শত্রুকৃত তিরস্কার পেয়ে (=আমার বহুনি খেয়ে) ষার কাছে  
[আপনা থেকে] এসে, তপ্ত সূঁচ বার বার ফুঁড়ে, দুই কান বিদ্ধ করত; সেই



ছায়া এবং শৈথিল্য পদের গম্য হল [ বধাক্রমে ] আবেগ এবং ধৈর্য। এদ্বয়ের সন্ধি [ কবিনিষ্ঠ শিব বিষয়ক রতিভাবের অঙ্গ ]।

জ. ‘কেউ দেখে ফেলবে। চপল তুমি, [ আড়ালে ] বাও। তাড়াহড়ো কিসের? আমি কুমারী। হাত বাড়ানো। হায়, হায়! সব গুলোটপালোট হলো। [ আরে ] চললে? কোথায়?’—ফল আর কচি-পাতা নিতে নিতে, এরকম বলছে একটি মেয়ে। [ মেয়েটি ] তোমার শত্রুর, [ তোমার ভয়ে যিনি বনবাসী ॥ ১১ ॥

এখানে ভয়, ঘেয, ধৈর্য, স্মৃতি, শ্রাস্তি, দীনতা, অববোধ এবং অভীষ্মার মিশ্রণ [ কবিনিষ্ঠ রাজবিষয়ক রতি নামক ভাবের অঙ্গ ]।

এগুলি হল রসবৎ—প্রভৃতি অলংকার।

যদিও ভাবোদয়, ভাবসন্ধি এবং ভাবশবলতাকে অলংকার বলা হয়নি তবুও কেউ হয়তো বলতে পারেন [ এই আশার ] বললাম।

যদিও এমন কোন ক্ষেত্র নাই, যেখানে ধ্বনি এবং গুণীভূত-ব্যঙ্গের নিজেদের বিভাগের সঙ্গে সঙ্কর বা সংসৃষ্টি হয় নাই। ‘তবুও প্রাধান্ত-বশেই বস্তুর নামকরণ হয়’—এই নীতিঅ-স্থানে অনিশ্চিত স্থলে যে কোন একটি [ নাম ] দিয়ে ব্যবহার চলে।

ঝ. ঘুরেছি আমি মানুষের আস্তানায় [ জনস্থানে ]। স্বর্ণপ্রাপ্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় মন আমার অন্ধ ছিল [ স্বর্ণমুগের অভীষ্মায় বুদ্ধি আমার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল ]। প্রাতি পদক্ষেপে সাক্ষনেত্রে বলেছি : দিন দয়া করে। [ বিদেহনন্দিনী! ]। ধনী মানুষের সেবার জন্তে দারুণভাবে কী না করেছি—বল [ লঙ্কারাজের মুখের সারিতে তীর জুড়েছি আমি ]। রামত্ব আমি পেয়েছি। কিন্তু উপযুক্ত ঐশ্বর্য আমি পাইনি। [ কুশ আর লব বার পুত্র তাঁকে পাইনি ]। ১২ ॥

রামের সঙ্গে [ কবির ব্যঙ্গ্য- ] সাদৃশ্য শব্দ-শক্তিমূল, অহুরণন-বিশেষ এবং [ ‘রামত্ব আমি পেয়েছি’ ]—এই বাচ্যার্থের অঙ্গবিশেষ।

ঞ. [ অর্থশক্তিমূল বস্তুর গোপতা : ]

দেখ তব্বী [ দেখ ]। [ অস্ত্র ] কোথাও রাত কাটিয়ে এই সকালে এসে সূর্য ঐ বিরহ-শীর্ণ অস্ত্রোজিনীকে আশে আশে খুশী করে তুলছে পায়ে হাত দিয়ে। ১৩ ॥

এখানে নায়ক-নায়িকা-সম্পর্কিত ব্যঙ্গ্য ঘটনা,—যা অর্থশক্তিমূল এবং বস্তু-ধ্বনি-বিশেষ—আরোপিত হয়েছে সূর্য এবং পথ-সম্পর্কিত ভিন্ন একটি ঘটনার উপর।

৩. বাচ্যার্থ বোঝার জন্য যে ব্যঙ্গ্য সহায়ক, তার উদাহরণ [ দুইটি ] :

ক. জলদ-ভুজগ-জাত বিষ ( জল ) বিরহিণী নারীতে শিরোগর্ধন, বিষয়ে অনভিলাষ, মানসিক ঔদাস্য, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য, মুচ্ছা, অজ্ঞতা, শরীর-পীড়া ও মূমূর্ষুতা হঠাৎ আনয়ন করে। ১৪ ॥

এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ বিষ ভুজগ-( সর্প-) রূপ বাচ্যার্থের বোধ ঘটায়।

খ. আবার যেমন :

“অচ্যুত ( অচল-অনড় ), আমি চললাম। তোমাকে দেখে কি তৃপ্তি হয় ? আসলে নির্জন এখানে আমাদের থাকতে দেখে দুর্জনে অগ্র বকম ভাববে।”—এরকম সম্বোধনের বিশেষ ভঙ্গী দিয়ে নিফল অবস্থানজনিত হতাশা এবং অবসাদ প্রকাশ করল গোপিনী। আর তাকে আলিঙ্গন করে রোমাঞ্চে ভরে উঠল কৃষ্ণের সারা দেহ। এই অবস্থায় কৃষ্ণ রক্ষা করুন তোমাদের। ১৫ ॥

এখানে অচ্যুত-প্রভৃতি পদের ব্যঙ্গ্যার্থ আমন্ত্রণ ইত্যাদি পদের বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণ ( সিদ্ধ ) করে।

দুটি উদাহরণের পার্থক্য হল : প্রথমটির বক্তা একজন [ কবি ], দ্বিতীয়টির বক্তা দুজন ( কবি এবং গোপিনী )। [ প্রথমার্ধে গোপিনী, দ্বিতীয়ার্ধে কবি। ]

৪. দুর্বোধ্য ব্যঙ্গ্য যেমন :

না দেখলে দেখার জন্য উৎকর্ষ। দেখলে [ আবার ] বিচ্ছেদের ভয়। সূত্র পাই আমি—তোমাকে দেখেও না, না দেখেও না। ১৬ ॥

[ =তোমাকে দেখেও সূত্র পাই না, না দেখেও পাই না ]।

“এমন কর, যেন অ-দৃশ্য না হও, আবার বিচ্ছেদ-ভীতিও না হয়”—এরকম ব্যঙ্গ্য এখানে দুর্বোধ্য।

৫. ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য যেখানে সন্দেহজনক, এরকম উদাহরণ :

আর শংকরও চল্লোদয়ের মুহূর্তে [ স্থৈর্যচ্যুত ] সমুদ্রের মত দীর্ঘ বৈধ্ব্যচ্যুত হোয়ে দৃষ্টি রাখলেন উমার মুখে। যে মুখের অধর এবং ওষ্ঠ বিশ্বকলের মত। ১৭ ॥

এখানে ‘চুপন করতে চাইলেন’—এই ব্যাক্যার্থ প্রধান, অথবা ‘দৃষ্টি রাখা’—এই বাচ্যার্থ প্রধান : তা সন্দেহের বিষয়।

৬. সমপ্রধান ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ :

রাক্ষসদের উপর অত্যাচার করা ছেড়ে দিলে আপনাদেরই মঙ্গল। আর, তা না হলে, আপনাদের বন্ধু জামদগ্ন্য অসন্তুষ্ট হবেন। ১৮ ॥

এখানে ‘পরশুরাম সমস্ত কৃত্রিয়ের মত রাক্ষসদের মুহূর্তের মধ্যে নিমূল করবেন’—এই ব্যাক্যার্থের মত বাচ্যার্থেরও [‘তিনি রাগবেন’—এরকম] সমান প্রাধান্য হয়েছে।

৭. কাকু-আক্লিষ্ট [ব্যঙ্গ্য] যেমন :

আমি যুদ্ধের সময়ে ক্রুদ্ধ হয়ে, শত কুরু-সন্তানকে কি মথিত করব না! দুঃশাসনের বুক থেকে কি রক্ত পান করব না? গদার আঘাতে, দুর্বোধনের উক কি চূর্ণ-বিচূর্ণ করব না? কলক গে, তোর রাজা পণ নিয়ে সন্ধি ॥ ১৯ ॥

৮. অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যঙ্গ্য যেমন :

বেতস-কৃষ্ণ থেকে উড়ে-আসা পাখিদের কোলাহল শুনে গৃহকর্ম-ব্যাপ্তা বধুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এলিয়ে পড়েছে ॥২০॥

এখানে ‘সংকেত-অন্তর্যারে কোন এক [ব্যক্তি] লতাগৃহে ঢুকেছে’—এই ব্যঙ্গ্যটির চেয়ে ‘অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এলিয়ে পড়েছে’ এই বাচ্যটি মনোরম।

এদের (গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের আটটি ভেদের) [উপ-] বিভাগগুলি বথাসম্ভব আগের মত (ধ্বনি-কাব্যের ভেদের মত) জানা উচিত। ২৥

বথাসম্ভব বলার কারণ : অলংকার যেখানে কেবল বস্তুর দ্বারা ব্যক্ত হয়, সেখানে ব্যঙ্গ্যের গৌণতা হয় না।

ধ্বনিকার বলেছেন :

বথন কেবল বস্তুর দ্বারা অলংকার সমূহ ব্যঞ্জিত হয়, তখন তারা (—অলংকারগুলি) ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ—কবিব্যাপার অলংকারকে আশ্রয় করে। কাব্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে ঐ অলংকারগুলির উপর); [ধ্বন্যালোক ২.২২]

অলংকারযুক্ত এবং অলংকাররূপ [গুণীভূতব্যঙ্গ্যের] ভেদগুলির সঙ্গে ধ্বনির সংস্রুতি এবং সংকররূপে মিশ্রণ হয়। ৩ ক. খ.

‘সালংকারৈঃ’—বলতে বুঝতে হবে : সেই অলংকারগুলির সঙ্গে [রসবৎ প্রভৃতির সঙ্গে] এবং অলংকারযুক্ত তাদের সঙ্গে [উপমা প্রভৃতির সঙ্গে]। ধ্বনিকার বলেছেন : সেই ধ্বনির আবার গুণীভূত অলংকার এবং নিজের প্রভেদসমূহের সঙ্গে সংকর বা সংসৃষ্টি হয় বলে, তা বহুভাবে প্রকাশিত হয়। [ধ্ব. ৩.৪৩]

পারম্পরিক মিশ্রণের ফলে এভাবে [গুণীভূতব্যঙ্গ্যের] ভেদের সংখ্যা হয় অতিবিপুল। ৩ গ. ঘ.

এভাবে = এপ্রকারে। উপবিভাগ-গণনায় অতি-প্রচুর গণনা করতে হয়।

পৃঃ ৪০  
যেমন : এক শৃঙ্গারেরই বিভাগ-উপবিভাগ গণনায় অসংখ্যতা [লক্ষ্য করা যাবে]। সবগুলির গণনায় কী দরকার ?

সংক্ষেপে এই ধ্বনির আবার ৩টি বিভাগ ; কারণ ব্যঙ্গ্য তিন রকম : যেমন কোনটি বাচ্যতা-সহ। কোনটি নয়। তার মধ্যে বাচ্যতা-সহ [২ রকম] : অবিচিত্র এবং বিচিত্র। বস্তু- [ব্যঙ্গ্য] হল বিচিত্র ; আর [ব্যঙ্গ্য-] অলংকার হল অবিচিত্র ; যদিও প্রধানতঃ, তা (=ব্যঙ্গ্য অলংকার) অলংকার্য, তবুও ব্রাহ্মণশ্রমণের মত তা অলংকাররূপে (তথা) অভিহিত হয়।

রস প্রভৃতি স্বপ্নেও বাচ্য নয়। [বাস্তবে ত’ দূরের কথা।] [বাচ্য হলে] রস প্রভৃতি শব্দের দ্বারা, অথবা শৃঙ্গার প্রভৃতি শব্দের দ্বারা, তা (=রস নামক বস্তুটি) প্রকাশিত হত। কিন্তু প্রকাশিত হয় না। কারণ তাদের (=শৃঙ্গার বা রস প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ<sup>১</sup> হলেও বিভাব প্রভৃতির প্রয়োগ না হওয়ার তার (=রসের) প্রতীতি হয় না। [আবার] তাদের (=শৃঙ্গারাদি শব্দের) প্রয়োগ না হলেও বিভাবাদির প্রয়োগ হলে তার (=রসের) প্রতীতি হয়। উপরি-উক্ত সদর্থক এবং নঞর্থক তর্কবাক্যের মাধ্যমে বোঝা যায় : বিভাব প্রভৃতির প্রয়োগের মাধ্যমেই [রস] প্রতীত হয়।

তাই রস হল ব্যঙ্গ্য। মূখ্যার্থবোধ প্রভৃতি [শর্তগুলির] অমুপস্থিতির ক্ষেত্রে রস লক্ষণ-প্রতিপাদ্য ও নয়। আর অর্ধাস্তরসংক্রমিতবাচ্য অথবা অত্যন্ত-তিরস্কৃতবাচ্যের বস্তু-রূপ ব্যঙ্গ্য ছাড়া লক্ষণ হয় না—একথা পূর্বে

১ তৎপ্রয়োগে = তেবাং শৃঙ্গারাদীনাং রসাদীনাং বা শব্দানাং প্রয়োগে।

অভিধানম্ = প্রয়োগঃ। নিশ্চীয়তে = স্থিরীকৃত্যতে = বোঝা যায়।

শব্দের হেতুতার অর্থ হবে—হয় কারকতা, নয় জ্ঞাপকতা। কিন্তু শব্দ [অর্থের] বোধক বলে (জনক নয় বলে) কারক নয়। আর, অজ্ঞাত শব্দের জ্ঞাপকতাই বা কীভাবে সম্ভব? শব্দ জ্ঞাত হতে পারে সংকেতের মাধ্যমে। আর তা (সংকেত) কেবল [অস্ত্রের সঙ্গে] সম্বন্ধ পড়েই সম্ভব। এরকম করে তাই বতকর্ণ পর্যন্ত না হেতুর হেতুগত সামর্থ্যের পরিধির সীমা জানা যায়, ততকর্ণ পর্যন্ত হেতুকে হেতু বলে কী করে জানা যায়? অতবাকল-অনুপাতে হেতু অনুমিত হয়—এই কথা বিচার না করেই বলা।

ধারা বলেন—‘সেই শক্তি (অভিধা-বৃত্তি) হল তীরের [শক্তির] মত দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর’<sup>৮</sup>। তাই শব্দ যে অর্থে ই ব্যবহৃত হয়, [সেই অর্থটি] হল শব্দেরই অর্থ (সংকেতিতার্থ)। একত্র এখানে (নিঃশেষচ্যুত ইত্যাদিতে) সমর্থ ই হল বাচ্য\*। তাঁরাও তাৎপর্য-প্রতিপাদক নিয়মের প্রকৃত অর্থ না জেনে, [মন্তব্য করায়] মূর্খরূপে [প্রতিপন্ন হয়]।

যেমন: “সিদ্ধ এবঃ সাধ্যের একসঙ্গে উচ্চারণের মুহূর্তে সিদ্ধ উল্লিখিত হয় সাধা-সিদ্ধির অন্ত্র”—এই নিয়মের ফলে কতকগুলি (সিদ্ধ বস্তু) ক্রিয়ার সঙ্গে (সাধা বস্তুর সঙ্গে) অধিত হয়ে সাধ্যের বৈশিষ্ট্য পায়। তার ফলে, অদম্বের দহনের মত<sup>৯</sup> বা অজ্ঞাত, তাই স্থাপিত হয়। যথা, ‘ঋত্বিকেরা আগিয়ে চলেন লাল পাগড়ী সমেত—এই বিধিবাক্যের জ্ঞাপ্য কেবল লোহিতোক্ষীবত্বই। কারণ, অন্ত্র প্রমাণ থেকে ঋত্বিক-অগ্রগতি জানা গিয়েছে। [আবার] অন্ত্র প্রমাণ থেকে আহুতিদানের সিদ্ধি হওয়ায় ‘দই দিয়ে আহুতি দেয়’—এখানে দই-এর উপকরণত্বই একমাত্র জ্ঞাপ্য। [অর্থাৎ দই দিয়েই (অন্ত্র কিছু দিয়ে নয়) আহুতি দেবে।] কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি বস্তুতে বিধি প্রযুক্ত হয়। যেমন: [অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে] ‘লাল কাপড় বোন’—এই বাক্যে কখনও নির্দেশ একটি বস্তুতে, কখনও দুটি বস্তুতে, কখনও তিনটি বস্তুতে।

<sup>৮</sup> গভীর হতে গভীরতর।

<sup>৯</sup> বা অদম্ব, তাই দহনযোগ্য। বা অজ্ঞাত, তাই বিধি-প্রতিপাদ্য বা জানানোর যোগ্য।

বিধীয়তে = বিধিপ্রতিপাদ্যে ভবতি।

\* তাৎপর্যের বিষয় বলে।

আর যে বলা হয়—‘বিষ খাও এবং এর ঘরে খেও না’ এই দুই বাক্যের  
পৃ: ৪২ প্রকৃত অর্থ হল :—‘এর ঘরে খাওয়া উচিত নয়’ এবং তাই

বাক্যার্থ [ যদিও অর্থ টি আক্ষিপ্ত (implied), সাক্ষাৎভাবে  
প্রতিপাদিত নয় ] ; সেখানে ( প্রকৃত ঘটনা ) হল এরকম : [ দুটি বাক্যকে ]  
এক বাক্য বলে বোঝার জন্য ‘চ’ অব্যয়। [ এবং ] তিঙন্ত-ঘটিত দুটি বাক্যের  
মধ্যে যদিও অসঙ্গতিবোধ হয় না, তাই ‘বিষ খাও’—বাক্যটিকে অঙ্গবাক্য বলে  
কল্পনা করতে হবে, কারণ বাক্যটি বন্ধু-উচ্চারিত। তখন দুটি বাক্যের অর্থ হয় :  
বিষ খাওয়ার চেয়ে দোষের হল এর ঘরে খাওয়া, তাই কোন রকমেই এর ঘরে  
খেও না।

এভাবে বাক্যের তাৎপর্য বা প্রকৃত অর্থ বাক্যে ব্যবহৃত ( উপাত্ত ) শব্দগুলির  
দ্বারাই প্রতিপাদিত হয় :

‘শব্দ শোনার পরে যে অর্থ প্রকাশিত হোক না কেন, সেই [ অর্থ প্রকাশের ]  
ক্ষেত্রে শব্দের বৃত্তি হল অভিধা’—[ ব্যঞ্জনাবিরুদ্ধবাদী ] যদি এরকম [ বলেন ],  
তাহলে ‘ব্রাহ্মণ, তোমার পুত্র জন্মেছে’, ‘ব্রাহ্মণ, তোমার [ অনুঢ়া ] কন্যা গর্ভবতী’  
—ইত্যাদিতে [ ব্রাহ্মণের মুখে ফুটে ওঠা ] আনন্দ এবং দুঃখকে কেন বাচ্যার্থ  
বলা হবে না ? [ এক্ষেত্রে ] লক্ষণা, [ তাই বা ] কেমন করে [ বলা যাবে ] ?  
কেননা, লক্ষ্যার্থের ক্ষেত্রেও দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকা, অভিধাবৃত্তির দ্বারাই  
ইষ্টার্থ<sup>১০</sup> প্রতীত হতে পারে। আর তাহলে—কৃতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রসঙ্গ,  
অবস্থান এবং নামের মধ্যে<sup>১১</sup> পরেরটির থেকে আগেরটি শক্তিশালী—তাই বা  
কি করে বলা যায় ?

: এভাবে দেখা যায়, অমিত্যভিধানবাদেরও সন্দর্ভ<sup>১২</sup> অবশ্যই ব্যঞ্জনার  
বিষয়।

আবার সাহিত্যের মধ্যে ‘কুরু কুচিম্’—এই দুই পদের বৈপরীত্য ঘটালে  
কেন [ অঙ্গীলতা ] দোষ হয় ? এখানে অসম্য অর্থ অঙ্গ পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধও  
নয়। কাজেই অভিধা-প্রতিপাদ্য নয়। অতএব [ অভিধাবাদীর মতে ] ঐ  
ধরনের প্রয়োগ, পরিত্যাগের যোগ্য হবে না। [ যা পরিত্যাগের যোগ্য হয়

১০ যে অর্থকে লক্ষণাবাদীরা লক্ষ্যার্থ বলেন।

১১ যেমন লিঙ্গের চেয়ে কৃতি আগে অর্থ প্রকাশ করে, বাক্যের চেয়ে লিঙ্গ  
আগে। এভাবে অঙ্গগুলিও জানতে হবে।

১২ ‘নিঃশেষচ্যুত’—ইত্যাদিতে যে সন্দর্ভ অর্থাৎ সংস্পর্শ।

তখন, যখন বিশেষ অক্ষর-সংঘাতে ব্যাচ্য হয় কোন অর্থ]। আবার এই [বিভাজন] উপলব্ধ হয় না, তা নয়। দোষ [ছুভাগে] বিভক্ত বলে সকলেরই অসম্ভব হয়। অভিধা ছাড়া যদি ব্যক্তনা স্বীকার করা যায়, তাহলে [বস প্রভৃতি] ব্যাচ্য বস্তু বহুবিধ বলে কোন একটি স্থলে কোন একটি [দোষ] সমুচিত-রূপে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং বিভাগ-ব্যবহাও দোষা বেতে পারে।

“কপালীর সঙ্গে সাহচর্যের আকাজক্ষায় দুটি বস্তু বর্তমানে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।”—এখানে পিনাকী-প্রভৃতি পদ বাদ দিয়ে কপালী প্রভৃতি পদ কাব্যের উৎকর্ষক হল কী করে?

আবার বাচ্য অর্থ সমস্ত বোদ্ধার ক্ষেত্রে একরকম। তাই তা সীমিত। যেমন, ‘সূর্য অস্ত গেল’ ইত্যাদিতে বাচ্য অর্থ কখনও [এক ছাড়া] অগ্র রকম হয় না। ব্যাখ্যার্থ কিছু, ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ, বক্তা, এবং বোদ্ধার বৈশিষ্ট্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন হয়। ‘সূর্য অস্ত গেল’—বাক্য থেকে যেমন [এ ধরণের] অসংখ্য ব্যাখ্যার্থ বোদ্ধার বোদ্ধার প্রতীত হয় :

শত্রুকে আক্রমণ করার এই স্বযোগ। অভিসার শুরু করা উচিত। তোমার প্রিয় এইমাত্র আসছে। কাজ করা থামিয়ে দিই। শাস্ত্র-অনুষ্ঠান শুরু করি। দূরে যেও না। গুরুগুলিকে ঢোকানো হোক। এখন আর গরম নেই। বিক্রয়যোগ্য বস্তুগুলিকে গুটিয়ে ফেল। আমার প্রিয় আজও এল না। ইত্যাদি।

বাচ্য এবং ব্যাখ্যার মধ্যে ‘নিঃশেষচ্যুত—’ ইত্যাদিতে নিষেধ এবং বিধিরূপে, ‘মাৎসর্যমুৎসর্য—’<sup>১০</sup>, ইত্যাদিতে সংশয় এবং নিশ্চয়রূপে, ‘কথমবনিপ,—’<sup>১১</sup>, ইত্যাদিতে নিন্দা এবং স্তুতিরূপে, স্বরূপের (স্বরূপগত)

ভেদ থাকা সত্ত্বেও যদি অভেদ [মেনে নেওয়া হয়], তাহলে আর কোথাও নীল এবং হলুদেও ভেদ [মানা] চলে না।

১০ অন্তবাদ : ওহে মহতেরা, পক্ষপাত ছেড়ে, যুক্তি সহ বিচার কোরে, করণীয়টি বলুন : [লোকে] আশ্রয় নেবে পর্বত-নিতম্বের (পাদদেশের) ? না, প্রেমের বশে মুচ্কি-হাস্য কামিনী-নিতম্বের ?

১১ ওহে রাজা, শাণিত তরবারির আঘাতে মাথা কেটে ফেলেছ যে শত্রুদের, সেই শত্রুদের সম্পত্তি দখল করেছ বলে গর্ব কিসের ? [গর্ব অসুচিত]। কেননা, [বদলে] তোমারও কীতি-স্বন্দরীকে কি দেহহারী এরা স্বর্গে নিয়ে যায় নি ? (অপহরণ করে নিয়ে যায় নি ? অর্থাৎ নিয়ে গেছে)।

‘মাৎসর্ঘ্যমৎসর্ঘ্য—’ ইত্যাদিতে নিশ্চিত জ্ঞানটি হল কখনও শাস্ত্রস-প্রধান পুরুষের অন্তরস্থ, কখনও বা শৃঙ্খারস-প্রধান ব্যক্তির অন্তরস্থ।

[ বাচ্য এবং ব্যক্ত্যের মধ্যে ] আগে-পরে প্রতীতির জন্ম ভেদ কালের। [ বাচ্যের ] আধার শব্দ এবং [ ব্যক্ত্যের আধার ] শব্দ, শব্দাংশ, শব্দার্থ (বাচ্যার্থ অথবা লক্ষ্যার্থ), বর্ণ অথবা শৈলী বলে [ দুই-এর মধ্যে ভেদ ] আশ্রয়ের। [ বাচ্যার্থের ] বোধ ব্যাকরণ জ্ঞানের দ্বারা, আর [ ব্যক্ত্যার্থের, ] প্রসঙ্গ-প্রভৃতির সহায়ে প্রতিভানৈর্মল্য-সহ ব্যাকরণ জ্ঞানের দ্বারা। এভাবে [ দুয়ের মধ্যে ভেদ ] কারণের। সাধারণ বোদ্ধা এবং সহৃদয়-পদ-বাচ্য [ বোদ্ধার যথাক্রমে ] কেবল বোধ এবং আশ্বাদ-উৎপাদন-বশতঃ দুইয়ের মধ্যে [ ভেদ ] ফলের। ‘স্বর্ঘ্য অন্ত গেল’—ইত্যাদিতে আগের দেখানো রীতি-অনুযায়ী সংখ্যার, এবং ‘প্রিয়ার অধর স-কৃত দেখলে কার না রাগ হয়, বল ! ভ্রমর সমেত পদ্ম শুকতে শুরু করলে [ তোমাকে ] বারণ করেছি আমি। কিন্তু শোন নাই। (বিরুদ্ধ-আচরণ করেছ)। এখন সহ্য কর।’ ২৩—ইত্যাদিতে সখী এবং সখীর স্বামীর অন্তরস্থ বিষয়ের [ ভেদ বর্তমান ]। বলাও হয়েছে : “[ পরস্পর-] বিরুদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব এবং কারণগত ভিন্নতাই [ দুটি বস্তুর ] পার্থক্য এবং পার্থক্যের কারণ”।

[ আবার ] বাচক এবং ব্যঞ্জক এক নয় ; কারণ বাচক অর্থ-সাপেক্ষ, ব্যঞ্জক অর্থ-সাপেক্ষ নয়। আর, ‘বাণীরক্সু ( ৫.২০ শ্লো )’ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতীয়মান অর্থকে বুঝিয়ে বাচ্যার্থই সেখানে আপনাতে বিরতি লাভ করে, সেই গুণী-ভূতব্যক্ত্যের বেলায় ব্যক্ত্যস্থ শব্দের প্রতিপাত্ত নয় এবং তাৎপর্ষের বিষয় নয়, অথচ বুদ্ধিতে সমাক্রান্ত অর্থ কোন বৃত্তির বিষয় হবে ?

[ অভিধা এবং লক্ষণা—এই দুই বৃত্তিবাদী বলেন ] ‘রাম আমি, সমস্ত সহ্য করব’, ‘হে মদন, জীবনের প্রতি অনুরক্ত—রাম—আমি অনুরাগোচিত কিছুই করিনি’, ‘তিনিই রাম, যিনি বিধে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছেন শৌর্ধগুণ দিয়ে’—এই [ ৩টি ] ক্ষেত্রে [ ‘রাম’—এই একটি পদের ] লক্ষ্যার্থ অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ নামেরও ( = অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ইত্যাদির ) কারণ, তার ( লক্ষ্যার্থের ) প্রতীতি শব্দ এবং অর্থের উপর নির্ভরশীল, এবং প্রকরণ-প্রভৃতি সাপেক্ষ। অতএব প্রতীয়মান নামে ( ব্যক্ত্যার্থ নামে ) নতুন অর্থ আবার কী ?



[ উত্তরে ধনিবাদী ] এখানে বলেন : লক্ষ্যার্থ যদিও একাধিক হতে পারে, [ তবুও ] অনেকার্থক শব্দের বাচ্যার্থের মত তা সীমিত। বাচ্যার্থের সঙ্গে নিয়তসম্বন্ধ নেই এমন কোনো অর্থ লক্ষিত হতে পারে  
 পৃঃ ৪৪ না। প্রতীয়মান অর্থ ( ব্যঙ্গ্যার্থ ) কিন্তু প্রকরণ-প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যবশতঃ কখনও নিয়তসম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়ে, কখনও বা অ-নিয়তসম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়ে, আবার কখনও সম্বন্ধ অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে প্রতীত হতে পারে। আর, “শান্তডী এখানে শোয়, আমি এখানে।” —দিনের আলোয় দেখে রাখ। রাতকানা পথিক, [ নইলে ] আমাদের বিছানায় উলটে পড়বে।” ২৪ —ইত্যাদিতে যে বিবক্তিতানুপরবাচ্য ধনি, তার জন্ত মুখ্যার্থ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। কাজেই এখানে লক্ষণা কী করে সম্ভব ?

আবার, [ প্রয়োজন- ] লক্ষণার ক্ষেত্রে ব্যঙ্গনার সাহায্য নিতেই হয় [ ‘প্রয়োজন’-প্রতীতির জন্ত ]। তা [ ২য় উল্লাসে ] দেখানো হয়েছে। [ আবার ], অভিধা যেমন সংকেত-সাপেক্ষ, লক্ষণা তেমন মুখ্যার্থবাধ-প্রভৃতি ৩টি শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ সংকেতের উপর নির্ভরশীল। অতএব তা ( লক্ষণা ) হল অভিধার লেজ—এ রকম বলা হয়।

[ আবার ] ব্যঙ্গনা লক্ষণা-স্বরূপ নয়, কারণ তার ( ব্যঙ্গনার ) লক্ষণা-অনুসরণ ( তদনুগম ) দেখা যায়। অভিধার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় বলে [ ব্যঙ্গনা ] লক্ষণা-অনুগামী, তাও বলা চলে না। অভিধা এবং লক্ষণা-শব্দ বর্ণের উপর নির্ভরশীল হয় বলে, ব্যঙ্গনা কেবল উভয়-অনুসারী, তাও বলা চলে না। [ ব্যঙ্গনা ] কেবল শব্দ-অনুগামীও নয় ; কারণ ব্যঙ্গনা, সঙ্কটাক্ষ-দৃষ্টি-নিষ্ঠ বলেও প্রসিদ্ধি আছে, যে দৃষ্টি হল অ-শব্দ-স্বরূপ। অতএব অভিধা, তাৎপর্য, লক্ষণা নামক ত্রিভুজ হতে ভিন্ন, ব্যঙ্গন-পন্যায়ের একটি বৃত্তি অবশ্য স্বীকাব্য।

“শান্তডী এখানে—(২৪)” —ইত্যাদিতে ( বাচ্যার্থের সঙ্গে ব্যঙ্গ্যার্থের ) সম্বন্ধ নিয়ত। “কার না রাগ হয়—(২৩)” ইত্যাদিতে সম্বন্ধ অনিয়ত।

[ আর ] “বিপরীত বিচারের মুহূর্তে নাভিপদে ব্রহ্মাকে দেখে, শৃঙ্গার-উদ্বেল লক্ষ্মী, হরির ( বিষ্ণুর ) ডান চোখ তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলল।” (২৫)—এই ক্ষেত্রে ( ব্যঙ্গ্যার্থের ) সম্বন্ধ হোল বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ একটি বস্তুর সঙ্গে।

এখানে ‘হরি’ পদটি ব্যঞ্জিত করল—তার ডান চোখ হল সূর্য। তার ( ডান চোখের ) বুকে বাওয়া [ ব্যঞ্জিত করল ] সূর্যের ডুবুডুবু ডাব। সূর্যের

আচ্ছন্নতা<sup>১৫</sup> [ ব্যঞ্জিত করল ] পদ্মের পাশড়ি গোটান আর তার থেকে আবার  
ব্রহ্মার আচ্ছন্নতা [ ব্যঞ্জিত হল ]। এরকম হওয়ার “[ লক্ষীর ] গোপন অঙ্গ  
কারণ ( ব্রহ্মার ) চোখে পড়ল না বলে নিবিষ্মে শৃঙ্খার-ক্রিয়া চলতে থাকল”—  
এই [ অর্থ সবশেষে ব্যঞ্জিত হল ]।

আরো যারা (=বৈদান্তিকেরা এবং ভর্তৃহরি) বলেন : বাক্যের অর্থ  
এক এবং অবিভাজ্য প্রতীতির মাধ্যমে বোঝা যায় ;  
পৃঃ ৪৫ [ এবং ] বাক্যার্থ হল বাচ্য, বাচক হল বাক্য ; তাঁরাও  
( বৈ.+ভ. ) কিন্তু ব্যবহারিক জগতে পড়ে পদ এবং পদার্থ মেনে নেন।  
অতএব তাঁদেরও মতে পূর্বোক্ত [ নিঃশেষচ্যুত ইত্যাদি ] উদাহরণে সদর্থ প্রভৃতি,  
ব্যঞ্জনা-লভ্যই।

ব্যঞ্জনাবিরোধী বলেন : ব্যাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধহীন [ কোন অর্থ ] প্রতীত  
হয় না। কারণ তাহলে যে কোন [ শব্দ ] থেকে যে কোন অর্থের প্রতীতির  
প্রসঙ্গ উঠত। [ সব সময় ] সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা থাকায়, ব্যাচ্য-ব্যঞ্জকতা  
ব্যাপ্তিসম্বন্ধ ছাড়া, অস্ত্র কিছুই হতে পারে না। তাই [ ব্যাচ্য-ব্যঞ্জকভাব ]  
তদাত্মক ( অনুমানাত্মক ) হয়ে প্রতীত হয়। [ অনুমান হল ] সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষ-  
সত্ত্ব এবং পক্ষসত্ত্ব—এই তিন বৈশিষ্ট্যযুক্ত হেতু থেকে সাধ্যের জ্ঞান-রূপ।  
যেমন : ইয়া ধামিক, ঘুরিয়া বেড়াও। গোদাবরী তীরের কুঞ্জে যে দৃপ্ত সিংহটি  
থাকে, সে সেই বিশ্বস্ত কুকুরটিকে আজ মেয়ে ফেলেছে। ২৬

এখানে ঘরে কুকুরের মৃত্যু-রূপ ঘটনা দিয়ে উক্ত হয়েছে ভ্রমণ, এবং এই  
ভ্রমণ গোদাবরী তীরে সিংহের অস্তিত্ব-রূপ হেতুর মাধ্যমে অনুমান করায়—  
অভ্রমণ। [ ভ্রমণস্থানে ] ভয়ের হেতু নেই—এরকম ভ্রমণই সমস্ত ভীক ব্যক্তি  
ভ্রমণ করেন। গোদাবরী তীরে [ ভয়ের কারণ ] সিংহ আছে—এরকম জানা  
গেল ( উপলব্ধি )। তাই এই ‘—উপস্থিতি’ জ্ঞান হল ‘—অনুপস্থিতি’ জ্ঞানের  
( ব্যাপকের ) বিরোধী। আর এই বিরুদ্ধ জ্ঞান ( উপস্থিতি ) অভ্রমণ-রূপ অর্থ  
অনুমান করায়।

১৫ তেন = সূর্যস্তু অন্তময়েন।

[ ‘ব্যাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধহীন...’ ইত্যাদি থেকে ‘...অভ্রমণ-রূপ অর্থ  
অনুমান করায়’ অবধি অনুমিতিবাদীদের বক্তব্য ]।

এখানে [ধ্বনিবাদী] বলেন : ভীষণ ব্যক্তিও কখনও কখনও গুরু কিংবা প্রভুর আদেশ, প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগবশত; অথবা অল্প কোন কারণে, ভয়ের হেতু থাকা সত্ত্বেও ( = সিংহের উপস্থিতি সত্ত্বেও ), ভ্রমণ করে। তাই হেতু অনৈকান্তিক। আবার, কোন লোক কুহুদ থেকে ভয় পেলেও [ স্ফুটিতার জ্ঞান ], বীরত্বের জ্ঞান সিংহকে ভয় করে না—[ এমনও সম্ভব ]— তাই [ হেতুটি ] বিরুদ্ধও। আর, গোদাবরী-তীরে সিংহের উপস্থিতি ( সিংহসম্ভাব ) প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান নামক প্রমাণের দ্বারা জানা যায় নি, জানা গিয়াছে উক্তি থেকে। এই উক্তি ( শব্দ ) প্রমাণ নয়। কারণ প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে এই উক্তির কোন নিয়ত-সম্বন্ধ নেই। এভাবে হেতুটি অসিদ্ধও। কাজেই এরকম হেতু থেকে কি করে সাধ্যের জ্ঞান সম্ভব ?

আবার ‘নিঃশেষচ্যুত—’ ইত্যাদিস্থলে ‘চন্দন মুছে যাওয়া’ প্রভৃতিতে [ সন্তোষের ( = সন্তোষরূপ অনুমানের ) ] হেতু বলা হয়েছে, কিন্তু ঐগুলি ( চন্দন মুছে যাওয়া প্রভৃতি ) অল্প কারণেও হতে পারে। আর এখানে স্নানকাষের জ্ঞানই [ ও রকম হয়েছে ] তাই বলা হয়েছে। অতএব সন্তোষের সঙ্গে ঐগুলি [ চন্দনচ্যুতি প্রভৃতি ] নিয়ত সম্বন্ধে সম্বন্ধ নয়। তাই ঐ হেতু-গুলি অনৈকান্তিক।

‘অদম’ বিশেষণের সাহায্যে ব্যঙ্গনাবাদী বলেছেন : এগুলি ( = চন্দন-চ্যুতি প্রভৃতি ) হল ব্যঙ্গক। আবার এখানে ‘অদমতা’ কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় নি। অতএব ( ইতি ) [ অদমপদ থেকে ] কি করে [ সন্তোষ-রূপ অর্থের ] অনুমান সম্ভব ?

আর, ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা ছাড়াই যে এ ধরনের অর্থ প্রকাশিত হয়— ব্যঙ্গনাবাদীর ক্ষেত্রে তা দোষের নয়।

ধ্বনি এবং গুণীভূতব্যাঙ্গের উপবিভাগ নিরূপণ-নামক কাব্যপ্রকাশের ৫ম উল্লাস এখানেই সমাপ্ত।

## ষষ্ঠ উল্লাস

আগে (প্রথম উল্লাসে) যে শব্দচিত্র এবং অর্থচিত্র [নামে] ত্বরকম কাব্য দেখানো হয়েছে, সেখানে বৈচিত্র্যযুক্ত অর্থ এবং বৈচিত্র্যযুক্ত শব্দের অবস্থান গৌণ এবং মুখ্যরূপে [ভেদ]। ॥১॥

[অর্থাৎ] শব্দচিত্রে অর্থের বৈচিত্র্য [একেবারে] নেই, অথবা অর্থচিত্রে শব্দের [একেবারে] বৈচিত্র্য নেই—তা নয়।

তাই বলা হয়েছে :

সেই (কাব্যের) অলংকার হল রূপক প্রভৃতি। অন্তরা [অবস্থা] বলেছেন [অলংকার আরও] অনেক রকম। [যাই হোক] প্রিয়ার মুখ যদি সুন্দরও হয়, তবু অলংকরণশূন্য হলে শোভন হয় না। রূপক প্রভৃতি [অর্থালংকারকে] অনেকে বলেছেন বাহ্য [ধর্ম] ! [যেহেতু তাঁরা] স্ববস্তু এবং তিঙস্তের [বিশেষ] বিগ্রাস-রূপ শব্দালংকারকে পছন্দ করেন। তাই [তাঁরা] বলেছেন : রচনার এই হল উৎকর্ষ। [আর] অর্থালংকার এরকম নয়। আমাদের কিন্তু (মন্ত্যের) শব্দ এবং অর্থালংকারের ভিন্নতার ক্ষেত্রে দুটিই ঈদৃশিত। শব্দচিত্র যেমন :

প্রথমে অরুণবরণ, তারপর স্বর্ণদ্ব্যতি, পরে বিরহক্লিষ্ট তন্বীর চিবুক-তলের মত ভাস্বর, ও সরস কমলিনীর একখণ্ড মূলের মত ধূসর চাঁদ রাত্রির স্নকৃতে দেখা দেয় এবং অন্ধকার অপসারণ করতে থাকে ॥১॥

অর্থচিত্র যেমন :

এ [বিশ্বে] ঘনপত্রনয়না [সুন্দরীর] সেই কেশদাম আর চুষ্টমাচুষ, চোখে পড়া মাত্র কার না ক্ষোভের কারণ হয়? গতি বাদের সব সময়ে নীচ, পরিপাটী করে যারা [সুন্দরীর] কপালে আটকে থাকে [অথবা মিথ্যের সঙ্গে বাদের সম্পর্ক পরিপাটী], কৃষ্ণতাকে যারা কুটিলতার মত ছাড়তে পারে না ॥২॥

---

১ শব্দচিত্রে অর্থের বৈচিত্র্য অর্থাৎ অর্থালংকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু গৌণভাবে; অপ্রধান ভূমিকা নিয়ে। ঠিক তেমনি, অর্থচিত্রে শব্দবৈচিত্র্য (শব্দালংকারের অস্তিত্ব) গৌণ হওয়া চাই।

যদিও সমস্ত রকম কাব্যে শেষ পর্যন্ত [ সব কিছুই ] বিভাব প্রভৃতিতে পঞ্চবসিত হয়, তবুও স্পষ্ট রসের অপ্রতীতির ফলে এই কাব্য দুটিকে ( শব্দ এবং অর্থচিত্রকে ) অব্যাক্য বলা হয়েছে। শব্দ এবং অর্থালংকারের প্রকাশ-বশতঃ এই [ শব্দ এবং অর্থচিত্র কাব্যের ] ভেদ অসংখ্য। সেগুলি অলংকার-নির্ণয় প্রসঙ্গে নির্ণীত হবে।

কাব্যপ্রকাশে শব্দার্থচিত্রনिरूपण নামে ৬ষ্ঠ উল্লাস এখানে সমাপ্ত।

ଆ ଲୋ ଟ ବୀ



## প্রথম উল্লাস

কারিকা ১

অম্বয়/ নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাম্ হলাদৈকময়ীম্ অনন্তপরতন্ত্লাম্  
নবরসরুচিরাম্ নির্মিতিম্ আদধতী, কবেঃ ভারতী, জয়তি ।

‘ভারতী’র বিণ ‘আদধতী’ ।

‘নির্মিতিম্’-এর বিণ ৪টি : (১) নিয়তি—রহিতাম্

(২) হলাদৈকময়ীম্ ।

(৩) অনন্তপরতন্ত্লাম্ ।

(৪) নবরসরুচিরাম্ ।

১. আদধতী = জনয়ন্তী, সৃষ্টি করে ।

২. ভারতী = বাক্, অথবা, বাগদিষ্ঠাত্রী দেবতা । আসলে বাক্-ই কাব্যের  
শ্রষ্টা ।

৩. নির্মিতিম্ = নির্মিতি + দ্বিতীয়ার একবচন । সৃষ্টি অথবা সৃষ্ট বস্তুটিকে ।

নিয়তিকৃত—রহিতাম্ : নিয়ত্যা কৃতো যো নিয়মঃ, তেন রহিতাম্ ।

নিয়তি = বিধাতা । রহিত = শূন্য ।

বিধাতা-সৃষ্ট নিয়ম-বহির্ভূত ।

হলাদৈকময়ীম্ : কেবল আনন্দময় । হলাদঃ এব একঃ, তন্ময়ীম্ ।

অনন্তপরতন্ত্লাম্ : ন অন্তপরতন্ত্লাম্ । পরতন্ত্লাম্ = নির্ভরশীল ।

নবরসরুচিরাম্ : নব = ক. নয় (৯).

খ. নতুন ।

রুচির = মনোজ্ঞ ।

বিলক্ষণ—ভিন্ন । বাঙ্-নির্মিত—বাক্-শিল্প । স্বথহুঃখমোহস্বভাব

= স্বথহুঃখমোহাস্বক ।

উপাদানকারণ—সমবায়িকারণ ।

সহকারি-কারণ—নিমিত্তকারণ ।

পরামুশতি—ভাবছেন, মনে করছেন ।

আক্ষিপ্যতে—অভুযীরতে ।



বৃত্তি :

‘কবিবাণ্‌নিমিত্তিঃ’ অংশটুকু ‘নিমিত্তিমানদধতী কবেঃ’ অংশটুকুর বৃত্তি। কবেঃ বাচা বাচো বা যা নিমিত্তিঃ, সা কবিবাণ্‌নিমিত্তিঃ। অর্থাৎ কবি-বাক্যই কাব্যের জন্মদাতা।

‘নিমিত্তি’র চারটি বিশেষণের মাধ্যমে মনুষ্ট বুদ্ধিয়েছেন কবি-সৃষ্টির স্রোতঃ। এগুলিই ব্রহ্ম-সৃষ্টির থেকে কবি-সৃষ্টির পার্থক্য বুদ্ধিয়ে দেয়। বলে দেয় কবি-সৃষ্টি উৎকৃষ্টতর। তাই জয়ী।

১. **নিয়তি—রহিতা** = বিধাতার রাজ্য নিয়মের রাজত্ব। প্রকৃতি বা বিধাতার নিয়মেই এই বিশ্ব নিয়ত বা সীমিত (limited)। নিয়তশক্ত্য নিয়তরূপা...ব্রহ্মণোনিমিত্তিঃ। যার ফলে, ব্রহ্মসৃষ্টিতে পণ্ডের উদ্ভব কেবল জলেই সম্ভব। কিন্তু কবিসৃষ্টিতে মুখের পদ্ম-উদ্ভব সম্ভব। কবি বলেন :

কমলে কমলোৎপত্তিঃ, অয়তে ন চ দৃশ্যতে।

বালে, তব মুখাভোজ্যে দৃষ্টমিন্দীবরধরম্॥

২. **হলাদৈকময়ী** = বিশ্ব ত্রিগুণাত্মক। তিনটি গুণ হল সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এদের ফলে স্বথ, দুঃখ এবং মোহের উদ্ভব। তাই জগৎ স্বথ, দুঃখ এবং মোহে ভরপুর (স্বথদুঃখমোহম্বভাবা)। কিন্তু সাহিত্যের জগতে কেবল অবিমিশ্র আনন্দ। অর্থাৎ করুণ রসের কাব্য পড়েও আমরা কেবল আনন্দই উপলব্ধি করি।

৩. **অনন্ত্যপরতত্ত্ব**—জগৎ কাঁধ। অতএব কারণের উপর নির্ভরশীল। বিধাতার চেষ্টা (কর্ম) আর তিল তিল পরমাণুর ফলেই এ বিশ্বের সৃষ্টি। বিধাতার চেষ্টা, সহকারী বা নিমিত্ত কারণ। পরমাণু, উপাদান বা সমবায়ী কারণ। ‘পরমাণুপাদানকর্মাদিসহকারিকারণপরতত্ত্বা’। এছাড়া বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে অসমবায়ি-কারণের অস্তিত্বও অনস্বীকার্য। মনুষ্ট অবশ্য তা উল্লেখ করেন নি।

অন্তদিকে, সাহিত্য, সমবায়ী প্রভৃতি তিন কারণের সাহায্য ছাড়াই সৃষ্টি হতে পারে। সাহিত্যিক নিজের খুশীমত সৃষ্টি করেন সাহিত্যের জগৎ :

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।

যথাস্থৈ যোচতে তৎ, তথৈদং পরিবর্ততে ॥

তাই কবিসৃষ্টির স্বতন্ত্রতা আছে। ব্রহ্মসৃষ্টির নেই। কবি-সৃষ্টি স্বাধীন। ব্রহ্মসৃষ্টি পরাধীন।

(৪) **নবসরুচিরা**—বিশেষ মধুর, অন্ন, লবণ, কটু, কষায় এবং তিক্ত—এই ছরকম রসের অস্তিত্ব রয়েছে। এদের সকলে আবার সুখকর নয়। “বড় রস না চ হৃদৈব তৈঃ।” যেমন, তেতো ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের সমস্ত রসই রমণীয়। সব রসই খুশী করে রসিককে। যেমন করুণ-রসের “আস্বাদেও চরম তৃপ্তি লাভ করে রসিক। সাহিত্যে রসের সংখ্যা ২, নয়টি রস হল : শৃঙ্গার, বীর, করুণ, রোদ্ৰ, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত। (কারিকা ৪. ৬+৪. ১২ খ)

এই রস অভিনব। লৌকিক রসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর মিল নেই। তাই দেখা যায়, সাহিত্যের জগৎ নিয়মের বাধনে বাঁধা পড়ে না। সাহিত্য-জগৎ অসীম, অপরিমিত। স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা—এর অন্ততম গুণ। এই সৃষ্টি-কার্য কিন্তু কারণের উপর নির্ভরশীল নয়। সাহিত্য অফুরন্ত আনন্দের উৎস। এখানে কেবলই সুখ।

অন্যদিকে, বিধাতার জগতে উঠতে-বসতে নিয়ম। প্রকৃতিতে প্রতিটি বস্তুই নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই বিশ্ব সসীম (limited)। এ সৃষ্টির কোন স্বাধীনতা নেই। খুশীমত সৃষ্ট হতে পারে না বিশ্ব। সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত—এই তিন রকম কারণের উপর, এই কার্যবস্তুটি একান্তভাবে নির্ভরশীল। বিশেষ সন্ধান মেলে, সুখ দুঃখ, মোহ, সব কিছুই। জগৎ অবিমিশ্র আনন্দের উৎস নয়।

এর থেকে, কবি-সৃষ্টি যে ব্রহ্ম-সৃষ্টি হতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মসৃষ্টির উপরে কবি-সৃষ্টি জয়ী—এ কথা অসম্ভব করতে কষ্ট হয় না।

## মন্মটো এবং মন্মট

মন্মটের মতে কবিসৃষ্টি বা সাহিত্য, ব্রহ্মসৃষ্টি বা বিশ্বের চেয়ে অনেকাংশেই ভিন্ন। মন্মট জয়গান গেয়েছেন সাহিত্যের। দেখিয়েছেন : বিশ্বের বৈশিষ্ট্য সাধারণ। সাহিত্যের অসাধারণ। সাহিত্য বিশ্বের অম্লকরণ নয়। বস্তুতঃ, সাহিত্যও সত্য-অম্লসন্ধানী। সাহিত্যের সত্য ভিন্ন। সাহিত্যের সত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি স্মরণীয় :

যা রচিবে তাই সত্য হবে,

ঘটে যা তা, সব সত্য নয়।

ফলে উদ্ধৃত। তাই অ-লৌকিক বা শ্রেষ্ঠ। আবার এই আনন্দে অন্য জেয় বস্তুও অন্তর্ভুক্ত থাকে না। অন্তো বেদ্যঃ = বেদ্যাস্তরম্। বিগলিতঃ দূরীভূতঃ বেদ্যাস্তরং যস্মিন্, তম্।

সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে ছ দিক্ থেকে। এদের মধ্যে, মুখ্য এবং শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন হল : আনন্দলাভ। মনুষ্যট বলেছেন : আনন্দ হল সমস্ত প্রয়োজনের সেরা প্রয়োজন। মৌলি—মন্তক।

সাহিত্য অলৌকিক আনন্দ দেয় যেমন কবিকে, তেমন পাঠককে। কবির আনন্দ সৃষ্টির। পাঠকের আনন্দ অমৃতভূতির। অবশ্য কখনও কখনও কবি, পাঠক অথবা সঙ্গদয়ের দলেও পড়েন।

**কান্তাসন্মিতভয়া উপদেশযুজে—প্রিয়া-সাদৃশ্যে** (=প্রিয়ার মত)

উপদেশ-প্রয়োগের জন্য।

সন্মিত—সদৃশ। সন্মিতভা—সাদৃশ্য। উপদেশযুজে = উপদেশপ্রয়োগায়।

**বৃত্তি : 'প্রভুসন্মিত ..... ইতুপদেশম্ করোতি'।**

কারিকার 'কাব্যং' এর বৃত্তি হল—'লোকান্তর—কর্ম'। কাজেই মাঝখানে এই মংশটুকু বাদ।

ইতিহাস—রামায়ণ এবং মহাভারত।

গুণভাব—গৌণতা। রসানুভূতব্যাপার—ব্যঞ্জনাব্যাপার। ব্যাপার—বৃত্তি, ক্রিয়া। রস অঙ্গী, ব্যঞ্জন বৃত্তি একটি অঙ্গ বা কারণ।

বর্তিতব্য—আচরিতব্য। বোগ—বোগ্যতা। বথাবোগম্—বোগ্যতা-অনুসারে। তজ্জ = তাতে অর্থাৎ কাব্য-রচনার এবং পাঠে।

কাব্যের উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গী কান্তার মত—কথাটি বোঝাতে গিয়ে মনুষ্য বৃত্তিতে বলেছেন : বেদ এবং পুরাণ ও ইতিহাস থেকে কাব্যের এখানেই পাঠ্যতা। বেদ শব্দ-প্রধান। বেদের শব্দ, পরিবর্তনের অব্যবহার্য; বেদ উপদেশ দেয়। ভঙ্গী প্রভুর মত। মনিব বা প্রভুর আদেশে শব্দ অপরিবর্তনীয়।

মংশ, কূর্ম ইত্যাদি পুরাণ আর রামায়ণ-মহাভারতে কিন্তু অর্থই বড় কথা (অর্থ-তৎপর)। শব্দগুলির উপর জোর না দিয়ে অর্থটুকু বেছে নিলেই হল। অর্থের মধ্যেই এদের উপদেশ। এ উপদেশ পথ-নির্দেশ পরীক্ষার। প্রভুর আদেশ বা প্রিয়ার অনুরোধ নয়। বন্ধু পথ-নির্দেশই করে। এই উপদেশ তাই বন্ধু-সন্মিত।

অন্তরিকে, কাব্যের উপদেশ অথবা অহুরোধ-প্রয়োগের ভঙ্গী প্রিয়ার মত। প্রিয়া কথা বলে না। তাই শব্দও নেই। অর্থও নেই। কেবল মনমাতানো ভাব-ভঙ্গীতেই ‘কিস্তি মাং’। রস-সৃষ্টি করেই ( সরসতা-আপাদনেন ) আকৃষ্ট করে তোলে প্রিয়জনকে। না বলেই বলার কাজ সারে। ‘অভিমুখীকৃত্য উপদেশং করোতি’। প্রিয়জনের বুঝতে বাকী থাকে না কাস্তার অহুরোধ বা বক্তব্য :রামের মত বাঁচবে। রাবণের মত নয়।

এভাবে প্রভু-সম্মিত, বন্ধু-সম্মিত আর কাস্তা-সম্মিত—এই তিন রকম উপদেশের স্বরূপ দেখিয়ে মশ্যট আরও প্রকট করে তুলেছেন কাস্তা-সম্মিত উপদেশের স্বরূপ এবং কাব্যের আবেদনের স্বরূপ।

চয় দিক থেকে, কাব্যের উপযোগিতা ( কাল, প্রয়োজন ) দেখানো হয়েছে কারিকটিতে। এর মধ্যে তিনটি ফল একেবারেই কবির। আর দুটি একে-বারেই পাঠকের ( সহৃদয়ের )। কাব্য কবিকে এনে দেয় : খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং ধন-সম্পৎ। দূর করে কবির অমঙ্গল।

সহৃদয় জানতে পারেন, রাজদরবারের অথবা সমাজের আদব-কায়দা। বুঝতে পারেন, জীবনের পথে চলতে গিয়ে কোনটিকে বেছে নিতে হবে।

এদের মধ্যে একটি ফল অবশ্য সাধারণ, কবি এবং সহৃদয়, দুজনের জগ্গেই নির্দিষ্ট। এটি হল : ‘সদ্যঃ-পরিনিবৃত্তি’ অথবা তাজা আর সেরা আনন্দ পাওয়া। কবির আনন্দ সৃষ্টির, প্রকাশের। সহৃদয়ের আনন্দ অমুভূতির। এজ্জন্তেই মশ্যট বৃত্তিতে একটি কথা জুড়ে দিয়েছেন : যথাযোগ্য কবে : সহৃদয়স্ত চ। অর্থাৎ কবি আর সহৃদয়, যার যেমন যোগ্যতা, সে তেমন ফল পায়।

### কারিকা—৩

**শক্তি**—চিরন্তন জমাট অমুভূতি। এর অগ্ন্য নামগুলি হল : সংস্কার, ভাব, ভাবনা, এবং বাসনা। দণ্ডী একে বলেছেন : নৈসর্গিকী প্রতিভা। আমাদের মনে অহরহ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, আর গন্ধের অমুভূতি জমাছে তিল তিল করে। এই অমুভূতিগুলির ক্ষয় নাই। এগুলি জন্ম-জন্মান্তরেও মানুষকে অনুসরণ করে। কিন্তু তখন আর এদের পৃথক সত্তা থাকে না। মিলে মিশে একাকার হয়। চিরন্তন এই অমুভূতির নাম বাসনা অথবা সংস্কার।

অনলংকৃতী / নাস্তি ( = ক্ষুটরূপেণ ন অস্তি ) অলংকৃতিঃ ( = অলংকারঃ )

যয়োঃ, তৌ : 'শব্দার্থো'র বিণ। পদটিতে ১মার দ্বিবচন।

'মুনী'র মত। মূল শব্দ হল 'অনলংকৃতি'। 'মুনি' শব্দের মত।

ক্ষুট—স্পষ্ট, উল্লেখযোগ্য।

### অনলংকৃতী পুনঃ কাপি /

কোথাও কোথাও আবার 'অনলংকৃত শব্দার্থ'ও কাব্য হতে পারে। মন্মটের মতে, 'অনলংকৃত' এর অর্থ 'অলংকারহীন' বা 'নিরলংকার' নয়। অনলংকৃত = অস্পষ্ট অলংকারযুক্ত। অর্থাৎ কাব্য সর্বত্র অলংকারযুক্ত; কিন্তু সেই অলংকার কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। অস্পষ্ট অলংকারের অস্তিত্বে কাব্যত্ব ব্যাহত হয় না। (কিন্তু ক্ষুটালংকারবিরহেতুপি ন কাব্যত্বহানিঃ)। ∴ 'অনলংকৃতী পুনঃ কাপি' = 'প্রায়ঃসাধারণ্যো' বলা ঠিক নয়। অবশ্য সাধারণভাবে তাই বলা হয়। 'ক'-র সঙ্গে 'অপি'-র অর্থ নয় বলে যদি 'অনলংকৃতী'র সঙ্গে করা হয়, তাহলে অর্থ আরও সহজবোধ্য হয়। অর্থাৎ 'পুনঃ ক (-চিৎ) অনলংকৃতী অপি শব্দার্থো' তৎ (ভবতি) —এরকম অর্থ করলে ভাল হয়। লক্ষণের 'তৎ' এই সর্বনামটির বিশেষ্য হল কারিকা ২ এর 'কাব্যম্' পদটি। লক্ষণে 'শব্দার্থো'র বিশেষণ হল ৩টি: (১) অদোষো, (২) সগুণো, (৩) অনলংকৃতী।

শ্লোক ১ / অর্থ / যঃ কৌমারহরঃ, স এব হি বরঃ। তাঃ এব চৈত্রক্ষপাঃ [অধুনা সন্তি]। তে চ উন্মীলিত-মালতী-স্বরভয়ঃ প্রোঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ [বহন্তি]। সা চৈবান্মি। তথাপি, রেবারোধসি বেতসীতরুতলে, তত্র স্বরতব্যাপার-লীলাবিধৌ, চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

স্বরতব্যাপার—মিলনকাব্য, সঙ্গম। লীলাবিধি—ক্রীড়াকাব্য।

স্বরতব্যাপারঃ লীলাবিধিরিব। উপমিতসমাস।

শ্লোকটির রচয়িতা 'শীলাভট্টারিকা' নামে এক মহিলা কবি। একটি সুন্দর অঙ্কুড়তির বাহন এই কবিতাটি (শ্লোকটি)। কবিতাটি কোন এক যুবতীর স্বগত-সংলাপ। যুবতী প্রেমিককেই স্বামীরূপে পেয়েছেন। মিলিত হচ্ছেন স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু মনে চরম অঙ্কুড়। এ মিলনে শংকা নেই। তাই তৃপ্তি নেই। যুবতীর এখন মনে পড়ছে : প্রাক-বিবাহ মিলন। মিলনের স্থান ছিল রেবা-তীরের বেত-বন।

এখানে রস শৃঙ্গার। সমগ্র কবিতা জুড়ে রসের প্রাধান্য। এজন্যে ‘রসবৎ’ অলংকার নেই। (রস, ‘রসবৎ’ অলংকার হয় নি)। একটি রস, বসন আর একটি রসের (অলংকার, অঙ্গী, বা মুখ্য রসের) অঙ্গ হয়, তখন অঙ্গভূত (গৌণ) ঐ ‘রস’ অলংকার-পরিায়ত্বকৃত হয়ে পড়ে। ‘অলংকারে’ পরিবর্তিত ‘রসের’ নাম হয় ‘রসবৎ’ (উদাহরণ ৫. ৪)।

শ্লোকটিতে (‘যঃ কোমারহরঃ’—তে) অলংকার আছে দুটি: বিভাবনা এবং বিশেষোক্তি। দুটিই অম্পষ্ট।

বিভাবনার অম্পষ্টতার কারণ / কারণ (ক্রিয়া) প্রতিবন্ধ (অস্বীকৃত), আর কার্য স্বীকৃত হলে, হয় বিভাবনা। অর্থাৎ কারণ ছাড়া কার্য হলে, বিভাবনা।

এখানে, কার্য হল ‘চিত্তের উৎকণ্ঠা / অতৃপ্তি’। ‘স্বামীর ভিন্নতা’ এর কারণ। কিন্তু এখানে ‘স্বামীর ভিন্নতা নেই’। বলা হয়েছে: সেই স্বামী। অর্থাৎ প্রেমিক-ই স্বামী। তাহলে বলা হবে, কারণের অভাব আছে। কারণের অভাবে কার্য হওয়ায় বিভাবনা। কিন্তু এই বিভাবনা অম্পষ্ট। আসলে, ‘বর [প্রেমিক থেকে] ভিন্ন নয়’ এরকম না বলে, বলা হয়েছে ‘স এব হি বরঃ’। বলা উচিত ছিল, নঞর্থক ভঙ্গীতে। বলা হয়েছে, সদর্থক ভঙ্গীতে।

বিশেষোক্তির অম্পষ্টতার কারণ/এখানে কারণ থাকে, কিন্তু কার্য থাকে না অর্থাৎ কার্যভাব থাকে, সেখানে হয় বিশেষোক্তি।

এখানে, হেতুঃ—বরাদীনাং তৎ-ত্বম্ (সে-ই বর)।

কার্যম্ (ফলম্) —অমুৎকণ্ঠা।

কার্যভাবঃ—উৎকণ্ঠা।

‘প্রেমিকের স্বামী হওয়া’ ঘটনাটি, তৃপ্তি (অমুৎকণ্ঠা) জন্মায়। এখানে অতৃপ্তি (উৎকণ্ঠা) জন্মিয়েছে। তাই বিশেষোক্তি।

বিশেষোক্তিটি ম্পষ্ট হত, যদি বলা হত—চেতঃ অমুৎকণ্ঠিতং ন। কিন্তু বলা হয়েছে—চেতঃ উৎকণ্ঠিতম্ (সমুৎকণ্ঠিতে)। ∴ অম্পষ্ট।

কাপীত্যেনেন / ‘কখনও কখনও’ এই অংশের দ্বারা।

### অম্পষ্টের কাব্যলক্ষণ

শব্দ এবং অর্থ হল কাব্যের<sup>১</sup> বা সাহিত্যের মূল উপাদান। শব্দ এবং অর্থ

১ অলংকারশাস্ত্রে ‘কাব্য’ শব্দটি ‘সাহিত্য’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য কোথাও কোথাও কেবল ‘কবিতা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ৪র্থ উল্লাসে—  
‘কাব্যে নাটো চ তৈরৈব’ ইত্যাদিতে।

অথবা ভাব এবং ভাষাই, সব কিছুর আশ্রয়। কিন্তু এতে কয়েকটি বস্তু (অথবা কারও কারও মতে একটি বস্তু) অল্পপ্রতিষ্ট হোয়ে লৌকিক জগতের ভাব-ভাষা বা সংলাপ থেকে পৃথক্ করে দেয়। মনুষ্যের মতে এগুলি হল : দোষের অভাব (অদোষত্ব), গুণের অস্তিত্ব (সম্পূর্ণত্ব), এবং প্রায় সর্বত্রই অলংকারের<sup>২</sup> যোগ (প্রায়ঃসালংকারত্ব)।

**লক্ষণের ত্রুটি**—প্রথমতঃ, গুণের লক্ষণের প্রসঙ্গে মনুষ্য বলেছেন : রসই কাব্যের অঙ্গী, দেহী বা আত্মা<sup>৩</sup>। আত্মা বলতে অসাধারণ ধর্মকেই বোঝায়। অতএব ‘রস’ পদটি দিলেই লক্ষণ করা যেত। কিন্তু কাব্যের লক্ষণে রস পদের উল্লেখ নেই। মনুষ্যের সমালোচকেরা বলেন, যদি মনুষ্য রসকে কাব্যের আত্মা বলে মনে করেন, তবে ‘সরসৌ শকার্ণো কাব্যম্’ বললেন না কেন?

দ্বিতীয়তঃ, নিয়ম-অনুসারে, লক্ষণে কোন নঞর্থক শব্দের প্রয়োগ চলে না। আর, লক্ষণে উল্লেখ থাকে, লক্ষ্যের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের। উৎকর্ষ-নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য বা ধর্মগুলির লক্ষণে উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। মনুষ্যের লক্ষণে উল্লিখিত ‘অদোষত্ব’, ‘সম্পূর্ণত্ব’ এবং ‘প্রায়ঃসালংকারত্ব’—কোনটিই কাব্যের অসাধারণ ধর্ম নয়। এগুলি কাব্যের উৎকর্ষ-নির্ণায়ক ধর্ম। আবার, ‘অদোষত্ব’ এবং ‘কাপ্যনলংকৃতত্ব’ বিশেষণ দুটি নঞর্থক। লক্ষণে এদের প্রয়োগ রীতিবিরুদ্ধ।

তৃতীয়তঃ, ‘অদোষ’ বিশেষণটির প্রয়োগ বাস্তব-জ্ঞানের পরিচয় বহন করে না। কারণ, মানুষের সৃষ্টিতে কিছুই একেবারে দোষমুক্ত নয়। আর অল্প দোষ থাকলেও কাব্য হতে পারে। ‘স্ফাকারো হুয়মেব—’ কবিতাটিতে দোষ থাকে সত্ত্বেও, কবিতাটি সাহিত্যের বা কাব্যের উদাহরণ। কেউ কেউ যদি আবার মনুষ্যকে সমর্থন করার জন্তে বলেন—‘অদোষ’ মানে ‘অল্পদোষযুক্ত’, তাহলে সমগ্র লক্ষণের অর্থ হবে : কাব্যে অল্প দোষ থাকবেই।

২ অলংকার বলতে স্পষ্টরূপে প্রতীক্ষমান অলংকার বুঝতে হবে। বৃত্তি-অনুসরণের ফলে ওরকম মন্তব্য সহজেই মনে আসে।

৩ যে রসস্তাঙ্গিনো ধর্ম্যঃ শৌর্ধাদয় ইবাঅনঃ।

উৎকর্ষহেতবস্তে হ্যরচলস্থিতয়ো গুণাঃ ॥

চতুর্থতঃ, মন্মট ‘অনলংকৃতী’ কথাটির ‘অক্ষুটালংকৃত’ অর্থ ক’রে যে উদাহরণ দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, বিভাবনা এবং বিশেষোক্তি’র’ যে অক্ষুটত্ব, তা কেবল পারিভাষিক। বস্তুতঃ, অলংকার এখানে চোখে পড়ার মতই। কেবল পারিভাষিক দিক্ থেকে বলা হয়েছে, অলংকার এখানে অস্পষ্ট। তাই তাঁর উদাহরণ এবং লক্ষণের মধ্যে অসঙ্গতি চোখে পড়ে।

পঞ্চমতঃ, মন্মটের মতে গুণ হল রস-ধর্ম, অথচ এখানে গুণকে শব্দার্থের ধর্ম বলা হয়েছে। এখানেও আর একটি অসঙ্গতি।

উপরি-উক্ত ক্রটিগুলি প্রধানতঃ লক্ষ্য করেছেন খৃঃ ১৪শ শতকের আলাংকারিক বিশ্বনাথ।

১৭শ শতকের আলাংকারিক জগন্নাথ আবার বলেছেন : শব্দই কাব্যশব্দের মুখ্য অভিধেয়, শব্দার্থ নয়। কারণ আমরা বলি—‘কাব্যঃ শ্রুতমর্থো ন জাতঃ’। অর্থ না বুঝে আনন্দও পেয়ে থাকি, যা কাব্যের মুখ্য ফল (সকল-প্রয়োজন-মৌলিভূত)। বাংলা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য।

### সমর্থন

মন্মট-অনুসারী আলাংকারিকেরা ( =টীকাকারেরা ), বিরুদ্ধ-অভিযোগের অনেকগুলিকেই, নশ্রাং করে দিয়েছেন।

বলেছেন : ( তৃতীয় অভিযোগের প্রতিবাদ ) ‘বক্তারো হয়মেব—’ ইত্যাদি কবিতায় দোষ গুণে পরিণত হয়েছে বক্তা এবং শ্রোতার বৈশিষ্ট্যের ফলে। বলা হয়—‘বক্তাশ্চৌচিত্যবশাদ্ দোষোহপি গুণঃ ক্টিং’। এখানে বক্তা এবং শ্রোতা, বিদগ্ধ রাবণ। ‘বিধেয়বিমর্শ’ দোষ তাই গুণে রূপান্তরিত। কবিতাটি এজ্ঞে নির্দোষ-ই।

প্রতিবাদ করেছেন পঞ্চম অভিযোগেরও। বলেছেন : শব্দার্থ রসাবিব্যঞ্জক। গুণ রসবৃত্তি। ∴ উপচারের মাধ্যমে বলা হবে, গুণ শব্দার্থ-বৃত্তি, শব্দার্থের ধর্ম।

এছাড়া মন্মটের লক্ষণটিকে সমর্থন করা যেতে পারে, আরও কয়েকটি দিক্ থেকে। প্রথমতঃ, চিত্রকাব্যকে কাব্য-লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করার জন্তেই উল্লেখ করেন নি ‘রস’ পদটির। কেননা, চিত্রকাব্য নীরস (অব্যঙ্গ্য)। বস্তুতঃ, দশম শতক অবধি মাঘ-ভারবি এবং অন্যান্য কবিদের চিত্রকাব্য বিদগ্ধ-সমাজে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে, চিত্রকাব্যকে অস্বীকার করার মত সামর্থ্য এবং সাহস



ধ্বনিকারেরই ছিল না। মশ্রুটের ত' দূরের কথা! আর এজন্তেই লক্ষণ করেছেন কৌশলে, যাতে তর্ক-বুদ্ধি না ছুঁতে পারে।

বিশ্বনাথের 'বাক্য' রসাত্মক, 'কাব্যম্'—লক্ষণটি এজন্তেই সমালোচিত হয়েছে অগস্ত্যের হাতে।

দ্বিতীয়তঃ, নব্য এবং প্রাচীন—সাহিত্যশাস্ত্রের এই দুই ধারার সমন্বয়-সাধনও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দশম-একাদশ শতকে। রীতি, অলংকার, ধ্বনি, রস—ইত্যাদি এক একটি বস্তুর উপর জোর দিয়ে অসংখ্য মতবাদ গড়ে উঠেছিল ইতপূর্বে। এদের সমন্বয়-সাধনের প্রথম প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ করেন তীক্ষ্ণদী নন্দনভাবিক আনন্দবর্ধন। প্রাচীন রীতিতে<sup>৪</sup> তাই তিনি (মশ্রুট) কাব্যশরীর (স্বরূপম্, ন লক্ষণম্) নির্দেশ করে দিলেন, আর তারই মধ্যে খুঁজে নিতে বললেন অসাধারণ ধর্মটিকে, যার ইঙ্গিত দিয়েছেন বারবার ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে। তিনি মন্তব্য করেছেন : কাব্যে ভাব এবং ভাষা গৌণ<sup>৫</sup> রস-ই মুখ্য<sup>৬</sup>। রস-ই আত্মা<sup>৭</sup>। কাব্য-অমৃতভূতিতে যে অ-লৌকিক আনন্দ, তা মূলতঃ ভাব এবং ভাষা-আন্বাদনের ফলে নয়<sup>৮</sup>; তা হল রস-আন্বাদনের ফলেই। কাব্য রসের আধার। যেখানে রস নাই, সেখানে যতই ভাব অথবা ভাষাকে অলংকৃত করা হোক না কেন, সেখানে ঐ ভাব অথবা ভাষা কেবল 'বিচিত্র-উক্তি'তে রূপান্তরিত হয়<sup>৯</sup>। ঐ অলংকারকে তখন, আর অলংকার বলা চলবে না। যেমন মৃতদেহের অলংকারকে কেউ আর অলংকার মনে করে না। কারণ, নিস্প্রাণ দেহে সৌন্দর্য-উৎপাদনের ক্ষমতা অলংকারের নাই। আবার বলা হয়েছে : কবিসৃষ্টি রমণীয়, নটি রসের জন্তুই<sup>১০</sup>।

৪ দণ্ডী ইত্যাদির মত।

৫ শব্দার্থযোগুণভাবেন রসাত্মভূতব্যাপারপ্রবণতয়া কারিকা ১.২ এর বৃত্তি।

৬ 'মুখ্যার্থহৃতিদোষো, রসশ্চ মুখ্যঃ'। দোষলক্ষণ।

৭ যে রসস্ত্রাজিনো ধর্মঃ ...। গুণ-লক্ষণ।

৮ রসান্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিতবেজ্ঞাত্বরমানন্দম্...কারিকা ১.২ এর বৃত্তি।

৯ যত্র তু নাস্তি রসস্ত্রোক্তিবৈচিত্র্যমাত্রপধ্বসায়িনঃ।...অলংকারলক্ষণের বৃত্তি।

১০ নবরসকটিরাম্। কা. ১.১

সব মিলিয়ে দেখা যায়, রসের পরিপ্রেক্ষিতেই গুণ, দোষ, অলংকার—  
শব্দগুলি বিবেচ্য। দোষ প্রত্যক্ষভাবে রসের সঙ্গে সম্বন্ধ। গুণ এবং অলংকার  
পরোক্ষভাবে সম্বন্ধ।

এখন, কাব্যের অসাধারণ ধর্মটিকে বের করার আর অস্থবিধে নেই।  
মস্তট ধ্বনিকারের দৃঢ় সমর্থক। ইচ্ছিতে কাব্যের আত্মাটিকে বুঝিয়ে দেওয়া  
কম কথা নয়। আর এর ফলে যে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, তাও কম  
গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পৃঃ ২, ৫১ কারিকার ৪ গ. ঘ.

অন্বয়/ বাচ্যাৎ ব্যঙ্গ্যে অতিশয়িনি [সতি] ইদম্ [ভবতি]  
উক্তম্। [সঃ চ] বুদ্ধৈঃ ধ্বনিঃ [ইতি] কথিতঃ।

ব্যঙ্গ্য—ভাবে ৭মী। অতিশয়িনি—‘ব্যঙ্গ্য’র বিণ।

অতিশয়ী—অতিক্রমকারী = স্তম্ভরতর।

ধ্বনিঃ—ধ্বনিকাব্যম্। অবশ্য ‘ধ্বনি’ শব্দটি ব্যঙ্গ্যার্থ এবং ধ্বনিকাব্য,

দুই অর্থেই গ্রসিদ্ধ। কারিকার ‘ধ্বনিঃ’ পদটির বৃত্তি হল—

“গুণ্ ভাবিতবাচ্যব্যঙ্গ্যব্যঞ্জনক্ষমম্ শব্দার্থযুগলম্ (বিভক্তি বদলে)।”

বাচ্যাৎ—অপেক্ষার্থে ৫মী।

বুদ্ধৈঃ—পণ্ডিতগণ কর্তৃক। এখানে ‘পণ্ডিত’ মানে দুটি—(১) বৈয়াকরণ

এবং (২) বৈয়াকরণ-অনুসারী [ধ্বনিবিদ-] আলংকারিক।

কারিকার ‘বুদ্ধৈঃ’ এর বৃত্তি হল—‘তন্মতাত্ত্বসারিভিঃ অন্ত্রৈঃ’।

তন্মত—বৈয়াকরণ-মত।

গুণ্ ভাবিত—অপ্রদানীকৃত। গুণ্ ভাবিতো বাচ্যো যেন ব্যঙ্গ্যেন, তস্য  
ব্যঞ্জনে ক্ষমম্।

বুদ্ধৈর্বৈয়াকরণৈঃ.....ব্যবহারঃ বৃত্তঃ।

বৈয়াকরণ-মতে ধ্বনি=শব্দ। শব্দ প্রকাশিত করে স্ফোটকে। ধ্বনতি  
(=ব্যান্তি=প্রকাশয়তি) ব্যঙ্গ্যম্ (=স্ফোটম্) ইতি ধ্বনিঃ (=শব্দঃ)।  
স্ফোট ব্যঙ্গ্য। শব্দ ব্যঞ্জক। শব্দের আন্তর রূপের নাম স্ফোট। স্ফোটই  
শব্দের প্রধান বস্তু (প্রধানভূত)। স্ফোটই পরমার্থসৎ—the real signi-  
ficant entity.

অতন্তুয়াতাত্ত্ব্যবিভিঃ.....শব্দার্থমূলস্ত ।

অন্তেঃ = অন্তেঃ বৃধেঃ = আলাংকারিকৈঃ ।

আলাংকারিকেরা বৈয়াকরণ-অন্তঃস্বরী । আলাংকারিকমতে, শব্দ এবং অর্থ—দুইই ধ্বনি (= ব্যঞ্জক) হতে পারে । বৈয়াকরণমতে, কেবল শব্দই ধ্বনি হতে পারে । আলাংকারিকমতে, ব্যঙ্গ্য = স্ফোট নয় । ব্যঙ্গ্য = ব্যঙ্গ্যার্থ । এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ যেমন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে, তেমনি হতে পারে অর্থের দ্বারা । অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থ—দুইই ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জক (= ধ্বনি<sup>১২</sup>) হতে পারে । এখানে আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে ।

‘অতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে’—অংশটুকুর বৃত্তিগ্রসঙ্গে বলা হয়েছে : ধ্বনি বলতে এমন শব্দ এবং অর্থকে বুঝব, যে শব্দ এবং অর্থ ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জক । আর ব্যঙ্গ্যার্থটি ব্যাচাধকে যেখানে গৌণ করে দিচ্ছে ।

বৈয়াকরণদের ধ্বনি এবং আলাংকারিকদের ধ্বনির মধ্যে সাদৃশ্য কেবল ব্যঞ্জকতায় । ধ্বনিকার বলেন : ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ্ ধ্বনির ত্যুক্তঃ । অর্থাৎ উভয় মতেই ধ্বনি ব্যঞ্জক । যদিও দুয়ের ব্যঞ্জকতার প্রকৃতি একেবারে ভিন্ন ।

### স্ফোট

বৈয়াকরণেরা বলেন : শব্দের রূপ (form) দুটি । একটি বাহ্য, অণুটি আন্তর (word-essence)<sup>১৩</sup> । বাহ্য রূপটি ধ্বনিসংশ্লিষ্ট বর্ণসমূহের দ্বারা গঠিত । অতএব অনিত্য । আন্তর রূপটি কিম্বদিত্য (Permanent eternal form) । এতে কোন ক্রম-সংঘটনা নাই । এটি সংহতক্রম, ক্রমাতীত বা অখণ্ড । কারণ এই রূপটি নিরবয়ব ।

বাহ্য রূপটিতে অবয়ব আছে । অবয়ব হল বর্ণের । তাই এতে ক্রমও আছে । যেমন, কমল শব্দে, ক-এর পর ম, ম-এর পর ল ইত্যাদি ।

১২. এখানে ‘ধ্বনির অর্থ ‘ব্যঞ্জক’ । অণুত্র ‘ধ্বনি’র অর্থ ‘ব্যঙ্গ্যার্থ’ও হতে পারে । অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঞ্জক—‘ধ্বনি’ শব্দের দুই অর্থ ই হতে পারে ।

১৩. যেমন মাতৃষের দুটি রূপ । হাত-পা—প্রভৃতি অঙ্গ (অবয়ব) নিয়ে একটি । আর নিরবয়ব এবং অখণ্ড একটি । প্রথমটি অনিত্য । দ্বিতীয়টি নিত্য । দ্বিতীয়টির নাম আত্মা । আত্মা মাতৃষকে কার্ধে প্রবর্তিত করে । স্ফোটও শব্দকে অর্থপ্রকাশে প্রবর্তিত করে ।

শব্দের নিত্য, নিরবয়ব, ক্রমাতীত বা অখণ্ড রূপটিকে বৈয়াকরণেরা বলেছেন ফোঁট।

এখন প্রশ্ন, এই রূপটি আমাদের মনে উদ্ভাসিত হয় কেমন ভাবে ?

উত্তর হল—পূর্ববর্তী বর্ণ-সমূহের অল্পভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের মনে যখন শেষবর্ণের (অন্ত্য বা চরমবর্ণের) অল্পভূতি (=বোধ=বুদ্ধি) জন্মে, তখনই মনে ভেসে ওঠে শব্দের ঐ ক্রমাতীত, নিত্য, নিরবয়ব রূপ—যার অল্প নাম ফোঁট<sup>১৪</sup>। একে তাই বলা হয় ‘অন্ত্যবুদ্ধিনিগ্রাহ’।

এই ফোঁটই অর্থের প্রকাশক (অর্থ-প্রত্যায়ক)। এর বলেই প্রকাশিত হয় শব্দের অর্থ। ‘যদ্বলাদর্থপ্রতিপত্তিঃ স ফোঁটঃ’। বর্ণ কখনও অর্থের প্রকাশক হয় না—না ব্যষ্টিগতভাবে, না সমষ্টিগত ভাবে।

ব্যষ্টিগতভাবে অর্থ-প্রকাশের প্রসঙ্গ অবাস্তব। কারণ ‘কমল’ শব্দের বর্ণগুলি (ক, ম অথবা ল) পৃথক পৃথক ভাবে যদি প্রতীত হয়, তবে ত’ পদ্ম এই অর্থ মনে প্রতীতই হয় না।

সমষ্টিগততার প্রসঙ্গও উঠে না। কারণ যখন ‘ল’ বর্ণটি উচ্চারিত হয় তখন বিনাশশীল অল্প দুটি বর্ণ ক এবং ম ধসে।

অতএব বৈয়াকরণ মতে, বর্ণ বা বর্ণ-সংঘাত অর্থের প্রকাশক বা বাচক নয়। বর্ণ ফোঁটের ব্যঞ্জক। ফোঁট অর্থের প্রকাশক। বর্ণসমূহ বা শব্দ ব্যঞ্জক; ফোঁট বাঙ্গ্য।

বৈয়াকরণ মতে, প্রতিটি শব্দই ব্যঞ্জক। শব্দের অপর নাম ধ্বনি।

শ্লোক ২ অদ্বয়/স্তন-তটম্ নিঃশেষচ্যুতচন্দনম্। অধরঃ নিম্বৃষ্টরাগঃ।  
নেত্রে দূরম্ অনঞ্জনে। তব ইয়ং তস্মৈ তনুঃ, পুলকিতা। মিথ্যাবাদিনি  
বান্ধবজনস্য অজ্ঞাতপীড়াগমে দূতি ! [ভ্রম্] ইতঃ বাপীং স্নাতুং  
গতা অসি। ন পুনঃ তস্য অদমস্য অন্তিকম্ [গতা]।

শ্লোকটি অমরুশতকের। নিঃশেষম্ চ্যুতম্ চন্দনম্ যস্যং।

তট—প্রাস্ত। নিম্বৃষ্টরাগঃ—নিম্বৃষ্টঃ (মুছে গিয়েছে) রাগঃ (রাগিণী)  
যস্য সং। ‘অধরঃ’—এর বিণ।

দূরম্—একেবারেই। বাপীম্—সরোবরম্। অজ্ঞাতঃ পীড়ায়ঃ আগমঃ  
যন্তাঃ সা। ততঃ সম্বুদ্ধিঃ।

সংকেত-স্থানে যুবককে না দেখতে পেয়ে অধীর যুবতী দূতী পাঠাল যুবকের কাছে। দূতী নিজে মিলিত হয়েছে যুবকের সঙ্গে। কিন্তু দূতী ফিরে এসে যুবতীকে জানালো : যুবককে রাজী করানো গেল না, এখানে আসার ভুলে।

যুবতী লক্ষ্য করল : দূতীর অঙ্গে অঙ্গে রমণের ছাপ। তরী-তন্তুতে ঘন শিহরণের অপূর্ব রোমাঞ্চ। শূনের কেবল প্রাস্তদেশ থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে চন্দনলেপ। কিন্তু মূলে তখনও রয়েছে লেপনের অল্প চিহ্ন। অর্থাৎ মর্দন চলেছে উপরিভাগে, শূন্যবৃত্তের আশেপাশে। যুবক চুপন চালিয়েছে দূতীর ঠোটে আর চোখের কোণে। তাই মুছে গিয়েছে ঠোটের রাঙিমা, চোখের কোণের কাজল।

এখানে যেগুলিকে বলা হয়েছে, ( = বাচ্যরূপে ) বাপীস্থানের কারণ, আসলে সেগুলি ‘তদ্-রমণে’র ( = যুবকের সঙ্গে রমণের ) কারণ। এখানে,

বাচ্যার্থ—বাপী স্থানভূমিতো গতাসি।

ব্যঙ্গ্যার্থ—তদন্তিকমেব রহং গতাসি।

( = রমন করতে তার কাছেই গিয়েছিলে )।

**ইতি প্রাধাণ্যেন অধমপদেন ব্যাজ্যতে**—অংশটুকুর ব্যাখ্যা ত্বরকম। কেউ বলেন ‘প্রাধাণ্যেন’র সঙ্গে সম্পর্ক হল অধমপদের। কেউ বলেন, ‘প্রাধাণ্যেন’, ‘ব্যাজ্যতে’ ক্রিয়ার বিণ।

প্রথম ব্যাখ্যা : ‘তদ্রমণ’—এই ব্যঙ্গ্যার্থ প্রদানতঃ ‘অধম’ পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়। যুবক অধম না হলে দূতীকে রমণ করত না। তাই কৌশলে ‘অধম’-শব্দ প্রয়োগ করে, বসিকের চিত্তে ব্যঙ্গ্যার্থ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যঙ্গ্যার্থ-উদ্ভাসে ‘অধম’ শব্দের ভূমিকা প্রদান।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : নাগেশের মতে, ‘প্রাধাণ্যেন’-এর অর্থ হল—‘অতিশয়িক্রপেণ’ বা ‘রমণীয়তর-রূপেণ’। অর্থাৎ ‘অধম’ শব্দের মাধ্যমে রমণীয়-তর-রূপে ব্যক্তি হই ব্যঙ্গ্যার্থ। প্রশ্ন উঠবে : কার থেকে রমণীয়-তর-রূপে ? উত্তর হবে : বাপী-স্থান-রূপ বাচ্যার্থের থেকে।

সম্ভবতঃ, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই মন্ত্যের অভিপ্রেত।

কারিকা ৫ ক. খ.

অম্বয় / ব্যঙ্গ্যে অভাদৃশি [সতি], তু মধ্যমম্  
পৃ: ৩, ৫২ [কাব্যং ভবতি]। [তৎ] গুণীভূতব্যঙ্গ্যম্  
[ইতি উচ্যতে]।

গুণীভূতঃ (গোণঃ) ব্যঙ্গ্যো যত্র, তৎ কাব্যং গুণীভূতব্যঙ্গ্যম্। ব্যঙ্গ্যে—  
ভাবে সপ্তমী।

শ্লোক ৩ অম্বয় / নব—করম্ গ্রামতরুণম্ পশ্চাত্ত্য্যঃ তরুণ্যঃ মুখচ্ছায়া, মূহঃ  
নিতরাম্ মলিনা ভবতি।

বজ্রল-মগুরী—অশোকগুচ্ছ। সনাথ—সচিহ্ন।

কথা ছিল : অশোক-তরুগুচ্চে মিলিত হবে তরুণ-তরুণী। তরুণী যেতে  
পারে নি। অশোক-মগুরী নিয়ে তরু-গুচ্ছ থেকে ফিরে এল তরুণ। পথে  
তরুণীর সঙ্গে দেখা। তরুণীর আশেপাশে বয়োজ্যেষ্ঠের ভিড়। তরুণ অশোক-  
মগুরী দেখাল তরুণীকে। সব বুঝে তরুণীর মুখ বিবর্ণ হয়ে এল। কবিতাটির  
ব্যঙ্গ্যার্থ এরকম : তরুণী যেতে পারে নি তরু-গুচ্ছ। এখানে বাচ্যার্থ ( = মুখ  
বিবর্ণ হল ) ব্যঙ্গ্যার্থের চেয়ে বেশী সুন্দর। ∴ বাচ্যার্থ মুখ্য। ব্যঙ্গ্যার্থ  
গোণ। কাব্যের ভেদের নাম গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য।

কারিকা ৫ গ. ঘ.

অম্বয় / শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রং তু [কাব্যম্] অবরং স্মৃতম্।  
[তদ্ বৃষৈঃ] অব্যঙ্গ্যং [কথিতম্]।

অবর = অধম।

শ্লোক ৪ অম্বয় / স্বচ্ছন্দোচ্ছ—ফিকা উজ্জ্বলদার—দরী দীর্ঘা—মদা মন্দাকিনী বঃ  
মন্দতাম্ অহস্য ভিগ্নাং।

মূল বাক্যাংশ / ‘মন্দাকিনী বঃ মন্দতাং ভিগ্নাং’। মন্দতাম্—মুটতাম্।  
ভিগ্নাং—ধ্বংস করুক্। ‘মন্দাকিনী’র বিগ্ন তিনটি। এগুলি হল :

(১) স্বচ্ছন্দ—নাফিকা, (২) উজ্জ্বলদার—দরী, এবং (৩) দীর্ঘা—মদা।

(১) স্বচ্ছন্দম্ যথা শ্র্যং, তথা উচ্ছলতঃ অচ্ছস্তু কচ্ছকুহরে ছাতেতরস্তু অম্বুনঃ  
ছটয়া মুচ্ছন্তঃ মোহা যেষাম্, তাদৃশৈঃ মহাবিভিঃ হর্ষণে বিহিতম্ স্নানাত্মা-  
হিকম্ বস্ত্রাম্, তাদৃশী।

অচ্ছ = স্বচ্ছ, নির্মল। কচ্ছ = তীর। কুহর = গর্ত। ছাতেতর = বেগবান্।

হর্ষ = আনন্দ।

(২) উদার-মহুঁর = বৃহৎ ব্যাণ্ড্। উত্তম = কাম্পমান।

(৩) অদরিদ্র—বিরাট। মেদুরমদা—নিবিড়প্রবাহ-চাপল্য। অহায়—শিগ্গির।

৪র্থ শ্লোকটি শব্দচিত্র-কাব্যের উদাহরণ। ছেকান্তপ্রাস এবং বৃত্তান্তপ্রাস—  
দুইই শ্লোকটিতে বর্তমান। এখানে কেউ কেউ বলতে পারেন—শ্লোকটিতে  
ভক্তিরস রয়েছে। উত্তরে মশ্‌ট কেবল বলতে পারেন—এই রস অশ্‌ফুট। অবশ্য  
মশ্‌টের যুক্তি বিতর্কের বিষয়।

শ্লোক ৫ অখচিত্র-কাব্যের উদাহরণ।

নাট্যকার মেঠের ‘হৃদগ্রীব-বদ’ নাটক থেকে নেওয়া।

অম্বয়/মানদম্ যম্ যদুচ্চয়া আয়ুমন্দিরাৎ বিনির্গতম্ উপশ্রত্য অপি,  
সসম্মেধ—গলা অমরাবতী, ভিয়া নিমীলিতাক্ষী ইব ভবতি।

মূল দাক্ষ্যংশ : অমরাবতী ভিয়া নিমীলিতাক্ষী ইব ভবতি। যদুচ্চয়া—  
পেচ্ছা। মানদ—[ শব্দ ] মান-হস্ত। আয়ুমন্দি—রাজভবন। সসম্মেধ  
( সম্মেধেন ) ইন্দ্রেণ দ্রুতং পাতিতা অর্গলা বশ্যাঃ সা। অমরাবতীর বিণ।

দৈত্যরাজ হৃদগ্রীব প্রাসাদ থেকে বেরিয়েছেন, কেবল শুনেই ইন্দ্র অত্যন্ত  
ভয় পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অমরাবতীর তোরণ-দ্বারের খিল এঁটে দিলেন।  
ঘটনাটিকে কবি উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে সুন্দর করে বলেছেন : মনে হল অমরাবতী  
হৃদগ্রীবের ভয়ে চোখ বন্ধ করল ( আসলে তোরণ-দরজা বন্ধ হল )। এখানে  
প্রশ্ন উঠতে পারে—এখানে মুখ্য হল বীররস। তাহলে কবিতাটি ‘অব্যক্ত্য’  
কি করে হয়? ‘অধম’ কাব্যের উদাহরণই বা কিভাবে হতে পারে?

মশ্‌ট বলছেন : রস শ্‌ফুট নয়। অশ্‌ফুট। যা আগের মতই বিতর্কের বিষয়।

## কাব্যের শ্রেণী বিভাগ

মশ্‌টের মতে, কাব্য তিন রকম : (১) উত্তম বা ধনিকাব্য, (২) মধ্যম  
বা গুণীভূতব্যক্ত্য কাব্য, (৩) অধম বা চিত্র কাব্য।

(১) যে কাব্যে ব্যক্ত্যার্থ বাচ্যার্থের থেকে বেশী সুন্দর, সেই কাব্যকে বলা  
হয় ধনিকাব্য বা উত্তমকাব্য। উদাহরণ হল : নিঃশেষচ্যুত-চন্দনম্……  
ইত্যাদি। ‘যুবকের সহিত দূতীর রমণ’ এখানে ব্যক্ত্যার্থ। বাচ্যার্থ হল ‘দীঘিতে  
দূতীর স্নান’। ব্যক্ত্যার্থ বা ধনি, বাচ্যার্থের চেয়ে বেশী সুন্দর। তাই কাব্যের  
নাম ধনিকাব্য। এখানে ‘ধনি’ মানে ব্যক্ত্যার্থ।

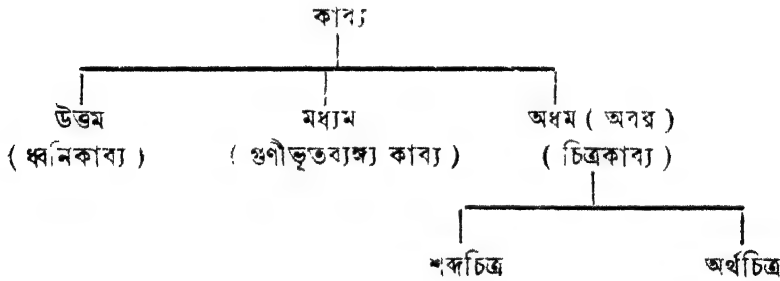
(২) ব্যঙ্গ্য, ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি, যে কাব্যে গোণ বা কম সুন্দর, অথচ বাচ্যার্থই বেশী সুন্দর, সেই কাব্যকে বলা হয় গুণীভূতব্যঙ্গ্য বা মধ্যম কাব্য। ‘গ্রামতরুণঃ—’ ইত্যাদি উদাহরণে ব্যঙ্গ্যার্থ হল: কথা দিয়েও অশোককুঞ্জে তরুণীর না বাওয়া। বাচ্যার্থ: তরুণীর মুখ বিবর্ণ হয়ে এল। বলার ধরনে বাচ্যার্থই বেশী সুন্দর। পাঠককে আনন্দ দিতে বাচ্যার্থের ভূমিকা মুখ্য, ব্যঙ্গ্যার্থের গোণ।

(৩) যে কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ নেই, অথবা থাকলেও অস্পষ্ট কিন্তু শব্দ বা অর্থের বৈচিত্র্য (চিত্রত্ব) বর্তমান, তাকে বলা হবে চিত্রকাব্য। এ কাব্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

চিত্রকাব্য ২ রকম: (ক) শব্দচিত্র আর (খ) অর্থচিত্র।

শব্দের বৈচিত্র্য আসেশব্দালাংকারের ফলে আর অর্থের বৈচিত্র্য অর্থালংকারের ফলে। শব্দচিত্রের উদাহরণ: শ্লোক ৪। অর্থচিত্রের শ্লোক ৫. ৪র্থটি ছেকান্ড-প্রাস এবং বৃত্তান্ত-প্রাসের ফলে চমৎকার। পাঁচটি উৎপ্রেক্ষা (অর্থালংকার) সত্যিই সুন্দর।

কাব্যের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে, মন্মথের আদর্শ, ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন।



## দ্বিতীয় উল্লাস

পৃঃ ৩, ৫৩ কারিকা ১ ক. খ./শব্দঃ অত্র ত্রিধা শ্রুতঃ—বাচকঃ  
লাক্ষণিকঃ ব্যঞ্জকশ্চ।

মন্মথের মতে, শব্দার্থে = কাব্যম্।

শব্দ এবং অর্থের, স্বরূপ এবং প্রকার দেখাতে তিনি এখন ব্যস্ত। বলেছেন:

শব্দ তিন প্রকার—(১) বাচক (২) লাক্ষণিক (৩) ব্যঞ্জক।



মনে রাখতে হবে : তাৎপর্যের উপযুক্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন নৈয়ায়িকেরা।  
নৈয়ায়িকের তাৎপর্য-লক্ষণ হল : বক্তৃতিছাড়া তাৎপর্য পরিকীৰ্তিতম।

অভিহিতান্বয়বাদী মীমাংসকেরা, অর্থাৎ কুমারিল এবং তদনুসারীরা কোথাও তাৎপর্যের উল্লেখ করেন নি। এঁদের মতে : সংসর্গ বা সম্বন্ধরূপ-বাক্যার্থকে বোঝানো লক্ষণ। এহল বাক্যলক্ষণ।

প্রসঙ্গটি মশ্যট কোশলে এঁড়িয়ে গিয়েছেন।

এভাবে তাৎপর্যার্থের প্রকৃতি বলতে গিয়ে এসে পড়েছে বাক্যার্থের স্বরূপের প্রশ্ন। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে : বাক্যার্থের আকৃতি (বপু) হল বৈশিষ্ট্যযুক্ত (বিশেষযুক্তম্)। অনেকটা, তাজমহল কার তৈরী-এই প্রশ্নের উত্তরের মত। তাজার তাজার মিজ্জীর বহাদিনের শ্রমে তৈরী হল তাজমহল। অথচ উত্তর হল—শাজাহানের। উত্তরের প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

বাক্যার্থের 'বপু'তে সমস্ত পদার্থ বিঙ্গীন হয়ে গিয়েছে। তাদের থেকে বাক্যার্থ তাই ভিন্ন। মানে, বাক্যার্থ বাচ্যার্থক নয়, লক্ষ্যার্থক নয়, ব্যঙ্গ্যার্থক নয়, কিছ তাৎপর্যার্থক।

মীমাংসক কুমারিল ভট্ট এবং তদনুসারী বাক্যাত্ত্বজ্ঞদের বলা হয় অভি-হিতান্বয়বাদী। আর গুরু প্রভাকর এবং তদনুসারী বাক্যাত্ত্ববিদ-দের বলা হয় অস্থিতাভিধানবাদী।

### অস্থিতাভিধানবাদ

অস্থিতস্য [ অর্থাত্ত্ব- ] সম্বন্ধস্য [ অর্থস্য ] অভিধানং প্রতিপাদনং [ শব্দেন ক্রিয়তে ] ইতি বাদিনঃ = অস্থিতাভিধানবাদিনঃ।

অস্থিতাভিধানবাদী বলেন :

শব্দ বা পদ সম্বন্ধ অর্থাকই প্রকাশ করে এবং অভিধা-বৃত্তির সাহায্যেই। সংসর্গ বা সম্বন্ধকে বোঝাবার জন্য তাই তাৎপর্য-নামক বৃত্তির অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজন নেই।

গাম্ আনয়—বাক্যে 'গাম্' পদ অভিধাবৃত্তির দ্বারা আনয়নক্রিয়ায়িত গাভ্রীকে এবং 'আনয়' ক্রিয়াপদটি 'গোকর্মক-আনয়ন'কে বুঝিয়ে দেয়।

অস্থিত পদার্থে পদের সংকেত গ্রহণ করার পক্ষে অস্থিতাভিধানবাদী যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা হল এরকম : শিশু যখন প্রথম সংকেত গ্রহণ করতে শেখে; তখন ব্যবহার থেকেই শেখে।

মা শিশুকে বলেন : ‘গরু দেখ’ ‘ঘোড়া দেখ’। শিশু গরু, ঘোড়া এবং দেখ—শব্দের অর্থ বোঝে বোগ-বিয়োগ ( অস্বয়ব্যতিরেকের ) পদ্ধতির মাধ্যমে । দুই বাক্যেই সাধারণ ক্রিয়া ‘দেখ’। শিশু ‘গরু’ বলতে দর্শন-ক্রিয়ার বিষয়ীভূত গরুকেই বোঝে এবং ‘দেখ’ বলতে গোকর্মক দর্শনক্রিয়াকেই বোঝে । সুতরাং ‘ব্যবহার থেকেই যখন প্রথম শক্তি-গ্রহ হয় এবং ব্যবহারে অধ্বিত পদার্থেরই বোধ হয়, তখন পদমাত্রেরই অধ্বিত পদার্থে সংকেত-গ্রহণ করা উচিত । অধ্বিতাভিধানবাদীগণের মতে তাই অভিধাবাস্তব দ্বারা পদ অধ্বিত পদার্থকে প্রকাশিত করায় পদার্থভূত বাক্যার্থ অভিধাবাস্তব দ্বারাই প্রকাশিত হয় ।

মনে রাখা প্রয়োজন, অধ্বিতাভিধানবাদীর অভিধা যথেষ্ট শক্তিশালী । বাক্যের অর্থকে অভিধাই প্রকাশ করে । বাক্যার্থ তাই বাচ্য । পদার্থ-সমূহই বাক্যার্থ । অর্থাৎ বাক্যার্থ পদার্থভূত, অ-পদার্থ নয় । পদার্থ-সমূহের বপু এবং বাক্যার্থের বপু একই । আরও লক্ষণীয় : সম্বন্ধ পদার্থগুলিই বাক্যার্থ । ( বিশিষ্টা এব পদার্থা বাক্যার্থঃ—৫ম উল্লাস ) । পদার্থগুলির পারস্পরিক অস্বয় বাক্যের অর্থ নয় । ( “ন তু পদার্থানাং বৈশিষ্ট্যম্”—ঐ ) ।

[ বিভূত জানার জ্ঞান পঞ্চম উল্লাস ]

পৃঃ ৩, ৫৩ কারিকা ২ ক. খ./প্রায়শঃ সর্বেষাম্ অপি অর্থানাম্  
ব্যঞ্জকত্বম্ ইয়াতে ।

অর্থাৎ কেবল ব্যঙ্গ্যার্থেরই ব্যঙ্গকত্ব আছে তা নয়, বাচ্য এবং লক্ষ্যার্থেরও ব্যঞ্জিত করার সামর্থ্য আছে ; দেখা যাচ্ছে, অভিধা এবং লক্ষণা কেবল শব্দবৃত্তি ; ব্যঞ্জনা কিন্তু শব্দ এবং অর্থ—দুয়েরই বৃত্তি হতে পারে ।

প্রায়শঃ/ সব সময়ে ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যঙ্গক হতে পারে না । ব্যঙ্গ্যার্থ যখন রস, তখন তা ব্যঙ্গক নয় ।

শ্লোক ১ এটি গাথাসপ্তশতীর ৮৮২ সংখ্যক শ্লোক । বাসরঃ—দিন ।

শ্লোকের বক্তা কোন এক শৈবিরী । শ্রোতা শান্তুড়ী । ব্যঙ্গ্যার্থ : যথেষ্ট ভ্রমণ । অঁচিলা—তেল ছুন আনতে যাওয়ার । বক্তৃবৈশিষ্ট্যের ফলে [ শৈবিরীগকে বক্তা বলে জানায় ] বাচ্যার্থ থেকে উপরি-উক্ত ব্যঙ্গ্যার্থ বোঝা যাচ্ছে ।

শ্লোক ২ গা. স. ৮৪৭

সাধয়ন্তী—খুশী করতে গিয়ে ।

স্বভগ=সৌভাগ্যবৃদ্ধ ।

‘নিঃশেষচ্যুতচন্দনম’—শ্লোকটির মতই এর প্রসঙ্গ। বক্তা প্রেমিকা। শ্রোতা (বোদ্ধব্য) প্রেমিকার স্বামী। স্বামীকে প্রেমিকা পাঠিয়েছিল প্রেমিকের কাছে। স্বামীর চোখে মুখে সন্তোষের চিহ্ন দেখে প্রেমিক এই উক্তি করেছেন।

বাচ্যার্থ এখানে বাদিত। প্রবৃত্ত হয়েছে বিপরীতলক্ষণ। লক্ষ্যার্থ হল :

‘বৈবিশি, স্বরূতে স্তভগং সদয়স্তী হৃষ্টাসি। অসম্ভাবশক্রত্ব-করণীয়-সদৃশং সম্ভাবয়েতকরণীয়-বিসদৃশং বা ত্বয়া বিরচিতম’। ‘শক্র, নিজের জন্তে দয়িতকে খুশী করতে গিয়ে তুমি খুশী হয়েছে। আচরণ করেছে শক্রতা-স্বলভ’।

লক্ষ্যার্থের বাঙ্গ্যার্থ হল : ‘অপরাধী এক্ষেত্রে প্রেমিকই। হায় কপাল!’

শ্লোকটিতে তিনটি অর্থই রয়েছে। এদের মধ্যে বাচ্যার্থ বাদিত। লক্ষ্যার্থ বাদিত নয়। বাঙ্গ্যার্থ-সও লক্ষ্যার্থও বোঝা যায়। বাঙ্গ্যার্থ বোঝা যাচ্ছে বোদ্ধব্য-বৈবিশিষ্টার ফলে।

শ্লোক ৩ গা. স. ১১৮ নাট্যিকার উক্তি। শ্রোতা নায়ক।

বিসিনী = পদ। বলাকা = বক।

বাচ্যার্থ—বকটি নিষ্পদ।

বাঙ্গ্যার্থ—‘. বকটি নিকৃষ্ণ (অবিচলিত)।’

(প্রথম)

২য় বাঙ্গ্যার্থ— ‘. স্থানটি জনশূন্য।’

৩য় „ — ‘. এই হল মিলনের উপযুক্ত স্থান।’

তৃতীয় বাঙ্গ্যার্থটি বিকল্পে হতে পারে : মিথ্যা বলছ, তুমি এখানে আসনি। অত্যাশ স্থানটি জনশূন্য ছিল কেমন করে? বকটিও নড়েনি চড়েনি।

কারিকা ২ গ. ঘ. যঃ সাক্ষাৎ সংকেতিতম্ অর্থম্  
পুঃ ৪, ৫৪ অভিধন্তে সং বাচকঃ। অ’শটুকু বাচক শব্দের লক্ষণ।

সংকেত Convention, agreement, conventional relation, সময়।

শব্দ (বাচক) এবং অর্থের (বাচ্যের) মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত যে সম্বন্ধ, তাই সংকেত। যেমন—গরু শব্দের অর্থ গলকহলযুক্ত একটি প্রাণী। মাতৃষের বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দীর্ঘকাল ধরে চুক্তির মাধ্যমে দুটির মধ্যে একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্পর্কের বা সম্বন্ধের নাম সংকেত।

নৈয়ায়িক বলেন : সম্বন্ধ, সংকেত এবং ইচ্ছা তাই অভিন্ন। এমন কি, অভিধা বা শক্তির সঙ্গেও এই সংকেত অভিন্ন।

“অত্র তাকিকা :—‘অস্মাচ্ছান্দয়মর্থো বোদ্ধব্য’ ইত্যাকারা...  
লাঘবাৎ। সৈব সংকেতঃ সম্বন্ধঃ।” পরমলঘুমঞ্জুষা পৃ: ৬  
বৈয়াকরণ এবং আলংকারিক বলেন : সংকেত এবং অভিধা  
দুই ভিন্ন বস্তু। মন্মটের অভিধার সংজ্ঞা থেকেই নীতিটি  
স্পষ্ট হবে। সংকেত মূলতঃ জানা যায় লোক-বাবহার থেকে।

সাক্ষাৎ—অবাবহিত। বাবহিত সংকেতের সাহায্যে লাক্ষণিক শব্দ  
লক্ষ্যার্থ প্রতিপাদিত করে। লক্ষ্যার্থ=বাবহিতসংকেতিতার্থ।

অভিধত্তে=প্রতিপাদয়তি। ‘অভিধয়া প্রতিপাদয়তি’ অর্থ নয়।

বস্তুতঃ, কেবল ‘প্রতিপাদয়তি’ শব্দ ব্যবহার করলে ভাল হত। ‘অভিধত্তে’  
ব্যবহারে দোষ হয় ‘অন্তোক্তাশ্রয়’।

কেউ কেউ অবগত বলেন : অভিধামূলধাত্বক শব্দে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি  
দূর করার জন্য ‘অভিধত্তে’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, ‘ভদ্রাঙ্গনো  
দূরপিরোহতনো:—’ ইত্যাদিতে ‘কর’ শব্দের সাক্ষাৎ অর্থই হল শুঁড়। কিন্তু  
এটি অভিধা-বৃত্তি প্রতিপাদিত নয়, বঙ্গনার মাদামে ‘শুঁড় অর্থের প্রতীতি হয়।

কারিকা ৩ ক. খ. / সংকেতিতঃ [ অর্থঃ ] জাত্যাদিঃ  
পৃ: ৪, ৫৪ চতুর্ভেদঃ, জাতিঃ এব বা।

আদি=গুণ, ক্রিয়া এবং যদৃচ্ছা। চত্বারঃ ভেদাঃ ষষ্ঠ সং চতুর্ভেদঃ।  
‘জাত্যাদিঃ’র বিণ।

এখন প্রশ্ন : সংকেতিত অর্থ বা সংকেতের বিষয় বস্তুর কোন্ অংশটুকু ?  
কোন বৈশিষ্ট্যটুকু ? সংকেতিতার্থ বলতে বস্তুর কি বা কতটুকু বুঝি ?

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক বস্তুর তিন রকম বৈশিষ্ট্য (স্বরূপ)  
আছে। প্রথমতঃ, এর একটি বিশেষ আকৃতি আছে। যেমন, বল গোলাকার,  
বই চারকোণা, গরু চতুষ্পদ এবং গলকঞ্চলযুক্ত, মানুষ দ্বিপদ দ্বিতন্তু। দ্বিতীয়তঃ,  
যে কোন বস্তুই একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। মানুষ যেমন প্রাণীদের মধ্যে  
একটি বিশেষ শ্রেণীর। এই শ্রেণীধর্ম (class-element, জাতি বা সামান্য /  
মহুস্ব্য) মানুষকে অন্ত প্রাণী থেকে পৃথক করে বুঝিয়ে দেয়। এই শ্রেণীধর্ম  
হল সমষ্টিগত সত্তা।

তৃতীয়তঃ, বস্তুর একটি ব্যক্তিগত সত্তাও (ব্যক্তিত্ব—individuality)  
বিদ্যমান। মানুষ একটি শ্রেণীভুক্ত কিন্তু প্রতিটি মানুষই (বা আমাদের চিন্তায়  
ভাসে) আবার ভিন্ন।

এই ব্যক্তি-মাত্ৰ অথবা ব্যক্তি-গৰুই আমাদেৱ দৈনন্দিন প্ৰয়োজন মেটাৱ (অৰ্থক্ৰিয়াকাৰী)।

[ অৰ্থ = প্ৰয়োজন, ক্ৰিয়া = সম্পাদন। অৰ্থক্ৰিয়াকাৰী = প্ৰয়োজন-সম্পাদনকাৰী। ]

অৰ্থাৎ আমৰা কৰ্মে প্ৰবৃত্ত হওৱাৰ সময় অথবা কাজ থেকৈ নিবৃত্ত হওৱাৰ সময় ব্যক্তিৰ দৰজায় হ'না দিই। এককথায়, ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন মেটানোৱা ক্ষমতা আছে বুলি ব্যক্তিকই মাত্ৰকে কৰ্মে প্ৰবৃত্ত অথবা নিবৃত্ত কৰে। যেমন, দুখ পেতে গিয়ে গোব্যক্তিৰ কাছেই ৰাই। গো-ব্যক্তিই দুখ দেয়। গোত্ৰ দুখ দেয় না।

কাজেই 'দুখাধী গাং নিকষা গচ্ছতি'—বাক্যে 'গাম্'—পদেৰ সংকেতিতৰ্থ গোব্যক্তিকেই বোঝা উচিত। এই মতেৰ পৃষ্ঠপোষক নব্য নৈয়ায়িকেরা। এঁৱা ব্যক্তিবাদী।

ব্যক্তিবাদেৰ তিনিটি দোষ বৰা পড়েছে বৈয়াকরণ এবং তদনুসারী আলংকাৰিকের চোখে। এ তিনিটি হল : (১) আনন্ত্য (২) ব্যভিচার এবং (৩) বিষয়বিভাগাপ্রাপ্তি।

**আনন্ত্য**—সংকেতিত, ব্যাচ্য বা মুখ্য অর্থ বলতে যদি বস্তুর ব্যক্তি-স্বরূপকে বুঝি, তা হলে হয় (১) ঐ শ্ৰেণীভুক্ত সমস্ত ব্যক্তিকে বুঝতে হবে, অথবা (২) একটি মাত্ৰ ব্যক্তিকে বুঝতে হবে, অথবা (৩) কিছু ব্যক্তিকে বুঝতে হবে।

∴ গো শব্দেৰ অর্থ হবে, বিশেষ অতীত বৰ্তমান এবং ভবিষ্যতেৰ সমস্ত গৰু অথবা কয়েকটি গৰু (মানে কৰা যাক্ ১৫টি), অথবা একটিমাত্ৰ গৰু।

কিন্তু যদি গো-ৰ সংকেতিতৰ্থেৰ মদ্যে সমস্ত গো-ব্যক্তি থাকে, তাহলে গো-ৰ সংকেতিতৰ্থ-গ্ৰহণ অসম্ভৱ হবে। কাৰণ বিশেষ গৰু অনন্ত। কেউই সবগুলিকে জানতে পাৰে না। ∴ দেখা যাচ্ছে, বস্তুর অনন্ততা-কল্পনাৰ জগ্ৰ শুদ্ধ জ্ঞান সম্ভৱ হ'ছে না। যে দোষটিৰ সম্মুখীন হ'তে হ'ছে, তাৰ নাম আনন্ত্য।

কিন্তু ব্যবহারিক জগতে, গো-ৰ সংকেতিতৰ্থ আমৰা জানি। ∴ গো-ৰ সংকেতিতৰ্থ বিশেষ সমস্ত গো-ব্যক্তি হ'তে পাৰে না।

(২) এবং (৩) সংখ্যক ক্ষেত্ৰে ব্যভিচার দোষ উপলব্ধ হবে। ব্যভিচার শব্দেৰ অর্থ হল নিয়মেৰ অতিক্ৰম।

এখানে নিয়মটি হল : 'সংকেতিতশ্চৈব শাস্তবোধঃ'। —বাতে সংকেত গৃহীত হ'য়েছে, তাকেই অথবা ততদূৰ অবধিই শব্দেৰ অর্থ প্ৰতীত হয়।

এখন, গো-শব্দের সংকেত যদি কালো গরুতে গৃহীত হয়ে থাকে, অথবা ১৫টি মাত্র গরুতে গৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে সাদা গরুকে অথবা বোড়শ গরুকে গো-শব্দ দিয়ে অভিহিত করতে পারি না। কেননা, পূর্বোক্ত নিয়ম তাহলে অতিক্রান্ত হয়। কারণ, বোড়শ এবং সাদা গরু ‘সংকেতাবিষয়’।

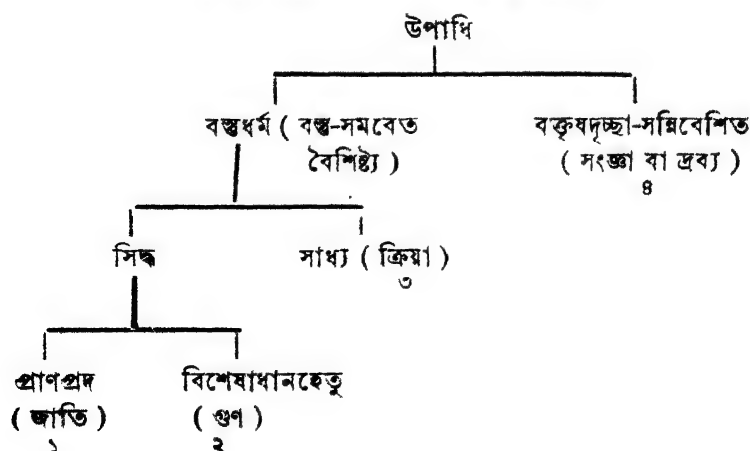
**বিষয়বিভাগাপ্রাপ্তি** এই দোষটিকে বোঝাতে গিয়ে বারবার এই বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন বৈয়াকরণেরা : গোঁঃ গুরুশ্চলো ডিথঃ। এখানে গো জ্ঞাতিশব্দ, গুরু গুণশব্দ, চল ক্রিয়াশব্দ, আর ডিথ হল সংজ্ঞাশব্দ অথবা দ্রব্যশব্দ অথবা বদচ্ছাশব্দ।

সংকেতিতার্থ বলতে যদি গো-ব্যক্তিকে বুঝি তাহলে সব শব্দগুলি দিয়ে একটিই বস্তুকে অর্থাৎ গো-ব্যক্তিকে বুঝতে হয়। অত্র শব্দগুলির আর পৃথক সংকেতিত বিষয় থাকে না। এদের বিষয়-বিভাগও সম্ভব হয় না। কিন্তু বিষয়-বিভাগ সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝি। তাই ব্যক্তিতে সংকেত-গ্রহণ উচিত নয়।

ব্যক্তিতে সংকেত-গ্রহণ উচিত নয়—এ বিষয়ে বৈয়াকরণ এবং মীমাংসক একমত। কিন্তু কোথায় সংকেত-গ্রহণ উচিত, অথবা সংকেতিতার্থ কোনটি—এবিষয়ে দুয়ের মধ্যে মতবিরোধ। বৈয়াকরণ বলেন : সংকেত ব্যক্তির উপাধিতে (ধর্মে বা বৈশিষ্ট্যে) বোধ্য। এই উপাধি ৪ রকম : জাতি, গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য। বৈয়াকরণ তাই উপাধিবাদী বা জাত্যাদিবাদী।

মীমাংসকের মতে, সংকেতিতার্থ হল জাতি। মীমাংসক জাতিবাদী।

পৃঃ ৪, ৫৫      উপাধিচ্চ.....মহাভাষ্যকারঃ।



বদচ্ছা = স্বেচ্ছা। সিদ্ধ = পূর্ণ Complete, accomplished

সাধ্য বস্তুধর্ম / ক্রিয়া; ক্রিয়া পূর্ণ বস্তু নয়, ক্রিয়ার কতকগুলি অবয়ব আছে,  
যাদের কিছু থাকে পূর্বক্ৰণে কিছু পরক্ৰণে / পূর্বাপরীভূতাবয়ব।

বিশেষাধানহেতু: / বিশেষস্ত বৈশিষ্ট্যস্ত আধানং স্থাপনং, তস্ত হেতু:।

জাতি হল প্রাণপ্রদ বস্তুধর্ম। জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ফলেই বস্তু ব্যবহারের  
দিক্ থেকে প্রাণ পায়। গরুকে গরু বলে ব্যবহার করি, আখ্যা দিই গোস্তের  
জন্তাই, গরুর আকৃতির জন্ত নয়। আকৃতির জন্ত কোন বস্তুকে অ-গরুও বলতে  
পারি না। জাতির জন্তে তা পারি। ধারণাটিকে মনট সমর্থন করেছেন ভর্তৃ-  
হরির বাক্যপদীয় থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে: 'ন হি গো: স্বরূপেণ গো:, নাপ্যগো:'।

বিশেষাধানহেতু সিদ্ধ বস্তুধর্ম / গুণ বস্তুকে বিশিষ্ট করে দেয়। যেমন  
স্ক্রম্ব একটি অস্তিত্বশীল (ব্যবহারিক জগতে) বস্তুকে ভিন্ন করে দেয়। আখ্যাগত  
দিক্ থেকে কিংবা ব্যবহারগত দিক্ থেকে কোন বস্তুকে আসলে প্রাণ দেয়  
অথবা অস্তিত্বশীল করে তোলে জাতিই। লক্ষসত্যাকম্ = জাত্যা প্রাপ্তব্যবহার-  
যোগ্যতাকম্। বস্তুকে [শব্দবিশেষ] ব্যবহারযোগ্য করে তোলে জাতি, অন্য  
বস্তু থেকে ভিন্ন করে দেয় গুণ।

ডিখাদিশব্দানাম্..... বদচ্ছাত্মক ইতি।

বদচ্ছাত্মক: (বক্তৃবদচ্ছাসম্মিবেশিত:) স: অয়ম্ (উপাধি:) সংজ্ঞারূপ:  
(স্ফোটরূপ) ইতি।

জাতি, গুণ এবং ক্রিয়াবাচক শব্দের উপাধি বা বৈশিষ্ট্যগুলি হল জাতি,  
গুণ এবং ক্রিয়া। সংজ্ঞাশব্দ, বদচ্ছা শব্দ বা দ্রব্যশব্দের উপাধি হল ঐ নামের  
স্ফোট। 'অন্ত্যবুদ্ধিনির্জ্ঞাহম্' এবং 'সংহৃতক্রমম্'—'স্বরূপম্' এর এই দুটি বিশেষণ  
দিয়ে তাই দেখানো হয়েছে।

অন্ত্য = শেষ অক্ষর। স্ফোট নিরবয়ব এবং অখণ্ড, তাই পূর্বাপর ক্রম-  
রহিত।

'ডিখাদিশব্দানাম্ স্বরূপম্ স্ফোটরূপম্'।

পরমাধাদীনাং তু গুণমধ্য..... গুণত্বম্।

বৈশেষিকদর্শনে সাতটি পরার্থের মধ্যে গুণ একটি। ২৪টি গুণের মধ্যে  
পরিমাণ একটি। পরিমাণ ৪ রকম: অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব। এছাড়া আরও  
২ রকমের পরিমাণ রয়েছে। এদুটি হল—পরমাণু এবং পরমমহৎ।

পরমাণুপরিমাণ বা পরমাণুত্বের অস্ত্র নাম পারিমাণুল্য। পরমাণুত্ব, পরমাণুর প্রাণপ্রদ উপাদি বা ধর্ম। পরমাণু থেকে পরমাণুত্বকে পৃথক করা যায় না। তাই বৈয়াকরণ এবং আলংকারিকদের মতে পরমাণুত্ব একটি জাতি, এবং পরমাণু জাতিশব্দ।

কিন্তু বৈশেষিকেরা পরমাণুত্বকে জাতি বলতে পারেন না। তাঁদের নিয়মে, কোন বস্তুতে যদি ২টি জাতি থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ হবে পর-অপর\*। কিন্তু পরমাণুত্বকে এরকম ক্ষেত্রে পর অথবা অপর—বলা মুশ্বিল। তাই, একে জাতি বলতে পারেন নি বৈশেষিকেরা। কিন্তু বৈয়াকরণ এবং আলংকারিকদের ঐ ধরনের কোন নিয়ম নেই বলে একে অর্থাৎ পরমাণুত্বকে (পরমাণুপরিমাণকে) জাতি বলেন। আর বলেন : বৈশেষিকেরা যে বলেছেন পরমাণুত্ব গুণ, তা কেবল পরিভাষিক অর্থে, ধারণাগত (conceptual) অর্থে নয়।

জাতিবাচক শব্দের আলোচনা এখানে শেষ। জাতিবাচক শব্দের মুখ্য অর্থ হল জাতি।

পৃঃ ৫, ৫৫-৫৬    গুণ-ক্রিয়া-যদৃচ্ছানাং ..... আলম্বনভেদাৎ।

গুণ প্রভৃতি গুণবাচক শব্দের সংকেত (convention) হল গুরুতা-গুণে। বরফ, দুধ এবং শাঁপের গুরুতা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। তাহলে প্রশ্ন উঠে : কোন গুরুতাকে সংকেতিতার্থ বলে বুঝব ? (১) একটিমাত্র গুণের পরিপ্রেক্ষিতেই কি সংকেত-গ্রহণ হবে ? অথবা (২) সীমিত কয়েকটি গুণের পরিপ্রেক্ষিতে ? অথবা (৩) সমস্ত গুণের পরিপ্রেক্ষিতে ? কিন্তু দেখা যাবে, প্রথম দুটির ক্ষেত্রে দোষ হবে ব্যভিচার, আর শেষেরটিতে আনন্ত্য।

ময়ট সমাধানে বলেছেন : ‘গুরু’ সবক্ষেত্রেই এক (বস্তুতঃ একরূপঃ), কেবল আশ্রয়ভেদে ভিন্ন। যেমন, একই মুখ খাঁড়া, তেল, আয়না—প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীত হয়।

ক্রিয়াবাচক এবং যদৃচ্ছাবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা।

গুণ, ক্রিয়া এবং যদৃচ্ছাবাচক শব্দের অর্থ-প্রতীতির ক্রম হল এরকম :

(১) অভিধা দিয়ে গুণবাচক শব্দ গুণকে, ক্রিয়াবাচক শব্দ ক্রিয়াকে, যদৃচ্ছাবাচক শব্দ যদৃচ্ছাকে প্রকাশ করে (বোঝায়)।

\* পর = ব্যাপক। অপর = কম ব্যাপক।



(২) পরে গুণ, ক্রিয়া, বদৃচ্ছা-র আশ্রয় ব্যক্তিকে বোঝা যায় আক্ষেপ অথবা অন্ত্রমানের মাধ্যমে।

পৃ: ৫, ৫৬ হিমপয়ঃশব্দাভ্যশ্রয়েষু .....ইতি অন্তে।

ইতিপূর্বে বৈয়াকরণদের জাত্যাদিসন্ধেতবাদ বা উপাধিবাদ আলোচিত হয়েছে। এখন মীমাংসকের জাতিসন্ধেতবাদের আলোচনা। মীমাংসক জাতিবাদপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন এভাবে :

গুরুম্ হিমম্, গুরুঃ পয়ঃ, গুরুঃ শব্দাঃ—এ সমস্ত স্থলে প্রতিটি গুরুই সত্যিই (পরমার্থতঃ) ভিন্ন, যেমন প্রতিটি গো-ব্যক্তি পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু গোত্বের মত এদের প্রত্যেকেই একটি শ্রেণীদর্মের (সামান্যের) আশ্রয়। They belong to the same class. যার ফলে প্রতিটি 'গুরু'কেই গুরু বলে বুঝি (অভিন্নপ্রত্যয়) এবং গুরু বলে অভিহিত করছি (অভিন্নাভিধান)।

এই গুরুত্ব-ই ভিন্ন ভিন্ন গুরুকে গুরু বলে ব্যবহারের কারণ (প্রবৃত্তিনিমিত্তম্—Connotation)। প্রবৃত্তৌ ব্যবহারে নিমিত্তম্ কারণম্=প্রবৃত্তিকারণম্।

মনে রাখা প্রয়োজন : মীমাংসকের মতে সমস্ত শব্দেরই প্রবৃত্তিনিমিত্ত হল জাতি। অর্থাৎ সমস্ত শব্দই জাতিবাচক। গুরুত্ব বৈয়াকরণমতে গুণ। মীমাংসকের মতে গুরুত্ব, পাকত্ব, ডিখত্ব—সমস্তই গোত্বের মত জাতি।

পৃ: ৫, ৫৬ তদ্বান্ অপোহো বা শব্দার্থঃ কৈশ্চিদ্ উক্তঃ

- (১) তদ্বান্ শব্দার্থঃ }  
(২) অপোহো বা „ } —এই দুটি মত এখানে উদ্ধৃত।

প্রথমটি হল প্রাচীন নৈয়ায়িকের। দ্বিতীয়টি বৌদ্ধের।

(১) তদ্বান্=জাতিবান্। তৎ=জাতি

জাতিবান্ জাতিবিশিষ্টঃ পদার্থঃ ব্যক্তিরূপঃ শব্দার্থঃ শব্দস্ত সংকেতিতঃ অর্থঃ। ব্যক্তিকে সংকেতিত অর্থ বললে আনন্ত্য এবং ব্যক্তিচার দুই দোষের সম্মুখীন হতে হয়। জাতিতে সংকেত মেনে নিলে আবার ব্যক্তিকে বোঝা যায় না, কিন্তু ব্যক্তি ছাড়া বস্তু কখনও ব্যবহারযোগ্য হতে পারে না। তাই নৈয়ায়িকেরা শব্দের অর্থ বলতে—জাতিবিশিষ্টব্যক্তিকে বোঝেন। আর প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা বস্তুর তিনটি বৈশিষ্ট্যকেই বোঝেন—জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ন্ত পদার্থঃ। (এটিরই সংক্ষেপে উল্লেখ বোধ হয় 'তদ্বান্ শব্দার্থঃ')।

(২) বৌদ্ধদের মতে, শব্দের অর্থ হল ভেদরূপ (distinction) অর্থাৎ অ-তদ্ব্যাবৃতি। ব্যাবৃতি=ভিন্নতা। যেমন, গরু বললে যা বুঝি তা হল অ-গরু থেকে ভিন্ন এক বস্তু (অ-গোব্যাবৃতি)। এই ‘অ-তদ্ব্যাবৃতি’র অন্ত নাম অপোহ। আসলে, বৌদ্ধেরা ক্ষণিকবাদী। জাতি, গুণ, ক্রিয়া, যদৃচ্ছা-র মত নিত্য কোন কিছু মানেন না। তা-ই এগুলিকে অর্থ বলতে পারেন না।

শব্দের সংকেতিত অর্থ কি?—এই বিষয়ে সব মিলিয়ে মম্মট পাঁচটি মতবাদ উদ্ধৃত করেছেন। এগুলি হল :

- (১) ব্যক্তিশক্তিবাদ বা ব্যক্তিসংকেতবাদ বা ব্যক্তিবাদ (নব্য নৈয়ায়িক)
- (২) জাত্যাদিবাদ বা উপাদিবাদ (বৈয়াকরণ)
- (৩) জাতিবাদ (মীমাংসক)
- (৪) জাতিবিশিষ্টব্যক্তিবাদ (প্রাচীন নৈয়ায়িক)
- (৫) অপোহবাদ (বৌদ্ধ)

মম্মট আলংকারিক। আলংকারিক বৈয়াকরণ-অনুসারী, কাজেই উপাদি-বাদের সমর্থক। যদিও কারিকাতে মম্মট উপাদিবাদ এবং জাতিবাদ-দুটিই উদ্ধৃত করেছেন। ‘শব্দব্যাপারবিচারে’ মম্মট উপাদিবাদকে স্পষ্টতঃ সমর্থন করেছেন।

সংকেত কিসে গৃহীত হয়—এতক্ষণ আলোচিত হল। সংকেত-গ্রহের উৎসের কথা কিছু মম্মট বলেন নি। এই উৎস-সংখ্যা হল ৮, এগুলি হল : ব্যাকরণ, উপমান, কোশ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যের শেষ-অংশ, বিবৃতি, এবং সিদ্ধপদের সান্নিধ্য।

### পৃঃ ৫, ৫৬ কারিকা ৩

ইতিপূর্বে মম্মট বাচক শব্দ, বাচ্যার্থ এবং অভিধার লক্ষণ করেছেন। এখন কারিকা ৩-এ লক্ষণা ও লক্ষ্যার্থের এবং কারিকা ৪-এ লাক্ষণিক শব্দের লক্ষণ করলেন। ‘যৎ অন্তঃ অর্থঃ লক্ষ্যতে সা ক্রিয়া লক্ষণা’—অংশটুকু লক্ষণায় সংজ্ঞা। এর বৃত্তি হল : মুখ্যেন অমুখ্যোহর্থো লক্ষ্যতে যৎ, স শব্দ-ব্যাপারঃ লক্ষণা।

যৎ=যেন শব্দব্যাপারেণ।

অন্তঃ অর্থঃ=অমুখ্যঃ অর্থঃ=লক্ষ্যার্থঃ।

শব্দব্যাপারঃ=শব্দবৃত্তিঃ।

বৃত্তি অথবা কারিকায় ‘লক্ষ্যতে’র বদলে ‘প্রতিপাদ্যতে’ বদলে ভাল হত।  
‘লক্ষ্যতে’ বলায় ‘স্বাশ্রয়’ দোষ হয়।

লক্ষ্যার্থের সংজ্ঞা বুঝে নিতে চলে : যঃ অন্ত্র অর্থঃ লক্ষ্যতে, স লক্ষ্যার্থঃ।

লক্ষ্যার্থ এখানে কাব্যি। শব্দ হল কর্তা। বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ করণ।  
মুখ্যার্থের বৃত্তি বা ব্যাপার হল লক্ষণ। যেহেতু ‘করণং ব্যাপারবৎ’।  
তাই বলা হয়, লক্ষণা মুখ্যার্থনিষ্ঠ। বৃত্তিতে মুখ্যার্থের প্রতিশব্দ হল সান্ত্ব্যর্থ।  
‘অন্তরেণ ব্যবধানেন সন্নিহিতঃ অর্থঃ সান্ত্ব্যর্থঃ’। ব্যবধান অভিধা-নামক  
ব্যাপারের। কারণ প্রথমে শব্দ, মাঝখানে অভিধা, পরে বাচ্যার্থ বা  
মুখ্যার্থ। শব্দ—অভিধা—বাচ্যার্থ। শব্দ আর বাচ্যার্থের মাঝখানে ব্যবধান  
অভিধার। প্রশ্ন উঠবে, লক্ষণা যদি ‘বাচ্যার্থ-ব্যাপার’ হয়, তবে কেন  
বলা হল শব্দ-ব্যাপার? উত্তরে বলা হয়—ঔপচারিক প্রয়োগের ফলে অথবা  
আরোপের ফলে এরকম সম্ভব। এখানে বাচ্যার্থের ধর্ম\* আরোপ করা  
হল শব্দে। লক্ষণাকে বলা হল আরোপিত শব্দ-ব্যাপার। অর্থাৎ লক্ষণা  
শব্দের স্বাভাবিক বৃত্তি বা ব্যাপার নয়। এককথায়, ‘আরোপিতঃ শব্দব্যাপারঃ’  
বদলে বোঝায় ‘সান্ত্ব্যর্থনিষ্ঠঃ শব্দব্যাপারঃ’। ঔপচারিক বা আরোপমূলক  
প্রয়োগের উদাহরণ হল ‘বিনিদ্র রজনী বাপন করিলাম’। আমি  
বিনিদ্র ছিলাম। কিন্তু এই বিনিদ্রতা-ধর্ম রজনীর উপর প্রয়োগ করা হল।

কারিকায় ‘মুখ্যার্থবোধে.....প্রয়োজনাৎ’—অংশটুকুতে লক্ষণা প্রবর্তিত  
হওয়ার জন্য যে তিনটি শর্ত প্রয়োজন, তা বলা হয়েছে।

‘মুখ্যার্থবোধে’ ‘তদ্বোধে’-তে ভাবে ৭মী। ‘প্রয়োজনাৎ’-এ হেতৌ ৫মী।  
রুচিঃ—পঞ্চমার্থে তাসল্।

লক্ষণার তিনটি শর্ত হল : (১) মুখ্যার্থবোধ, (২) তদ্বোধ এবং (৩) রুচি  
অথবা (৩) প্রয়োজনের যে কোন একটি।

লক্ষণার প্রথম শর্ত : ‘মুখ্যার্থ-বোধঃ’

মুখ্যার্থস্ত বাচ্যার্থস্ত সংকেতিতার্থস্ত বা বোধঃ অচুপপত্তিঃ  
অনৌচিত্যঃ বা ইত্যর্থঃ।

বোধ = অপ্রযোজ্যতা, অচুপপত্তি, অনৌচিত্য।

---

\* ধর্ম = ব্যাপার = ক্রিয়া = বৃত্তি।

পৃঃ ৫, ৫৬-৫৭ বৃত্তি 'কর্মণি কুশল':..... মুখ্যার্থস্ত বাধে।

অযোগ—অ-প্রসঙ্গ।

দর্ভগ্রহণাত্মযোগাৎ—দর্ভ-গ্রহণের প্রসঙ্গ না থাকায়।

ঘোষাচ্ছদিকরণত্বাসম্ভবাৎ—ঘোষপল্লী-প্রভৃতির আধারভেদে অসম্ভব-হেতু,

অর্থাৎ গঙ্গা-শ্রোত ঘোষপল্লীর আধার হতে পারে না বলে।

প্রশ্ন হল, “কর্মণি কুশলঃ” এবং ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’—তে মুখ্যার্থের অপ্রযোজ্যতা কেন?

উত্তরে বলা হবে, ‘কর্মণি কুশলঃ’—বাক্যে কুশল-শব্দের মুখ্যার্থ দর্ভ-গ্রহীতা ‘কর্ম’—শব্দের অর্থের সঙ্গে অপ্রযোজ্য। ‘কাজে দর্ভগ্রহীতা’—বললে কোন অর্থই হয় না।

কুশল-শব্দের বাচ্যার্থ দর্ভ-গ্রহীতার এই অপ্রযোজ্যতা-(বাধ)-র জন্য কুশল-শব্দের অন্য অর্থ আমাদের মনে ভেসে ওঠে। অন্য অর্থ হল: পটু বা চতুর। কুশলশব্দের অভিধা এই অর্থকে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু লক্ষণা (অধিকতর শক্তিশালী বৃত্তি) পারে। অর্থাৎ মুখ্যার্থের অপ্রযোজ্যতার (বাধের) জন্তেই লক্ষণার অবগতি বা আশ্রয়।

‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’—উদাহরণে গঙ্গা-শব্দের বাচ্য অর্থ গঙ্গা-প্রবাহ ঘোষপল্লীর সঙ্গে অস্থিত হতে পারে না। কেননা, গঙ্গা-প্রবাহ বা গঙ্গা-শ্রোত ঘোষপল্লীর আধার হতে পারে না। এজন্তেই মুখ্যার্থের এখানে অরূপপত্তি বা অনববোধ (বাধ:), বা অপ্রযোজ্যতা।

আর এজন্তেই গঙ্গা-শব্দের অর্থ বুঝি: গঙ্গাতট। এটি লক্ষণা-বৃত্তি প্রতিপাদিত অর্থ। মুখ্যার্থের অরূপপত্তিই এই বৃত্তির বোধের কারণ।

দ্বিতীয় শর্ত: ভদ্-যোগঃ। তস্ত মুখ্যার্থস্ত লক্ষ্যার্থেন যোগ: সম্বন্ধ: ইত্যর্থঃ

ভদ্-যোগে = বিবেচকদ্বন্দ্বো সামীপ্যে চ সম্বন্ধে। —বৃত্তি।

প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে কোন শব্দের অভিধানিক অর্থ ছাড়া অতিরিক্ত অর্থ যখন আমরা বুঝি, তখন সেই অতিরিক্ত অর্থকেই বলি লক্ষ্যার্থ। যেমন—বোলপুর কলেজ এবার শীল্ড পেল। ‘বোলপুর কলেজ’—বলতে বোলপুর কলেজের খেলোয়াড়দের বুঝি। খেলোয়াড়—অর্থটুকু হল অতিরিক্ত অর্থ বা লক্ষ্যার্থ। অতিরিক্ত অর্থ বা লক্ষ্যার্থ কিন্তু কোন সময়েই একেবারে অবাস্তব

হবে না। শব্দের বাচ্যার্থের সঙ্গে লক্ষ্যার্থের যোগ বা সম্বন্ধ থাকা চাই। অন্ত কথায়, লক্ষণা-র জন্য ‘তদ্-যোগ’ প্রয়োজন। ‘বোলপুর কলেজ’—বাচ্যার্থের সঙ্গে ‘খেলোয়াড়’—লক্ষ্যার্থের সম্বন্ধ হল আধার-আধেয়। কলেজ আধার, খেলোয়াড় আধেয়।

‘কর্মণি কুশল’—এখানে কুশল-শব্দের বাচ্যার্থ ‘দর্ভগ্রহীতা’ আর লক্ষ্যার্থ ‘চতুর’—দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হল : বিবেচকত্ব বা বাছাই-করার গুণ। দর্ভগ্রহীতা এবং চতুর—দুইই ভাল-মন্দ্র মধ্যে ভাল বাছাই করতে সমর্থ।

‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’—এখানে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থ ‘গঙ্গাপ্রস্রোত’ এবং লক্ষ্যার্থ ‘তট’—দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হল সামীপ্য। গঙ্গার গায়েই (=সমীপে) গঙ্গাতীর।

কারিকার ‘প্রয়োজনাৎ’—অংশটুকুর বৃত্তি করা হয়েছে :

‘গঙ্গাতটে ঘোষঃ’ ইত্যাদে: ..... তথাপ্রতিপাদনাত্মনঃ  
প্রয়োজনাৎ।

একটি উদ্দেশ্য ছাড়া (প্রয়োজন ছাড়া) লাক্ষণিক শব্দ প্রয়োগ করা হয় না। ‘গঙ্গাতটে ঘোষপল্লী ( অবস্থিত )’ বললে ঘোষপল্লীটি যে শীতল-স্নিগ্ধ এবং পবিত্র,—তা বোঝা যায়। ( গঙ্গার হাওয়ায় শীতল-স্নিগ্ধ, এবং গঙ্গামাটির উপরে হওয়ায় পবিত্র )। কিন্তু ঘোষপল্লীর স্নিগ্ধতা, পবিত্রতা প্রভৃতির আতিশয্য\* বোঝাতে গেলে বলতে হয়—ঘোষপল্লীটি গঙ্গাগর্ভে ( অবস্থিত ) বা ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’। যেমন গঙ্গার খুব কাছেই আমার মামার বাড়ী—এরকম বোঝাতে অর্থাৎ অতিনৈকট্য বোঝাতে বলি—গঙ্গার উপরেই আমার মামার বাড়ী। এখানে গঙ্গা-শব্দ লাক্ষণিক। গঙ্গা-শব্দের অর্থ এখানে গঙ্গা-প্রবাহ বা গঙ্গাপ্রস্রোত নয়। কারণ গঙ্গাপ্রস্রোতের উপর বাড়ী থাকা অসম্ভব। গঙ্গা-শব্দের অর্থ হল : গঙ্গাতীরের খুব কাছে।

পৃ: ৫, ৫৭ যেযাং ন তথা প্রতিপত্তি:

ন তথা = ন অতিশয়রূপেণ

যেযাং = যেযাং ধর্মণাং বৈশিষ্ট্যাণাং বা।

তথাপ্রতিপাদনাত্মনঃ = তথা অতিশয়রূপেণ প্রতিপাদনম্ বোধনম্ আত্ম স্বরূপং বস্ত্র, তস্মাৎ। ‘প্রয়োজনাৎ’-এর বিণ।

\* অতিশয্য = অতিশয় = আধিক্য = প্রাচুর্য।

লক্ষণার তৃতীয় শর্ত : রুচি (প্রসিদ্ধি) এবং প্রয়োজন (উদ্দেশ্য)—দুয়ের মধ্যে একটি । রুচি-প্রয়োজনানুত্তরত্ব ।

বস্তুতঃ, সমস্ত লাক্ষণিক শব্দ-ব্যবহারের কারণ হল একটি উদ্দেশ্য অথবা বিশেষ প্রয়োজন । যদিও বলা হয়েছে কখনও কখনও প্রসিদ্ধির ফলে (রুচিতঃ) লাক্ষণিক শব্দের ব্যবহার করা হয় ।

‘কর্মণি কুশলঃ’—এখানে লাক্ষণিক শব্দ হল ‘কুশলঃ’ । এখানে লক্ষণা-বৃত্তির প্রবর্তনার অন্ততম হেতু হল প্রসিদ্ধি । এটি রুচিলক্ষণার উদাহরণ । কুশল-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বা বাচ্যার্থ হল কুশ-ছেদক বা দর্ভগ্রহীতা (কুশং লাতি ছিনত্তি ইতি) ।

‘কর্মে (চবি-আঁকা, মুক্তি-নির্মাণ ইত্যাদি কাজে) কুশল’—এরকম বাক্যে কুশলের বাচ্যার্থ দর্ভগ্রহীতার সঙ্গে ‘কর্মে’র সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব হয় (মুখ্যার্থ-বাধ হয়) । কিন্তু কুশল-শব্দের অগ্রা অর্থ পটু বা চতুর । এটি বাচ্যার্থ নয় । প্রশ্ন তবে কোন্ অর্থ ? উত্তর—লক্ষ্যার্থ । আর এরকম অর্থ শব্দের লক্ষণা-বৃত্তির ফলে সম্ভব ।

কুশল-শব্দের লাক্ষণিক অর্থ পটু বা চতুর কিন্তু প্রসিদ্ধ, সর্ব-জন-জ্ঞাত ।

প্রসিদ্ধি বা রুচির ফলেই এখানে লক্ষণা বোঝা সম্ভব হল ।

মূলতঃ, এখানেও কিন্তু একটি বিশেষ প্রয়োজনেই লক্ষণা-স্বীকার করতে হয়েছিল । প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যটি হল—ভাল-মন্দ বাছাই করার প্রবল ক্ষমতা বোঝানো (বিবেচকাত্মশয়ঃ) । ‘কর্মণি চতুরঃ’ বললে ‘কাজে বিবেচক বা পটু’—এরকম বুঝি কিন্তু ‘বিবেচকাত্মশয়’ বোঝা যায় না ।

আসলে, দীর্ঘকাল ধরে শব্দগুলি এভাবে প্রযুক্ত হওয়ায় এর প্রয়োগের মধ্যে যে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, তা আমরা ভুলে গিয়েছি ।

তাই রুচিলক্ষণাও মূলতঃ প্রয়োজন-লক্ষণাই ।

পৃঃ ৫, ৫৭ কারিকা ৫

প্রসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ = উপাদানম্ ।

স্ব = মুখ্যার্থ

সিদ্ধি = অস্বয়সিদ্ধি

পর = লক্ষ্যার্থ

আক্ষেপ = লক্ষণ, লক্ষণা-দ্বারা প্রতিপাদন ।

উপাদান = গ্রহণ, অন্তর্ভাব।

‘কৃন্তাঃ প্রবিশন্তি’.....উপাদানেনেরয়ং লক্ষণা।

আক্ষিপ্যন্তে—লক্ষণয়া প্রতপাত্যন্তে।

স্ব-সংযোগিনঃ = যষ্টি-সংযোগিনঃ পুরুষাঃ।

আত্মনঃ = নিজের = মুখ্যার্থের = কৃন্ত এবং যষ্টি-রূপ মুখ্যার্থের।

কৃন্ত = বর্শা, কৃন্তী = বর্শাদারী। কৃন্তাদিভিঃ—কর্তরি ওয়া।

### উপাদান-লক্ষণা

মুখ্যার্থের অন্তর্ভাব-সহ বা মুখ্যার্থ-সহ যখন লক্ষণা প্রবর্তিত হয়, তখন সেই লক্ষণাকে বলা হয় উপাদান-লক্ষণা। বাক্যার্থের সঙ্গে কোন পদের মুখ্যার্থের সম্বন্ধ-স্থাপনের জগুই (= বসিদ্ধয়ে) লক্ষ্যার্থের প্রবর্তনা।

বৃত্তিতে মনস্ট উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ দিয়েছেন দুটি : (১) কৃন্তাঃ প্রবিশন্তি—বর্শাগুলি ঢুকছে। (২) যষ্টয়ঃ প্রবিশন্তি—লাঠিগুলি ঢুকছে। বর্শা বা লাঠিগুলি ঢুকছে—বললে বুঝি বর্শাওয়ালা লোকেরা বা লাঠিধারী সৈনিকেরা ঢুকছে। বর্শা বা লাঠিগুলি ঢুকছে—বলার উদ্দেশ্য (প্রয়োজন) হল : কাতারে কাতারে বর্শাওয়ালা লোক বা লাঠিয়াল ঢুকছে—বোঝানো। ‘বর্শাওয়ালা লোকগুলি আসছে’ বললে তাদের অসংখ্যতা বোঝা যায় না।

লক্ষণা তাই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বা প্রয়োজনবর্তী। এখানে লক্ষ্যার্থদুটি হল—‘বর্শাওয়ালা লোক এবং লাঠিয়াল’। ‘বর্শাওয়ালা লোক’—এই লক্ষ্যার্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ‘কৃন্ত’ শব্দের মুখ্যার্থ ‘বর্শা’। লক্ষণা তাই উপাদান-লক্ষণা। ‘লাঠিয়ালে’র বেলায়ও লক্ষণা একই রকম।

এখানে লক্ষণার তিনটি শর্ত হল এ রকম :

প্রথম শর্ত মুখ্যার্থবোধ। ‘বর্শাগুলি প্রবেশ করছে’—বললে প্রবেশ-রূপ অর্থের সঙ্গে ‘বর্শা’ শব্দের ‘বল্লম’ রূপ অর্থের অসংগতি বা অনন্বয় (বোধ) লক্ষ্য করা যায়। কারণ ‘বল্লম’ নিজীব বলে প্রবেশ করতে পারে না। তাই এখানে ‘বর্শা’-শব্দের ব্যবহারিক অর্থ (লক্ষ্যার্থ) দাঁড়ায় বর্শা-ওয়ালা লোক (স্ব-সংযোগী পুরুষ)।

দ্বিতীয় শর্ত, তদ্ব্যোগ। ‘বর্শা’ শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গে ‘বর্শাওয়ালা লোকে’র—লক্ষ্যার্থের সম্বন্ধ হল সংযোগ।

দ্বিতীয় শর্ত, প্রয়োজন। এখানে প্রয়োজন হল বর্ষা-ঋণীদের অসংখ্য বোঝানো।

এখন শুরু হল নতুন প্রসঙ্গ :

‘গৌরম্মবক্ষ্যঃ’ এবং ‘পীনো দেবদন্তো দিবা ন ভুঙ্ক্বে’—বাক্য দুটিকে উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ হিসেবে দোঁথায়েছেন মুকুলভট্ট।

মন্মথের মতে, দুটির কোনটিতেই উপাদান-লক্ষণা নেই। বৃত্তিতে মন্মথ বলেছেন—‘গৌরম্মবক্ষ্যঃ’.....তু নোদাহর্তব্য।

ঋতিচোদিতম্ = বেদবিহিতম্।

অম্মবক্ষনম্ = হননম্।

আক্ষিপ্যতে = লক্ষণা বোধ্যতে।

মে = জাত্যাঃ। জাতির।

জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে তিনটি প্রাণী-হত্যার নিয়ম ছিল। এর মধ্যে একটি হল ষাণ্ড। একটি বৈদিক বিধি রয়েছে এর জন্তে : গৌরম্মবক্ষ্যঃ।

মুকুল ভট্টের মতে, বৈদিক এই বাক্যটির গো-শব্দটি লাক্ষণিক। গো-শব্দের বাচ্যার্থ হল গোত্ব-জাতি। কেননা, জাতিরূপ উপাধিই হল শব্দের সংকেতিভার্থ। ‘গোত্ব-জাতি’—এই মুখ্যার্থ ‘অম্মবক্ষ্যঃ’ এর অর্থ অম্মবক্ষন বা হননের সঙ্গে অস্থিত হতে পারে না। কারণ, জাতি নিত্য পদার্থ। জাতির হনন অসম্ভব। জাতি তাই ভাবতে থাকে—বেদের বিধান অম্মসারে আমার হনন কিভাবে সম্ভব? এভাবে গোত্ব-জাতিরূপ মুখ্যার্থ বাধিত হয়। জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আধারাদেয়-রূপ। ব্যক্তি আধার, জাতি আধেয়। তাই ‘মুখ্যার্থবাধ’ এবং ‘তদ্বোধগ’ থাকায় গোত্ব-জাতি গো-ব্যক্তিকে আক্ষিপ্ত করে, ( লক্ষিত করে )। গো-ব্যক্তি লক্ষ্যার্থ। গো-ব্যক্তিকে বোঝাতে গো-শব্দের অভিধা অসমর্থ। তাই গো-শব্দের লক্ষণা স্বীকার করতে হয়। অভিধা একমাত্র গোত্ব-জাতিকে বোঝায়। গোত্ব-জাতি হল বিশেষণ-ধর্ম বা ভেদক-ধর্ম। বিশেষ্য গো-ব্যক্তি। অভিধার শক্তি গোত্ব-জাতিকে বা বিশেষণকে বুঝিয়েই ক্ষান্ত হয়। বিশেষ্যকে বা গোব্যক্তিকে আর বোঝাতে পারে না। তাই গোব্যক্তি অভিধা-ব্রান্ত-প্রতিপাদিত অর্থ নয়। এটি লক্ষ্যার্থ।

এ প্রসঙ্গে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন মুকুলভট্ট। উক্তিটি হল : বিশেষ্যঃ নাভিধা গচ্ছৎ ক্ষীণশক্তির্বিশেষণে। বিশেষণেই অর্থাৎ বিশেষণকে বোঝাতে



গিয়েই [ অভিমার ] শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। অভিধা বিশেষত্বকে তাই আর বোঝায় না ( ন গচ্ছেৎ )।

এই উক্তি বা নীতিটি একটি সত্যের প্রতিষ্ঠা করে। কেননা, অভিধা যদি একের পর এক অর্থকে বোঝাত, তাহলে অভিধা-নামক শব্দ-ক্ষমতার আর শেষ বলে কিছু থাকত না।

পৃঃ ৬, ৫৭-৫৮ “গৌরমুবন্ধ্যঃ” ইত্যাদৌ... ইতি জ্ঞান্য। অংশটুকু মুকুলভট্টের বক্তব্য।

মশ্যট বলেছেন—ইতি অর্থাৎ উপরি-উক্ত ভাবে ‘গৌরমুবন্ধ্যঃ’—বাক্যে উপাদান-লক্ষণা আছে, বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ :

লক্ষণার প্রথম দুটি শর্ত পূরণ হয়েছে, কিন্তু তৃতীয় শর্তটি অর্থাৎ ‘রুঢ়ি-প্রয়োজনাত্তরত্ব’ পূরণ হয় নি।

প্রথমতঃ, এখানে মুখ্যার্থ হল গোত্ব-জাতি। জাতির কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। তাই ‘গৌরমুবন্ধ্যঃ’-কে লক্ষণার উদাহরণ বললে, এর জন্তে সম্ভবতঃ কোন ‘প্রয়োজন’ থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, রুঢ়ি বা প্রসিদ্ধি লক্ষণার অন্ততম শর্ত। রুঢ়িভিত্তিক লক্ষণা তখনই হতে পারে, যখন দেখি, শব্দটি বেশ কিছুদিন মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং পরে লক্ষ্যার্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে আর পুরোমাত্রায় এখন মুখ্যার্থ ত্যাগ করেছে। যেমন ‘কুশল’ শব্দ একসময় ‘দর্ভ-গ্রহীতা’র অর্থে ব্যবহৃত হত, এখন ব্যবহৃত হয় ‘প্রবীণ’ বা ‘দক্ষ’ অর্থে। এখন কুশল-শব্দটি দর্ভগ্রহীতার অর্থ পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে।

(১) ‘গৌরমুবন্ধ্যঃ’-র গো কিন্তু কখনই গোত্বজাতির ( মুখ্যার্থের ) অর্থে ব্যবহৃত হত না।

(২) আর গো-র কল্পিত লক্ষ্যার্থ গোব্যক্তি পুরোপুরি [ মুখ্যার্থ-কল্পিত ] গোত্বজাতিকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কারণ গোত্বজাতি যদি না থাকে, তাহলে গোব্যক্তিকে গো বলা যায় না।

‘গৌরমুবন্ধ্যঃ’—বাক্যে গো-পদের মুখ্যার্থ গোত্ব-জাতি থেকে ধারণা আসে গো-ব্যক্তির। মাধ্যম অসুমান। কারণ, জাতি এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ নিত্য ( সমবায় )। জাতি ভাবগত ধারণা ( abstract idea ) বলে

ব্যবহারের বিষয়ও হতে পারে না। তাই অল্পমানের মাধ্যমে ব্যক্তিকে চোতিত করে। ব্যক্তি জাতির আশ্রয়।

ঘটনাটির সঙ্গে সাধারণ একটি ঘটনার মিল আছে। একটি লোককে যখন জল আনতে বলা হল তখন পরোক্ষভাবে একটি বালতিও আনতে বলা হল কারণ, সে বালতিতেই জল আনবে।

যথা ক্রিয়তামিত্যত্র.....শঙ্কর ইত্যাদি চ  
অবিনাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত চারটি অল্পমানের উদাহরণ দিয়েছেন মন্মথ। (১) ক্রিয়তাম্ (২) কুরু (৩) প্রবিশ (৪) পিতৃম্।

‘...কথং মে শ্রাদ্দি’তি জাত্যা ব্যক্তিরাক্ষিপ্যতে।

‘আক্ষিপ্যতে’ পদটি এখানে ‘লক্ষ্যতে’ অর্থে ব্যবহৃত অথচ একটু পরেই ‘ব্যক্ত্য-বিনাভাবিত্বাৎ...জাত্যা ব্যক্তিঃ আক্ষিপ্যতে’ তে ‘অল্পমীযতে’ অর্থে ব্যবহৃত।

তেননি ‘ন তু শশেন উচ্যতে’তে উচ্যতে ‘অভিদীয়তে’র অর্থে ব্যবহৃত।

এইগুলি বোঝা দুষ্কর। মন্মথের শিথিল শব্দ-প্রয়োগ অনেকখানি বিরক্তিকর।

‘পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্ক্রে’—মুকুলভট্ট এটিকে উপাদানলক্ষণার উদাহরণ বলেছেন। পীন=মোটা, স্থূল।

স্বপক্ষে যুক্তি হল এরকম :

‘দিবা ন ভুঙ্ক্রে’র মূখ্যার্থ, ‘দেবদত্তস্ত পীনত্বম্’-এর সঙ্গে অস্থিত হতে পারে না। ∴ মূখ্যার্থবোধ। তাই মূখ্যার্থ লক্ষিত করে : দেবদত্ত দিনে খায় না, তবে রাতে খায়। এখানে লক্ষ্যার্থ=দিনাভোজনোপলক্ষিতরাত্রিভোজন।

মূখ্যার্থ=দিবা অভোজন।

এখানে লক্ষ্যার্থের মধ্যে মূখ্যার্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই উপাদান-লক্ষণা।

লক্ষণার দ্বিতীয় শর্ত ‘তদ্ব্যোগ’। এখানে লক্ষ্যার্থ ‘রাত্রিভোজন’ এবং মূখ্যার্থ ‘দিবা অভোজন’-এর মধ্যে সম্বন্ধ হল কার্যকারণরূপ। রাত্রিভোজন কার্য, দিবা-অভোজন কারণ।

তৃতীয় শর্ত : প্রসিদ্ধি অথবা উদ্দেশ্য থাকা। এখানে লক্ষণার মূলে উদ্দেশ্য হল ; উৎকর্ষ-প্রতীতি বা আশ্চর্যপ্রতীতি। লক্ষণা তাই প্রয়োজনবতী। এভাবে উপাদানলক্ষণার উদাহরণ হিসাবে সমস্ত শর্তগুলিই পূর্ণ হয়।

এর বিকল্পে মশট কেবল বলেন : রাজিভোজন লক্ষ্যার্থ নয় ( ন লক্ষ্যতে ) ।  
কারণ ‘পীনো ভুঙ্ক্তে’ বাক্যটি ক্রতার্থাপত্তি বা অর্থাপত্তির বিষয় ।

### অর্থাপত্তি

মীমাংসক এবং এক শ্রেণীর বৈদ্যাস্তিক অর্থাপত্তি এবং অন্তুপলক্ষিকে যথাক্রমে ৫ম এবং ৬ষ্ঠ প্রমাণ বলেন । অর্থাপত্তি = অর্থের স্বীকার বা গ্রহণ ।

কোন বস্তু দেখে বা শুনে, বস্তুর স্বরূপসিদ্ধির জন্য কখনও কখনও অতিরিক্ত অর্থের স্বীকার বা অন্তুমান করতে হয় । সত্যক্ জ্ঞান ( প্রমা ) লাভের এটিও একটি হাতিয়ার ( = প্রমাণ ) । ‘কখনও দেখে, কখনও শুনে’—বলেই অর্থাপত্তি দুইকম : দৃষ্টার্থাপত্তি এবং ক্রতার্থাপত্তি ।

প্রভাকর এবং প্রভাকর-অনুসারী মীমাংসকেরা স্বীকার করেন দৃষ্টার্থাপত্তি ।  
আর কুমারিল ও কুমারিল-অনুসারীরা স্বীকার করেন ক্রতার্থাপত্তি ।

মশটের যুক্তি এখানে খুব দুর্বল । কেননা, অর্থাপত্তিকে প্রমাণ বলেন মীমাংসকেরা, আলংকারিকেরা নয় । ‘পীনো ভুঙ্ক্তে’-তে উপাদান-লক্ষণা—বলেছেন মুকুলভট্ট, যিনি অন্যতম আলংকারিক । আবার উদাহরণটি তিনটি শতও পূরণ করে । কাজেই আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক, মুকুলভট্টের যুক্তিই এখানে সঠিক ।

পৃঃ ৬; ৫৮ ‘গঙ্গান্নাং ঘোষঃ’ ইত্যত্র...লক্ষণেনৈবা লক্ষণা ।

উপাদান-লক্ষণার আলোচনার শেষে, ‘গোরম্ববন্ধাঃ’, এবং ‘পীনো দেবদন্তো দিবান ভুঙ্ক্তে’ মুকুলভট্ট-উদ্ধৃত এই দুটি উদাহরণকে উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ হতে পারে না প্রমাণ করে, মশট লক্ষণ-লক্ষণার আলোচনা শুরু করেছেন এখানে ।

লক্ষণ-লক্ষণা = লক্ষণোপলক্ষিতা লক্ষণা ।

লক্ষণম্ = স্বার্থসমর্পণম্ । স্বার্থ—মুখ্যার্থ ।

‘গঙ্গান্নাং ঘোষঃ’ তে কেবল গঙ্গাশব্দই লাক্ষণিক । ‘ঘোষ’ বাচক ।  
ঘোষপল্লী ঘোষশব্দের মুখ্যার্থ ।

গঙ্গা-শব্দের লক্ষণা প্রয়োজনবতী । প্রয়োজন হল, শৈত্যাণবনদ্বাত্ততিশয়-প্রতীতি ।

উভয়রূপা চেয়ং.....অমিশ্রিতদ্বাং ।

এটুকু ‘উক্তা শুদ্ধৈব সা দ্বিধা’-র বৃত্তি ।

উপাদান-লক্ষণ এবং লক্ষণ-লক্ষণা—শুদ্ধ; উপচারমিশ্রিত নয় বলে।  
'উপচারামিশ্রিতা শুদ্ধা। উপচারামিশ্রিতা গোণী'।

উপচার-শব্দের অর্থ ২ রকম। (১) সাধারণ এবং (২) বিশেষ।

(১) উপচার বা ঔপচারিক প্রয়োগের সাধারণ অর্থ হল—শব্দের অতি-প্রসিদ্ধ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থে ব্যবহার। যেমন, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ', 'কুস্তাঃ প্রবিশস্তি'—প্রভৃতি প্রয়োগগুলিতে গঙ্গা এবং কুস্ত-শব্দ অনতিপ্রসিদ্ধ বা একটু অপ্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত।

'কচিৎ তাদর্থ্যাহুপচারঃ'—অংশটুকুতে উপচার শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) উপচার শব্দের বিশেষ অর্থ হল—মুখ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থের মধ্যে সাদৃশ্যবশতঃ কোন শব্দের লক্ষ্যার্থে প্রয়োগ।

আলোচ্য বৃত্তিতে অর্থাৎ 'উপচারেণামিশ্রিতত্বাৎ'—অংশটুকুতে উপচার-শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুখচন্দ্রঃ, মানবকঃ অগ্নিঃ—প্রভৃতি এর উদাহরণ।

মুকুলভট্ট তাই বলেছেন উপচার দু'রকম—(১) শুদ্ধ উপচার (সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত) এবং (২) গোণ উপচার (বিশেষার্থক)।

**অনয়োভেদয়োঃ ... লক্ষণায়াঃ কো ভেদঃ ?**

এই অংশটুকু মুকুলভট্টের মতবাদের প্রতিবাদ। মুকুলের মতে, উপাদান এবং লক্ষণ-লক্ষণায় বাচ্যার্থ (লক্ষক) এবং লক্ষ্যার্থ (লক্ষ্য)-কে ভিন্ন (তটস্থ) বলে বোঝা যায়। অন্যদিকে, সারোপ এবং সাধ্যবসান-লক্ষণায় দুটিকে অভিন্ন বলে মনে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—তে গঙ্গা-শব্দের বাচ্যার্থ জলপ্রবাহ এবং লক্ষ্যার্থ তট পরম্পর ভিন্ন এবং নিরপেক্ষ। 'গঙ্গায়াম্'-এ লক্ষণ-লক্ষণা।

'কুস্তাঃ প্রবিশস্তি'-র কুস্ত (বর্শা) এবং কুস্ত-ওয়ালা-রূপ অর্থ ও তাই। 'কুস্তাঃ' তে উপাদান-লক্ষণ।

মামট এর বিরোধিতা করেছেন 'অনয়োঃ...কো ভেদঃ' অংশটুকুতে। মামট বলেন : সারোপ এবং সাধ্যবসান-লক্ষণায় মুখ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থের মধ্যে বতখানি অভেদবুদ্ধি হয়, উপাদান এবং লক্ষণ-লক্ষণায় ততখানিই অভেদ-প্রতিপত্তি সম্ভব। কারণ, উপাদান এবং লক্ষণ-লক্ষণা উভয়েই প্রয়োজনবতী।

সাধারণতঃ লক্ষণার উদ্দেশ্য হল—বিছু বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্তিগত করা, যে বৈশিষ্ট্যগুলি আসলে মুখ্যার্থনিষ্ঠ কিন্তু লক্ষ্যার্থের সঙ্গে সঙ্গত।

প্রতিপাদনের ইচ্ছা = প্রতিপাদয়িষ্য।

প্রতিপাদয়িষিত = প্রতিপাদ্য।

প্রতিপাদনে = লক্ষণয়া বোধনে।

‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’—বাক্যে গঙ্গা-শব্দে লক্ষণ-লক্ষণা। গঙ্গা-র লক্ষ্যার্থ হল গঙ্গাতট। উদ্দেশ্য (প্রতিপাদয়িষিতপ্রয়োজন) হল, তট অতিশয় শৈত্য-পবিত্রতাদিযুক্ত—এরকম বোঝা (সম্প্রত্যয়)।

এখন ঐ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন বোঝা যেতে পারে যদি তটকে জলপ্রবাহের সঙ্গে অভিন্ন বলে বুঝি। কারণ, শৈত্য এবং পবিত্রতার মত গুণগুলি স্বার্থ-ভাবে প্রবাহেরই বৈশিষ্ট্য। ঐগুলি তটের বৈশিষ্ট্য বলে প্রতীত হতে পারে তবেই যদি তট এবং প্রবাহের অভেদবোধ হয়। কিন্তু ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ থেকে প্রবাহের সঙ্গে তীরের যদি সাধারণ সঙ্গন্ধই বুঝি এবং অভেদ-সঙ্গন্ধ না বুঝি তাহলে ‘গঙ্গাতটে ঘোষঃ’ অর্থাৎ গঙ্গা-শব্দ যেখানে বাচক এবং ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ অর্থাৎ গঙ্গা-শব্দ যেখানে লাক্ষণিক—তার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকবে না।

অগ্না সারোপা, যত্র তু বিষয়ী তথা বিষয়ঃ উক্তো।

পৃঃ ৬,৫৯

কারিকা ৬ ক. খ.

বিষয়ী = আরোপ্যমাণঃ = উপমানম্।

বিষয়ঃ = আরোপবিষয়ঃ = উপমেয়ঃ।

অগ্নিন্ (বিষয়ে) বিষয়ান্তঃকৃতে [সতি]

পৃঃ ৬,৫৯/৬ গ.ঘ.

স। [লক্ষণা] সাধ্যবসানিকা (=সাধ্যবসানা)

স্তাৎ।

অগ্নিন্—ভাবে ৭মী। বিষয়ে, আরোপবিষয়ে, উপমেয়ে। বিষয়িণা অস্তঃকৃতে = বিষয়ান্তঃকৃতে, ৩য়। তৎ।

বিষয়িণা = আরোপ্যমাণেন = উপমানেন।

‘মুখচক্রঃ উদেতি’—বাক্যে মুখ বিষয়, চক্র বিষয়ী। মুখ-শব্দে লক্ষণা (সারোপা)। সারোপা আরোপভিত্তিক। তাই রূপক অলংকারের মূল।

অন্তর্দিকে, অধ্যবসান (নিগরণ, গ্রাস)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হল সাধ্য-বসান লক্ষণ। এই লক্ষণা অতিশয়োক্তি-অলংকারের মূল। এখানে উপমেয়ের বা বিষয়ের উল্লেখ থাকে না। খুব হৃদয় মুখ দেখে যখন বলি— ‘চন্দ্র: উদেতি,’ তখন দেখা যায় মুখের উল্লেখ নেই অথচ মুখের অর্থ উপস্থিত। এখানে লক্ষণা সাধ্যবসান।

সারোপ লক্ষণায় বিষয় এবং বিষয়ীর ভেদ গোপন করা হয় না (অনপকৃত-ভেদ), হুটিই উল্লিখিত থাকে। যেমন, মুখচন্দ্র: উদেতি।  
সাধ্যবসানায় ভেদ গোপন থাকে। বিষয়ের উল্লেখ থাকে না। যেমন চন্দ্র: উদেতি।

৭ ক. খ. গ. তথা [চ]—ইমৌ ভেদৌ সাদৃশ্যাৎ সম্বন্ধান্তরত: চ গৌণৌ শুদ্ধৌ চ বিজ্ঞেয়ো।

সম্বন্ধান্তরত: = অন্য সম্বন্ধের ফলে = সাদৃশ্যভিন্ন অন্য সম্বন্ধের জ্ঞাত।

এই সম্বন্ধগুলি হল: সামৌপা, সাকুপা, সমবায়, বৈপরীত্য এবং কারণ-কার্যভাব।

বৃত্তি/‘ভেদৌ’ এর বিন এটি (১) ইমৌ (২) আরোপাদ্যবসানরূপৌ (৩) সাদৃশ্যহেতু।

‘অত্র হি স্বার্থসহচারিণ: গুণা:.....ইত্যপরে’ অংশটুকুতে ‘গৌবাহীক:’ উদাহরণকে কেন্দ্র করে গৌণ-লক্ষণার প্রবর্তনা পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি মত উল্লেখ করা হয়েছে। ইতি কেচৎ, ইতি অগ্রে, ইতি অপরে—এরকম বলা হয়েছে। এদের মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রতিবাদ। এবং তৃতীয়টি অস্বাস্থ্য মন্তব্যের মতও এটিই।

গৌণলক্ষণার প্রবর্তনা-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি মত:

(১) প্রথম মত:

গোশল অভিধা-দ্বারা প্রকাশ করে মুখ্যার্থ গোত্র, লক্ষণা-দ্বারা প্রকাশ করে গো-গত-জাড্যমান্দ্যাদি এবং পুনরায় অভিধা-দ্বারা প্রতিপাদন করে ‘বাহীক’-রূপ অর্থ (পরার্থাভিধানে প্রবৃত্তিনামিত্ত্বমুপযাস্তি)।

গোশল্যাং অভিধয়া গোত্রম্,

লক্ষণয়া গো-গতজাড্যাদয়ঃ,

পুনরভিধয়া বাহীকঃ।

মতটি ভ্রান্ত। কেননা প্রথম স্তরে অভিধা গোত্রকে বুঝিয়েই বিরত হয়, (ব্রাহ্ম হয়)। তৃতীয় স্তরে আর অভিধা প্রবর্তিত হতেই পারে না।

পরার্থাভিধানো = পরার্থে বাহীকঃ, তন্তু অভিধানো অভিধয়া বোধনো।

## (২) দ্বিতীয় মত :

গোশকাং—অভিধয়া গোত্ৰম্,

লক্ষণয়া স্বার্থসহচারিগুণাভেদরূপসম্বন্ধেন বাহীকগতাঃ জাড্যাদয়ঃ,

আক্ষেপেণ অন্তর্যমানেন অবিনাভাবেন বা বাহীকঃ।

এটি প্রথম মতের প্রতিবাদ। প্রথম মতে বলা হয়েছে—তৃতীয় স্তরে গোশব্দের অভিধা আবার কাজ করে এবং পরার্থ (বাহীকার্থ) বোঝায়। বলা হয়েছে—ন তু পরার্থেহভিধীয়তে। গোশব্দের অভিধা দ্বারা নয়, কিন্তু বাহীক-গত গুণগুলি থেকে অন্তর্যমানের দ্বারা বাহীক-রূপ অর্থ পাওয়া যায়।

সমালোচনা : গোশব্দের লক্ষণা কতক বাহীকগত জডতাদির প্রাতিপাদন—ঘটনাটিকে অসম্ভব বলে মনে হয়। আবার তার পরে লক্ষ্যার্থ হ'তে 'বাহীক' অর্থের অন্তর্যমান—ঘটনাটিও বিশ্বাস-উৎপাদক নয়।

## (৩) তৃতীয় মত :

গোশকাং—অভিধয়া গোত্ৰম্,

লক্ষণয়া সাধারণ-গুণাশ্রিতয়া বাহীকঃ।

গোশব্দের মুখ্যার্থ গোত্ৰ। লক্ষ্যার্থ বাহীক। দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ—সাধারণগুণা-শ্রয়ত্ব বা সামান্যাদিকরণ্য-রূপ। মুখ্যার্থ গোত্রের সঙ্গে বাহীকের সম্বন্ধ-স্থাপন না হওয়ায় মুখ্যার্থবাদ।

এখানে একটি তর্ক মনে রাখা প্রয়োজন : গো-শব্দ জাতিবাচক। জাতি-ই গো-শব্দের উপাধি। উপাধি শব্দের মুখ্যার্থ। ∴ গোশব্দের বাচ্যার্থ গোত্ৰ। কিন্তু 'আক্ষেপে'র মাধ্যমে এখানে গো-ব্যক্তিকেও বুঝব। কেননা, জাতি, গুণ, ক্রিয়া, সংজ্ঞা—ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যার্থে তত্তদ্ ব্যক্তিকেও বুঝি আক্ষেপের মাধ্যমে।

তৃতীয় মতটিই অদ্রান্ত। মন্তটের মতও এটিই। মন্তট এটিকে সমর্থন করেছেন কুমারিলের উদ্ধৃতি দিয়ে। উদ্ধৃতির মূল অংশটি হল :

লক্ষ্যমানগুণৈধোগাদ্ বৃত্তেরিষ্টা তু গোপতা।

এটি কুমারিলের গোণী বৃত্তির- ( = বা মশ্মটের গোণ লক্ষণের অনুরূপ )  
লক্ষণ। এখানে বলা হয়েছে : লক্ষ্যার্থের গুণগুলির সঙ্গে বাচ্যার্থের সম্বন্ধ থাকার  
ফলেই এই বৃত্তি ব্যাপ্ত হয়। গুণ-গত ( গুণ-সম্পর্কিত ) বৃত্তি বলে বৃত্তির নাম  
গোণ। মূলতঃ—‘সাধারণগুণাশ্রয়েন’ অংশটুকু সমর্থনের জন্য এই উদ্ধৃতি।

এটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে :

লক্ষ্যমাণো যো বাহীকঃ, তস্য গুণৈঃ জ্ঞাদ্যমান্যাদিভিঃ যোগঃ সম্বন্ধঃ  
বাচ্যার্থস্ত গাবঃ ইত্যর্থঃ, তস্মাৎ । লক্ষ্যমাণে বাহীকে যে জ্ঞাদ্যমান্যাদয়ো গুণাঃ  
সন্তি তে এব বাচ্যো গবি বর্তন্তে অতঃ সদৃশগুণাশ্রয়ত্বাৎ সাদৃশ্যাদ বা ইয়ং বৃত্তিঃ  
গোণী ইতি ইহ্যতে ।

এখানে ‘যোগ’ বলতে বাচ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থের গুণগুলির মধ্যে যোগ।  
‘বাচ্যার্থস্ত লক্ষ্যার্থগুণানাং চ মধ্যে যোগঃ’। বাচ্যার্থের গুণগুলিও লক্ষ্যার্থের  
গুণের মত বলেই এই সম্বন্ধপ্রতিষ্ঠা বা যোগ। আর এই সম্বন্ধই গোণী বৃত্তিকে  
ব্যাপ্ত করে অর্থপ্রকাশে।

কুমারিলের সমগ্র কারিকাটি হল এরকম :

“অভিধেয়াবিনাভূত-প্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে ।

লক্ষ্যমাণগুণৈযোগাদ বৃত্তেরিষ্টা তু গোণতা ॥”

শ্লোকটি কুমারিলের ‘তত্ত্ববাস্তবিক’ থেকে উদ্ধৃত। প্রথম লাইনটি কুমারিলকৃত  
লক্ষণের লক্ষণ। মশ্মটের শুদ্ধলক্ষণ এবং কুমারিলের লক্ষণের স্বরূপ এক।

অভিধেয়ঃ বাচ্যার্থঃ ( প্রবাহাদিঃ মঞ্চাদিবা ), তেন অবিনাভূতঃ সম্বন্ধঃ অর্থঃ  
ইত্যর্থঃ ( তটাদিঃ মঞ্চস্থবালকাদিবা ), তস্য প্রতীতিঃ জ্ঞানং লক্ষণা ইতি  
উচ্যতে ।

কুমারিলের মতে, বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ অর্থের প্রতীতিই লক্ষণ।  
‘অবিনাভাব’ বলতে এখানে নাস্তরীয়কত্ব, নিয়ত সম্বন্ধ, অব্যাবহিকাদি সম্বন্ধ বা  
ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ বোঝানো হয় নি। ‘অবিনাভাবে’র অর্থ সাধারণ সম্বন্ধ। কারণ  
‘অবিনাভাবে’র অর্থ নিয়ত সম্বন্ধ হলে ( তদেব = অবিনাভাবস্ত নাস্তরীয়কত্বে ),  
‘মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি’ উদাহরণে ‘মঞ্চাঃ’-তে লক্ষণা বুঝতাম না। কেননা, ‘মঞ্চাঃ’ বলতে  
‘মঞ্চস্থবালকাঃ’ বোঝায়। আর বালকেরা সব সময়ের জন্য মাচায় শুয়ে নেই।

দ্বিতীয়তঃ, অবিনাভাবের অর্থ ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ হলে বাচ্যার্থের দ্বারা ( = মাচা-  
অর্থের দ্বারা ) লক্ষ্যার্থ (মাচায় শুয়ে থাকা বালকেরা) অন্তর্ভুক্ত হত। লক্ষ্যার্থ হত  
অন্তর্মেয়। লক্ষণ-বীকারের দরকার হত না, বদলে অত্থমানেই কাজ চুকে যেত।



তাই অবিনাশ্যাব = সম্বন্ধ = সাদৃশ্যভিন্ন সম্বন্ধ, কারণ শুদ্ধ লক্ষণ-স্বরূপেই কুমারিলের লক্ষণার লক্ষণ।

এভাবে দেখা গেল—গৌণীলক্ষণার প্রবর্তনা-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি মতের অবতারণা করেছেন মম্বট। কিন্তু মনে হতে পারে—‘বাহীকো গোঁঃ’—এরকম গৌণীলক্ষণার ক্ষেত্রে সকলেই বুঝতে পারে : ‘গোঁঃ’ লক্ষিত করে ‘গোসদৃশ-জাড্যাদিমান্ পুরুষঃ’—কে অর্থাৎ ‘বাহীকঃ’কে। দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্যই এর কারণ। আর দুটি শব্দই একই অর্থকে ছোঁতিত করে (একার্থাভিধায়ক)। এদের সামান্যাদিকরণ্যও তাই সমর্থনীয়।

বস্তুতঃ, এরকম বুঝলেই যথেষ্ট। তাই এই সরল-সহজ বিষয়ের উপর আরও দুটো মতের অবতারণার দরকার ছিল বলে মনে হয় না।

পৃঃ ৭, ৬০ ‘আয়ুর্ঘতম্’ ..... আরোপাধ্যবসানে।

অত্রঃ সম্বন্ধঃ সম্বন্ধাস্তরম্।

কার্যকারণভাবাদিলক্ষণং স্বরূপং যন্ত তৎ, তদুদ্যঃ পূর্বং কারণং যযোঃ তে = কার্য-কারণ-ভাবাদিলক্ষণপূর্বে।

আয়ুর্ঘতম্ / ঘত—কারণ, আয়ুঃ—কার্য।

আয়ুঃ = আয়ুজনক। ‘আয়ুঃ’ শব্দের লক্ষণা শুদ্ধ সারোপা লক্ষণা।

আয়ুরেবেদম্ / ইদম্ (‘ঘতম্’ অহুল্লিখিত) কারণ, আয়ুঃ—কার্য। ‘আয়ুঃ’ শব্দে লক্ষণা শুদ্ধা সাধ্যবসানা।

‘অপি’ = তাৎপর্য্য, তাৎকর্য্য, অবয়বাবয়বী,  
স্বস্বামিভাব প্রভৃতি সম্বন্ধ।

অত্র গোণভেদয়োঃ..... কার্যকারিত্বাদি।

এই অংশটুকুতে চার রকমের লক্ষণার প্রয়োজন অথবা উদ্দেশ্য কী, তা বলা হয়েছে।

প্রথমে গোণ লক্ষণার দুটি ভেদের প্রয়োজন। পরের লাইনে শুদ্ধ লক্ষণার দুটি ভেদের ( শুদ্ধ সারোপ এবং শুদ্ধ সাধ্যবসানের ) প্রয়োজন বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে : যে কোন গোণ সারোপ লক্ষণার ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হল—  
‘ভেদেহপি তাদৃশ্যপ্রতীতিঃ’। ‘বাহীকো গোঁঃ’, ‘মুখং চন্দ্রঃ’, ‘মানবকঃ অগ্নিঃ’  
—এই সব গোণ সারোপ লক্ষণায় ‘প্রয়োজন’ হল ‘ভেদেহপি তাদৃশ্যপ্রতীতিঃ’।

তেমনি, যে কোন গৌণ সাধ্যবসান লক্ষণায় (গাম্ আহ্বয়তি, চন্দ্রঃ উদেতি, অগ্নিঃ কুপ্যতি-র মত) প্রয়োজন হল ‘সংখ্যা অভেদাবগমঃ’। আসলে, একমাত্র সম্বন্ধ সাদৃশ্যের উপর গৌণ লক্ষণা প্রতিষ্ঠিত বলে এর সব উদাহরণেই একটি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব। শুদ্ধ লক্ষণার (শুদ্ধ সারোপ এবং শুদ্ধ সাধ্যবসানের) ক্ষেত্র কিন্তু পৃথক্। অতঃপর সম্বন্ধের ফলে এই লক্ষণার উদ্ভব। তাই প্রতিটি উদাহরণে একটি পৃথক্ উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব।

যেমন, আয়ুষ্মতম্ (শুদ্ধ সারোপ)-এ প্রয়োজন ‘অগ্রবৈলক্ষণ্যেন কার্য-কারিত্বম্’ এবং ‘আয়ুষ্মতম্’ (শুদ্ধ সাধ্যবসান)-এ ‘অব্যভিচারেণ কাযকারিত্বম্’। আরও ৪টি শুদ্ধ সাধ্যবসানের প্রয়োজন এরকম :

ইন্দ্রঃ / ব্যভিচারেণ ইষ্টপ্রদত্তম্।

রাজা / অনতিক্রমণীয়াজ্ঞতম্।

অগ্রহস্তঃ/ বলার্ধক্যম্।

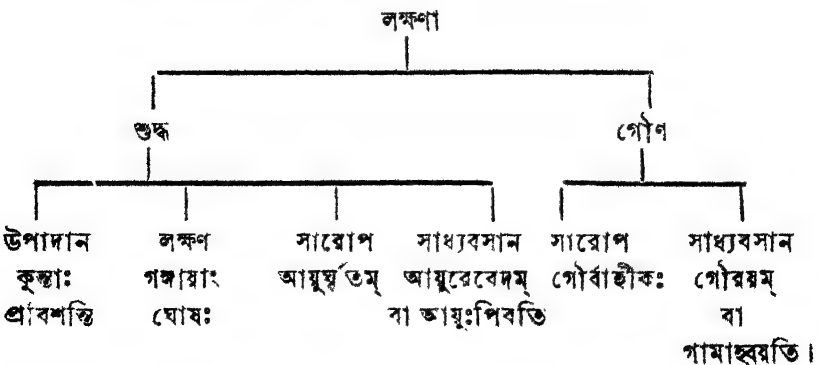
তক্ষা / তক্ষাকর্ম্মনৈপুণ্যম্।

পৃঃ ৭, ৬০ কা. ৭ ঘ. লক্ষণা তেন যড়বিধা।

কারিকা ৭ ক. খ. গ. এ লক্ষণার চাররকম ভেদ বলা হয়েছে—(১) গৌণ সারোপ, (২) গৌণ সাধ্যবসান, (৩) শুদ্ধ সারোপ, এবং (৪) শুদ্ধ সাধ্যবসান।

∴ (তেন = উক্তচাতুর্বিধ্যপ্রতিপাদনেন) দুটি ভেদ সহ (আন্তর্ভেদাভ্যং সহ), অর্থাৎ শুদ্ধ উপাদান এবং শুদ্ধ লক্ষণা সহ লক্ষণা হয় ৬ রকম।

তাই মন্ত্যটের লক্ষণার ভেদ হল এরকম :



পৃঃ ৭, ৬০ কচিং তাদর্থ্যং.....অতক্ষা তক্ষা ।

বলা হয়েছে : সাদৃশ্যভিন্ন সম্বন্ধের ফলে শুদ্ধ লক্ষণার উদ্ভব । এই সম্বন্ধ হতে পারে—(১) সামীপ্য, (গঙ্গায়াঃ ঘোষঃ) (২) কার্যকারণভাব (আয়ুষ্যুতম্) (৩) সাক্ষ্য (৪) বৈপরীত্য এবং (৫) সমবায় ।

সমস্যার মধ্যে আছে—(১) অবয়ব-অবয়ববিভাব ।

(২) জ্ঞাতি-ব্যক্তিভাব ।

(৩) আধার-আধেয়ভাব ।

(৪) সামান্য-বিশেষভাব ।

(৫) গুণ-গুণীভাব ।

(৬) ভূতাস্বামিভাব ।

(৭) সংযোগ ।

এই বৃত্তিটুকুতে মন্বট চারটি সম্বন্ধের ফলে উদ্ভূত চারটি শুদ্ধ (সাধ্যবসান) লক্ষণার উদাহরণ দিচ্ছেন । এই সম্বন্ধগুলি হল (১) তাদর্থ্য

(২) ভূতাস্বামিভাব

(৩) অবয়বাবয়ববিভাব

(৪) তাৎকর্য

স্থূণা বা হাড়িকাঠ ইন্দ্রের জ্ঞা (ইন্দ্রার্থ, তদর্থ । তাই হাড়িকাঠ এবং ইন্দ্রের মধ্যে সম্বন্ধ হল তাদর্থ্য । ইন্দ্রের (বিষয়ীরও) জ্ঞা হাড়িকাঠকেও (বিষয়কেও) ইন্দ্র বলা হয় ।

বিষয় হাড়িকাঠ অনুল্লিখিত । বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ সাদৃশ্য-সম্বন্ধ নয় । তাই লক্ষণা শুদ্ধ সাধ্যবসান । অগ্নিগুলিও এরকম । অ-সূত্রধারকে (নিময়) সূত্রধার (বিষয়ী) বলা হলে দেখা যাবে অসূত্রধার ‘তাৎকর্য’\* হয়ে গিয়েছে । সূত্রধার ও অসূত্রধারের সম্পর্ক তাই তাৎকর্য ।

### মন্বট-কৃত লক্ষণার শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা

(১) ভেদগুলি স্পষ্ট এবং বিশিষ্ট নয় । একটি ভেদ আর একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে । যেমন, আয়ুষ্যুতম্, আয়ুরবেদম্, গোঁধাহীকঃ, ধৌরয়ম্—এই চারটিকে যথাক্রমে, শুদ্ধ সারোপ, শুদ্ধ সাধ্যবসান, গোঁধ সারোপ এবং গোঁধ সাধ্যবসানের উদাহরণ বলা হয়েছে । কিন্তু এই ৪টিকেই লক্ষণ-

\* তন্তু সূত্রধারন্ত কর্ম যন্ত সঃ—তাৎকর্য ।

লক্ষণারও উদাহরণ বলা যেতে পারে। কারণ, সবগুলিতেই ‘আয়ুঃ’ এবং ‘গোষ্ঠ’ শব্দের মূখ্যার্থ পরিত্যক্ত হয়েছে।

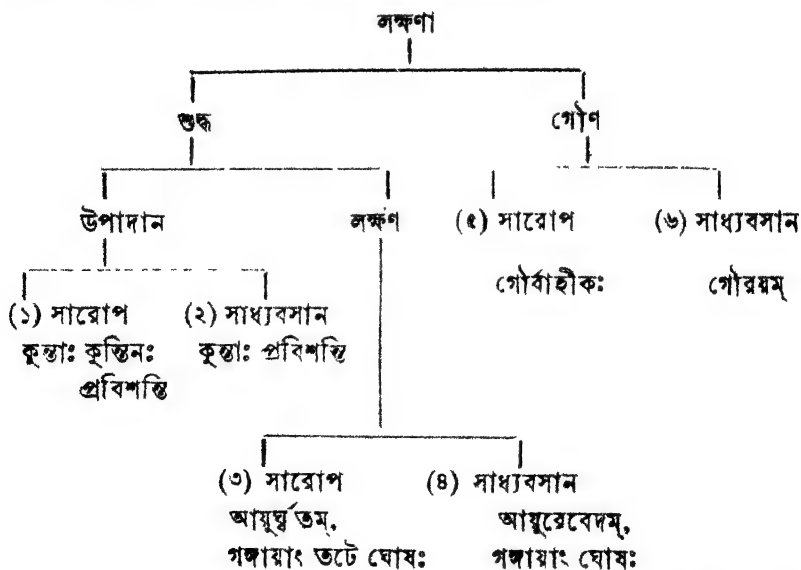
(২) ‘গজায়াং ঘোষঃ’ এবং ‘কুন্তাঃ প্রবিশস্তি’—উদাহরণ দুটিকে যথাক্রমে লক্ষণ-লক্ষণা এবং উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ বলা হয়েছে। কিন্তু এহুটি আবার সাধ্যবসান লক্ষণার উদাহরণ হতে পারে। কারণ, প্রথম উদাহরণে—বিষয় তট, বিষয়ী গজা-কর্তৃক গ্রস্ত হয়েছে (=তটের idea একেবারে out হয়ে গিয়েছে)।

গ্রাস—অধ্যবসান।

দ্বিতীয় উদাহরণে—বিষয় ‘কুন্তী পুরুষ’, বিষয়ী ‘কুন্ত’ কর্তৃক গ্রস্ত।

কাজেই দেখা যায়, মন্মটের লক্ষণার শ্রেণীবিভাগ সহজ-সরল এবং ব্যবহার-উপযোগী কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ নয়।

মন্মটের কারিকা এবং বৃত্তি থেকে উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগই মন্মটের দৃষ্টিত —এরকম মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু কাব্যপ্রকাশের বিখ্যাত টীকাকার গোবিন্দ ঠাকুর বলেন—উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ মন্মটের দৃষ্টিত নয়। তাঁর মতে, মন্মট-অভিপ্রেত শ্রেণীবিভাগ হল এরকম :

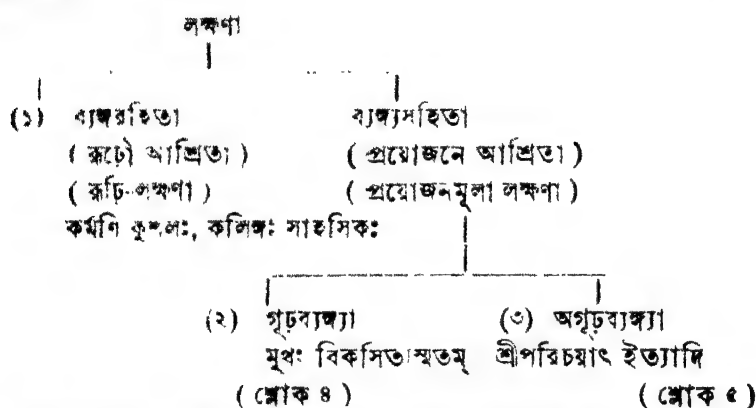


আসলে, মন্মটের প্রকৃত শ্রেণীবিভাগের দোষগুলি এভাবেই জন্মে গোবিন্দ-ঠাকুর এরকম বলেছেন। কিন্তু মন্মট যে সত্যি সত্যি এভাবে লক্ষণাকে ভাগ করতে পারেন নি, তা দুটি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে।

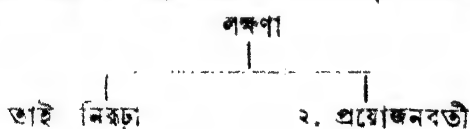
প্রথমতঃ, 'কৃষ্ণাঃ কুন্তিনঃ প্রবিশন্তি' এবং 'গঙ্গায়াঃ তটে ঘোষঃ'—বাক্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এ দুটিকে বথাক্রমে 'শুদ্ধ উপাদান সারোপ' এবং 'শুদ্ধ লক্ষণ সারোপ'—এর উদাহরণ বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করলে বলতে হয় : মন্যট 'শুদ্ধ উপাদান সারোপ'—এর উদাহরণ দেন নি এবং 'শুদ্ধ লক্ষণ সাধ্যবসান'—এর ২টি উদাহরণ দিয়েছেন।

কারিকাক্ষেত্র মন্যট নতুন মানদণ্ড নিয়ে লক্ষণকে ভাগ করেছেন মন্যট। মানদণ্ডটি হল ব্যাক্যার্থের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব। এ রকম বিভাগে লক্ষণা হল তিন রকম।



তাই জগন্নাথের লক্ষণার শ্রেণীবিভাগের প্রধান দুটি ভাগ হল :



পৃঃ ৭, ৬১ শ্লোক ৪/অজয়/ মুখম্ বিকসিতস্মিতম্। প্রেক্ষিতম্ বশিত-বক্রিম। গতিঃ সমুচ্ছলিত-বিভ্রমা। মতিঃ অপাস্ত-সংস্থা। উরঃ মুকুলিত-স্তনম্। জঘনম্ অংসবজ্জোদ্ধরম্। বত, ইন্দুবদনা-তনৌ তরুণিমোদগমঃ যোদতে!

প্রেক্ষিত—দৃষ্টি। বক্রম—বিসাস। সংস্থা—স্থৈর্য। তরুণিমা—তারুণ্য।

তদ্বী তদ্বতে নতুন যৌবন এসেছে। খুশী করছে সকলকে। শ্লোকটির বক্তব্য হল : শ্লোকটি গুঢ়-ব্যাক্য লক্ষণার উদাহরণ। সর্বসমেত লাক্ষণিক শব্দ এখানে ৮টি। শব্দগুলির লক্ষ্যার্থ, মুখ্যার্থ-সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন একটি চক্রে দেখানো যেতে পারে।

লক্ষণকঃ শব্দঃ	মুখ্যার্থবাহঃ	লক্ষ্যার্থঃ	মুখ্যার্থসম্বন্ধঃ	গূঢ়ং বাহ্যং প্রয়োজনম্
বিকশত	বিকাসস্ত পুষ্পধর্মস্ত স্থিতে বাধঃ	প্রসূত	কার্যকারণভাবঃ । বিকাসঃ প্রসারণস্ত কারণম্ ।	সৌরভম্
বশিত	বশীকরণস্ত চেতন- ধর্মস্ত প্রেক্ষিতে বাধঃ	স্বাধীন	কার্যকারণভাবঃ । বশীকরণং স্বাধীনত্বস্ত কারণম্ ।	স্বেচ্ছয়া স্বীকারঃ
সমুচ্ছলিত	সমুচ্ছলনস্ত উর্ধ্ব- গমনস্ত মূর্তধর্মস্ত অমূর্তে বিভ্রমে বাধঃ	প্রাদুর্ভূত	কার্যকারণভাবঃ । সমুচ্ছলনং প্রাদুর্ভাবস্ত কারণম্ ।	বাহুল্যং সাহাজিকত্ব- বা
অপাস্ত	অপাসনস্ত ত্যাগস্ত চেতনধর্মস্ত অচেতনায়ান্ন মর্ত্যে বাধঃ	দূরীভূত	কার্যকারণভাবঃ । অপাসনং দূরীভবনস্ত কারণম্ ।	অতিশয়ি- ত্বম্
মুকুলিত	মুকুলিতত্বস্ত পুষ্পধর্মস্ত স্তনয়োবাধঃ	কিকি- দ্বস্তত্বম্	সাধর্ম্যম্ । মুকুলি- তত্বং কিকি-দ্বস্তত্ব- চ দিকাসিতাবয়- বত্বাৎ সমানে ।	আলিঙ্গন- যোগ্যত্বং কঠিনত্বং বা
উদ্ধূর	উদগতধুরাবদস্ত চেতনধর্মস্ত অঘনে বাধঃ	সিদ্ধ	সাধর্ম্যম্ । উদ্ধূরঃ সিদ্ধং চ ভারসত্তন- ক্ষমত্বাৎ সমানে ।	বতি- যোগ্যত্বম্
উদগমঃ	উদগমনস্ত মূর্তধর্মস্ত অমূর্তে ষৌবনে বাধঃ	প্রাদুর্ভাবঃ	কার্যকারণভাবঃ । উদগমনঃ প্রাদুর্ভাবস্ত কারণম্ ।	আকর্ষকত্বম্
মোদতে	মোদস্ত চেতনধর্মস্ত ষৌবনোদগমে বাধঃ	সান্তিশয়ঃ প্রসরতি	ধর্মধর্মিভাবঃ । সান্তিশয়প্রসারণঃ মোদস্ত ধর্মঃ ।	আনন্দ- জনকত্বম্

শ্লোক ৫ ঐশ্বর্যের আশ্রয় ক্ষমতা বলা হয়েছে শ্লোকটিতে । জড়বুদ্ধিও ঐশ্বর্য-  
শালী হ'য়ে বিদগ্ধজনের কার্যকলাপে দ্বন্দ্ব হতে পারে । আর একটি ঘটনা দিয়ে

তথ্যটি সমর্থন করা হয়েছে। যৌবন বস্তুটি একাই তরুণীকে যৌবন ভঙ্গীতে পট্ট করে তোলে।

এখানে লাক্ষণিক শব্দ 'উপদিশতি'।

'উপদেশ দেওয়া' চেতনপূর্ণ বলে 'উপদিশতি' অচেতন যৌবন-মদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় না। মুখ্যার্থ ব্যাহত হয়। লক্ষ্যার্থের অবকাশ মেলে। লক্ষ্যার্থ তাই 'আদিক্রোশতি'। সম্বন্ধ কাহিকারণভাব। প্রয়োজন : চেষ্টা ছাড়াই শিক্ষা।

শ্লোক ৪ / 'গুঢ়-বাক্য' বলে উক্তম কাব্যের উদাহরণ।

শ্লোক ৫ / 'অগুঢ়-বাক্য' বলে মধ্যম বা গুণীভূতবাক্যের উদাহরণ।

চরকমের লক্ষণের এই ভেদকে একত্রিত করা যেতে পারে। আগের ৬টি ভেদের সব কটিই প্রয়োজনবতী। এই প্রয়োজন বা ব্যঞ্জনার্ণ গুঢ় অথবা অগুঢ় হতে পারে বলেই, প্রয়োজনবতী লক্ষণা হতে পারে ১২ রকম। অগুঢ়কে, নিরুঢ়ি বা অব্যক্তা লক্ষণা এক-রকম। সব মিলে মন্ত্যটের মতে লক্ষণা ১৩ রকম।

তদ্ভূর্ত্তালক্ষণিকঃ। তজ্জাঃ লক্ষণায়াঃ ভূঃ আশ্রয়ঃ =  
পৃঃ ৮, ৬১ তদ্ভূঃ। এটি লাক্ষণিক বা লক্ষক শব্দের লক্ষণ।

লক্ষক-শব্দের লক্ষণ এবং আলোচনা এখানেই শেষ। এখন ব্যঞ্জক শব্দের কথা বলা প্রয়োজন। এজন্য ব্যক্তনা কি, তা বলা প্রয়োজন। তাই বলেছেন : 'তত্র ব্যাপারো ব্যক্তনাত্মকঃ'।

### ব্যক্তনা

অভিধা এবং লক্ষণকে শব্দের বৃত্তি বলে অনেকেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু শব্দের আরও একটি বৃত্তি ব্যক্তনাকে মানেন নি—মীমাংসক, নৈয়ায়িক এবং মারক্স অনেকে।

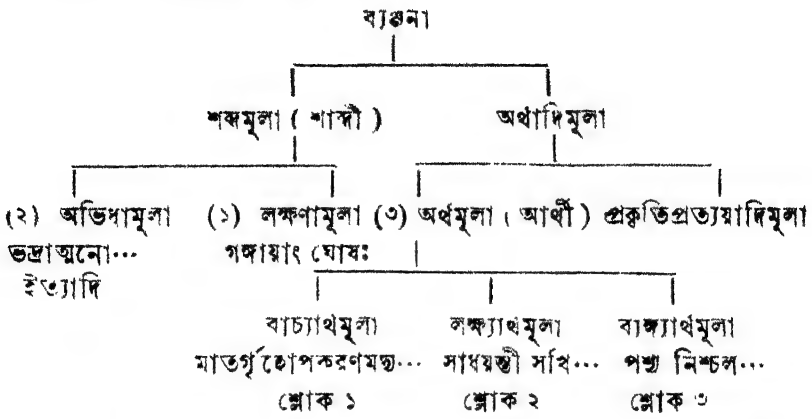
মন্ত্যট ব্যক্তনার আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে : তত্র ব্যাপারো ব্যক্তনাত্মকঃ।

তত্র—লাক্ষণিকে শব্দে।

ব্যক্তনাত্মকঃ = লক্ষণামূল-ব্যক্তনাত্মকঃ।

মন্ত্যট 'লক্ষণামূলব্যক্তন' দিয়ে ব্যক্তনার আলোচনা শুরু করেছেন, ব্যক্তনার সাধারণ লক্ষণ দিয়ে নয়।

ব্যঞ্জনার শ্রেণীবিভাগ এরকম :



মন্মট অভিধামূল এবং লক্ষণামূল ব্যঞ্জনার কথা বলেছেন দ্বিতীয় উল্লাসে।  
অর্থমূল ব্যঞ্জনা আলোচিত হয়েছে তৃতীয় উল্লাসে। এই উল্লাসেই অবশ্য আর্থী  
ব্যঞ্জনার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কারিকা ২ ক, খ, ব নীচে।

পৃঃ ৮, ৬১ কা. ৯ গ. ঘ. + ১০ ক. খ.

যন্ত [ ফলশ ] প্রতীতিম্ আধাতুম্ লক্ষণা সমুপাস্ততে, [ তন্নিম্ ]  
ফলে শব্দৈকগমো [ সতি ] অত্র ক্রিয়া ব্যঞ্জনাং অপরা ন [ ভবতি ]।

যন্ত = শীতত্বপাবনত্বাদিরূপশ্চ ফলশ।

প্রতীতিম্ = জ্ঞানম্।

আধাতুম্ = জনয়িতুম্।

সমুপাস্ততে = আশ্রিত্যে।

ফলে = প্রয়োজনে।

অত্র = প্রয়োজনশ্চ বিষয়ে, with reference to this motive.

যুক্তি—

তন্মাদেব শব্দাং = তন্মাদে লাক্ষণিকাং শব্দাং। ‘শব্দাং’ এর উপর  
জোর থেকে বোঝা যায়, মন্মট হয়ত বলতে চেয়েছেন : শব্দাং  
এব, ন তু শব্দেতরপ্রমাণাভ্যাম্ অর্থীং অন্তর্মানপ্রত্যক্ষাভ্যাম্।

তুটি কারিকার এই অংশটুকুতে ‘লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনা’র লক্ষণ দেওয়া হয়েছে।  
আসলে ব্যঞ্জনার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে এই লক্ষণ।



পৃঃ ৮, ৬২ / কারিকা ১০ গ.

সময় = সংকেত ।

বৃত্তি / তন্ন = পাবনত্বাদি = পবিত্রতাদিরূপ অর্থে ।

কারিকা ২ গ. ঘ., ১০ ক. খ. এবং গ. — অংশটুকুতে সাধারণভাবে ব্যঞ্জন্যর সত্যতা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন মশ্রুট । দেখিয়েছেন : যে বৃত্তিটি ‘প্রয়োজন’ প্রতিপাদন করল তা ‘অভিধা’ নয় কারণ গজা-শব্দের অভিধা ‘প্রবাহে’ই শেষ । ‘জলপ্রবাহ’ অবদিত গজা-শব্দের সময় বা সংকেত, তটের শৈত্যপাবনত্বাদি অবদিত নয় ।

কারিকা ১০ ঘ. থেকে কারিকা ১২ ক. খ. অবদি ( এগুলির বৃত্তিতেও অর্থাৎ ‘প্রকৃতাপ্রতীতিকৃত্য অনবস্থা ভবেৎ’-অবদি ) অংশটুকুতে মশ্রুট বক্তব্য রেখেছেন দ্বিতীয় লক্ষণাবাদীর বিরুদ্ধে ।

কা. ১/ নো = ‘ন’ — অর্থক অর্থায় । এতদ্বিন্ = প্রয়োজনে [লক্ষ্যতব্যে] ।

ন প্রয়োজনম্ = অন্তঃ প্রয়োজনম্ ন ।

‘এতদ্বিন্ ন প্রয়োজনম্’-র বৃত্তি ‘নাপি প্রয়োজনে লক্ষ্যে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্’ ।

কারিকা ১:/ অলঙ্গতিঃ = অলঙ্ঘ্য প্রচ্যুতা ভবন্তী গতিঃ বোধকতারূপ-  
সামর্থ্যঃ যন্ত তাদৃশঃ ।

‘ন চ শব্দঃ অলঙ্গতিঃ’-র বৃত্তি হল :

নাপি গজাশব্দঃ তটমিব প্রয়োজনম্ প্রতিপাদয়িতুম্ অসমর্থঃ ।

∴ অলঙ্গতিঃ = প্রতিপাদয়িতুমসমর্থঃ ।

গজা-এই লাক্ষণিক শব্দটি কেবল তট-রূপ লক্ষ্যার্থ প্রকাশ করে তাই নয়, পবিত্রতাদি-প্রয়োজনকেও প্রতিপন্ন করে । ‘প্রয়োজন’ প্রতিপন্ন করতে শব্দটির সামর্থ্য অলংঘ্য হয় নি বা হারিয়ে যায় নি । ‘প্রয়োজন’ অবস্থা প্রতিপন্ন করে ব্যঞ্জন্যর মাধ্যমে ।

যোগঃ ফলেন নো/ ফলেন = প্রয়োজনে, দ্বিতীয়-লক্ষণাবাদী প্রস্তাবিত  
লক্ষ্যার্থের সঙ্গে ।

কারিকা ১২ / মূলক্ষ্যকা’রনী = প্রকৃতাপ্রতীতিকৃত্য ।

এবমপি = প্রয়োজনঃ চেৎ লক্ষ্যতে

= পাবনত্বাদি-প্রয়োজনঃ দ্বিতীয়য়া লক্ষণয়া লক্ষ্যতে

চেৎ ।

প্রয়োজন লক্ষিত হতে পারে না। কারণ ২টি—(১) প্রস্তাবিত দ্বিতীয় লক্ষণের ক্ষেত্রে তিনটি শর্তের কোনটিই নেই। (২) দ্বিতীয় লক্ষণ স্বীকার করলে অনবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

অনবস্থা/ একটি ঘোষ। কোন একটি অবস্থা বা সিদ্ধান্তে না আসাই অনবস্থা।

লক্ষণ হয় প্রয়োজনভিত্তিক না হয় প্রসিদ্ধিভিত্তিক হবে। অর্থাৎ লক্ষণ আমাদের একটি প্রয়োজন প্রতিপন্ন করবে। গঙ্গা-শব্দের লক্ষণ প্রতিপন্ন করছে তটের শৈত্য এবং পবিত্রতা। দ্বিতীয়-লক্ষণবাদীর মতে, তট-রূপ অর্থেরও লক্ষণ রয়েছে। প্রকাশ করছে শৈত্য-পবিত্রতাদি লক্ষ্যার্থ। কিন্তু দ্বি. ল. বা. কে প্রশ্ন করা চলে, এই লক্ষণা কোন্ প্রয়োজন প্রতিপন্ন করল? দ্বি. ল. বা. উত্তর দিতে পারবেন না। আর উত্তর দিলেও নিপদ। দ্বি. ল. বা. যদি বলেন, প্রয়োজন প্রতিপন্ন করল। ধরা যাক—‘ঘোষ’। ব্যঙ্গনাবাদী বলেন : এতে অনবস্থার সৃষ্টি হবে। কেননা, দ্বিতীয় এই প্রয়োজনকে (‘ঘোষ’ বলে কল্পিত) লক্ষিত করার জন্তে পাবনত্বাদি-রূপ লক্ষ্যার্থে অবস্থিত আর একটি তৃতীয় লক্ষণের দরকার হবে। ওয় লক্ষণায়ও একটি ওয় প্রয়োজন কল্পনা করতে হবে। এইভাবে যেমনি লক্ষণা-স্বীকারের দিক থেকে, তেমনি প্রয়োজন-স্বীকারের দিক থেকে আমরা এমন একটি অবস্থায় আসতে পারব না, যেখানে থামতে পারব। যুক্তির দিক থেকে এই সিদ্ধান্ত-হীনতা বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব পাবনত্বকে লক্ষ্যার্থ না বলে ব্যঙ্গ্যার্থ বলাই যুক্তিযুক্ত।

ব্যঙ্গনাবাদীর বিরোধী পক্ষ দুটি : (১) দ্বিতীয়-লক্ষণবাদী এবং (২) বিশিষ্টলক্ষণবাদী। এই দুই বিরোধী পক্ষের যুক্তিকে মস্তাৎ করে মন্মট প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্যঙ্গনা। দেখিয়েছেন, ব্যঙ্গনা একটি পৃথক্ বৃত্তি, ব্যঙ্গনার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

মন্মটের বক্তব্য : ‘গঙ্গাতটে ঘোষঃ’ এর বদলে ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ ব্যবহার করার সময় আমরা একটি ‘প্রয়োজনে’র দিকে লক্ষ্য রাখি, একটি প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যকে বোঝাতে চাই (‘প্রয়োজন-প্রতিপাদয়িষ্য’ থাকে)। অর্থাৎ এখানে বোঝাতে চাই—ঘোষপল্লী অথবা তট অত্যন্ত শীতল এবং পবিত্র। তাই ‘প্রয়োজন’টি হল : ঘোষপল্লী বা তটের শৈত্যপাবনত্ব প্রভৃতি। এখন বক্তব্য হল : ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ তে লক্ষক ‘গঙ্গা’শব্দ লক্ষণার মাধ্যমে ‘গঙ্গাতট’ অবধি অর্থ প্রকাশ করে। আর তটের শৈত্যপাবনত্ব-রূপ বাড়তি

অর্থটুকু গঙ্গা-শব্দের 'ব্যক্তন' প্রতিপন্ন করে। একদল বলবেন : তটের নীতলতা এবং পবিত্রতাকে প্রতিপন্ন করে গঙ্গা-শব্দের অভিধা। উত্তরে মন্মট বলেন : গঙ্গা শব্দের সংকেত, স্রোত বা জলপ্রবাহে-ই শেষ। ঐ শব্দের অভিধা তাই স্রোত অবধি বোঝাতে পারে। আসলে, তট অবধিই গঙ্গা-শব্দের সংকেত নেই। গঙ্গাতটের দূর শৈত্য, পাবনত্ব তাহলে কেমন করে বাচ্যার্থ হতে পারে? মন্মট বলেন : শৈত্য-পাবনত্বাদি অর্থ কেবল ব্যক্তনাই বোঝাতে পারে।

### মন্মট বনাম দ্বিতীয় লক্ষণবাদী

**দ্বিতীয় লক্ষণবাদীর বক্তব্য :** বিরোধী একদল চিন্তাবিদ বলেন : 'পাবনত্বাদি দূর' এক লক্ষণত্ব বোঝাতে পারে। গঙ্গা-শব্দের প্রথম লক্ষণ যেমন গঙ্গাতটকে বুঝিয়েছে, তেমন 'গঙ্গাতট'-অর্থের লক্ষণ (গঙ্গা-শব্দের ২য় লক্ষণ) পাবনত্বাদিকে বোঝায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন : লক্ষণ আসলে অর্থ-বৃত্তি (মুখ্যার্থ-ব্যাপার), লক্ষণকে ঔপচারিক অর্থে শব্দবৃত্তি (শব্দ-ব্যাপার) বলা হয়। দ্বিতীয়-লক্ষণবাদী এটুকু : (লক্ষণ অর্থব্যাপার বা অর্থনষ্ট বৃত্তি) মনে রেখে বলেছেন : গঙ্গাতট-অর্থের লক্ষণ (ঔপচারিক প্রয়োগের সাহায্যে—গঙ্গা-শব্দের দ্বিতীয় লক্ষণ) পাবনত্বাদি-অর্থটুকু ('প্রয়োজনটুকু') প্রতিপাদন করে।

**মন্মটের বক্তব্য :** কিন্তু দ্বি. ল. বা. তুলে গিয়েছেন : লক্ষণ অর্থনষ্ট ব্যাপার ঠিক কথা; কিন্তু অর্থনিষ্ঠ মানে মুখ্যার্থ-নিষ্ঠই, লক্ষ্যার্থনিষ্ঠ নয়। দ্বি. ল. বা. বলেছেন : 'পাবনত্বাদি' অর্থটুকু গঙ্গাতট-অর্থের লক্ষণ (গঙ্গা-শব্দের ২য় লক্ষণ) বোঝাবে। কিন্তু গঙ্গাতট মুখ্যার্থ নয়। গঙ্গাতট লক্ষ্যার্থ। কাজেই ২য় লক্ষণ গঙ্গাতট-রূপ অর্থনিষ্ঠ হতে পারে না।

আর, গঙ্গাতট-রূপ লক্ষ্যার্থনিষ্ঠ লক্ষণ প্রবর্তিত হতে গেলে তিনটি শর্তেরও প্রয়োজন। শর্ত-তিনটি হল—মুখ্যার্থবাদ, মুখ্যার্থযোগ এবং রুচিপ্ৰয়োজনাত্ম-তরঙ্গ। মন্মট দেখিয়েছেন : তিনটি শর্তের একটি শর্তও নেই। প্রথমতঃ, গঙ্গাতটকে যদি মুখ্যার্থ বলা হয় (আসলে লক্ষ্যার্থ), তাহলে দেখা যাবে, গঙ্গাতট-রূপ অর্থের ঘোষণাকারী রূপ অর্থের সঙ্গে অসঙ্গতি (বাধা) নেই। যেহেতু গঙ্গাতটে ঘোষণাকারী অস্তিত্বশীল হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, 'গঙ্গাতট'কে মুখ্যার্থ বলা হলে, আর 'পাবনত্বাদি'কে লক্ষ্যার্থ বলা হলে ছয়ের মধ্যে কোন

যোগ বা সম্বন্ধও পাওয়া যাবে না। কারণ পাবনত্বাদি গঙ্গার ধর্ম (বৈশিষ্ট্য), গঙ্গাতটের ধর্ম নয়। তৃতীয়তঃ, বলা যাবে না যে, তট শব্দের ‘পবিত্রতা’-দ-অর্থে কোন রুচি বা প্রসিদ্ধি আছে। আবার, ‘গঙ্গাতটে ঘোষঃ’ এর বদলে ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ প্রয়োগ করার পেছনে যেমন যুক্তি দেখাই যে, গঙ্গার প্রয়োগ (গঙ্গা-র লক্ষণা) একটি প্রয়োজন (মঃ প্রয়োজন) প্রতিপন্ন করে; তেমনি গঙ্গাতট-রূপ অর্থের লক্ষণাও একটি প্রয়োজন ব্যক্ত করে—এরকম বলতে পারি না। কারণ, সেরকম কোন প্রয়োজনের কথা মনে আসে না।

মন্মটের আরও একটি যুক্তি হল এরকম : সাধারণতঃ, কোন শব্দ যখন [অভিধা দ্বিগে] একটি [বাক্যার্থের সঙ্গে] সঙ্গত অর্থ বোঝাতে সামর্থ্যহীন হয়, তখনই শব্দটির লক্ষণা-বৃদ্ধি স্বীকার করি। ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’—তে গঙ্গাশব্দ (বাচক গঙ্গাশব্দ) তট-রূপ অর্থ বোঝাতে শক্তিহীন হয়ে পড়ায় আমরা বলেছি : ওর আর একটি ক্ষমতা (লক্ষণা) তটকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু ‘পাবনত্বাদি’ বোঝাতে গঙ্গা-শব্দ শক্তিহীন নয় (ন স্থলদৃগতিঃ), পাবনত্বাদিকে বোঝাচ্ছে, এবং ‘ব্যঞ্জনাব’ মাধ্যমে।

এই যুক্তিটি অবশ্য খুব সর্বল নয়।

উপরন্তু, দ্বিতীয়লক্ষণাবাদী যদি বলেন : প্রথম লক্ষণার [প্রয়োজনবতী লক্ষণার] প্রয়োজন (শৈত্যপাবনত্বাদি) বোঝাতে দ্বিতীয় লক্ষণা সমর্থ; তাহলে মন্মট দ্বি. ল. বা. কে প্রশ্ন করবেন : ২য় লক্ষণার (=প্রয়োজনবতী লক্ষণার) প্রয়োজন বোঝাবে কে ? তৃতীয় লক্ষণা কি ? আর তৃতীয় লক্ষণা স্বীকার করলে উত্তরোত্তর একটি শব্দেই [গঙ্গার] অসংখ্য লক্ষণাবৃদ্ধি স্বীকার করতে হয়। একটি স্থির অবস্থায় এসে পৌঁছবও না। অনবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে হবে।

সব মিলিয়ে মন্মটের বক্তব্যের সারাংশ হল দুটি তথ্যে। (১) প্রস্তাবিত ২য় লক্ষণা প্রবর্তিত হতে পারে না, তিনটি শব্দের অভাবের ফলে। (২) ২য় লক্ষণা স্বীকার করলে আবার ৩য় লক্ষণা, ৩য় লক্ষণা স্বীকার করলে আবার ৪র্থ লক্ষণা স্বীকার করতে হয় এবং উত্তরোত্তর অসংখ্য লক্ষণা স্বীকার করতে হয় এবং অনবস্থার সম্মুখীন হতে হয়; যা বুদ্ধিজগতে বাঞ্ছনীয় নয়। এদ্বারা বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদীর সঙ্গে যুক্ত বেদেছে ব্যঞ্জনাবাদীর (মন্মটের)।

‘পাবনত্বাদিধর্মযুক্তমেব...তৎ কিং ব্যঞ্জনয়া?’ অংশটুকু বিশিষ্টলক্ষণাবাদীর মন্তব্য। ‘নচ’ দ্বিগে আলাদা করে দিয়েছেন মন্মট। অন্ত্যদিকে কারিকা ১২ গ.অ. এবং সমগ্র ১৩ কারিকায় (বৃদ্ধি সমেত) রয়েছে ব্যঞ্জনাবাদীর যুক্তি ও বক্তব্য।

পৃ: ৮, ৬০ মনু ..... ব্যঞ্জনেন ?

বন্ধুত্ব বিশিষ্ট লক্ষণাবাদীর। প্রয়োজনম্ = অধিকন্তু অর্থস্ত প্রতীতি:—  
পাবনত্বাদি প্রতীতি:।

কা. ১২ গ. ঘ. সহিতম্ = বিশিষ্টম্।

লক্ষণায়ম্ = লক্ষ্যার্থ:।

### বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদী বনাম ব্যঞ্জনাবাদী

বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদী / 'গঙ্গায়াং ঘোষ:' তে গঙ্গা শব্দের লক্ষ্যার্থ কেবল গঙ্গাতট নয়, একেবারে 'নীতলতা, পবিত্রতা-প্রভৃতি যুক্ত তট' (পাবনত্বাদি-ধর্মযুক্ত তট)। অর্থাৎ গঙ্গা-শব্দের লক্ষণা বৈশিষ্ট্যযুক্ত অর্থকেই প্রতিপন্ন করেছে, লক্ষণাও তাই বিশিষ্টলক্ষণা।

প্রশ্ন হল লক্ষণার প্রয়োজন ক'য়? উত্তরে বলা যাবে—যা প্রয়োগ করতে পারতাম (গঙ্গাতটে ঘোষ:) অথচ প্রয়োগ করছি না বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্তে, তার চেয়ে ('গঙ্গাতটে ঘোষ:'-এর চেয়ে) যে বাড়তি অর্থটুকু লাক্ষণিক প্রয়োগে (গঙ্গায়াং ঘোষ:-তে) পাই, তার জ্ঞান-ই প্রয়োজন। এখানে বাড়তি অর্থ হল পাবনত্বাদি। ∴ 'পাবনত্বাদি-প্রতিপত্তি' হল প্রয়োজন।

কারিকা ১৩ ক. খ. জ্ঞানস্ত = প্রমাণস্ত = প্রত্যক্ষাদে: প্রমাণস্ত

= প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ—এই চার  
প্রমাণের।

পৃ: ৯, ৬৩ বৃত্তি। প্রত্যক্ষাদে নীলাদি বিষয়: ..... সংবিত্তির্বা।

'নীলপদ্ম' প্রত্যক্ষ করলে 'নীলবস্ত্তজ্ঞান' জন্মায়। এই 'জ্ঞানের ফলকে দুদিক্ থেকে (ব্যক্তি এবং বস্তুর দিক্ থেকে) বিচার করা যেতে পারে। বস্তুর দিক্ থেকে (objectively) জ্ঞানের ফল বললে বলা যাবে: আমাদের জ্ঞানের বিষয় এই নীলবস্ত্তটি একটি নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। তা হল জ্ঞাততা বা প্রকটতা। অর্থাৎ জ্ঞাততা বা প্রকটতা হল নীলবস্ত্তধর্ম। এই ধর্মের ফলে আমাদের জ্ঞানের বিষয় নীলপদ্ম-রূপ নীলবস্ত্তটি অস্ত্র নীলবস্ত্ত থেকে ভিন্ন বলে প্রতীত হয়। এভাবে বস্তুর দিক্ থেকে জ্ঞানের ফল বিচার করেন ভাট্ট মীমাংসকেরা।

অন্তরিকে, ব্যক্তির প্রসঙ্গে ( subjectively ) জ্ঞানের ফল বিচার করেন প্রাভাকর মীমাংসকেরা এবং নৈয়ায়িকেরা। এঁদের মতে, পূর্বোক্ত জ্ঞানের ফল হল : ‘অহং নীলবস্ত্র জানামি’—এই স্বকন্মের বোধ, যে বোধ উৎপন্ন হয় আমাদের মধ্যে। এই বোধই জ্ঞাত নীলবস্ত্রটিকে অজ্ঞাত নীল বস্ত্রগুলি থেকে ভিন্ন করে দেয়। মন্মট এই বোধের নাম দিয়েছেন ‘সংবিত্তি’। ‘সংবিত্তি’ হল আত্মধর্ম, বস্তুর ধর্ম নয়।

‘অহং নীলং জানামি’—তে জ্ঞানবিষয় হল নীলবস্ত্র, জ্ঞানফল হল প্রকটতা বা সংবিত্তি। ‘জ্ঞানবিষয়’ তাই ‘জ্ঞানফল’ থেকে ভিন্ন। আবার বলা যেতে পারে, বিষয় এবং ফল—দুইই জ্ঞান থেকে ভিন্ন। জ্ঞানবিষয়যোভেদঃ জ্ঞান-ফলযোশ্চ ভেদঃ অত্র প্রতীয়তে।

‘জ্ঞানস্য বিষয়ো হুগ্ধঃ, ফলমগ্ধদুদাহৃতম্’—নীতিটির অর্থও পূর্বোক্ত দুঃকম। এই কারিকা-অংশটুকু ( ১৩ ক.খ. ) বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদীর বিরুদ্ধে একটি যুক্তি বিশেষ। বিশিষ্ট লক্ষণা স্বীকার করলে এই বহুপ্রতিষ্ঠিত নীতিটি অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু আমাদের সাধারণ জ্ঞানও নীতিটির সমর্থনে রায় দেয়।

নীতিটিকে বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে খাড়া করতে গিয়ে টীকাকারেরা বলেছেন : নীতিটির ব্যাখ্যা দুঃকম। বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদীর কল্পিত একটি যুক্তি, নীতিটির প্রথম ব্যাখ্যাকে নশ্তাৎ করে দেয় বলেই নীতিটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দরকার হয়েছে।

নীতিটির ব্যাখ্যা জানার আগে আর একটি বিষয় জানা অপরিহার্য। বিষয়টি এরকম : মন্মট ‘প্রয়োজন’ শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন দুই অংশে। প্রথমতঃ, ‘নম্, পাবনত্বাদি.....তৎ কিং ব্যঞ্জনেন ইতি’—অংশে ‘প্রয়োজন’ শব্দের অর্থ হল ‘অধিকন্তু অর্থন্তু [পাবনত্বাদেঃ] প্রতিপত্তিঃ’ অর্থাৎ ‘পাবনত্বাদিপ্রতিপত্তিঃ’। ‘পাবনত্বাদিপ্রতিপত্তিঃ’ হল ‘লক্ষ্যার্থজ্ঞানজ্ঞাত’ ( লক্ষ্যার্থস্ত পাবনত্বাদিবিশিষ্টতটস্ত জ্ঞানেন জ্ঞাতা )। কারণ, লক্ষ্যার্থ পাবনত্বাদি-বিশিষ্টতট-কে জানতে গিয়ে আমাদের ‘পাবনত্বাদিপ্রতীতি’ও হয়। যাই হোক, দেখা গেল, প্রয়োজন ‘পাবনত্বাদিপ্রতিপত্তিঃ’ হল লক্ষ্যার্থজ্ঞানজ্ঞাত ( অথবা সংক্ষেপে, ‘জ্ঞানজ্ঞাত’ বা ‘জ্ঞাত’ )। দ্বিতীয়তঃ কারিকা ১২ গ.ঘ. অংশে ‘প্রয়োজন’—এর অর্থ হল ‘পাবনত্বাদি’। ‘পাবনত্বাদি’ হল ‘লক্ষ্যার্থজ্ঞানজ্ঞাতপ্রতীতি-বিষয়’ ( ‘লক্ষ্যার্থস্ত পাবনত্বাদিবিশিষ্টতটস্ত জ্ঞানেন জ্ঞাতা বা পাবনত্বাদিপ্রতীতিঃ, তন্তাঃ বিষয়ঃ’, অর্থাৎ পাবনত্বাদিরেব )। কারণ, পাবনত্বাদিবিশিষ্টতটের ( লক্ষ্যার্থের )

প্রতীতি হলেই পাবনত্বাদির প্রতীতি হবে। 'পাবনত্বাদিপ্রতীতি'র বিষয় হল পাবনত্বাদি। ∴ 'পাবনত্বাদি'-রূপ প্রয়োজন হল—'লক্ষ্যার্থজ্ঞানজন্যপ্রতীতি-বিষয়' ( সংক্ষেপে, জ্ঞানজন্যপ্রতীতিবিষয় বা জ্ঞানপ্রতীতিবিষয় বা জ্ঞাপ্য )।

### যুক্তি বা নীতিটির ব্যাখ্যা

সোজা কথায়, নীতিটির অর্থ হল : জ্ঞানের বিষয় থেকে জ্ঞানের ফল ভিন্ন। যেমন 'নীলমহং জানামি'র ক্ষেত্রে, নীলবস্তু ( জ্ঞানবিষয় ) প্রকটতা অথবা সংবিত্তি ( জ্ঞানফল ) থেকে ভিন্ন। 'গজায়াঃ ঘোষঃ'-র ক্ষেত্রে [ যখন স্বীকার করি ফল বা প্রয়োজন ( পাবনত্বাদি ) হল ব্যাক্যার্থ ; মানে বিশিষ্টলক্ষণাবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ ] দেখি, জ্ঞানবিষয় হল গজাতট, জ্ঞান হল পাবনত্বাদি। আর এ দুটি পরস্পরভিন্ন। কিন্তু বিশিষ্টলক্ষণবাদ অনুসারে, জ্ঞানবিষয় হল পাবনত্বাদিবিশিষ্টতট, জ্ঞানফল হল পাবনত্বাদি। এখানে জ্ঞানবিষয় জ্ঞানফল থেকে ভিন্ন নয়। জ্ঞানফল জ্ঞানবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু নিয়ম হল : বিশেষণ (পাবনত্বাদি) বিশেষ্যের (পাবনত্বাদিবিশিষ্টতটের) অন্তর্ভুক্ত। বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদে তাই সাধারণ নিয়ম ব্যাভিচারিত (অতিক্রান্ত) হয়। ∴ বিশিষ্টলক্ষণা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এখানে অবশ্য বিশিষ্টলক্ষণাবাদী ব্যঞ্জনাবাদের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি দিতে পারেন। বলতে পারেন : [ জ্ঞানের ] ফল কখনও 'পাবনত্বাদি' হতে পারে না। কারণ জ্ঞানের ফল অবশ্যই 'জ্ঞানজন্য', 'জ্ঞানজন্যপ্রতীতিবিষয়' নয়। সুতরাং এখানে জ্ঞানের ফল হল 'পাবনত্বাদিজ্ঞান', এবং তা জ্ঞানের বিষয় 'পাবনত্বাদিবিশিষ্টতট' থেকে অবশ্যই ভিন্ন।

বিশিষ্টলক্ষণাবাদের বিরুদ্ধে মন্মট বলেন : বিশিষ্টলক্ষণাবাদী ফল বলতে যদি 'জ্ঞানজন্য'কে বোঝেন, তাহলে আমিও ( মন্মটও ) সাধারণ নীতিটির ব্যাখ্যা জ্ঞানরকম করে করব ; এবং দেখা যাবে, বিশিষ্ট-লক্ষণা স্বীকারের ফলে তখন এই নীতিটি অবমানিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : [ জ্ঞানাং ] জ্ঞানবিষয়ঃ অন্তঃ, [ জ্ঞানাং ] জ্ঞানফলম্ চ অন্তঃ। অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞানবিষয়, এবং জ্ঞানফল—তিনটি ভিন্ন পদার্থ। যেমন, 'নীলমহং জানামি'র ক্ষেত্রে,

জ্ঞানম্ = নীলজ্ঞানম্

বিষয়ঃ = নীলম্

ফলম্ = প্রকটতা সংবিত্তির্বা।

এখানে 'নীলম্' এবং 'প্রকটতা বা সংবিত্তিঃ' 'নীলজ্ঞানম্' থেকে পৃথক্।

কিন্তু বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদ অনুযায়ী ‘ফল (প্রয়োজন)’ যদি হয় ‘পাবনত্বাদি-জ্ঞান’, ‘বিষয়’ যদি হয় ‘পাবনত্বাদি বিশিষ্টতট’ আর ‘জ্ঞান’ যদি ‘পাবনত্বাদি-বিশিষ্টতটজ্ঞান’ হয়, তাহলে দেখা যাবে, জ্ঞান থেকে বিষয় ভিন্ন, কিন্তু ফল জ্ঞান থেকে ভিন্ন নয়। দেখা যাবে, ফল জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কারণ নিয়ম হল : বিশেষজ্ঞান (দণ্ডজ্ঞান) বিশিষ্টজ্ঞানের (যেমন, দণ্ডিজ্ঞানের) অন্তর্ভুক্ত। ‘নাগৃহীতবিশেষণাবুদ্ধিঃ বিশিষ্টেষুপজায়তে’।

∴ জ্ঞান এবং জ্ঞানের ফল হবে ভিন্ন—এট অংশটুকু অবমানিত হচ্ছে।

∴ বিশিষ্টলক্ষণা গ্রহণযোগ্য নয়।

\*

\*

\*

লক্ষণামূল ব্যঞ্জকত্ব = লক্ষণামূল ব্যঞ্জনা। এখানে লক্ষণা = প্রয়োজনবতী লক্ষণা। যেখানে প্রয়োজনবতী লক্ষণা থাকে, সেখানে লক্ষণামূল ব্যঞ্জনাও থাকে। যেখানে প্রয়োজনবতী লক্ষণা থাকে না, লক্ষণামূল ব্যঞ্জনাও সেখানে থাকে না।

অভিধামূল ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম নয়। প্রত্যেক বাচক শব্দেই অভিধা থাকে। কিন্তু সব বাচক শব্দ ব্যঞ্জক নয়। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের উপর অভিধামূল ব্যঞ্জনা নির্ভরশীল।

\*

\*

\*

অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা—এই তিন বৃত্তির মধ্যে কেবল অভিধা অন্তরীক্ষণযোগ্য বৃত্তি। অতীত কোন ক্রিয়ার (বৃত্তি বা ব্যাপারের) সাহায্যের এর প্রয়োজন নেই। লাক্ষণিক অথবা ব্যঞ্জক না হয়েই একটি শব্দ বাচক হতে পারে। লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা, এরকম নয়।

লক্ষণা তিনটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীল অভিধার উপর। একটি শব্দ কেবল লাক্ষণিক হতে পারে না। প্রথমে এটি বাচক, পরে এর বাচ্যার্থ বাদিত হলে, এটি হয়ে ওঠে লাক্ষণিক। তখন কিন্তু শব্দটিকে আর বাচক বলা যাবে না।

ব্যঞ্জনা, অভিধা এবং লক্ষণা—দুয়ের উপর নির্ভরশীল। একটি শব্দ কেবল ব্যঞ্জক হতে পারে না। অবশ্যই তাকে বাচক অথবা লাক্ষণিক হতে হবে। কিন্তু লাক্ষণিক শব্দের সঙ্গে ব্যঞ্জকের পার্থক্য হল : ব্যঞ্জক শব্দ একই সঙ্গে হয় বাচক অথবা লাক্ষণিক।



পৃঃ ৯, ৬৪

কারিকা ১৪

অভিধামূল ব্যঞ্জনায় লক্ষণ

সংযোগাঠে: অনেকার্থস্ত শব্দস্ত বাচকত্ব নিয়ন্ত্রিতে [ সতি ],  
অবাচ্যার্থধীকৃত্বং বা ব্যাপৃতি: [ প্রবর্ততে ], সা অঙ্গনম [ নাম ] ।

সংযোগাঠে: = সংযোগ বিশয়োগাদিভিঃ । সংযোগ: আচ্ছ: যেবাং তৈত: ।

বাচকত্ব = অভিধামূল, অর্থপ্রকাশ-সামর্থ্যে বা । ভাবে ৭মী ।

অবাচ্যার্থধীকৃত্বং = অপ্ৰাকরনিকার্থ-প্রতীতিকৃত্বং ।

ব্যাপৃতি: = ব্যাপার:, শক্তি:, বৃত্তি: ।

অঙ্গনম = ব্যঞ্জনম, ব্যঞ্জনা ।

### সংগ্রহশ্লোক

শব্দার্থস্ত = অনেকার্থকস্ত শব্দস্ত ।

অনবচ্ছেদ = অনিশ্চয়ে সতি ( কতমোহেহোহয় বিবক্ষিত ইতি সন্দেহে  
সতি ) ।

বিশেষশ্রুতিহেতব: = বিশেষস্ত বিবক্ষিতার্থস্ত বা শ্রুতিজ্ঞানং তদ্ব্যতীতব:,  
তজ্জনকা: । এখানে শ্রুতি-শব্দের অর্থ প্রতীতি,  
স্মরণ নয় । বিশেষ = বিশেষ অর্থ = বিবক্ষিত  
অর্থ = প্রাসঙ্গিক অর্থ ।

সংযোগ-প্রভৃতি বোঝাবার জন্তে মাত্র দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন ভট্টহার্যর  
বাক্য-পদীয়ের থেকে । এ দুটি হল : সংযোগ: ..... ।  
.....বিশেষশ্রুতিহেতব: ॥

সংযোগ ছাড়া আর ১৩টি বিষয় এখানে বুঝতে হবে । এগুলি হল এরকম :

(২) শশচক্রো হরি:, (২) অশচক্রো হরি:—এই দুটি ক্ষেত্রে হরি শব্দের  
অর্থ হল বিষ্ণু । যদিও হরি শব্দের অর্থ—বিষ্ণু, ষম, সূর্য, চন্দ্র, সিংহ, অশ্ব,  
বানর ইত্যাদি । কিন্তু শচ চক্র থাকা ( সংযোগ ) অথবা না থাকা ( বিয়োগ )  
বিষ্ণুর প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে ।

(৩) ‘রামলক্ষ্মণো’ এর বেলায় রাম-শব্দের অর্থ দশরথের ছেলে রাম । রাম-  
শব্দের অর্থ পরশুরামও হতে পারে । কিন্তু লক্ষ্মণের সাহচর্য একমাত্র দশরথের  
ছেলের পক্ষেই সম্ভব ।

(৪) 'রামাঙ্গু'ন-গতিস্বয়ং: এর বেলায় রাম এবং অঙ্গু'ন বলতে পরশুরাম এবং কার্তবীৰ্য্যঙ্গু'নকে বুঝতে হবে। দশরথের ছেলে রাম বা তৃতীয় পাণ্ডব অঙ্গু'ন নয়। কেননা, দুই নৃপতির বিরোধিতা বা প্রসিদ্ধ শত্রুতা-প্রসঙ্গেই কথ্যটি বলা।

(৫) অর্থ = উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। ভবচ্ছিদ = সংসারনাশ = মোক্ষ:।

(৬) লিঙ্গ = বৈশিষ্ট্য। 'মকরধ্বজ' এর অর্থ 'মকরাকার ধ্বজ' এবং 'কামদেব'—তাই হলেও 'কোপ' এই লক্ষণ, লিঙ্গ বা বৈশিষ্ট্যের ফলে মকরধ্বজের অভিধা কামদেব-রূপ অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৭) মধু বা বসন্তেরই কোকিলকে মাতানোর ক্ষমতা (সামর্থ্য) আছে। পুষ্পরস প্রভৃতির নাই।

(৮) ঔচিত্য = উপযুক্ততা, যথাৰ্থ্য।

প্রিয়র আনুকূল্য-ই শাস্ত করতে পারে তোমাদের।

**ইন্দ্রশত্রু:** / শত্রু = শত্রুতা (ঘাতক)। এখানে শত্রু শব্দের অর্থ রিপু বা অরি নয়। 'হুগা ইন্দ্রের উপর নিরন্ত হয়ে একজন পুত্র চাইলেন, যে ইন্দ্রের ঘাতক হবে। সুরু করলেন যজ্ঞ। আহুতি দেবার সময় বললেন: 'স্বাহে ইন্দ্রশত্রুর্বধশ্ব' (স্বাহা, ইন্দ্রশত্রু বেড়ে উঠুক, বা জন্মাক)। বলতে চেয়েছিলেন, যজ্ঞী সমাসে। কিন্তু যজ্ঞী সমাসের জ্ঞাত প্রয়োজন ছিল অস্ব্যোদাস্ততার। মানে 'উ'কে উদাস্ত-স্বরে উচ্চারণের। কারণ, যজ্ঞী সমাসের (সাধারণভাবে সমাসের) অস্ত্য স্বর উদাস্ত।

কিন্তু ভুলক্রমে তুগা 'ই'র উদাস্ত উচ্চারণ করে ফেলেছেন। পদটি হয়েছে বহুব্রীহি-সমাসান্ত—ইন্দ্র: শত্রু: (শত্রুতা) যন্ত। ['বহুব্রীহে] প্রকৃত্য। পূর্বপদম্' পা. ৬.২.১]

শেষ পৰ্যন্ত পুত্রের জন্ম হয়েছে। কিন্তু সে ঘাতক হতে পারে নি ইন্দ্রের। ইন্দ্রই হয়েছে তার ঘাতক।

মনে রাখতে হবে: 'ইন্দ্রশত্রু' উহা 'পুত্র:' এর বিণ। আর 'বর্ধশ্ব' 'বর্ধতাম্' এর অর্থে প্রযুক্ত।

পৃ: ১০, ৬৫-৬৬

**শ্লোক ৭** শাক্য অভিধামূল ব্যঞ্জন বা শব্দশক্তিমূলধ্বনির উদাহরণ। কোন রাজা নিরবচ্ছিন্ন দান করে চলেছেন—বলা হয়েছে শ্লোকটিতে।

ব্যাক্য উপমা হল এভাবে: রাজা ছাত্তীটির সঙ্গে তুলনীয়।

অমর/ভদ্রাশ্বনঃ দূরদিরোহ-তনোঃ শিশাল-বংশোন্নতে: কৃত-শিলীমূখ-  
সংগ্রহস্ত অতুপপ্লুত-গতে: পরবারণস্ত বস্ত কর: সততম্ দানাম্বুসেক-সুভগ:  
অক্ষুঃ ।

ভদ্রাশ্বন—যজ্ঞাশ্বন, হাতীর বেলায় ভদ্র-শ্রেণীর ।

অতুপপ্লুত—অবাধ । শিলীমূখ—বাণ, হাতীর বেলায় মোমাছি ।

পর-বারণ—শত্রুনিবারক, হাতীর বেলায় শ্রেষ্ঠ হাতী ।

বারণ=হাতী । কর=হাত, ভাঁড় । দান=gift, মদ-বারি । ভদ্র,  
দূরদিরোহ, বংশ, শিলীমূখ, পর, বারণ, কর, দান প্রভৃতি শব্দগুলি স্পষ্ট হওয়ায়  
আর একটি চিত্র ভেসে উঠে । চিত্রটি ভদ্র-শ্রেণীর হাতীর । অপ্রকৃত চিত্রটিকে  
মনে হয় উপমান । দুটো মিলিয়ে একটি অর্থও ভেসে উঠে : শ্রেষ্ঠ হাতীর ভাঁড়  
যেমন মদজলের অস্তিত্বে হয়ে উঠে মনোজ্ঞ, তেমনি দান-বৃষ্টির অভিসিক্তনে  
রমণীয় হয়ে উঠত রাজার হাত । অল্প বিশেষণগুলি আর প্রয়োগ করা হল না  
এখানে ।

এখানে শব্দের যে শক্তির ফলে উপমান-চিত্রটির প্রতীতি হয়, সেই শক্তিটি  
হল শাক্তী ব্যঞ্জনা ।

## তৃতীয় উল্লাস

এই উল্লাসের আলোচ্য বিষয় হল অর্থের ব্যঙ্গকত্ব । তৃতীয় উল্লাসের  
নাম তাই ‘অর্থব্যঙ্গকতা-নির্ণয়’ । বিষয়টি অবশ্য শুরু হয়েছে দ্বিতীয় উল্লাসের  
কা. ২ ক. ধ. থেকে—সর্বোবাং প্রায়শোহথানানং ব্যঙ্গকত্বমপূর্যতে ।

তৃতীয় উল্লাসের কারিকা ১ গ. ঘ. এবং ২ হল অর্থ-ব্যঙ্গকতা অথবা আর্থী  
ব্যঙ্গনার লক্ষণ ।

অমর/ বক্তৃ-বোদ্ধব্য-কাকূনাম্ বাক্য-বাচ্যাশ্রয়সম্মিধে: প্রস্তাব-  
দেশ-কালাদে: [চ] বৈশিষ্ট্যাৎ অর্থস্ত য: ব্যাপার: প্রতিভাজুযাম্  
অম্বার্থ-বী-হেতু:, সা ব্যক্তি: এব ।

বোদ্ধব্য: = প্রোক্তা । বাক্যম্ = পদসমূহ: । বাচ্য: = শব্দ: অর্থ: ।  
সম্মিধি: = সামিধ্যম্ । প্রতিভাজুযাম্ = সহদয়ানাম্ । ব্যক্তি: = ব্যঞ্জনা ।

শ্লোক ১ পৃথুল—বড।

বক্তা এখানে বিশিষ্ট। অর্থাৎ বক্তা শৈরিণী। শ্লোকের বাচ্যার্থ তাই ব্যঙ্গক বা ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতিপাদক।

ব্যঙ্গ্যার্থ হল : গোপন মিলনের (চৌধ-রত) গোপনতা।

শৈরিণী জল-বহনের ক্রান্তির মাধ্যমে গোপন করতে চেয়েছে শৃঙ্গার-জনিত ক্রান্তি।

পৃঃ ১১.৬৭

শ্লোক ২ শ্রোতা-বৈশিষ্ট্যঃ বাচ্যার্থস্ত ব্যঙ্গকত্বম্।

শ্লোক ২ এর পরিবেশ এবং অর্থ ‘নিঃশেষচ্যুত—’এর মত। ব্যঙ্গ্যার্থ : বিনীততা, দুর্বলতা ইত্যাদি প্রমাণ করছে, দূতীকে বক্তার প্রেমিক উপভোগ করেছে ভাল রকম।

শ্রোতা (বোদ্ধব্য) এখানে দূতী, বক্তার কাছে সে বিশিষ্ট ব্যক্তি। বক্তা শ্রোতাকে আপন দয়িত-অভিলাষিনী বলেই জানে।

‘নিঃশেষচ্যুত-চন্দনম্—’ ইত্যাদিও বোদ্ধব্যবৈশিষ্ট্যে বাচ্যার্থ-ব্যঙ্গকতার উদাহরণ।

শ্লোক ৩ বেণীসংহার ১.১১

প্রশ্নকারী—ভীম। শ্রোতা—সহদেব।

অনর/নৃপসদসি পাঞ্চালতনয়াম্ তথাভূতাম্ দৃষ্ট্বা, বনে ব্যাধৈঃ সাধম্ বহুলাধরৈঃ [অস্মাভিঃ] স্তুচিরম্ উষিতম্, বিরাটস্ম আবাসে অতুচিতারম্ভনিভৃতম্ স্থিতম্ [চেতি চিন্তয়িত্বা]—বিন্নে ময়ি, খেদঃ ভজতি গুরুঃ, কুরুষু [তু] ন অত্মাপি।

নৃপসদসি=রাজসভায়াম্। আরম্ভঃ=কার্যম্।

অতুচিতেন আরম্ভেন (রন্ধনাদিনা) নিভৃতম্ (গুপ্তম্) যথা স্ত্রাং তথা।

শ্লোকটি বলা হয়েছে যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কে। ব্যঙ্গ্যার্থ : যুধিষ্ঠিরের উচিত হবে কৌরবদের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া। ভীমের উপর নয়।

ভীমের অববিকৃতি থেকে ‘গুরুঃ খেদঃ বিন্নে ময়ি ভজতি, নাত্মাপি কুরুষু—’ অংশটুকুতে প্রশ্নের বোধ হতে পারে। মনে হতে পারে ভীম প্রশ্ন করছেন : বিন্নে ময়ি খেদঃ ভজতি গুরুঃ? কুরুষু [তু] অত্মাপি ন? এবং তারপরেই স্বাভাবিকভাবে ‘আমার উপরে ক্রোধ যুক্তিযুক্ত নয়, কৌরবদের উপরই

যুক্তিসম্মত'—এই ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ হতে পারে। তাই কেউ বলতে পারেন : এই শ্লোকে 'কুৎস আমার উপরেই প্রজ্ঞাভাজন তিনি কুৎস হচ্চেন, আর কোরবদের উপর আজও কুৎস হচ্চেন না'—র বাচ্যার্থকে যুক্তিসম্মত করে বোধ করার জন্যে 'কাকু' এবং ব্যঙ্গ্যার্থের প্রয়োজন। অন্যথায়, 'কাকু' ছাড়া উপরি-উক্ত অংশের বাচ্যার্থ ভীমের বর্তমান মনোভাবের সঙ্গে সম্বন্ধযোগ্য হবে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—বাচ্যার্থকে অর্থবহ করে তুলতে ( বাচ্যার্থ-সিদ্ধির পথে ), কাকু এবং ব্যঙ্গ্যার্থ প্রয়োজনীয়। ∴ শ্লোকটিকে 'কাকু-আক্ষিপ্ত গুণীভূতব্যঙ্গ্য' কাব্য বললে কি ক্ষতি?

মন্তব্যের উত্তর হল : না, এরকম আশংকা অ-মূলক। 'ন চ বাচ্যসিদ্ধ্যনয়ন কাকুরিতি গুণীভূতব্যঙ্গ্যঃ শংক্যম্'। যুক্তি হল : প্রথমাত্মেণাপি কাকৌবি-প্রাস্তোঃ। অর্থাৎ কেবল প্রথম বৃত্তিতেই 'কাকু' বিরত হয়, ব্যঙ্গ্যার্থ সমেত কাকু-ই বোঝায় এমন নয়। কারণ শ্লোকের পদ-সংস্থানই ভীমের বিশ্বাস এবং দুঃখমূলক ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশ করে বাচ্যার্থকে অর্থবহ ( সিদ্ধ ) করতে পারে। ∴ দেখা যাবে কাকু-র ভূমিকা নগণ্য। বাচ্যার্থও প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ( প্রায় স্বয়ংসিদ্ধ )।

আসলে, তৃতীয় উল্লাসের এই শ্লোকগুলি সবই ব্যঙ্গনাগ্রধান বা ধ্বনিগ্রধান। তাই উত্তমকাব্যের উদাহরণ, গুণীভূতব্যঙ্গ্য বা মধ্যমশ্রেণীর উদাহরণ নয়।

শ্লোক ৪/ বক্তা নায়িকা। শ্রোতা নায়ক। কিছুক্ষণ নায়িকার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল সখী এবং নায়িকা। সখীর মুখ প্রতিফলিত হয়েছিল নায়িকার গালে। নায়ক সখীর মুখ দেখার জন্যেই নায়িকার গালের দিকে তাকিয়েছিল। এখন সখী চলে গিয়েছে। নায়কও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে।

এটি বাক্যের বৈশিষ্ট্যে অর্থের ব্যঙ্গকত্বের উদাহরণ। তদা, ইদানীম্, সা—তাৎপর্যপূর্ণ শব্দগুলি দিয়ে বাক্যকে বিশিষ্ট করে নিয়েছেন নায়িকা। ব্যঙ্গ্যার্থ তাই প্রতিপন্ন হতে পারল।

শ্লোক ৫/ বাচ্যবৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। বক্তা নায়ক, নায়িকাকে ধিনি সঙ্গে করে নিয়েছেন। শ্রোতা নায়িকা।

নায়ক বারবার প্রশংসা করছেন জায়গাটুকু। ব্যঙ্গ্য অর্থ তাই স্পষ্ট : এটা মিলনের উপযুক্ত জায়গা। আর এতে অংশগ্রহণ করতে হবে নায়িকাকে।

শ্লোক ৫ অম্বয়/

তস্মি, সরস-কদলী-শ্রেণি-শোভাতিশায়ী নর্মদায়াঃ অয়ম্ উদ্দেশঃ কুঞ্জোৎকর্ষা-  
কুরিতরমণীব্রজমঃ । কিংচ এতস্মিন্ [ প্রদেশে ] সুরত-সুহৃদঃ তে বাতাঃ বাস্তি,  
যেষাম্ অগ্রে কলিতাকাণ্ডকোপঃ মনোভুঃ সরতি ।

‘সরস—তিশায়ী’ এবং ‘কুঞ্জোৎ—ব্রজমঃ’ ‘উদ্দেশঃ’ এর বিণ । উদ্দেশঃ =  
উচ্চতীর-ভূপ্রদেশঃ । সরসানাম্ কদলীনাম্ শ্রেণ্যাঃ বা শোভা, তয়া অতিশায়ী ।

কুঞ্জানাম্ উৎকর্ষণে অকুরিতঃ রমণীনাম্ ব্রজমঃ যস্মিন্, সঃ । ‘উদ্দেশঃ’-এর  
বিণ ।

ব্রজমঃ = ‘চিস্তবৃত্ত্যানবস্থানং শৃঙ্গারাদ্ ব্রজমো মতঃ ।’ চাঞ্চল্য ।

শ্লোক ৬ নৃদতি = প্রেরয়তি । গৃহভরে = গৃহকাথনির্বাহে । অন্তঃসন্নিহি-  
বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ । বক্তা তরুণী । শ্রোতা তরুণীর প্রতিবেশী । কিন্তু আসল  
শ্রোতা তরুণীর প্রেমিক, উদাসীন ( তটস্থ ) ভঙ্গীতে, যে অদূরে দাঁড়িয়ে  
( স স্নিহিত ), কিন্তু মিলনের সময় জানতে অথবা পেতে যে উদ্গ্রীব । অন্তের  
( প্রেমিকের ) সান্নিধ্য থেকেই ব্যঙ্গ্যার্থ বোঝা যায় ।

শ্লোক ৭ বক্তা স্বৈরিণী নায়িকার সখী । সখী স্বৈরিণীর স্বামীর আসার খবর  
পেয়েছে । তাই অভিসারে যেতে উন্মুগ্ন স্বৈরিণীকে সাবধান করে দিয়েছে সখী ।  
‘অভিসারে যাওয়া বন্ধ কর’—ব্যঙ্গ্যার্থ ।

শ্লোক ৮ বক্তা মিলনেচ্ছু অপ্সরী । শ্রোতা বাস্কবীর দল । দেশবৈশিষ্ট্যের  
উদাহরণ ।

শ্লোক ৯ কালবৈশিষ্ট্যের উদাহরণ । কাল বসন্ত ।

শ্লোক ১০ দ্বারোপাস্ত্রস্ত নিরস্তুরে ( সন্নিহিতে ) ময়ি । প্রোক্ষাস্ত্র = প্রসার্য ।  
শিরোহস্তকম্ = শিরোবস্ত্রম্, ঘোমটা । দোল্লভে = বাহ-লভে ।

কাজের বৈশিষ্ট্যের ফলে এখানে নিয়োদ্ধৃত ব্যঙ্গ্যার্থগুলি প্রকাশিত হয় ।

যেমন ‘উরুগুলের প্রসার’ হল রমণেচ্ছার প্যঞ্জক । তেমনি উরুগুলের  
একত্রীকরণ ব্যঞ্জিত করে, ‘তোমার আসা চাই’ এরকম অর্থ ।

এভাবে, ‘ঘোমটা টানা’ ব্যক্ত করে—‘মাথার কাপড় দিয়ে গোপনে  
আসবে’ ।

‘চোখ নামানো’ ব্যক্ত করে—‘এদিক্ ওদিক্ না তাকিয়ে’ ।

‘কথাবার্তা বন্ধ’ ব্যক্ত করে—‘চুপিসারে’ ।

‘হাতগোটানো’ ব্যক্ত করে—‘আলিঙ্গন-স্পৃহা’ ।

কারিকা ২ অর্থ/ সঃ তু অপরঃ [ধ্বনিঃ], যত্র বাচ্যম্, বিবক্ষিতম্  
অন্তুপরম্, চ। [সঃ তু অপরঃ] কঃ অপি (=  
কন্ঠিদিপি) অলক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গ্যঃ, পরঃ [চ] লক্ষ্যব্যাঙ্গ্য-  
ক্রমঃ।

কারিকা ২ ক. খ. তে বলা হল, ‘বিবক্ষিতান্তুপরবাচ্য’ ধ্বনির কথা। ২ গ.  
ঘ. তে বলা হল : সেই ধ্বনি দুইকম : (১) অলক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গ্য।  
(২) লক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গ্য।

অলক্ষ্যক্রমম্ ব্যাঙ্গ্যং যস্মিন্ সঃ, অলক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গ্যঃ।

অলক্ষ্যঃ অজ্ঞেয়ঃ ক্রমঃ [বাচ্যার্থেন সহ] যস্ম, তৎ অলক্ষ্যক্রমম্।

‘ব্যাঙ্গ্যম্’ এর বিণ।

ক্রম—পৌৰ্ব্বাপ্য।

বাচ্য অর্থ বা বিষয় হল, বিভাব অলুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাব। এগুলি  
বাচ্য কিন্তু ব্যঙ্গক।

অর্থাৎ ব্যঙ্গকের সঙ্গে যে ব্যঙ্গের ক্রম লক্ষ্য করা যায় না, সেই ব্যঙ্গ্য যে  
ধ্বনিতে অস্তিত্বশীল, তাই হয় অলক্ষ্যক্রম্যব্যাঙ্গ্য ধ্বনি বা অসংলক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গ্য  
ধ্বনি।

আসলে, ব্যঙ্গ্য বস্তু (রস প্রভৃতি) এবং বাচ্য বা ব্যঙ্গক বস্তুগুলির (বিভাব  
অলুভাব, ব্যাভিচারীভাবের) মধ্যে পৌৰ্ব্বাপ্য আছে। কারণ, ব্যঙ্গক এবং বাচ্য  
বিভাব প্রভৃতি কারণ। কায হল ব্যঙ্গ্য (রস প্রভৃতি)। কারণ এবং  
কাযের মধ্যে কালগত পৌৰ্ব্বাপ্য ত’ আছেই। আগে অস্তিত্বশীল কারণ,  
পরে কায।

কিন্তু এই পৌৰ্ব্বাপ্য বা ক্রম সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। যেমন অনেক-  
গুলি পদ্যের পাপড়ি একসঙ্গে নিয়ে একটি স্ট্রীচ দিয়ে বিঁধলে মনে হবে : সব  
পাপড়িগুলিই একসঙ্গে বিদ্ধ হল। অর্থাৎ বিদ্ধ হওয়ার ক্রম লক্ষ্য করা গেল না।  
কিন্তু : সেকেও পরে পরে হলেও একটির পর আর একটি বিদ্ধ হয়েছে।

বুদ্ধিতে যশ্বট বলেছেন : বিভাব, অলুভাব, ব্যাভিচারীভাব আর রস  
অভিন্ন নয়। প্রথম তিনটি চতুর্থটির কারণ। অভিন্ন হলে অবশ্য ক্রম  
থাকত না।

কারিকা ৩ অবয়ব / অক্রমঃ রস-ভাব-ভাবভাস-ভাবশাস্ত্যাদিঃ রসাত্ত-  
লংকারাং ভিন্নঃ, অলংকার্যভয়া [ চ ] স্থিতঃ ।

অসংলক্ষ্যক্রমব্যাখ্যা ( অলক্ষ্যক্রম-ব্যাখ্যা )

(১) রস (২) ভাব (৩) রসভাস (৪) ভাবভাস (৫) ভাবোদয় (৬) ভাবমঙ্ঘর  
(৭) ভাবোপশম (৮) ভাবসঙ্ঘ

কারিকা এবং বৃত্তি মিলিয়ে বোঝা গেল অলক্ষ্যক্রমব্যাখ্যা হল এই আট প্রকার। অবশ্য ব্যাক্যের এতগুলি (অনুহ) ভেদ হৃদয়ার জন্তে (কা. ১২ ক.খ.) অ. ল. ক্র. ব্য.-কে একপ্রকার বলে দ্বা হয়েচে।

কারিকা ৩ ভিন্নো রসাত্তলংকারাদ্ অলংকার্যভয়া স্থিতঃ ।

রস, ভাব, রসভাস এবং ভাবশাস্ত্য কাব্যে (প্রধান বাক্যার্থে) যখন গৌণ ভূমিকা (অঙ্গভূত, উপকারক) গ্রহণ করে, তখন এরা অলংকার্য হবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, পরিণত হয় নিম্নলিখিত অলংকারে (যথাক্রমে) : রসবৎ, প্রেয়, উর্জস্বি এবং সমাহিতে।

যেহেতু অলংকার আসলে উপকারক।

অন্যদিকে, রস প্রভৃতির ভূমিকা মূখ্য হলে (প্রধানতয়া স্থিতঃ), তা অলংকার্য হতে পারে। বিষয় হতে পারে পদমিকানোর।

আর যেখানে (যে কাব্যে) রস প্রভৃতির (ব্যাক্যার্থের) ভূমিকা গৌণ (গুণীভূত) হয়, সেই কাব্যকে বলা হয় গুণীভূতব্যাক্য।

পৃঃ ১৪, ৭১ কারিকা ৪ এবং ৫

কা. ৪ এবং ৫ ক. খ.-তে বিভাব, অমুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাবের লক্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে : সাহিত্যজগতে স্বায়ী অমুভূতির কারণ কাৰী এবং সহকারী কারণকে, যথাক্রমে বলা হয়, বিভাব অমুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাব। এগুলি সাহিত্যতত্ত্বের পরিভাষিক শব্দ। এখন স্বায়ীভাব বিভাব অমুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাব কাকে বলে দেখা যাক।

স্বায়ীভাব—ভাব মানে অমুভূতি (emotion or feeling)। আমাদের অস্তরের গূঢ় প্রদেশে প্রবাহিত হয়ে চলেছে কয়েকটি ভাব। এগুলির সংখ্যা প্রধানতঃ আট। এগুলি হল : রতি বা বৌনভাব (sex-emotion),



হাস বা Sense of the ludicrous, করুণ বা pathos, বীর বা heroic, ক্রোধ বা anger, ভয় বা fear, বীভৎস বা disgust, অদ্ভুত বা wonder । ( কা. ৮ )

এদের অনেকগুলিই সর্বপ্রাণি-সাধারণ instinctive emotions ; আলঙ্কারিকেরা বলেন যে এই বৃত্তিগুলি সকলের চিত্তের মধ্যেই স্থায়ীভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। উদ্বোধক বস্তুর ও আলম্বন বস্তুর সান্নিধ্যে এরা উদ্ভূত হয়ে ওঠে। উদ্ভূত ( অভিব, ক্ত ) স্থায়ীভাবে নামই রস।

**বিভাব**—অনুরাগ ( রতি ) প্রভৃতি অন্তর্ভুক্তিগুলির ( ভাবগুলির ) কারণের নাম বিভাব। [ নাট্যকাব্যে: দ্রত্যাদে: স্থায়িন: কারণানি বিভাবা: ]। বিভাব দুইরকম: আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব। যে ব্যক্তি বা বস্তুকে কেন্দ্র করে ( অবলম্বন করে ) রসোদগম হয় তাকেই বলে আলম্বন বিভাব। স্থায়ীভাব উদ্ভূত হওয়ার এটিই মূল কারণ। দৃশ্যের অনুরাগের ( স্থায়ী অন্তর্ভুক্তি রতির ) আলম্বন বিভাব হল শব্দশ্রুতি। ঠিক তেমনি শব্দশ্রুতির অনুরাগের আলম্বন বিভাব হল দৃশ্যরূপ। উদ্দীপন বিভাব হল স্থায়ীভাবের উদ্দীপক কারণ। যেমন, চাঁদ, অরণ্য, নিজন পরিবেশ, মলয় সমীরণ ইত্যাদি হল রতি এই স্থায়ীভাবের উদ্দীপক।

**অনুভাব**—স্থায়ীভাব উদ্ভূত হওয়ার পরমূহুর্তে যে বস্তুগুলির মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদেরকেই বলা হয় অনুভাব। অনুরাগের ক্ষেত্রে যেমন কটাক্ষ, মুচকি হাসি আলম্বন প্রভৃতি। অন্তরঙ্গ emotion এর expression হল অনুভাব।

**ব্যভিচারী ভাব**—স্থায়ীভাবের সহকারী কারণকে বলা হয় ব্যভিচারী ভাব। যেমন, শূন্যরূপে কোন একটি প্রধান ভাব-উপভোগের সময় তার উপাদান-স্বরূপ যে সমস্ত চকলভাব চিত্তকে অনুরঞ্জিত করে, তাদেরকে ব্যভিচারীভাব বলে। শূন্যরূপে মনোভাবে চিত্ত অভিযুক্ত হলে কোন সময় লজ্জা, কোন সময় আনন্দ, কোন সময় শঙ্কা ইত্যাদি ছোট ছোট ভাব দ্রুত বেগে সংমিশ্রিত হয়ে থাকে। এগুলিকে ব্যভিচারী বা সকারীভাব বলে। ব্যভিচারীভাবের সংখ্যা হল তেত্রিশ অথবা চৌত্রিশ। ( ক. ৮-১১ ) এই ভাবগুলির এক একটি কোন বিশেষ রসের সঙ্গে যুক্ত নয়। সমুদ্রের তরঙ্গের

মতো এগুলি আসে এবং যায়। এই অমুভূতিগুলি সব সময়েই সহকারী কারণ, সবসময়েই এগুলি সংকরণশীল। এগুলি স্থায়ী ভাবের বিপরীত-ধর্মী। ব্যভিচারীভাব কোন রসেরই আশ্রয় হতে পারে না।

স্থায়ীভাব এবং ব্যভিচারীভাবকে সংক্ষেপে বলা হয় স্থায়ী এবং ব্যভিচারী।

**তানি চেন্নাট্যাকাব্যায়োঃ** / মনে রাখতে হবে, এই কারণ, সহকারী কারণ, এবং কার্য সাহিত্যের জগতের পরিপ্রেক্ষিতেই শোধ্য। বাস্তব জগতে কোন তরুণ যদি কোন তরুণীর প্রতি অমুরক্ত হয় তাহলে তরুণের অমুরাগকে স্থায়ীভাব বলা চলবে না। তরুণীকেও আলসন বিভাব বলা চলবে না। তরুণের রোমাঞ্চ অথবা তরুণীর কটাক্ষও অমুভাব নয়। তরুণের লজ্জা, শঙ্কা ইত্যাদিও ব্যভিচারীভাব নয়। অন্যদিকে তরুণ-তরুণী যদি সাহিত্যের চরিত্র হয় তাহলে তাদেরকে বিভাব এবং তাদের লজ্জাকে অমুভাব ইত্যাদি বলা যেতে পারে।

কা. ৫ গ.ঘ. এই অংশটুকুতে লক্ষণ করা হয়েছে ‘রসে’র। বলা হয়েছে : বিভাব অমুভাব এবং ব্যভিচারীভাব যখন স্থায়ীভাবকে উদ্বুদ্ধ (বাক্য) করে তখন উদ্বুদ্ধ স্থায়ীভাবের নাম হয় রস। লক্ষণটিকে সমর্থন করার জন্য মনুষ্য উদ্ধৃত করেছেন ভরতের রসসূত্র। সুরোগ পেয়েছেন এই রস-সূত্রের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি মতবাদের চারটিকে দেখানোর।

**রস**—সাদারণ কথায় যা আশ্বাদের উপযুক্ত, অথবা যার আশ্বাদন সম্ভব, তাকেই বলা রস। (‘রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে। আশ্বাত্তাম্’। ‘রস্তুতে আশ্বাত্ততে ইতি রসঃ’।) যেমন, রসগোল্লার রস আশ্বাদনের যোগ্য অথবা আশ্বাদিত হয় বলেই নাম পেয়েছে রস। সাহিত্যের জগতেও আমরা সাহিত্যের চরিত্রের মানসিক অবস্থা (চিন্তাবৃত্তি, অমুরাগ প্রভৃতি অমুভূতি) আশ্বাদন করি। আমাদের চিন্তাবৃত্তির মাধ্যমেই (অমুভূতির মাধ্যমেই) এই আশ্বাদন সম্ভব। ∴ আশ্বাত্তমান (রসত্মান) চিন্তাবৃত্তির (মানসিক অবস্থার) নাম ‘রস’। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমার চিন্তের অমুরাগ-অমুভূতিটিকে আশ্বাদ করতে করতে গেলে প্রয়োজন হয় কচ-দেবযানীর মতো চরিত্রের, নির্জন জ্ঞানশ্রমে তাদের উপস্থিতির, কচ এবং দেবযানীর দুজনের সংলাপের মধ্যে দুজনের রোমাঞ্চ লক্ষ্য করার। প্রয়োজন হয় মাঝে মাঝে দুজনের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে যাওয়া শঙ্কা লজ্জা প্রভৃতি লক্ষ্য করার।

রসের পরিভাষিক সংজ্ঞা তাই :

বিভাব অমুভাব এবং ব্যক্তিকারীভাব কর্তৃক অভিব্যক্ত ( উদ্ভূত, ব্যঞ্জিত, প্রকাশিত ) স্থায়ী ভাব হল রস ।

মন্মট নিজের দেওয়া রসের এই লক্ষণটিকে সমর্থন করার জন্তে উদ্ধৃত করেছেন ভরতের উক্তি । কা. ৫ গ. ঘ.-এ মন্মট লক্ষণ করেছেন রসের । বৃত্তিতে উদ্ধৃত করেছেন ভরতের উক্তি :

“বিভাবানুভাবব্যক্তিকারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ ।”

বিভাবানুভাবব্যক্তিকারিভিঃ[স্থায়ীভাবস্তা] সংযোগাৎ, রসনিষ্পত্তিঃ ইত্যর্থঃ ।

দেখা যাবে, অভিনব গুণের মতোই মন্মটও ‘নিষ্পত্তি’ শব্দের অর্থ যেনে নিয়েছেন—অভিব্যক্তি । কাজেই ‘সংযোগ’ শব্দের অর্থ মন্মটের মতে ‘ব্যক্ত্যব্যঞ্জকভাব’ । লক্ষণীয় হল, ভরতের রসমত্রে স্থায়ীভাব কথাটি নেই । কিন্তু মন্মটের রস-লক্ষণে ( কা. ৫ গ. ঘ. ) ‘স্থায়ীভাব’ কথাটি আছে । আসলে, স্থায়ীভাবই যে রস-পদবীতে উত্তীর্ণ হয়, তা ভরতের যুগে প্রায় সকলেরই জানা ছিল । ভরত তাই প্রয়োজন মনে করেন নি, লক্ষণে ‘স্থায়ীভাব’ শব্দটি বসানোর । মন্মট সম্প্রদায়-পরম্পরা এই তথ্য জেনেছেন । লক্ষণে স্থায়ীভাব শব্দটিকে বসিয়েছেন, সহজবোধ্য করে তোলার জন্য ।

ভরতের লক্ষণের, ‘নিষ্পত্তি’ শব্দটির অর্থকে কেন্দ্র করে রস সম্পর্কে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মতবাদ । এদের মধ্যে চারিটির উল্লেখ করেছেন মন্মট । এগুলি হল—উৎপত্তিবাদ, অমুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদ । এই চারিটি মতবাদে নিষ্পত্তি শব্দের অর্থ করা হয়েছে, যথাক্রমে,—(১) উৎপত্তি (২) অমুমিতি (৩) ভুক্তি (৪) অভিব্যক্তি । ‘সংযোগ’ শব্দের অর্থও তাই স্বাভাবিকভাবে ধরা হয়েছে—(১) জন্মজনকভাব (২) গম্যগমকভাব (৩) ভোজ্যভোজকভাব এবং (৪) ব্যক্ত্যব্যঞ্জকভাব ।

চারিটি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যথাক্রমে চারজনের নাম উল্লেখ-যোগ্য : (১) ভট্টলোল্লট (২) শঙ্কর (৩) ভট্টনায়ক এবং (৪) অভিনবগুপ্ত ।

পৃ: ১৪, ৭১ বৃত্তি / বিভাবৈর্ললনোক্তানাদিভিঃ.....প্রতীক্সমানো রসঃ ।

চারিটি স্তর—(১) বিভাবা: রত্যাদিকং ভাবং জনয়ন্তি ।

(২) অমুভাবা: তং ভাবং প্রতীতিবোধ্যং কুর্ন্তি ।

(৩) ব্যভিচারিনঃ তন্ উপচিতং বিদধাতি ।

(৪) উপচিতঃ [সঃ রসঃ] [প্রথমতঃ] প্রতীয়মানো জায়তে  
রামান্দৌ, পরতন্ত নর্তকে ।

শৃঙ্গারসের প্রসঙ্গে স্তবগুলিকে স্পষ্ট করে দেখানো যেতে পারে :

(১) নির্জন পরিবেশে নায়িকাকে দেখে নায়কের অনুরাগ জন্মায় ।

(২) নায়িকার কটাক্ষ, বাহু-আলিঙ্গন ইত্যাদি থেকে নায়িকার অনুরাগ  
নায়ক বুঝতে পারে ।

(৩) নায়িকার লজ্জা, শংকা ইত্যাদি থেকে নায়কের অনুরাগ পুষ্ট হয় ।

(৪) পুষ্ট অনুরাগ (রস) প্রথমে নায়কে (সাহিত্যের চরিত্রে) এবং শেষ  
পর্যন্ত দর্শক উপলব্ধি করে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতার মধ্যে ।  
pp. অভিনেতার মধ্যে পুষ্ট অনুরাগ উপলব্ধি করে (আস্বাদ করে) প্রচুর আনন্দ  
লাভ করে দর্শক । পুষ্ট অনুরাগকে তাই বলে 'রস' ।

একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত । তা হল : সম্মত ভট্টলোল্লটের নাম দিয়ে  
যে উদ্ধৃতিটুকু দিয়েছেন, তা তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন, বোঝা বেশ কঠিন ।  
অভিনব-ভারতীতে উদ্ধৃত পঙ্ক্তিগুলির সঙ্গে এই অংশের কোন মিল নাই ।  
অভিনব-ভারতীতে উদ্ধৃত লোল্লটের ব্যাখ্যা অন্তরকম । সেখানে লোল্লট  
অনুভাব-কে রসের কারণ মনে করেন নি । ভারত সূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন  
অন্তরকম । বলেছেন : বিভাবের সঙ্গে ভাবের যোগে রস উৎপন্ন হয় ।  
ব্যভিচারীভাব স্থায়ী ভাবের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্যঞ্জনের মত তারঙ্গ স্বাদ-  
বৈচিত্র্য আনে । সূত্রের 'অনুভাব-ব্যভিচারী' শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে :  
অনুভাব-রূপ ব্যভিচারী । অর্থাৎ সঙ্গগমীল অনুভাবগুলি ।

#### কারিক। ৪-৫

অনুয় ৪-৫ ক. খ. / অথ লোকে, রত্যাদেঃ স্থান্নিনঃ, যানি কারণানি  
কার্যাণি সহকারীণি চ [ভবন্তি]; তানি [কারণা-  
দীনি] চেৎ নাট্যকাব্যয়োঃ [ভবন্তি], তৎ\*  
[তানি] বিভাবাঃ অনুভাবাঃ ব্যভিচারিণঃ  
কথ্যন্তে ।

৫ গ. ঘ. বিভাবাষ্টে: তৈঃ, ব্যক্তঃ সঃ স্থায়ী ভাবঃ, রস স্মৃতঃ । সমগ্র

\* তৎ=তাহলে

চতুর্থ কারিকা এবং পঞ্চম কারিকার ক. ঘ.-অংশে, মশ্যট লক্ষণ করেছেন বিভাব, অমুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের। পঞ্চম কারিকার গ. ঘ.-অংশে লক্ষণ করেছেন ‘রসে’র। রসের লক্ষণ অথবা রসতত্ত্ব-সম্পর্কে, মশ্যট কোন নতুন তথ্য পরিবেশন করেন নাই। অমুগত শিষ্টের মত আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুণের উপস্থাপিত তথ্যগুলিকেই সরবরাহ করেছেন। ‘ব্যক্তিঃ’-অংশটুকু অভিনবগুণের ‘বিভাবাদিভির্বাঞ্ছিত—’ অংশটুকুর স্পষ্ট অমুসরণ।

মশ্যট আপন রস-লক্ষণ সমর্থন করতে গিয়ে বৃত্তিতে উদ্ধৃত করেছেন ভরতের রসসূত্র। ভরতের রসসূত্রে অবশ্য ‘স্থায়ী ভাবঃ’ কথাটি নেই। কথাটি অমুমান করে নিয়েছেন মশ্যট।

**ভরতের রসসূত্র :** ‘বিভাবাত্তভাবব্যভিচারিভিঃ [ স্থায়ীভাবশ্চ ] সংযোগাৎ রসনিম্পত্তিঃ’।

—‘ব্যভিচারিভিঃ’-তে তৃতীয়া সহাধে।

‘রসসূত্রে’র ‘সংযোগ’ এবং ‘নিম্পত্তি’-শব্দের অর্থে কেজ্র করেই রসতত্ত্ব-সম্পর্কে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মতবাদ। এদের মধ্যে, মশ্যট রস-কারিকার (কারিকা ৪ এবং ৫) বৃত্তিতে উদ্ধৃত করেছেন ৪টি। এগুলি হল লোলটের উৎপত্তিবাদ, শংকুকের অমুমিত্যবাদ, ভট্টনাথকে ভুক্তিবাদ এবং অভিনবগুণের অভিব্যক্তিবাদ।

বৃত্তি / এতৎ = এটিকে = রসসূত্রকে। বিবৃতিতে = বি-বৃ + লট্ অস্তে।

‘বিভাবৈঃ ললনোচ্ছান ..... প্রতীয়মানো রসঃ’।

—অংশটুকুকে ভট্টলোলটের ‘বিবৃতি’ বা ‘ব্যাখ্যা’ বলা যেতে পারে। ‘বৃত্তি’ বলা যায় না। ‘বৃত্তি’র বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোপুরি এখানে নেই। যেমন, প্রথমে, ‘বিভাবৈঃ’ পদটি বলা হয়েছে এবং বৃত্তি করা হয়েছে : বিভাবৈঃ = ললনোচ্ছানাদিভিঃ আলম্বনোদ্দীপনকারণৈঃ। অংশটুকুকে প্রথমাস্ত করলে দাঁড়াবে : বিভাবাঃ = ললনোচ্ছানাদীনি আলম্বনোদ্দীপনকারণানি।

অর্থাৎ শব্দগুলার মত বনকল্পা আলম্বন-বিভাব। শব্দ-কণের নির্জন তপোবন, উদ্দীপনবিভাব।

ঠিক এমনিভাবে, বলা হয়েছে : ‘অমুভাবৈঃ’ = ‘.....কার্ষেঃ’।  
ব্যভিচারিভিঃ = “.....সহকারিভিঃ”।

কিন্তু, পরে ‘সংযোগাৎ’ এবং ‘রসনিম্পত্তিঃ’ কথাটির ক্রম-অমুভাবী para-phrase করেন নি। এদের অর্থটুকু নিয়েছেন।

রস-স্বত্বের ভট্টলোল্লট-কৃত ‘বিবৃতি’র মূল অংশ এরকম : বিভাবৈঃ ভাবো জনিতঃ, অল্পভাবৈঃ প্রতীতিবোধ্যঃ কৃতঃ, ব্যভিচারিভিরূপচিতঃ, নর্তকে প্রতীয়মানঃ...রসঃ।

‘ব্যভিচারিভিঃ’র paraphrase এ, ‘নির্বোধাদিভিঃ’ না বলে ‘লজ্জাদিভিঃ’ বললে ভাল হত। শূন্যবের ব্যভিচারী লজ্জা-ই বেশী ক্ষেত্রে হতে পারে।

**অর্থার্থ :** বিভাব—কারণ

অল্পভাব—কায।

ব্যভিচারী ভাব—সহকারী কারণ। ‘ব্যভিচারী ভাব’কে সংক্ষেপে বলা হয় ব্যাভচারী। ‘সহকারী কারণ’কে তেমনি সংক্ষেপে ‘সহকারী’।

‘বৃত্ত্যাদিকো ভাবঃ’-এর ভাবঃ = স্থায়ী ভাবঃ। ভূজাক্ষেপ—বাহু-আলিঙ্গন। নির্বেদ—ওদাসীগ্রহ। উপচিত্ত—সম্পূর্ণ। বৃত্তি—অস্তিত্ব। ‘মুখ্যয়া’, ‘বৃত্ত্যা’র বিণ। ‘বৃত্ত্যা’-তে হেতু-তৃতীয়া। বৃত্ত্যা = অস্তিত্বহেতু।

অনুকর্ষ—অনুকরণের যোগ্য চরিত্র। রক্ত-মাংসের রাম হল ‘অনুকর্ষ’।

**তদ্রূপ-সন্ধানাং :** তস্ত রূপানি = তদ্রূপানি।

তস্ত = রামাদেঃ। আসল চরিত্রের।

সন্ধান = অনুকরণ।

নর্তক—অভিনেতা।

“মুখ্যয়া বৃত্ত্যা রামাদাবস্থকাথে, তদ্রূপসন্ধানাং নর্তকেহপি [গৌণ্য বৃত্ত্যা = আরোপেণ] প্রতীয়মানো রসঃ।”

### ভট্টলোল্লট ও তাঁর মতবাদ

ভট্টলোল্লট খৃঃ নবম শতকের কাশ্মীরী আলাংকারিক। ইনি ‘রসস্বত্ব’ের ব্যাখ্যা করেন, পূর্বমীমাংসার মত-অনুসারে। লোল্লটের গ্রন্থের নাম ছিল ‘রস-বিবরণ’। তবে তাঁর রসতত্ত্ববিশয়ক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, অভিনবগুপ্তের ‘অভিনব-ভারতী’ এবং মন্মথের ‘কাব্য-প্রকাশে’।

ইনি মনে করেন : স্বত্বের ‘নিষ্পত্তি’ শব্দের অর্থ ‘উৎপত্তি’। ‘সংযোগ’ শব্দের অর্থ ‘জনন-জনক-সম্বন্ধ’। বিভাব অল্পভাব ব্যভিচারী ভাব—সকলেই জনক। রস জন। ‘জন-জনক’ের সমার্থক পরিভাষা ‘উৎপাদ-উৎপাদক’।

জ্ঞান। প্রথমতঃ, একটি বস্তুকে একভাবে (—একই স্বরূপে) জানার নাম সম্যক্ জ্ঞান। যেমন, সকাল বেলায় কোন ব্যক্তিকে ‘ইনি রাম’ বলে জানা, এবং সন্ধ্যা-বেলায় সেই ব্যক্তিকেই ‘ইনি রাম’ বলে জানার নাম ‘সম্যক্ জ্ঞান’। কোন একটি বস্তুকে, সেই বস্তু নয় বলে (অন-স্বরূপে), জানার নাম মিথ্যা-জ্ঞান। একটি বস্তুকে অল্প বস্তুর সদৃশ বলে জানার নাম সাদৃশ্যজ্ঞান।

শংকরের মতে, অভিনেতা-অভিনেত্রীতে নাটক-নাট্যিকার অভেদ-জ্ঞানকে, উক্ত চার বকম লৌকিক জ্ঞানের কোনটিতেই অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। আলোচ্য জ্ঞানটিকে (অভেদ-বোধকে), শংকর তুলনা করেছেন, চিত্র-স্থ অশ্বে অশ্বের (প্রকৃত অশ্বের) অভেদ-জ্ঞানের সঙ্গে।

অশ্বের চবিকে আমরা অশ্ব বলে মনে করি। ‘মা দুর্গা’র চবিকে আমরা ‘মা দুর্গা’ (আসল) বলে মনে করি। এজ্ঞে দুর্গা-ঠাকুরের চবিতে আমরা খুঁত ফেলতে সাহস করি না। অর্থাৎ ‘অশ্ব’ অথবা ‘মা দুর্গা’র চবিতে আমাদের অভেদ-বোধ হয়। এই অভেদ-বোধ, সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় এবং সাদৃশ্য-বোধ থেকে পৃথক্।

যেমন, অশ্বের চবিতে আমাদের অশ্বের জ্ঞান হয় সত্যি, কিন্তু তা সম্যক্ জ্ঞান নয়। কারণ, চবির ঘোড়াকে কেউই আসল ঘোড়া বলেন না। আবার, আসলে বখন এটা ঘোড়া নয়, তখন ওকে আগের মুহূর্তে ঘোড়া বলে না জানা মিথ্যা জ্ঞানও নয়। ‘এটি ঘোড়ার চবি, কিংবা আসল ঘোড়া’—এরকম দ্বিপাক্ষিক জ্ঞানও কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির হয় না। কাজেই সংশয়-জ্ঞানও নয়। ঘোড়ার চবিকে ‘আসল ঘোড়া’ বলে জানা সাদৃশ্য জ্ঞানও নয়। সাদৃশ্য-জ্ঞানের প্রথম শর্ত হলঃ দুয়ের ভেদ-বুদ্ধি। কিন্তু এখানে দুয়ের (আসল ঘোড়া এবং ঘোড়ার চবি) ভেদ-বুদ্ধির প্রশ্ন তোলাই বাতুলতা। সবাই বোঝে, ঘোড়ার চবি ঘোড়ার অসুকরণ-মাত্র।

**শ্লোক ৩** মূল বাক্যাংশ—ইয়ং সা মম প্রাণেশ্বরী লোচনগোচরতাং গতা।

‘ইয়ম্’ এর আরও ৪টি বিশেষণ হল—(১) স্বধারসচ্ছটা, (২) সুপূরকর্পূর-শলাকিকা (৩) মধোরথলী: (৪) শরীরিণী।

সুপূর—সযত্ন-সঞ্চিত।

**শ্লোক ৪** তয়া—সৌতয়া। বিলোল—চঞ্চল।

শ্লোক ২টি রামের সংলাপ।

অহুসহান—নিবিড়-অধ্যয়ন।

### শিক্ষাভ্যাস-নিৰ্বৰ্তিত-স্বকাৰ্য্যশ্রকটনেন

শিক্ষা চ অভ্যাসশ্চ = শিক্ষাভ্যাসৌ। তাভ্যাং নিৰ্বৰ্তিতং স্বকাৰ্য্যম্ = শিক্ষাভ্যাস-নিৰ্বৰ্তিত-স্বকাৰ্য্যম্। নিৰ্বৰ্তিত—সম্পাদিত, কৃত। স্বকাৰ্য্যম্ = অভিনয়ঃ। স্বশ্চ ( = অভিনেতুঃ ) কাৰ্য্যম্ = স্বকাৰ্য্যম্।

কাৰণকাৰ্য্যলঙ্কাৰিভিঃ = বিভাবাহুভাবব্যভিচারিভিঃ। সত্কাৰ্থে ঐয়া। পদটির  
বিণ ৩টি। (১) কৃত্রিমৈঃ (২) অভিমন্ত্যমাত্নৈঃ  
(৩) বিভাবাদিশব্দব্যাপদেশৈঃ।

অনভিমন্ত্যমান—মনে করা হচ্ছে না থাকে।

তথা—সেরকম, কৃত্রিম বলে।

ব্যাপদেশ—অভিধেয়।

সংযোগাৎ = সম্বন্ধাৎ = গম্য-গমকসম্বন্ধাৎ = ব্যাপ্তেঃ।

‘ভাবঃ’ এর বিণ ৫টি : (১) বত্যাভিঃ, (২) অজ্ঞানমৌহমানঃ, (৩) অজ্ঞান-মৌহমানবিলক্ষণঃ (৪) সম্ভাব্যমানঃ এবং (৫) অসন্।

‘বসঃ’ এর বিণ ‘চৰ্য্যমাণঃ’ ( আশ্রয়মাণ )।

বস্ত্ৰ-সৌন্দৰ্য—স্বভাব-সৌন্দৰ্য অথবা বাস্তব = স্বাধীভাব। তত্র = নটে।  
সামাজিক = সঙ্গদয়।

### ইত্যাদি—কাব্যানুসন্ধানবলাৎ.....শব্দব্যপদেশৈঃ

অভিনেতা প্রথমতঃ নাটক থেকে অভিনয় শেষে ( সংলাপগুলি আয়ত্ত করে। মুখস্থ করে )। পরে অভ্যাস করে ( রিহাৰ্শাল দেয় )। এবং নাটকীয় চরিত্রের অবস্থাগুলিকে ( অহুভাব এবং ব্যভিচারীভাব ) স্বাভাবিক ( অকৃত্রিম, natural ) করে রূপায়িত করে তোলে। নাটকীয় চরিত্রের আপন জনকে (আলম্বন-বিভাব) আপন বলে মনে করে। তার সঙ্গে সে-রকম ব্যবহারও করে। তাই নাটকীয় চরিত্রের আপনজন অথবা তাদের মানসিক অবস্থাগুলি নটের না হলেও, নট সেগুলিকে আপন করে দেখাতে পারে।

### বিভাবাদি-শব্দ-ব্যপদেশৈঃ.....অনুমীতমানঃ

অভিনেতৃ-গত বিভাব, অহুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব থেকে অভিনেতার ‘স্বাধীভাব’ অহুমিত হতে পারে। ধূম থেকে যেমন বহিঃ অহুমান, বিভাব প্রভৃতি থেকে ‘স্বাধীভাবে’র ( রসের ) অহুমান অনেকটা সেই রকম। ধূম থেকে বহিঃ অহুমানে, ধূম ছেতু, বহিঃ সাধ্য, পৰ্বত পক্ষ। বিভাবাদি থেকে



স্বায়ীভাবের অহুয়ানে, বিভাব-প্রভৃতি হেতু, সাধ্য স্বায়ীভাব বা রস, গন্ধ অভিনেতা।

**অহুমীয়মানোহিপি বস্তু-সৌন্দর্যবলাৎ.....অহুমানুমীয়মানবিলক্ষণঃ**

ছই অহুয়ানের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। বহি-অহুয়ানে অলৌকিক আনন্দ নেই। অভিনেতৃ-গত স্বায়ীভাবের অহুয়ানে আছে অ-সাধারণ বা অ-লৌকিক আনন্দ। স্বায়ীভাবের স্বাভাবিক সৌন্দর্যই এই আনন্দের মূলে। বহির কোন স্বভাব-সৌন্দর্য নেই। অতএব স্বায়ীভাবের অহুয়ান, সাধারণ অহুয়ান থেকে একটু পৃথক।

রসনীয়ত্বেন—হেতৌ ওয়া।

বাসনা—সংস্কার। অমাট অহুভূতি। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে স্বায়ী অহুভূতি।

সম্ভাব্যমান—পরিগণিত। পরিগণ্যমান। জ্ঞায়মান। অসম্ভপি—না থাকলেও।

তত্ত্ব = নটে। অহুমীয়মান—অহুয়ানের বিষয়।

**সম্ভব্য / কাব্য অথবা নাটকীয় সংলাপ এবং চারয়কম সাধারণ জ্ঞানের উদাহরণ**  
রস-তত্ত্ব-প্রতিপাদক একটি বাক্যের মধ্যেই দেওয়ায় অর্থবোধে বেশ কষ্ট হয়।

### শ্রীশংকুক এবং রস-বাদ

ভট্টলোল্লটের পরবর্তী যুগে রসবাদ প্রতিষ্ঠা করেন শংকুক। ইনি খৃঃ নবম শতকের কাম্বীরী নৈয়ায়িক এবং আলংকারিক। শংকুক-রচিত নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য এখন পাওয়া যায় না। তবে অভিনবগুণ-রচিত ‘অভিনব-ভারতী’ ভাষ্যে তাঁর মতবাদের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। মনুট ‘অভিনব-ভারতী’ থেকেই শংকুকের মতবাদ উদ্ধৃত করেছেন।

শংকুকের মতে, রস-সূত্রের ‘সংযোগ’ শব্দের অর্থ হল, গম্য-গমক-সম্বন্ধ (= অহুয়্যাপ্য-অহুয়্যাপক-সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ)। ‘নিষ্পত্তি’ শব্দের অর্থ হল, ‘অহুমিতি’। অতএব সমগ্র সূত্রের অর্থ হল : বিভাব, অহুভাব এবং ব্যক্তিচারী ভাবের সঙ্গে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ থাকার ফলে, [ বিভাব প্রভৃতি দ্বারা ] রসের অহুয়ান হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিভাব, অহুভাব এবং ব্যক্তিচারী ভাব থেকে, অহুয়ানের মাধ্যমে রতি-প্রভৃতি স্বায়ীভাবের জ্ঞান উৎপন্ন হয় ( = রতি প্রভৃতিকে জানা যায় )। এখানে বিভাব, অহুভাব এবং ব্যক্তিচারী ভাব হল হেতু ( গমক ) ;

স্বাধীনতা হল সাধ্য (পম্য)। স্বাধীন ভাবের অসুস্থমান অলৌকিক আনন্দের জনক। অলৌকিক আনন্দের অসুস্থভূতিই রস।

অভিনেতা-অভিনেত্রী নাটকের নাটক-নাট্যিককে (রাম-সীতা, দুঃস্বপ্ন-শকুন্তলাকে) নিপুণভাবে অসুস্থকরণ করেন। দর্শক অভিনেতা-অভিনেত্রীকেই আসল রাম-সীতা বা আসল দুঃস্বপ্ন-শকুন্তলা মনে করেন। রামের ভূমিকায় অভিনয়কারী অভিনেতা এবং আসল রামের মধ্যে দর্শকের এই অভেদ-বোধ, এক বিশেষ ধরণের বোধ (জ্ঞান বা প্রতীতি)। সাধারণতঃ, অসুস্থভূতিকে (জ্ঞান, প্রতীতি, বুদ্ধি, বোধ) চার ভাগে ভাগ করা হয়। এরা হল : সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় এবং সাদৃশ্য-বোধ। নাটক এবং অভিনেতা—দুয়ের মধ্যে দর্শকের যে অভেদ-বোধ, তা উপরি-উক্ত চার রকম বোধ বা জ্ঞান থেকে পৃথক্। কেননা, অভিনেতা পাঁচকড়িবাবুকে একেবারে ‘রাম’ মনে করেন না দর্শক। কেননা, দর্শক জানেন, তিনি ১৯৭৫ সালের মানুষ। রামকে তিনি দেখতে পাবেন না। দ্বিতীয়তঃ, আগে ‘পাঁচকড়িবাবু রাম, এরকম বুঝে, পরে দর্শকের এমন জ্ঞান হচ্ছে না যে, ‘পাঁচকড়িবাবু রাম নয়’। তৃতীয়তঃ, দর্শকের মনে ‘পাঁচকড়িবাবু রাম হতেও পাবেন, নাও পাবেন’ এরকম সন্দেহও হয় না। চতুর্থতঃ, পাঁচকড়িবাবু রামের মত—তাও ভাবেন না দর্শক।

আসলে, এই অভেদ-বোধ অভেদ-কল্পনা। লোন্সট অবস্থা বলেছেন : অভিনেতা এবং চরিত্রের অভেদ-বোধ এক ধরণের মিথ্যাজ্ঞান। লোন্সটের সঙ্গে এখানে শংকর মত-পার্থক্য লক্ষণীয়।

‘শকুন্তলা’ নাটকের অভিনয়ের সময় দর্শক অভিনেতাকে ‘দুঃস্বপ্ন’ হতে অভিন্ন বলে মনে করেন। অভিনেতা ও কাব্যাত্মসম্মান এবং অভ্যাসের জগৎ এমন নিপুণ-ভাবে অভিনয় করেন যে, শকুন্তলা-প্রভৃতি বিভাব-সমূহ, যুগ্মাত্যাগ-নিদ্রা-অভাব প্রভৃতি অসুস্থভাব-সমূহ এবং তত্ত্বা, চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারি-ভাব সমূহ অভিনেতার নিজস্ব হয়ে প্রাতিভাত হয়। এই সমস্ত বিভাব, অসুস্থভাব ও ব্যভিচারীভাব থেকে দুঃস্বপ্ন-অভিন্ন-রূপে জ্ঞাত অভিনেতার রূতি অসুস্থমিত হয়। আর সহস্রের (দর্শকের) বাসনা বা সংস্কার যখন ঐ রূতির স্বাধীন গ্রহণ করতে থাকে, তখন তার নাম হয় রস।

শংকর মতে, যে সমস্ত স্বাধীনতার নটে বিজ্ঞমান বলে অসুস্থমিত হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে নটের নয়। সেগুলি নাটক-আশ্রিত মানসিক ভাবের সদৃশ। তাই নটে অসুস্থময়মান রত্যাদি নাটক-নিষ্ঠ-রত্যাতির সদৃশ।

পরবর্তী যুগে, শংকরের মতবাদ ‘অনুমিতিবাদ’ নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

### লোলট এবং শংকর

উৎপত্তিবাদ এবং অনুমিতিবাদ

মিল : (১) উভয়ের মতে-ই রস মুখ্যতঃ নাট্যকাদিনিষ্ঠ।

(২) নাট্যক এবং অভিনেতাকে অভিন্ন বলে মনে করেন দর্শক, একথা উভয়েই স্বীকার করেছেন।

(৩) উভয়েই আনন্দকে কাব্যের মুখ্য ফল বলে মনে করেছেন।

অমিল : (১) অভিনেতা এবং নাট্যককে, দর্শক যে অভিন্ন বলে মনে করেন ; ভট্ট-লোলটের মতে, তা এক ধরনের মিথ্যা-জ্ঞান।

শংকর মনে করেন : তা মিথ্যা-জ্ঞান ত’ নয়ই। আবার সম্যক, সংশয় অথবা সাদৃশ্য-জ্ঞানও নয়। ঘোড়ার ছবি দেখে ঘোড়া-সম্পর্কে যে ধরনের জ্ঞান হয়, এ জ্ঞান চল সেই রকম।

(২) ভট্টলোলটের মতে, রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবে অনুভব হল প্রত্যক্ষ-অনুভূতি।

শংকরের মতে, ঐ অনুভব চল অতীতি।

### শংকরের দোষ-ত্রুটি

(১) দার্শনিকেরা সমস্ত জ্ঞানকে ভাগ করেছেন চারভাগে। ভাগগুলি হল : সম্যক জ্ঞান, মিথ্যা-জ্ঞান, সংশয়-জ্ঞান এবং সাদৃশ্য-জ্ঞান। অতএব চিত্ততুরগ-জ্ঞানও এই চার রকম জ্ঞানের কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। ভট্টতোত\* বলেছেন : ছবির ঘোড়াকে, ঘোড়া বলে জানার অর্থ চল ঘোড়া-সদৃশ কোন বস্তু\*\* বলে জানা। অতএব জ্ঞানটি (প্রতীতিটি) সাদৃশ্য-জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য, জ্ঞানটিকে সম্যক, মিথ্যা কিংবা সংশয়-জ্ঞানও বলা চলে।

শংকর কিন্তু জ্ঞানটিকে পৃথক এক শ্রেণীর জ্ঞান বলেছেন, যা অনুভব-বিরুদ্ধ।

(২) শংকরের মতে, দর্শক অনুমান করেন নটের স্থায়ীভাবে। আর নটের স্থায়ীভাবে অনুমান করেই দর্শক লাভ করেন অ-লৌকিক আনন্দ। কিন্তু লক্ষ্য

\* ভট্টতোত অভিনবজ্ঞানের শিক্ষক। গ্রন্থের নাম কাব্য-কৌতুক। গ্রন্থটি আজও আবিস্কার হয় নি।

\*\* ঘোড়ার ছবি বলে।

করার বিষয় : একের স্থায়ীভাব অমুমান কোরে অগ্নের পক্ষে আনন্দলাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে তাই ভট্টনায়ক বলেছেন : পরগতরূপে রস প্রতীত হতে পারে না। 'ন তাটস্থো ন রসঃ প্রতীয়তে'। অভিনবগুণও তা-ই মনে করেন।

(৩) শংকুর মতে, নট-নিষ্ঠ রসকে নায়ক-নিষ্ঠ রসের (পারিভাষিক অর্থে 'ভাবে'র) অমুকরণ। 'ভাবামুকরণং রসঃ'। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় : (১) দর্শক কখনও নট-নিষ্ঠ রসকে নায়ক-নিষ্ঠ রসের অমুকরণ বা সদৃশ বলে মনে করেন না। নটাপ্রিত রস কৃত্রিম হলেও কৃত্রিমতা-বোধ দর্শকের থাকে না। (২) আর নটের পক্ষে নায়ক-নিষ্ঠ স্থায়ীভাবের অমুকরণ করা সম্ভবও নয়। কারণ, নট নায়ককে কখনও দেখেন নাই। তাঁদের সম্পর্কে কোন জ্ঞানও নাই।

### অবদান

- (১) নটের স্বরূপ-বর্ণনায় পরিচয় দিয়েছেন স্মৃতি বিশ্লেষণ-শক্তি।
- (২) দাবী করেছেন : রস উৎপন্ন বস্তু নয়, অমুমেষ বস্তু।

### ভট্টনায়কের মতবাদ

#### ন তাটস্থো নাস্থাগতস্থেন রসঃ প্রতীয়তে

তটস্থ—উদাসীন, নিরপেক্ষ। তাটস্থো—ওদাসীস্তো। করণে ওয়া। ন তাটস্থো ন রসঃ প্রতীয়তে = [সামাজিক] ওদাসীস্তা দিয়ে 'রস' উপলব্ধি করতে পারে না।

ন তাটস্থো ন রসঃ প্রতীয়তে / অংশটুকু আচাৰ্য শংকুর\* মতের প্রতিবাদ। শংকুর মতে, সহৃদয়-কর্তৃক স্থায়ীভাবের অমুমান-ই 'রসানুভূতি'। শংকুক বলেন, এই স্থায়ীভাবের আধার, নট। আর নট-নিষ্ঠ স্থায়ীভাবের অমুমানেই অলৌকিক আনন্দ লাভ করেন সহৃদয়। অর্থাৎ, সহৃদয় কেবল নিরপেক্ষ দর্শক। তাঁর সঙ্গে স্থায়ীভাবের কোন সম্বন্ধই নাই। পরের স্মৃতি অমুমান করেই তাঁর আনন্দ। কিন্তু, তথ্যটি মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়। পরের স্মৃতি দেখে তটস্থ বা নিরপেক্ষ ব্যক্তির আনন্দ হওয়া সম্ভব নয়। এখানেই ভট্টনায়ক বলেছেন : সহৃদয় ওদাসীন্য-বোধ দিয়ে রস অনুভব করতে পারে না।

\* এক লোকটেরও।

**নাট্যগতত্বের রস: প্রতীয়ত্তে/উপরি-উক্ত মন্তব্য থেকে প্রসূত উঠতে পারে,** তাহলে রসের অন্তর্ভুক্তি কি নিত্যস্বত্ব ব্যক্তিগত (personal)? রসানুভূতি কি সঙ্গরস দর্শকের একান্তভাবে আত্মগত? কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়: অহংবোধ বা মমত্ববোধ থেকে মুক্তি না পেলে রসানুভূতি থেকে আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন, ক্রৌঞ্চীর পিঁহু দেখে সঙ্গরস করণ-রস অনুভব করেন। এখানে শোক-রূপ স্থায়ীভাবের আশ্রয়-ই করণ-রসানুভূতি। এখন, এই শোককে যদি নিত্যস্ব আমায় বলে মনে করতেন সঙ্গরস, তাহলে ক্রৌঞ্চ-পত্নীর মত তিনিও দুঃখিত হতেন। অভিধা-দর্শনের সমস্ত আনন্দ মুছে যেত।

আরও একটি উদাহরণে স্পষ্ট হতে পারে তত্ত্বটি। ‘শকুন্তলা’ নাটক দেখে দর্শক কখনও এরকম মনে করে না যে, শকুন্তলা আমারই কান্ধা। ‘উত্তর-রামচরিত’ দেখে মনে করে না, সীতা আমারই পত্নী। সাধারণ নাট্যকার বেলায় মমত্ব-বোধ জন্মালেও জন্মতে পারে। কিন্তু পৌরাণিক দেব-দেবী নাটকের নায়ক-নায়িকা হলে কখনও মমত্ব-বোধ জন্মান সম্ভব নয়। সকলের প্রজ্ঞাভাজন দেবী হুগা যেখানে নায়িকা, সেখানে সঙ্গরস বা দর্শক কখনও মনে করতে পারেন না, ‘ইনি আমারও পত্নী’।

তাই ভট্টনায়কের সমীক্ষা হল: স্থায়ীভাবে ব্যক্তিগত (আত্মগত) বলে ভাষা যায় না। রসও আত্মগত-রূপে প্রতীত হয় না। এই ‘নাট্যগতত্বের’-এর ধারণা থেকেই ‘সাদারণীকৃতত্বের’-এর ধারণার জন্ম। অর্থাৎ বিভাব-প্রতীতি সহ স্থায়ীভাবে সাধারণীকৃত-রূপেই প্রতীত হয়।

‘ন প্রতীয়ত্তে, নোৎপত্তে, নাভিব্যজ্যতে’—তিনটি ক্রিয়া যথাক্রমে, অনু-মিতিবাদ, উৎপত্তিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ভট্টনায়কের বক্তব্য হল—রস: ভুজ্যতে।

### অভিধাত: দ্বিতীয়েন .....ভাবকত্ব-ব্যাপারেন।

অভিধাত: = অভিধায়া: লক্ষণায়াশ্চ। অভিধা এবং লক্ষণা থেকে। পঞ্চমার্থে তসিল্। ভট্টনায়ক-ব্যবহৃত ‘অভিধা’ শব্দটিকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বুঝতে হবে। অর্থাৎ, ‘অভিধায়তে নিয়তত্বেন প্রকাশ্যতে যঃ, সা অভিধা’। লক্ষণা-বৃত্তিও নিয়ত অর্থের (কোন না কোন সূত্রে সহজ-যুক্ত অর্থের) প্রকাশক। লক্ষণা-শক্তিও সীমিত। তাই ভট্টনায়ক ‘অভিধা’ শব্দ দিয়ে অভিধা এবং লক্ষণা—দুটি বৃত্তিকেই বুঝিয়েছেন। পৃথকভাবে লক্ষণা-র কথা বলেন নাই।

‘ভাবকত্ব-ব্যাপারেণ’ এর বিণ দুটি—(১) দ্বিতীয়েণ (২) বিভাবাদি-সাধারণীকরণান্না।

ভাবকত্ব = ভাবনা = সাধারণীকৃতি = সাধারণীকরণ

ভোজকত্ব = ভোগ = ভোগীকৃতি = ভোগীকরণ।

‘ভোগেন’ এর বিণ ১টি। বিশেষণটি হল ‘সম্বোদ্রেক—সতত্ত্বেন’। ‘স্থায়ী’র বিণ ‘ভাব্যমানঃ’। ভাব্যমানঃ = সাধারণীক্রিয়মাণঃ। ‘সাধারণীকরণ’ অথবা ‘ভাবনার’ বিষয় হলে।

ভোগেন = ভোজকত্বেন। কুজাতে = উপভুজাতে। উপভোগ করা যায়।

সম্বোদ্রেক-প্রকাশানন্দময়-সংবিদ্-বিশ্রাস্তি-সতত্ত্বেন।

পদটি ‘ভোগেন’ এর বিশেষণ।

সবস্তু উদ্রেকণ [রজস্বমসোঃ তিরোভাবেন] যঃ প্রকাশঃ, সঃ এব আনন্দময়-সংবিৎ। তস্যঃ ( = সংবিদঃ ) বিশ্রাস্তিঃ। সা এব সতত্ত্বম্ যস্ত সঃ। তেন।

সতত্ত্বম্ = সবস্তুগুণঃ। উদ্রেকঃ = আবির্ভাবঃ। আনন্দময়-সংবিৎ = আনন্দাত্মক জ্ঞানম্। বিশ্রাস্তিঃ = বেদ্যাত্মক-সম্পর্ক-বাহিত্যেণ অবস্থানম্। সতত্ত্বম্ = তত্ত্বম্, স্বরূপম্। ‘ভোগ’ অথবা ‘ভোজকত্ব’ সঙ্গদয়ের আন্তর ব্যাপার। ভোজকত্বের স্বরূপ বলা হয়েছে উপরি-উক্ত বিশেষণটিতে। সংক্ষেপে বলা যায়, আনন্দাত্মক জ্ঞানের অস্তিত্বই হল ভোগ। ‘আনন্দময়-সংবিদ্-বিশ্রাস্তিঃ এব ভোগস্ত সতত্ত্বম্’।

ঘটনাটি এরকম : রস-চর্চনার ফলে সামাজিক চিন্তে অলৌকিক আনন্দের উদ্ভব হয়। অথবা বলা যায়, আনন্দের আনন্দাংশ প্রকাশিত হয়। এই সময় ত্রিগুণাত্মক চিন্তে সবস্তুগুণের আবির্ভাব ঘটে। রজঃ ও তমোগুণ আবৃত ও অভিভূত থাকে।

### ভট্টনারকের মতবাদ\*

“ভট্ট-লোল্লট ও শ্রীশঙ্করের রসবাদকে খণ্ডন করিয়া নূতন রসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন পরবর্তী যুগের আলংকারিক ভট্টনারক। ভট্টনারক ভরত-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্রের উপর কোন ধারাবাহিক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। ভট্টলোল্লট ও শ্রীশঙ্করের রচনার জায় ভট্টনারকের রচনাও কালের-

\* সমগ্র অংশটুকুই ডঃ যুগোপাধ্যায়ের রস-সমীক্ষা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

শ্রোতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার রসতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ অভিনবগুণ্য রচিত ‘অভিনব-ভারতী’ ভাষ্যে পাওয়া যায়।” ম্যট সম্ভবতঃ ‘অভিনব-ভারতী’ হইতেই ভট্টনায়কের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। “এই মতবাদ পরবর্তীকালে ভুক্তিবাদ নামে অলংকারগোষ্ঠীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।” “এই মতে সূত্রস্থ সংযোগ শব্দের অর্থ শাস্ত্রত প্রতীকরূপে উপস্থিতি ও নিষ্পত্তি শব্দের অর্থ উপভোগ।”

“ভট্টলোহট ও শঙ্করের রসতত্ত্বের প্রধান দোষ ছিল এই যে, তাঁহারা অল্প-নিষ্ঠ স্থায়িভাবের জ্ঞানকে অল্পনিষ্ঠ আনন্দের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে দুঃসন্ত-নিষ্ঠ রসের জ্ঞান, তাহা প্রাত্যক্ষিকই হউক, আর আত্ম-মানিকই হউক, সহৃদয় সামাজিকের চিন্তে অলৌকিক আনন্দ সঞ্চারিত করিতে পারে। ভট্টনায়কের আপত্তি এইখানেই; তাঁহার মতে পরগতরসের প্রতীতি হইতে কখনই সামাজিকচিন্তে আনন্দ উৎপন্ন হইতে পারে না; কাব্যপাঠক বা রঙ্গপ্রেমক উদাসীন থাকিলে তাহাদের পক্ষে রসাস্বাদ সম্ভব নয়। ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, সহৃদয় সামাজিক যদি রসকে স্বগত-ভাবে অনুভব করিতে পারে, তবেই কাব্য-পাঠ বা নাট্যাভিনয়-দর্শন হইতে আনন্দলাভ তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। এইজন্যই ভট্টনায়ক ভাবনা ও ভোজকত্ব নামক দুইটি নূতন ব্যাপারকে স্বীকার করিয়া লইয়া রসাত্ত্বভূতিনিষ্ঠ আনন্দাস্বাদকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।”

“ভট্টনায়কের মতে নাট্য ও কাব্যে অভিধাশক্তির দ্বারা প্রথমে শব্দসমষ্টির প্রাথমিক অর্থবোধ হয়; অর্থাৎ শব্দ শ্রবণ করিয়া সহৃদয় সামাজিক বুঝিতে পারে কি কি বিভাব, কি কি অস্থভাব, কি কি ব্যভিচারিভাব, কোনটি স্থায়িভাব ইত্যাদি।” “পরে ভাবকত্বব্যাপারের দ্বারা উপস্থিত বিভাব, অস্থভাব, ব্যভিচারিভাব ও স্থায়িভাবসমূহ তাহার নিকট আদর্শীকৃত, নৈব্যক্তিক ও সাধারণ-ভাবে প্রতিভাত হয়। নায়ক-নায়িকা সাধারণভাবে কাস্ত-কাস্ত্যরূপে তাহার নিকট উপস্থাপিত হয়।” “শকুন্তলা তাঁহার নিজস্বরূপ বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র কাস্ত্যরূপে তাহার নিকট উপস্থিত হন। দুঃসন্তও তাঁহার ব্যক্তিত্ব বর্জন করিয়া দেশকালবিনিমুক্ত নায়কের আদর্শ প্রতীকরূপে প্রতিভাত হন।” “ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, কাব্যে দোষরহিত ও গুণালংকার-সংস্কৃত শব্দার্থের প্রয়োগ কবিবর্নিত চরিত্র ও বস্তুসমূহকে একটি সর্বজনীন রূপ দান করে; তাহাদিগকে শাস্ত্রত আদর্শ বা প্রতীক করিয়া তুলে। সংগে সংগে ইহা পাঠকের পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবোধকে দূর করিয়া দিয়া তাহার ব্যাপ্তিস্বরূপকে জাগ্রত করিয়া দেয়।

নাট্যে চতুর্বিধ অভিনয়, নাট্যসংস্কার ও নৃত্য-গীত-বাত্তের সমাবেশ অল্পরূপভাবে উপস্থাপিত পাত্র-পাত্রী ও দেশ-কাল-অবস্থা-ভাবকে শাশ্বত আদর্শরূপে গড়িয়া তুলে এবং সংগে সংগে প্রোত্যার সংকীর্ণ অহংতাবোধকে বিলীন করিয়া দিয়া তাহার মধ্যে অপরিমিত অহংতাবোধকে জাগ্রত করিয়া দেয়। সহৃদয় ক্ষুদ্রলভাকে লজ্বল করিয়া চলিয়া যায় ও বৃহত্তর সত্যায় উন্নীত হয়।”

মনে রাখা প্রয়োজন, “অভিনয় শব্দের শক্তি। ভাবনা দোষবর্জিত ও গুণা-লংকার-সংস্কৃত কাব্য এবং চতুর্বিধাভিনয়োপচিত ও নৃত্য-গীত-বাত্তযুক্ত নাট্যের শক্তি। আর ভোজকত্ব সম্পূর্ণরূপে সহৃদয়ের আস্তর শক্তি। ইহা দর্শক ও পাঠকের মনে থাকে।” “ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, ভোজকত্ব-নামক তৃতীয় ব্যাপারের দ্বারা বজ্রোপ্ত ও তমোপ্তের গুণীভাবের ফলে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে সমগুণ উদ্ভিক্ত হয়। সম্বোধকের পর তাঁহার চিত্ত স্বৈর্য প্রাপ্ত হয়। পাখিব বা বাহ কোন বস্তুর দ্বারা উহার বিচলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। চিত্ত স্বচ্ছ ও স্থির হইলে তাহাতে আত্মার আনন্দাংশ অব্যাহতভাবে ক্ষুরিত হয়। স্বচ্ছতা ও স্বৈর্যযুক্ত চিত্তে স্বরূপানন্দ-চৈতন্তের ক্ষুরণ দার্শনিক সিদ্ধান্ত-সম্মত। এইরূপ অনাবৃত আনন্দাংশের দ্বারা রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব সাক্ষাৎকৃত হইলে সামাজিকের চিত্তে রসান্বাদ উজ্জসিত হয়।”

দোষ-ত্রুটি/১. ভাবকত্ব এবং ভোজকত্ব-নামক দুইটি বৃত্তির স্বীকার ঐতিহ্যবিরুদ্ধ। “অভিনবগুপ্ত ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব নামক ব্যাপারদ্বয়ের ক্রিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মতে ঐ কার্যগুলি অন্তভাবে নিম্পন্ন হয়, পৃথক্ দুইটি ব্যাপার স্বীকারের আবশ্যকতা নাই।”

২. “ভট্টনায়কের রসবাদের আরও একটি দুর্বলতা এই যে, ইহা রসাত্ত্ব-ভূতিকে সম্পূর্ণরূপে সহৃদয় প্রোত্য ও দর্শকের অন্তরবাসনা-নিরপেক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয় দর্শনের সময় কাব্য-নাট্য-বর্ণিত চরিত্রই যে সাধারণ আকারে প্রতিভাত হয়, তাহা নয়; নায়ক-নায়িকাগত রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবসমূহও সর্বদেশ, সর্বকাল, সর্বমানব-সাধারণরূপে প্রতীয়মান হয়। সাধারণীকৃত আস্তরভাব পাঠক ও দর্শকের চিত্তে সংক্রামিত হয়। তাই সহৃদয় সামাজিকের নিজের মনে কোন স্থায়ীভাব না থাকিলেও রসান্বাদ বিগ্নিত হয় না। পরবর্তীকালের আলাংকারিকেরা কিন্তু



এই মত গ্রহণযোগ্য বলিবা মনে করেন নাই। ইহারা বলিয়াছেন,—সহৃদয় সামাজিকের মনে বাসনার আকারে সূক্ষ্মভাবে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব না থাকিলে তাহার পক্ষে রসাস্বাদন সম্ভব হয় না। রতি বাসনাহীন ব্যক্তির কাছে প্রণয় মাধুর্যহীন বলিয়া সে শাস্ত্ররসের আশ্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। অসহৃদয়ভাবে নির্বেদ-বাসনাহীন ব্যক্তির কাছে বিষয় বিমূৰ্ছিতা নীরস বলিয়া সে শাস্ত্ররসের আশ্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। বাহ্যদেহ মনে স্থায়িভাবের বাস্তব সংস্কার নাই, তাহার কাব্য-নাট্য-রসাস্বাদন বিষয়ে রসালয়ের কাঠ ও প্রস্তরতুল্য-জড়। তাই পরবর্তীকালে আচার্য অভিনবগুপ্ত সহৃদয়ের মনে স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তাকে আবশ্যিকরূপে বর্ণনা করিয়া রসাত্মকতিকে সম্পূর্ণরূপে প্রোতা ও দর্শকের আন্তর-বাসনা-সাপেক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন।

অবদান: ১. “ভট্টনাথকই প্রথম বলেন, সহৃদয় সামাজিক যদি রসকে স্বগত-ভাবে অনুভব করিতে পারে, তবেই কাব্য-পাঠ বা নাট্যাভিনয়-দর্শন হইতে আনন্দলাভ তাহার পক্ষে সম্ভব হয়।”

২. তিনিই প্রথম ‘সাধারণীকরণ’র ধারণার কথা বলেন।

### অভিনবগুপ্তের রসবাদ

পৃ: ১৫, ৭৩

মূল অংশ / কাব্যে নাট্যে চ তৈ: ... অভিযাক্ত: ... সামাজিকানাম্ ... স্থায়ী ...  
প্রমাতা: ... সাধারণ্যেন গোচরীকৃত: ... পানকরসস্তায়েন চর্চ্যমাণ: ... রস: ।

কাব্য এবং নাটকে সেই কারণগুলির ফলে সামাজিকের স্থায়িভাব যখন সামাজিক-কর্তৃক সাধারণভাবে জ্ঞাত হয় এবং সববত্তের মত আশ্বাদিত হতে থাকে, তখন সেই স্থায়িভাব হয়ে ওঠে রস।

‘সামাজিক’ এবং ‘প্রমাতৃ’—শব্দ দুটি সমার্থক। তবে অর্থের অল্প পার্থক্য লক্ষণীয়। সামাজিক = রসাস্বাদনের যোগ্যতা-যুক্ত ব্যক্তি। আর, ‘প্রমাতৃ’ হল এমন সামাজিক যিনি কাব্যপাঠ অথবা অভিনয় দর্শনের ফলে বৃহত্তর সত্তায় উন্নীত।

‘সামাজিকানাম্’ পদটির বিশেষণ হল—‘স্থায়্যমানেন অভ্যাসপাটববতাম্’,  
প্রমাতৃ: পদটির বিশেষণ হল—‘তৎকালবিগলিত—অপরিমিতভাবেন।

এখন বিশেষত্ব বিশেষণগুলিকে এভাবে সাজানো যেতে পারে :

বিশেষত্ব **	বিশেষণ
১. কারণাদিভিঃ ( উচ্চ )	১. প্রমদাদিভিঃ
২. সামাজিকানাম্	২. অভ্যাস-পাটববতাম্
৩. তৈঃ	৩. ক. অলৌকিক-শব্দ-ব্যবহারৈঃ খ. [ সাধারণ্যেন ] প্রতীতৈঃ
৪. স্থায়ী	৪. ক. রত্নাদিকঃ খ. স্থিতঃ [ অপি ] গ. [ স্বাকার ইব ] অভিন্নঃ [ অপি ] ঘ. গোচরীকৃতঃ
৫. প্রমত্তা	৫. তৎকালবিপ্লবিত-পারিমিতপ্রমত্তভাববশো- ন্নিষিত-বেত্তাস্তরসম্পর্কশূন্য পারিমিতভাবেন
৬. সাধারণ্যেন	৬. সকল-সমুদয়-সংবাদভাণা
৭. রসঃ	৭. ক. চর্যমাণতৈকপ্রাণঃ । খ. বিভাবাদি-জীবিতাবধিঃ । গ. চর্যমাণঃ    চ. তিরোদধৎ ঘ. পরিশূরন্    জ. অশ্রুভাবয়ন্ ঙ. প্রবিশন্    ব. চমৎকারকারী চ. আলিঙ্গন্    ঞ. শৃঙ্গাদিকম্ ।

লোকে প্রমদাদিভিঃ স্থায়ীভূতান্ অভ্যাসপাটববতাম্

সামাজিকানাম্

প্রমদাদিভিঃ = স্ত্রীলোকোত্তান-কটাক-নির্বেদাদিভিঃ কাব্যের জগতে স্ত্রীলোক  
এবং উত্তান যথাক্রমে আলম্বন ( চরিত্র ) এবং উদ্দীপন ( পরিবেশ )-বিভাব ।  
কটাক, তোমাকে প্রভৃতি অশ্রুভাব এবং নির্বেদ অথবা শব্দ ব্যভিচারিভাব ।

স্থায়িনঃ ( স্থায়ীভাবস্ত ) অস্থমানম্ = স্থায়ীভূতমানম্ ।

অস্থমানম্ = অশ্রুভবঃ, আশ্রাদঃ ।

অভ্যাসপাটববতাম্/পাটববৎ = পটু

= অস্থঙ্গীলনপটবঃ ।

তৈঃ এব কারণত্বাদিপরিহারেণ বিভাবনাদিব্যাপারবহাৎ অলৌ-  
কিক-বিভাবাদিশব্দব্যবহারেঃ

••

স্রীলোক, কটাক্ষ এবং শব্দা যথাক্রমে বিভাবন, অমুভাবন এবং ব্যভিচারণ  
ক্রিয়া বৃক্ কণ্ডার সাহিত্যে বিভাব, অমুভাব এবং ব্যভিচারিভাব নামে  
অভিহিত হয়। বিভাবনের অর্থ আশ্বাদপাত্তীকরণরূপে বিজ্ঞাপন (আশ্বাদ-  
পাত্তীকরণরূপে জ্ঞাপনম্), অমুভাবনের অর্থ অমুভবগোচরীকরণ, আর  
ব্যভিচারণের অর্থ চল, বিশেষ এবং ব্যাপকভাবে জ্ঞাপন (শৈল্পরূপে বিশেষণ  
অভিত্যচারণং জ্ঞাপনম্)।

‘তৈঃ’-এর ২য় বিশেষণ হল, ‘সাধারণ্যেন প্রতীতৈঃ’। বাক্যাংশটি হল :  
‘মমৈবৈতে...তটন্তশ্চৈবৈতে’ ইতি...অনধ্যবসায়ঃ সাধারণ্যেন প্রতীতৈঃ।

তটন্ত=উদাসীন। অনধ্যবসায়=অপ্রতীতি।

স্বীকার=গ্রহণ, পরিহার=বর্জন।

কাব্যপাঠ অথবা শ্রবণ এবং নাটক-অভিনয়-দর্শনের সময় চিত্তের প্রসার  
ঘটে বিভাব প্রভৃতির ফলে। বিভাব-প্রভৃতি সাধারণভাবে অথবা সার্বজনীন-  
আকারে প্রতীত হয়। ‘এগুলি আমার, এগুলি শত্রুর, এগুলি নিরপেক্ষের’,—  
এরূপ বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে গৃহীত হয় না। অথবা ‘এগুলি আমার নয়, এগুলি  
শত্রুর নয়, এগুলি নিরপেক্ষের নয়,—এরূপ বিশেষ সম্বন্ধে বর্ণিতও হয় না।

‘অভিব্যক্তঃ’ পদটি ‘স্বায়ী’ পদের বিগ। অভিব্যক্তঃ=ব্যক্তনয়া প্রকাশিতঃ।

**অভিব্যক্তঃ সামাজিকানাং বাসনাস্তত্তয়া স্থিতঃ স্বায়ী**

“ভট্টনারকের মতে বিভাব এবং অমুভাবসমূহ যেমন আপন আপন বৈশিষ্ট্য  
ত্যাগ করিয়া দেশকালনিযুক্ত সাধারণীকৃতরূপে সামাজিকের চক্ষে প্রতিভাত  
হইয়া থাকে, সেইরূপ রাত-প্রভৃতি আন্তর-ভাবসমূহও বাহ্য নায়কেরই একান্ত  
নিজস্ব, তাহাও কাব্য ও নাট্যের ‘ভাবনা’ ব্যাপারের মহিমাবশে অনুরূপভাবে  
সাধারণীকৃত হইয়া স্রষ্টার শ্রোতা ও দর্শকের চিত্ত সংক্রামিত হয়। ইহাকেই  
বলা হয় ‘দ্রবয়সংবাদ’। স্রষ্টার শ্রোতা বা দর্শকের স্বকীয় কোনো স্থায়ীভাবের  
বাস্তব সত্তার অপেক্ষা নাই। আমার রত্নরূপ স্থায়ীভাবের সংস্কার বা বাসনা  
না থাকিলেও কোনো ক্ষতিই নাই। তথাপি আমি দুঃস্বপ্নগত শকুন্তলাবিবরক  
রত্নীভাবের সাধারণীকৃত রূপের উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব, কোনো বাধাই  
থাকিবে না। ভট্টনারকের মতবাদের ইহাই দুর্বলতা।”...আসলে দেখা যায়

“রতিবাসনাধীন ব্যক্তির নিকট প্রণয়ের মধ্যে কোনো রস নাই, মাধুর্য নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, কোনো একটি বিশিষ্ট রসের অন্তর্ভূতির প্রতি সেই রসের অনুরূপ স্থায়ীভাবে বাস্তব সত্তা নিরত অপেক্ষিত।”\* তাই অভিনবগুপ্তের মতে “প্রতি মানুষের মনেই বাসনাকারে স্থায়ীভাবে কয়েকটি ভাব বিদ্যমান থাকে। অলংকার-শাস্ত্রের ভাষায় ইহারা স্থায়ীভাব।”

বাসনা = impression

পৃ: ১৫, ৭৩

রত্যাদিকঃ নিরতপ্রমাতৃগতত্বেন .....সাধারণ্যেন স্বাকার ইবাভি-  
জ্ঞোহপি গোচরীকৃতঃ

রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব বিশেষক সহদয়-গত তলেও সাধারণীকরণের ফলে ঐ স্থায়ীভাব সহদয়-কর্তৃক সাধারণভাবে জ্ঞাত হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে,— ‘রস’-রূপ বস্তু এবং ‘আনন্দ’-রূপ জ্ঞান ত’ অভিন্ন, তাহলে ঐ ‘রস’রূপ বস্তুকে আনন্দরূপ জ্ঞানের বিষয় (গোচর) বলা যায় কি ভাবে? উত্তরে, যোগাচার-মতের আশ্রয় নিয়ে অভিনবগুপ্ত বলেছেন, ব্যবহারিক দিক্ থেকে এই ভেদ এবং অভেদ দুইই বোধ্য।

সকলসহদয়সংবাদভাজা—সকলানাম্ সহদয়ানাম্ সংবাদভাজা

সমানবুদ্ধিশালিনা।

পদটি ‘সাধারণ্যেন’-এর বিশেষণ।

“সাধারণীকরণের দুইটি দিক্ আছে। সাধারণীকরণের বলে, একদিকে কাব্য-নাট্য-বর্ণিত চরিত্র ও বস্তুসমূহ সর্বদেশকাল সাধারণ শাস্ত্র প্রতীকরূপে সহদয়ের নিকট প্রতিভাত হয়, অত্রদিকে সহদয় স্বয়ং সাধারণ বৃহত্তর সত্তার উন্নীত হয়।” অর্থাৎ “কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয়-দর্শনের সময় সহদয় পাঠক ও দর্শকের নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে ভাবনাশ্রোত চলে, তাহা সাময়িকভাবে ধীরে ধীরে স্বত্ব হইয়া যায়। সহদয়ের নিজ ব্যক্তিত্বজনিত যে আসাধারণত্ব তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হওয়ায় সে পাঠক ও দর্শক সাধারণের সহিত এক হইয়া যায়।”

“তৎকালবিগলিত-পরিমিতপ্রমাতৃভাব - বশোন্নিবিত - বেতান্তরসম্পর্কশূন্য-

\* সাহিত্য-বীমাংসা পৃ: ২৮

† নিরতপ্রমাতা = বিশেষব্রহ্মসত্তা, যিনি রসাব্যবহের জন্ত তৈরী।

পরিমিতভাষেন', 'প্রমাতা' নামের বিণ। অর্থ—বিভাব ঐচ্ছিক জ্ঞানার মূর্ত্তে প্রমাতার সীমিত বুদ্ধি দ্রবীভূত হওয়ার উদ্ভূত হয় অসীম বুদ্ধি। অতঃপর বস্তুর সম্পর্ক শূন্য বলে এ বুদ্ধি অসীম।

“তৎকালে বসাবাদকালে বিগলিতঃ অপ্রতীতঃ যঃ পরিমিত-প্রমাতৃত্বাবঃ  
‘মমৈবৈবতে, অহমেষ বসাবাদমিত্য’ ইত্যোবংরীত্যা অননুভূয়মানঃ যঃ ব্যক্তি-  
বিশেষসম্বন্ধঃ তদ্বশেন উন্নিবিষ্টঃ প্রাহুর্ভূতঃ এবং বেদান্তঃস্ত্র লৌকিকবিষয়স্ত  
সম্পর্কেণ জ্ঞানরূপসম্বন্ধেন শূন্যঃ রহিতঃ অপরিমিতঃ অগণিতঃ ভাবঃ চিত্তবৃত্তি-  
বিশেষঃ যন্ত সঃ।”

**চর্য্যমাণতৈকপ্রাণঃ .....শৃঙ্গারাদিকো রসঃ।**

‘চর্য্যমাণতৈকপ্রাণঃ’ থেকে ‘অলৌকিক চমৎকারকারী’ অবধি ২টি বিশেষণ রয়েছে ‘রসে’র। এগুলিকে এভাবে বিস্তৃত করা যেতে পারে—

১. চর্য্যমাণতৈকপ্রাণঃ

চর্য্যমাণ তা একঃ প্রাণঃ ইব যন্ত সঃ।

চর্য্যমাণতা = আশ্বাদঃ। একঃ প্রাণঃ = অধিতারঃ স্বরূপনিষ্পত্তি হেতুঃ।

২. বিভাবাদি-জীবিতাবদিঃ

বিভাবাদিঃ জীবিতস্ত অবধিঃ যন্ত সঃ।

জীবিতম্ = জীবনম্। অবধিঃ = পূর্বাগবসীমা।

বিভাবাদি-কালমাত্রস্বায়ী ইত্যর্থঃ।

৩. পানকরসস্ত্রায়েন চর্য্যমাণঃ

পানকরস = সর্বস্বঃ। চর্য্যমাণঃ = আশ্বাদমানঃ।

৪. পুরঃ ইব পরিশ্চুরম্

৫. হৃদয়ম্ উপ প্রবিশম্

৬. সর্বাস্তম্ ইব আলিঙ্গম্

৭. অস্ত্রং সবম্ ইব তিরোদদম্

৮. ব্রহ্মাণ্ডম্ ইব অনুভাবয়ম্

৯. অলৌকিক-চমৎকার-কারী

এদের মধ্যে ‘বিভাবাদি-জীবিতাবদিঃ’, ‘[পানকরসস্ত্রায়েন] চর্য্যমাণঃ’ এবং ‘অলৌকিক-চমৎকার-কারী’ বিশেষণ ৩টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রস-লক্ষণ প্রয়োগে তাৎপর্যবহু।

পৃ: ১৫, ৭৪

স চ ন কার্য: ।.....উভয়া ভাবস্বরূপস্ত.....ন তু বিরোধম্ ।

লৌকিক প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ—তাটস্থ্যাববোধশালিমিত যোগিজ্ঞানবেত্তাস্বর-  
সংস্পর্শরহিত-স্বাত্মমাত্র-পর্যবসিত-পরিমিতেতর-যোগি-সংবেদন-বিলক্ষণ: লোকো-  
ত্তর-অসংবেদন-গোচর: = ( কর্মধারয়: সমাস: ) ।

সমগ্র পদটি 'রস:' এর বিশেষণ । বিলক্ষণ = ভিন্ন

'বিলক্ষণ:' কথাটির সঙ্গে সম্বন্ধ হল—(১) 'লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ' (২)  
'তাটস্থ্যাববোধশালিমিতযোগিজ্ঞান' এবং (৩) বেত্তাস্বর-সংস্পর্শরহিত-স্বাত্মমাত্র-  
পর্যবসিত-পরিমিতেতর-যোগি-সংবেদন' ।

(২) তাটস্থ্যেন ( চক্ষুসাদিলৌকিকপ্রমাণম্ অপেক্ষ্য ) অববোধ: ( জ্ঞানং )  
তচ্ছালিনাং ( তত্ত্বতাং ) মিতযোগিনাং ( অপকযোগিনাম্ ) জ্ঞানম্ ( সংবেদনম্ ) ।

যিনি [ চোখ প্রভৃতি লৌকিক ] প্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই জ্ঞান আহরণ  
করেন, এমন অপরিণত যোগীর জ্ঞান ।

(৩) বেত্তাস্বরস্ত জ্ঞেয় লৌকিকবিষয়স্ত সংস্পর্শেন সম্বন্ধেন রহিতং স্বাত্মমাত্র-  
পর্যবসিতং স্বাত্মমাত্রদিব্যকং পরিমিতেতরযোগিনাং পকযোগিনাং সংবেদনম্  
জ্ঞানম্ ।

"অভিনবগুণের মতে রস কার্য নয়; কারণ কার্য হইলে বিভাবাদি বিনষ্ট  
হইলেও রস আত্মাদিত হইত । কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা হয় না । রস  
বিভাবাদির দ্বারা জ্ঞাপ্যও হয় না, কারণ তাহা পূর্বসিদ্ধ নয় । যদিও কারক এবং  
জ্ঞাপক হেতু ব্যতীত অন্য কোন হেতু থাকিতে পারে না, তথাপি রসের ক্ষেত্রে  
কারকহেতুজ্ঞাত্ব ও জ্ঞাপকহেতুজ্ঞাপ্যের নিষেধ তাহার অপৌকিকতাই সূচিত  
করিয়া দেয় । পক্ষান্তরে, চর্চনায় উৎপত্তির দ্বারা তাহার উৎপত্তি হয় বলিয়া  
তাহাকে কার্যও বলা যাইতে পারে । আবার লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে  
কিংবা অপরিপক ও পরিপক যোগীর যথাক্রমে জগদ্বৈদ্য-বিষয়ক ও স্বাত্মমাত্র-  
বিষয়ক জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ স্ব-স্বরূপ-জ্ঞানের গোচর বলিয়া জ্ঞাপ্যও বলা যাইতে  
পারে । রসাত্মকুতি বিভাবাদিবিষয়ক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া নিবিকল্পকও  
নয়", আবার রস স্ব-সংবেদন সিদ্ধ হওয়ার রসাত্মকজ্ঞানের মুহূর্ত্তে অজ্ঞ জ্ঞান থাকে  
না । এবং সেজন্যেই নামরূপ জ্ঞাতাদের উল্লেখ থাকে না । তাই রসজ্ঞান  
সবিকল্পকও নয় ।

“অভিনবগুণ বলিয়াছেন, রসের এই পদম্পর্কবিরোধী রূপের বর্ণনা তাহার অলৌকিকত্বের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।”

### অভিনবগুণের মতবাদ

ভট্টনারকের পর রসবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন অভিনবগুণ। ইনি খ্রীষ্ট দশম শতকের আধিকারিক। তাঁর মত ‘অভিব্যক্তিবাদ’ নামে প্রসিদ্ধ। ‘অভিনব-ভাবভী’ এবং ‘লোচন-টীকা’ থেকে তাঁর মতকে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেছেন মন্মট। তাঁর মতে সূত্রস্থ ‘সংযোগ’ শব্দের অর্থ ‘অভিব্যক্তন’ বা ‘ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক-ভাব’ এবং ‘নিম্পত্তি’ শব্দের অর্থ হল ‘অভিব্যক্তি’ বা প্রকাশ। অর্থাৎ তাঁর মতে সূত্রের অর্থ হল—বিভাব, অহুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সঙ্গে [স্থায়িভাবের] সংযোগ বা ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকসম্বন্ধবশতঃ রসাবিব্যক্তি ঘটে।

কাব্য-পাঠ বা নাট্যাভিনয়ের সময় সঙ্গদয়<sup>১</sup> প্রথমে বিভাব-প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। বিভাব-প্রভৃতিকে সঙ্গদয় কোন বিশেষ ব্যক্তির<sup>২</sup> সঙ্গে সম্বন্ধ অথবা অসম্বন্ধরূপে মনে করে না। একান্তে বিভাব, অহুভাব, ব্যভিচারিভাব এবং চরিত্র-নিষ্ঠ স্থায়ীভাব সঙ্গদয়ের কাছে বেশ, কাল ও পরিবেশের পরিচ্ছিন্নতা বিহীনভাবে বা সাধারণরূপে প্রতিভাত হয়। সাধারণরূপে প্রতীক্ষমান এই সমস্ত বিভাবাদির মাধ্যমে সঙ্গদয়ের স্থায়িভাবও উদ্ভূত হয়। এই স্থায়িভাবগুলিও প্রত্যাহৃত সাধারণরূপে অর্থাৎ সঙ্গদয় পাঠক বা দর্শক এগুলিকে আত্মনিষ্ঠরূপে গ্রহণ করে না। সঙ্গদয়ের চিত্তে উদ্ভূত স্থায়িভাবগুলি চরিত্রগত অভিব্যক্তিত মানসিক ভাবের অমুরূপ। বিভাবাদির দ্বারা যদি নায়ক-নিষ্ঠ রসি অভিব্যক্ত হয়, সঙ্গদয়ের চিত্তেও রসাত্ম্য ভাব উদ্ভূত হয়। এই উদ্ভূত স্থায়িভাবগুলিকে সঙ্গদয় ‘পানক রস’ বা সরবত্তের মত চর্চন বা আশ্বাদন করতে থাকেন। আশ্বাদ-মান এই বস্তু বা জ্ঞানটির নাম ‘রস’ বা রসাহুভূতি।

রসের শ্রুতীতি জ্ঞান-রূপেই সম্ভব। একান্ত ‘রস’ এবং ‘রসাহুভূতি’, নিজের সঙ্গে নিজের আকারের মত অভিন্ন। কিন্তু তবুও আশ্বাদনে কোন অহুবিধা হয় না। যোগাচারদর্শন এর হৃদয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১ স্থায়িভাবের অমুরূপ একাধিকরূপে পট্ট।

২ বিশেষ ব্যক্তি তিন বকম হতে পারে—শত্রু, मित्र, নিরপেক্ষ।

৩ “প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্তে, বিশেষতঃ সঙ্গদয় সামাজিকের চিত্তে হৃদয় ও হৃদ্য-ভাবে কয়েকটি চিত্তবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। অলংকার-শাস্ত্রের ভাবের ইহারাই স্থায়ীভাব নামে পরিচিত।। লক্ষণীয় হল : সঙ্গদয়ের চিত্তে বাসনার অস্তিত্ব স্বীকারে ভট্টনারক এবং অভিনবগুণের মতপার্থক্য।

আত্মজ্ঞানতাই রসের প্রাণ। আত্মজ্ঞানেই রসের চরম অস্তিত্ব। বস্তুজন বিভাব-প্রতীতি থাকে, ততক্ষণ রস-প্রক্রিয়া চলতে থাকে। রস অলৌকিক আনন্দের উৎস। ব্রহ্ম-আত্মাধে যেমন তৃপ্তি, রসাত্মাধেও তেমনি। রসের প্রবেশ অন্তরের অন্তঃস্থলে। রসের ব্যাপ্তি সমগ্র বিশ্বে। নিজের স্থান করে নেওয়ার সময় রস সব কিছুকে দূরে সরিয়ে দেয়। রসের বৈশিষ্ট্য অলৌকিক।\*

### রসবাদে ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত

ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত দুজনেই বলেন, বিভাব-প্রতীতি সঙ্গদয়ের চিত্রে সাধারণরূপে প্রতীভাত হয়। সঙ্গদয়ও নিজেকে দর্শক সাধারণের সহিত একীভূত বলে মনে করেন। কিন্তু দুয়ের মতের মধ্যে পার্থক্য হল একটি বিষয়ে : ভট্টনায়ক ঐ দুইটি বিষয়ের অঙ্গ কল্পনা করেছেন ভাবকত্ব-ব্যাপারের। আর অভিনবগুপ্ত বলেছেন, এ দুটি বিষয় সম্ভব, সঙ্গদয়ের সঙ্গদয়তা-ধর্ম বা বিশেষ মানসিকতার বলেই।

দুজনের মতেই, রসাত্মকুতি একটি বিশেষ বৃত্তির বলে সম্ভব। ভট্টনায়কের মতে এই বৃত্তির নাম ভোগ, অভিনবগুপ্তের মতে ব্যঞ্জনা। আসলে দুটি বৃত্তি 'অভির'।

এভাবে দেখা যাবে, দুটি মতবাদের পার্থক্য কেবল এখানে : ভট্টনায়ক ভাবকত্ব-নামক একটি নূতন ব্যাপার স্বীকার করেছেন। অভিনবগুপ্ত করেন নাই।

কিন্তু ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হল একটি স্থলে : সেটি হল—ভট্টনায়ক সঙ্গদয়-চিত্রে 'বাসনা'র অস্তিত্ব মানেন নি। রসাত্মকুতিকে তিনি আশ্চর্য-বাসনা-নিরপেক্ষ করে তুলেছেন। অ'ভিনবগুপ্ত 'বাসনা'র অস্তিত্ব মেনে নিয়ে রসাত্মকুতিকে ব্যাখ্যা করেছেন, আশ্চর্য-বাসনা-সাপেক্ষরূপে।

অভিনবগুপ্তের পর দীর্ঘদিন কোন নূতন রসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাঁর মতকেই প্রামাণিক-রূপে গ্রহণ করেছেন প্রসিদ্ধ আলংকারিক যশদেব, বিশ্বনাথ এবং আরও অনেকে।

\* পূর্বের আলোচনা জটিল।

১। 'মতসৈন্তস্য পূর্বম্-মতাদভাবকত্ব ব্যাপারাত্তর-স্বীকার এব বিশেষঃ। ভোগস্ত ব্যক্তিঃ। ভোগকৃত্বং তু ব্যঞ্জনাৎ অবশিষ্টম্'।—রসগঙ্গাধর। উক্তত-রসদমীকা পৃঃ ১০৭



অভিনবগুণের মতবানও পুরোপুরি জটীকৃত নয়। অগ্রযোজনে এখানে আলোচনা করা হল। একত্র ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মহাগ্রন্থ ‘রস-সমীক্ষা’ দ্রষ্টব্য।

এর পর শ্লোক ৫, ৬, ৭ এর নিম্নত্ব বৃদ্ধি—‘যতপি বিভাবানামভূতাবানাম্... নানৈকান্তিকত্বম্’—ইত্যাদির ব্যাখ্যার জন্য পৃঃ ১২২ দ্রষ্টব্য।

### ১১৬-১২১ অসংলগ্নসূত্রের জঙ্ঘা

কা. ২ গ. ঘ. এ মশট বলেছেন বিবক্ষিতান্ত পরবাচ্য ধ্বনি দুই রকম : (১) অলঙ্কারমব্যাঙ্গ্য এবং (২) লক্ষ্যক্রমব্যাঙ্গ্য। অলঙ্কারমব্যাঙ্গ্য ধ্বনিতে ব্যাঙ্গ্যবস্তু হল : রস, ভাব, রসাত্ত্বাস, ভাবাত্ত্বাস, ভাবশাস্ত্র ভাবোদয়, ভাবসঙ্ঘ এবং ভাবসঙ্ঘর। এই আটটি বস্তুর মধ্যে প্রথমে রসের লক্ষণ, উপকরণ, সংখ্যা এবং উপাদান প্রতিপন্ন করেছেন কা. ৪ থেকে কা. ১২ ক. খ. অবধি অংশের মধ্যে। কা. ১২ গ. ঘ. এবং ১৩ ক. তে মশট লক্ষণ দিয়েছেন ভাবের। ১৩ খ. এ লক্ষণ দিয়েছেন রসাত্ত্বাস এবং ভাবাত্ত্বাসের। ১৩ গ. ঘ. এ ভাবশাস্ত্র, ভাবোদয়, ভাবসঙ্ঘ এবং ভাবসংলগ্নতার লক্ষণ দেননি কিন্তু উল্লেখ করেছেন। ৪ ক. খ. এ বলেছেন : ভাবশাস্ত্র থেকে শুরু করে ভাবসংলগ্নতা অবধি ব্যাভিচারীভাবগুলি কখনো কখনো কিন্তু মুখ্য ভূমিকাও গ্রহণ করে।

আট রকমের অসংলগ্ন্য ক্রমব্যাঙ্গ্যের আলোচনা শুরু হয়েছে তাই কা. ৩ এ। শেষ হয়েছে কা. ১৪ এর ক. খ. অংশে।

কা. ৩ (পৃঃ ১৩, ৭০) কা. ১৪ (পৃঃ ২১, ৮১)

অসংলগ্ন্য ক্রমব্যাঙ্গ্যের ব্যাঙ্গ্যার্থ আট রকম। কাজেই অ. স. ক্র. ব্য.-ধ্বনিও আট রকম। দ্বিতীয় থেকে অষ্টমপ্রকার অবধি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে তেইশ থেকে একত্রিশ অবধি শ্লোকগুলির মধ্যে। আর শ্লোক আট থেকে একুশ অবধি প্রথম প্রকারের (রসব্যাঙ্গ্যের) উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শেষ পর্যন্ত আবার অ. স. ল. ক্র. ব্য.-কে আবার একপ্রকার বলে ধরা হয়েছে (কা. ১২ ক. খ. )।

অবশ্য অনেক পরে অসংলগ্ন্য ক্রমব্যাঙ্গ্য ধ্বনির ব্যাঙ্গ্যের ব্যঙ্গক চার প্রকার বলে এই ধ্বনির আরও চারপ্রকার ভেদ স্বীকৃত হয়েছে (কা. ২০ ক. খ. )।

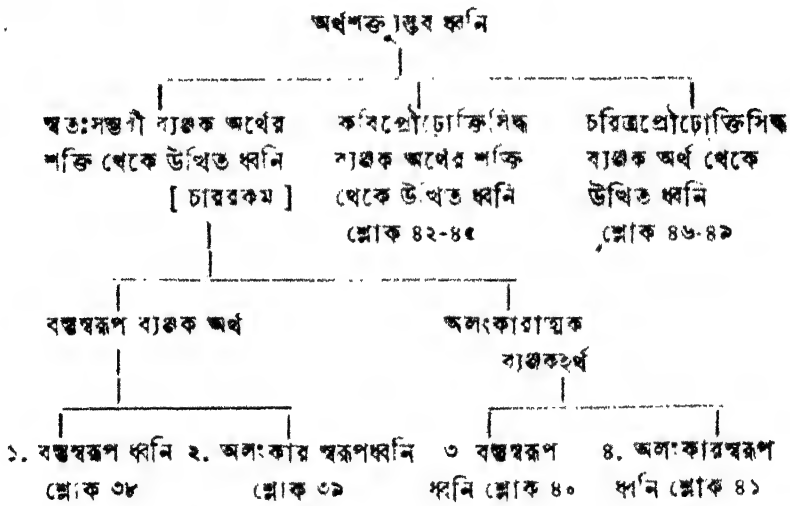
কা. ১৬ গ. ঘ. + ১৭ ক. খ. গ.

অপি, অর্ধশতাব্দব্যঃ ব্যঙ্গকঃ অর্থঃ—[কচিং] স্বতঃসম্ভবী, [কচিং] বা

প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধান্তঃ, [কটিং] বা কবে: উদ্ভিত্ত তেন [সিদ্ধ: ]। [সঃ  
ব্যঞ্জক: অর্থ:] [কটিং] বস্তু [কটিং] বা অলংকৃতি: ইতি [ব্যঞ্জকোর্থঃ]  
বড়ভেদঃ।

১৭ ঘ. + ১৮ ক. খ.

অথ অসৌ (ব্যঞ্জকোর্থঃ) [অপি] যৎ (বতঃ) বস্তু অলংকারং বা  
ব্যানক্তি, তেন (ততঃ) অরং (ব্যঞ্জকোর্থঃ) দ্বাদশাত্মকঃ।



কবিশ্রৌচোক্তিসিদ্ধ এবং কবিনিবদ্ধ প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ ও স্বতঃ সম্ভবীর মত  
প্রত্যেকে চারবরকম। ∴ অর্থশক্ত্যাং ধনি ১২ বরকম।

শ্লোক ৩৮ থেকে ৪২ এর মধ্যে অর্থশক্ত্যাং ধনির ১১টি প্রকারের উদাহরণ  
দেওয়া হয়েছে।

সংলক্ষ্য ক্রমব্যবহার আলোচনা শুরু হয়েছে ১৪ গ. ঘ. থেকে। শেষ হয়েছে  
কা. ৮ গ. অংশে। আবার শুরু হয়েছে কা. ১২ গ. অংশ থেকে। শেষ হয়েছে  
১২ ঘ. এ।

সংক্ষেপ :

অসংলক্ষ্যক্রমবাহ্য = অ. স.

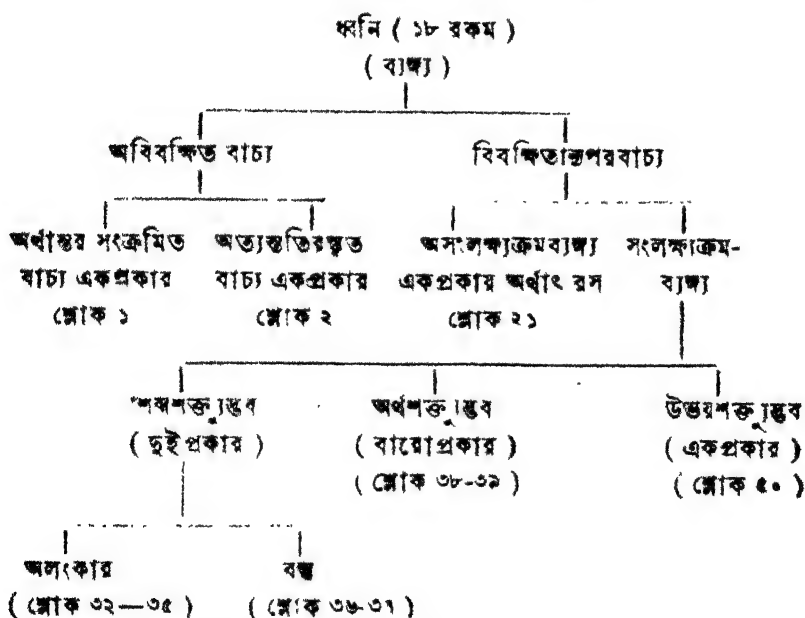
সংলক্ষ্যক্রম বাহ্য = স.

অর্থশক্ত্যন্তর = ন.

অর্থশক্ত্যন্তর = অ.

কা. ১৪ গ. ঘ. এবং ১৫ ক. খ. তে বলা হয়েছে : সংলক্ষ্য ক্রমব্যাখ্য তিন রকম—(১) শব্দশক্ত্যন্তব (২) অর্থশক্ত্যন্তব এবং (৩) উভয় শক্ত্যন্তব। এদের মধ্যে শ. হল দু'রকম—(১) শব্দশক্ত্যন্তব বস্তুধনি, (২) শব্দশক্ত্যন্তব অলংকারধনি। (কা. ১৫ গ. ঘ. + ১৬ ক. খ.) অর্থশক্ত্যন্তব হল প্রথমত তিনরকম। তিনরকমের প্রত্যেকের দু'রকম ভেদ হওয়ায় ছ রকম। এদের আবার প্রত্যেকের দু'রকম ভেদ হওয়ায় সব মিলিয়ে অর্থশক্ত্যন্তব হল বারো রকম (কা. ১৬ গ. ঘ. থেকে ১৮ ক. খ.)। উভয় শক্ত্যন্তব হল একরকম। সব মিলিয়ে সংলক্ষ্য ক্রমব্যাখ্য তাই ১৫ রকম। [ ১৩ গ. এবং ঘ. এ অবশ্য আর কয়েক রকম ভেদ দেখানো হয়েছে। ]

এখন দেখা যাবে অ. স. এবং শ. মিলিয়ে ধনির ভেদ হল ১৮ রকম (কা. ১৮ ঘ. )। পরের পাতায় একটি সারণীতে ঘটনাটি স্পষ্ট হবে।



এই ১৮ রকম ধনির আবার ৫১ রকম ভেদ দেখানো হয়েছে।

এদের মধ্যে 'উভয়শক্ত্যন্তব ধনি' ছাড়া ১৭ রকম ধনির প্রত্যেককে পদ-গত এবং বাচ্যগত—এই দু'দিক থেকে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ 'উভয়শক্ত্যন্তব' ছাড়া অস্তগুলির মোট ভেদ হল :  $১৭ \times ২ = ৩৪$ । উভয়শক্ত্যন্তব ( -উ. )

কেবল 'বাক্যগত' হতে পারে\*। ∴ উ. হল ১ প্রকার। এখন, সর্বমোট ধ্বনি-ভেদ হল  $১ + ৩৪ = ৩৫$ ।

'অর্ধশক্ত্যুদ্ভব' এর ১২ রকম ভেদ-ই আবার প্রবন্ধ-গতও হতে পারে\*\*। তাহলে  $৩৫ + ১২ = ৪৭$  রকম ধ্বনি-ভেদ পাওয়া গেল।

এবার 'অসংলক্ষ্যক্রমব্যঞ্জো'র আবার আরও চারটি ভেদ পাওয়া যাবে। (আগে দুটি পাওয়া গেছে—পদগত এবং বাক্যগত)। ∴ অ. এর ব্যঞ্জোর (রস, ভাব প্রভৃতির) ব্যঞ্জক হতে পারে আরও চার রকম—(১) পদাংশ, (২) রচনাশৈলী (৩) বর্ণ (৪) প্রবন্ধ (নাটক প্রভৃতি)। (কা. ২০ ক. ধ.)। ∴ ব্যঞ্জ্য এখন ৫১ রকম ( $৪৭ + ৪ = ৫১$ )।

স্পষ্ট করে ৫১ রকম ভেদ এভাবে দেখানো যেতে পারে :

অবিবক্ষিত বাক্য	১, ২ অর্ধাস্তরসংক্রমিতবাচ্য (পদগত এবং বাক্যগত)—২ রকম
ধ্বনি ১—৪	৩, ৪ অত্যন্তবিস্তৃতবাচ্য (পদগত এবং বাক্যগত)—২ ,,
বিবক্ষিতাঙ্গপর-বাচ্য (অ.) ৫—১০	অ. অর্থাৎ রস (পদগত, বাক্যগত, পদাংশগত, রচনাগত, প্রবন্ধগত)—৬ ,,
বিবক্ষিতাঙ্গপর-বাচ্য	১১—১৪ শব্দশক্ত্যুদ্ভব (বস্তুধ্বনি-পদগত, বস্তুধ্বনি-বাক্যগত, অলংকারধ্বনি-পদগত, অলংকারধ্বনি-বাক্যগত)—৪ ,,
(সংলক্ষ্যক্রম) ১১—৫১	১৫—৫০ অর্ধশক্ত্যুদ্ভব (১২টি প্রকারের প্রত্যেকটি পদগত, বাক্যগত এবং প্রবন্ধগত)—৩৬ ,,
	৫১ উভয়শক্ত্যুদ্ভব —১ ,,
মোট ৫১ রকম	

ধ্বনির এই ৫১ রকম সাধারণ ( শুদ্ধ, অমিশ্রিত ) ভেদের প্রত্যেকের [মিশ্রণ সহ] ৫১টি করে ভেদ আছে। তবে মিলিয়ে :  $৫১ \times ৫১ = ২৬০১$ ।

এদের প্রত্যেকের আবার ৩ রকমের সংকর এবং ১ রকমের সংসৃষ্টি সম্ভব।

∴ মোট ধ্বনি হল  $২৬০১(৩ + ১) = ২৬০১ \times ৪ = ১০৪০৪$

মিশ্রিত এই ভেদগুলি শুদ্ধ ভেদ ৫১ যোগ করলে দাঁড়ায়  $১০৪০৪ + ৫১ = ১০৪৫৫$ ।

∴ মোট ধ্বনি হল ১০৪৫৫ প্রকার।

\* 'বাক্যে বৃৎ'।

\*\* কা. ১৯ব

† 'আরও' বলার অর্থ হল : আগেই দেখেছি—অ. এর ব্যঞ্জোর ব্যঞ্জক পদ এবং বাক্য। তার সঙ্গে এগুলি (৪টি)। সব মিলে অ. এর ব্যঞ্জোর ব্যঞ্জক ৪টি।

কা. ২০ ক. ধ. এর 'অপি' পদের অর্থ হল 'পদেবু, বাক্যেবু, প্রবন্ধেবু চ'।

শ্লোক ৫, ৬, ৭ এর মীচের বৃত্তি ( পৃ: ১৬, ৭৫ )

যত্নপি . . . . . নানৈকান্তিকত্বম্ ।

অসাদারণম্ = অসাদারণতা ।

আক্ষেপকত্বম্ = অক্ষমিতি:

অনৈকান্তিকত্বম্ = ব্যক্তিচার:

অনৈকান্তিক = একনিষ্ঠ নয়, ব্যক্তিচারী ।

অন্তস্তমস্ত দংস্ত = অন্তর্জিত আর দুটির ।

শ্লোক ৫-এ উল্লেখ রয়েছে 'সখী' এই আলম্বন বিভাবে কোকিলের কূচতান ভ্রমরের গুঞ্জন ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাবে। কিন্তু অমুভাব এবং ব্যক্তিচারী-ভাবের কোন উল্লেখ নেই। অথচ এখানে নিম্পন্ন হয়েছে শৃংখার রস। তাহলে প্রশ্ন উঠবে: কেবল বিভাবের সংযোগে কি রস নিম্পন্ন হওয়া সম্ভব? অমুভাব এবং ব্যক্তিচারীভাব—এই দুইটির প্রয়োজন নেই? তাহলে ভরতের সূত্র কি অসঙ্গত ( ব্যক্তিচারী )? উদা. ৬ এবং ৭ এ দেখা যাবে কেবল অমুভাব এবং কেবল ব্যক্তিচারীভাবের উপস্থিতি। এই ক্ষেত্রে দুটিতেও ঠিক একই প্রশ্ন উঠতে পারে।

উক্তরে বলা হবে—প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত হওয়ার উদা. ৫এ বিভাব হল অসাদারণ। আর এর থেকে অন্ত দুটির ( অমুভাব এবং ব্যক্তিচারীর ) অস্থান সম্ভব। এভাবে দেখা যাবে: একটি প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত, অন্ত দুটি পরোক্ষভাবে। বলা যাবে তিনটি রয়েছে। ভরতের সূত্রের কোন ব্যক্তিচারও হয় নি। ৬ এবং ৭ উদাহরণেও এরকম বুঝতে হবে।

কা. ১১ এর বৃত্তি ( পৃ: ১২, ৮ )

নির্বোধঃ.....অভিধানার্থম্ ।

নির্বোধঃ—স্বাবমাননম্ (Self-disparagement)

অবমাননম্ = তুচ্ছত্ববুদ্ধিঃ ।

উপাদানম্ = উল্লেখঃ, গ্রহণম্ । অল্পপাদেহঃ = উল্লেখের অবোধ্যতা ।

'নির্ভোকে তুচ্ছ মনে করা'র অমুভূতিটি অমঙ্গল-অমুভূতির মতই। ভারতীয় রীতি অনুযায়ী প্রথমে উল্লেখ করা হয় মঙ্গল-বস্তু। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে—৩০টি ব্যক্তিচারীভাবের মধ্যে এটির প্রথমে উল্লেখ করা হল কেন?

উত্তর হল: এই ব্যক্তিচারীটি অন্তগুলি থেকে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্বতন্ত্র। এটি একদিকে ব্যক্তিচারী, অন্যদিকে স্বামী হবারও বোধ্য। শাস্ত্র-রসের এটি

স্বায়ীভাব। এই বিশিষ্টতার অন্তরেই সবার আগে স্থান করে নিয়েছে অমৃতকৃষ্ণটি।

কারিকা ১২ ( পৃ: ১২, ১৩ )

ক. খ. নির্বেদঃ স্বায়ীভাবঃ বস্তু সঃ=নির্বেদস্বায়ীভাবঃ। 'শাস্ত্রঃ' এর বিণ।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে শূন্য থেকে শুরু করে অমৃত পর্যন্ত আটটি রসের কথা বলেছেন। শাস্ত্রের কথা বলেন নি। তাই শাস্ত্ররসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলাংকারিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। প্রথম, উদ্ভটই শাস্ত্ররসের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বলেন। তাঁর মতে শাস্ত্র-সহ রস নয়টি।

অবশ্য নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্গত অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে কিন্তু ভরত আবার শাস্ত্ররসের উল্লেখ করেছেন। সেজন্মে বোধ হয় মশ্চট বলেছেন : অস্তি। শাস্ত্র নামে নবম রস আছে অর্থাৎ ভরতই স্বীকার করেছেন।

কিন্তু কেউ কেউ ষষ্ঠ অধ্যায়ের ঐ অংশকে ( ৬. ১০৬ ) প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।

শাস্ত্র-রসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে যেমন মতভেদ আছে, তেমনি মতভেদ আছে এর স্বায়ীভাব নিয়ে। মশ্চট বলেছেন : 'আত্ম-অবমাননা ( নির্বেদ )' এর স্বায়ীভাব। অন্তেরা সম্যগ্জ্ঞান, নিবিশেষচিত্তবৃত্তি, তৃষ্ণা-করস্বৰূপ, ধৃতি—এদের একটিকে স্বায়ীভাব বলেছেন।

শ্লোক ২২ কেউ বলেন শ্লোকটির রচয়িতা উৎপলরাজ ( অভিনবগুপ্তের গুরু )। কেউ বলেন : ভট্টহারি। 'মিথ্যা'-রূপে ভাবতে থাকি জগৎ এখানে আলগন। তপোবন প্রভৃতি উদ্ভাপন। সাপ এবং হার—দ্বয়ে সমবুদ্ধি অচ্যুতভাব। মতি, ধৃতি এবং তর্ষ ব্যভিচারী। নির্বেদ স্বামী। পরে শাস্ত্র-রসে পরিণতি।

অমৃতঃ অমৌ বা.....শ্রুণে বা সমদৃশঃ কচিংগুণ্যারণ্যে শিব.....শিবোতি  
প্রলপতঃ মম দিবসাঃ যাস্তি।

কা. ১২+১৩ ক রতির্দেবাদিদিবয়া ব্যভিচারী তথাভিতঃ, ভাবঃ প্রোক্তঃ।

রতি যদি নারক-নারিকা গত না হয়ে দেবতা, রাজা, মুনি, গুরু বা সম্মান  
গত হয়, তাহলে তাকে স্বায়ীভাব বলে গণ্য করা হয় না। বলা হয় অস্বায়ী-  
ভাব বা সংক্ষেপে ভাব।

ব্যক্তিচারী এবং অনিহিত—এই দুটিও এর প্রতিপক্ষ। সোজা কথায়, স্বাধীনতা-রতির বিষয় যখন দেশতা প্রকৃতি, তখন তাকে আর স্বাধীনতা বলা বলে বলা হবে অস্বাধীনতা।

আবার অনুরা, হৃষ, শঙ্কা—ইত্যাদি যখন মূখ্যরূপে ব্যক্তিগত হয়; তখন তাকেও বলা হয় ভাব (—‘ভাব’ বলে ধরা যায়)।

সাধারণতঃ হৃষ, শঙ্কা ইত্যাদি অস্বাধীন ভাব রতি, হাস, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি স্বাধীনতার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে রসে পরিণত হয়। (অথবা, পারিভাষিক অর্থে বিপরীতটি সত্য)। রসে পরিণত হয়ে যাওয়ার এদের পৃথক অস্তিত্ব বোঝা যায় না অর্থাৎ অস্বাধীন ভাবকে আর অস্বাধীন ভাব বলে ধরা যায় না। যেমন, সবরতে চিনি, scent-ইত্যাদির পৃথক স্বাদ বা অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না।

কিছু ক্ষেত্রবিশেষে উপাদানের তারতম্যে সেই উপাদানের একটা স্বতন্ত্র ও মিলিত আশ্রয় থাকে। এরকম অস্বাধীন ভাবের বেখানে স্বাভাব্য রসে যায়, সেখানে তাকে স্পষ্ট ভাবে ভাব বলে ধরা যায়।

পৃ: ২১

শ্লোক ৩০ / মহাবীরচরিত নাটক ২.৩ / শীতা-আলিঙ্গনের মুহূর্তে এসে গিয়েছেন গবিত পরশুগাম এবং রাম বলেছেন এরকম।

অমর উৎসিক্তঃ.....মাং কৰ্ত্ততঃ। অস্ততশ্চ এষ আনন্দী হসি—সিদ্ধঃ  
বৈদেহী-পরিবৃত্তঃ মুহঃ চৈতন্তম্ আমীলয়ন্ [ মাং ] কণ্ঠিক।

উৎসিক্তঃ-গবিতঃ। অভ্যাগমঃ-আগমনম্। বীররভসোৎকালঃ—বীরশ্র  
রভসঃ উৎসাহঃ, তন্ত উৎকালঃ উল্লেখঃ।

কৰ্ত্ততঃ—আকৰ্ত্ততঃ। কৃব্ + লট্ তস্।

পরিবৃত্ত—আলিঙ্গন। আমীলয়ন্—বিলোল্য করে।

শ্লোকের প্রথম দু লাইনে আবেগ এবং দ্বিতীয় দু লাইনে হর্ষের প্রকাশ।

শ্লোক ৩১ / বিক্রমোৎসবীয় ৪.৪ উৎসীকে দেখে পুরুষবীর উক্তি।

শশলম্বন্—চন্দ্র। অপকম্বয়াঃ—নিম্পাশাঃ। নঃ—আমাদের। শ্রুতম্—  
পাতিতাম্।

পৃ: ২২

শ্লোক ৩২ অমর / রণে জরঠোদ্ধিতগজিতেন বেন দেবেন কাল—দুবাহম্  
উন্নাত ধাতাভলৈঃ স্ফিটগতি বিপ্ণ্যম্ অলিতঃ সকলঃ প্রতাপঃ নির্বাণিতঃ।

/১.২৪ শিবস্বামী কপ্ কিশাক্যদয়।

অয়ঠম্ (কঠোরম্) উজ্জিতম্ (বলবৎ) চ গজিতম্ যন্ত সঃ। তেন। কালঃ  
করবালঃ (খড়গঃ) মহামুবাহঃ ইব। তম্। অমুবাহ—মেঘ।

পৃঃ ২৩

কারিকা ১৭ / উদ্ভিত—কল্পিত চরিত্র।

বৃত্তি / ভণিতি—কবি-প্রসিদ্ধি, কবির উক্তি। ঔচিত্যেন—যাযার্থেন,  
প্রমাণত্বেন। সম্ভাব্যনঃ—জ্ঞায়মাণঃ।

অম্বয় / কারিকা ১৭ গ. ঘ. + ১৮ ক. খ.

অমৌ যৎ বস্ত্র অলংকারং বা ব্যনক্তি, তেন (= ততঃ ) অরং দ্বাদশাত্মকঃ।

শ্লোক ৩৮ / বরের সম্পর্কে বলা হচ্ছে কনেকে। কনে খুলী। অলস বলে  
অস্ত্র মহিলার কাছে যাবেন না বর। ধনীও। মূর্ত বলে রত্ন-তুলি পাওয়ার  
জন্ত তৎপর থাকবেন। আপাততঃ দোষ মনে হলেও কনের কাছে এগুলি খুলী  
করে ভোগার মত।

শ্লোক ৩৯ / রত্নস্বরেষু—সঙ্গমাবকাশেষু।

বিশ্বকানাম্ বিশ্বাসযুক্তানাম্ চাটুকানাম্ প্রিয়বাক্যানাম্ শতানি। নীচী—  
বন্ধন।

যতঃ সম্ভবী বস্ত্র-কর্তৃক অলংকারেষু বাঞ্ছনার উদাহরণ এটি।

শ্লোক ৪০ / যুধি যন্ত করে কৃপাণঃ বীঠৈঃ ব্যলোকি। —মূল অংশ।

‘কৃপাণঃ’-এর উপমান ‘কালীকটাক্ষঃ’। ‘কৃপাণঃ’-এর বিশেষণ দুটি—

১. কোপ-কষায়-কান্ধিঃ।

২. দর্পাঙ্ঘ্র—শোচিঃ।

পদটি এরকম / দর্পাঙ্ঘ্রস্ত গঙ্গপজস্ত কুন্ত এল কপাটঃ, তস্ত কুটে সংক্রান্ত্য  
নিরৈঃ ঘনশোণিঠৈঃ শোণশোচিঃ যন্ত। সঃ।

শ্লোক ৩০ / বিভো! তিগ্ন-কচির-প্রতাপঃ, বিধুর-নিশাকৃৎ, মধুর-শীলঃ,  
মতিমান্, অতত্ত্ব-বৃত্তিঃ, প্রতিপদ-পক্ষাগ্রনীঃ ভবান্ বিভাতি।

[খল্বে] তিস্রঃ (তীক্ষ্ণঃ) [স্বজর্নেষু] কচিরঃ (মনোহরঃ) প্রতাপঃ যন্ত  
সঃ। বিধুর-নিশা—কালরাত্রি। শীলা—আচার-ব্যবহার। প্রতিপদম্ পক্ষাণাম্  
সৈন্তানাম্ অগ্রনীঃ।

উপরের ছটি পদকে ভেঙে দিলে বিরোধাত্মকের সৃষ্টি হয়। যেমন,  
তিগ্নকচিঃ—সূর্যঃ। অপ্রতাপঃ—শৌর্যহীন। বিধুঃ + অনিশাকৃৎ = বিধুরনিশাকৃৎ।  
মধুঃ = বসন্তঃ কিন্তু অশীলঃ = ক্রীড়ামুগ্ধঃ। প্রতিপৎ + অপক্ষাগ্রনীঃ।



এরকম হলে অর্থ হবে : প্রভু, আপনিও এক সূর্য (=সূর্যের মত) কিন্তু প্রতাপহীন। আপনি চাঁদের মত কিন্তু রাজি আনেন না। আপনি বসন্তের মত কিন্তু নিকীড়। আপনি বৃষ্টিমান্ কিন্তু ব্রহ্ম-ভিন্ন বস্তুতেই (অতঃপর) আপনার প্রবৃত্তি। আপনি প্রথম তিথির (প্রতিপদ) মত কিন্তু পক্ষের অগ্রকৃত নন। এভাবেই আপনি শোভমান।

শ্লোক ৩৪/ অস্তঃপিতৃপদে বিরোধান্তাসালংকারধ্বনে: উদাহরণম্ ইদম্।

সমিতঃ—যুক্ত। সমিতঃ—যুক্ত থেকে। অমিতঃ—মকং।

সহিতঃ—যুক্ত। অসতাম্—দুঃস্থানাম্। অহিতঃ—অ-হিতকারী।

কথং—কথং দদর্শাত চিনন্তি যঃ সঃ।

অমিতঃ/ [ ৫ ] কথং প্রভো, সমিতঃ প্রাপ্তৈঃ উৎকর্ষৈঃ [ তম্ ] অমিতঃ ।  
অসতাম্ অহিতঃ সন্ [ তম্ ] সাধুষশোভিঃ সহিতঃ অসি।

বিরোধান্তাস/ অ-মিতঃ = পরিমাণশূন্যঃ। সমিতঃ = পরিমাণসহিতঃ।

অ-হিতঃ = হিতবহিতঃ অথচ সহিতঃ = হিতসাহিতঃ।

শ্লোক ৩৫/ নিরূপাদানশক্ত্যম্ অভিভৌ এব জগচ্চত্বং

তত্ত্বং, কলান্নায্যায় ত্বৈশ শূলিনে নমঃ।

নির্গতঃ উপাদানস্য শক্ত্যঃ যত্র, তদ্ বধা ত্রাং তথা। ক্রিয়া বিপ।

উদাহরণ ব্যতিরেক অলংকারধ্বনির।

শ্লোক ৩৬/ অস্তরম্ = কটীকাস্তরম্। মনাক্ = অঙ্গম্।

পয়োধর = মেঘ, স্তন।

এখানে শব্দশক্তিমূল বস্তুধ্বনি।

শ্লোক ৩৭/ শনি—শনিগ্রহ। অশনি—বজ্র। উদার—মহান্।

অসুদার—অসুগতদার। অসুগতঃ দারঃ যন্ত সঃ।

উচ্চৈঃ—দারুণভাবে।

গন্ধগজ—উৎকৃষ্ট জাতী।

কুস্ত—গাল অথবা কপাল।

কুট—অগ্রভাগ।

সংক্রান্তি—পতন।

নিয়ম—সম্বন্ধ।

ঘনশোণিত—জমাট রক্ত।

শোণশোচি—লাল ছাতি।

অতঃপরো অলংকারকর্তৃক বস্তুর ব্যঞ্জনার উদাহরণ এটি।

শ্লোক ৪১/ যঃ হৃদি কথ্য নিজাধরম্ নির্গম্য অরিবধুজনস্ত গুণ-বিক্রমদলানি  
গাঢ়-কাস্তদশনকৃত-ব্যথা-সংকটাত্ অঘোচয়ন্।

রেগে দাঁত কটমট করতে আরম্ভ করলেন ( শত্রুবধ করতে শুরু  
করলেন। ) মুক্তি দিলেন শত্রু-স্ত্রীদের অধরের কৃত-ব্যথা থেকে।  
কাস্ত-দশন—দয়িত-দাঁত। নিব্-দন্—কামড়ানো।

## পঞ্চম উল্লাসঃ

পৃঃ ৩৫, ৯৭

কাব্যে ব্যঙ্গার্থ থাকলেই তাকে ধ্বনিকাব্য বলা হবে না। ব্যঙ্গার্থের  
প্রকৃতি লক্ষ্য করে কাব্যের শ্রেণীবিভাগ করা হবে। ব্যঙ্গার্থের তুলনায় ব্যঙ্গার্থ  
যদি গৌণ ( গুণীভূত ) হয়, তবে কাব্যকে বলা হবে গুণীভূতব্যঙ্গ। ব্যঙ্গার্থের  
গৌণতা নির্ধারণে করা হয় ব্যঙ্গার্থের প্রকৃতি দেখে। গৌণতার কারণ আটটি।  
এগুলি হল ব্যঙ্গার্থের—

(১) স্পষ্টতা (২) রস বা ব্যঙ্গার্থের অঙ্গপ্রাপ্তি (৩) ব্যঙ্গার্থবোধে  
সহায়কত্ব (৪) দুর্বোধ্যতা (৫) সন্দেহজনকভাবে প্রধান হওয়া/সন্দিগ্ধপ্রাধান্য  
(৬) সম-প্রাধান্য ( ব্যঙ্গার্থের মত ) (৭) কাকুর দ্বারা আক্লিষ্টতা এবং  
(৮) অ-সৌন্দর্য।

গুণীভূতব্যঙ্গ কাব্যে ব্যঙ্গার্থের প্রকৃতি আট রকম হয়। ব্যঙ্গার্থের তুলনায়  
গৌণতাও হয় আট রকম। তাই এই শ্রেণীর কাব্যকে আট ভাগে ভাগ  
করা হয়।

গুণীভূতব্যঙ্গাত্ ব্যঙ্গ্যম্ এবম্ অষ্টৌ ভিদাঃ সূতাঃ। —গুণীভূতব্যঙ্গের  
ব্যঙ্গ্যার্থ এভাবে আট রকম বলে জ্ঞাত। ‘অগৃহ্যম্’ থেকে শুরু করে ‘অহৃদয়ম্’  
অবধি সবগুলিই ব্যঙ্গ্যম্ এর বিধ। সন্দিগ্ধপ্রাধান্যম্ চ তুল্যপ্রাধান্যম্ চ—  
সন্দিগ্ধতুল্যপ্রাধান্যে।

বাচ্যস্ত সিকৌ ( অববোধে ) যৎ অঙ্গম্, তৎ বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গম্। যুবতীর পুরুট্ট  
স্তন যেমন চাখা-ঢাকা থাকলেই মানুষ আনন্দ পায়, তেমনি ব্যঙ্গ্যার্থ অঙ্গবিশ্তর  
অস্পষ্ট অথবা দুর্বোধ্য হলে আনন্দের কারণ হয়। কিন্তু অগৃহ্যতা বা স্পষ্টতা  
যেমন খুলী করে না, তেমনি অতি দুর্বোধ্যতাও হৃৎখের কারণ। অতি দুর্বোধ্য  
এবং অতি-স্পষ্ট—দুই ব্যঙ্গ্যার্থই ব্যঙ্গার্থের তুলনায় গৌণ হয়ে পড়ে।

বৎপরঃ—বদৰ্শপরঃ—বস্মিন্ অর্থে প্রযুক্তো ব্যবহৃতো বা ।

ন সমার্থঃ—সোহর্থঃ সমানাম্ এবং অর্থঃ

—সঃ—সঠিকঃ সাক্ষ্যরূপেণ প্রতিপাদিতোহর্থঃ ।

শেষ পর্যন্ত ( Finally ) যে অর্থ বোঝাবার জন্য বাক্যস্থ শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, সেই চরম অর্থটি শব্দগুলিই সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত করে। যেমন, ‘নিঃশেষ-চ্যুত’—ইত্যাদিতে চরম অর্থ হল ‘তার সঙ্গে রমণ করতে গিয়েছিলে’। এই অর্থ বোঝানোর অঙ্গুষ্ঠেই ‘নিঃশেষচ্যুত’—শ্লোকের শব্দগুলি ( বা পদগুলি ) প্রয়োগ করা হয়েছে। এটি অর্থ শব্দ-সমূহ-কর্তৃক ( বা ক্য কর্তৃক ) সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত। অর্থাৎ অভিজ্ঞাই ( সাক্ষাৎ-শক্তি ) ঐ চরম অর্থটিকে বোঝাল, ব্যঞ্জনা নয়।

ব্যঞ্জনাবাদী বলেন : শব্দসমূহের বা বাক্যের এই তদর্থপরত্ব বা তাৎপর্য কি বস্তু তা উপরি-উক্ত-মতাবলম্বীরা জানেন না। ‘বৎপরঃ……’ নীতিটি মীমাংসা-দশনের একটি প্রাপ্তিভিত্তি নীতি। মীমাংসকেরা উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে বা অর্থে নীতিটির প্রয়োগ করেন না।

শ্লোক ১/অম্বয় অম্বয়ং কৃত-াতঃকৃতঃ বস্তু [ সমীপম্ ] এত্যা, তৎস্বচী-  
ব্যাধ-ব্যতিকরণেণ কণৌ যুনাক্ত; সো[ হ্রস্ব ] এবং [ অধুনা ] কাকী-গুণ-গ্রন্থন-  
ভাজনম্। সম্প্রতি জীবন্ [ অপি ] ন ভবামি। কিম্ আবহামি ?

অম্বয়ং—শব্দঃ।

তিরস্কৃতঃ—াতঃকৃতঃ।

ব্যাধঃ—বেধনম্।

ব্যতিকরঃ—গৌনঃপুত্রম্।

যুনাক্ত—ভিনতি।

ভাজনম্—পাত্রম্।

আবহামি—করোমি।

বিরাতের বাড়ীতে বৃহন্নলার বেশে অজুঁন

কাকীর দড়ি পরান। দ্রৌপদী এ সময়ে

অজুঁনকে ধবর দিবেছেন : কীচকের হাতে

পাতুব-পক্ষীর বীর পরাজিত। আক্ষেপের

সঙ্গে দ্রৌপদীকে উপরি-উক্ত কাব্যভাটি

বলেছেন অজুঁন। \* \* \*

[ শংগাগত শব্দের তত্ত্ব লোহশলাকা দিয়ে

কান ফোঁড়া দেখাচার ছিল। ]

‘অম্ব—কৃতঃ’, জনঃ ( উহ ) এর বিধ।

‘জীবন্’ এই পদের [ বাচ্য ] অর্থ ‘বৈচে থেকে’। বাচ্য অর্থ অল্প অর্থে সংক্রমিত বা পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত অর্থ হল : ‘হীন অবস্থায় বৈচে

থেকে'। এটিই ব্যাক্যার্থ। এটি গূঢ় নয়। একেবারেই স্পষ্ট। তাই ব্যাক্যার্থ 'বৈচে থেকে'-র কাছে পৌঁছ।

'অৰ্ধাস্তবসংক্রমিতব্যাক্য' উক্ত পদ 'পদস্ত' এর বিণ।

পৃ: ৩৫, ৯৮

শ্লোক ২/ নারকের সঙ্গে এখনও ঘুমিয়ে থাক। নারিকার প্রতি সখীর উক্তি।

অর্থ/ উরিস্র-কোকনদ-রেণু-শিশজিতাঙ্গা: মধুশা: গৃহদীর্ঘিকাহু মজ্জ পারস্তি। রবে: নব-বজ্জীব-পুষ্পচ্ছদাভম্ উদয়াচলচুর্ষি চ বিধম্ এতৎ চকাস্তি।  
'উরিস্র-শিশজিতাঙ্গা:', 'মধুশা:'র বিণ। 'বিধম্' এর বিণ ৩টি—

(১) নব—দাভম্

(২) উদয়া—চুর্ষি

(৩) এতৎ।

পুষ্পচ্ছদ—ফুলের পাপড়ি।

উরিস্র—প্রসুট।

কোকনদ—পদ্ম।

'চূষন' পদের ব্যাক্যার্থ হল 'উষ'-আরম্ভ'। ব্যাক্যার্থ 'চুমু দেওয়া'। এটি পুরোপুরি অস্বীকৃত। কারণ অচেতন রাববিধ বা সূর্যমণ্ডলের গক্ষে চুমু খাওয়া অসম্ভব।

পৃ: ৩৬, ৯৮

শ্লোক ৩ সীতার প্রতি রামের উক্তি। বাদশ নিবৃত্ত। রাম কিবচেন বিমানে। সঙ্গে সীতা। —বালরামায়ণ/বশম-অঙ্ক।

বজ্জনবিধি—বজ্জনকাজ, বজ্জন।

বক্ষসি—ভাবে গমী

দেবরে—আধারাদিকরণে গমী।

তাড়িতে—'বক্ষসি'র বিণ।

কৃত্তা—চিহ্না

কণ্ঠাটবী—কণ্ঠের বন/কণ্ঠের সারি।

'কোন একজনের দ্বারা (বা কেউ একজন)'—এর ব্যাক্যার্থ হল 'রাম'। কেউ একজন—রাম। এই ব্যাক্যার্থের মূল/ভিত্তি হল অর্থশক্তি। এই শাক্যর নাম হল অজুরণন বা অজুরান। এই ব্যাক্যার্থের ক্রম লক্ষ্য করা যায়।

'অৰ্ধ—রূপস্ত' পদটি 'ব্যাক্যস্ত' পদটির বিণ। 'ব্যাক্যস্ত' অবঃ 'অগূঢ়তম'—পদ দুটি উক্ত আছে।

বস্তুধ্বনি এবং অলংকারধ্বনি সংলক্ষ্যক্রম। বাচ্যার্থবোধ থেকে ব্যাক্যার্থ-প্রতীতিতে পৌঁছানোর পথটুকু শব্দশক্তি বা অর্থশক্তি ভেদে বুঝতে পারা যায় বলেই সংলক্ষ্যক্রম। অল্প কথায়, পূর্বপশ্চাৎ সম্বন্ধটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারায় রচনায় অল্প-(পশ্চাৎ) এগনের ক্রমটি সংলক্ষ্য।

‘অহুরগন’ ধ্বনির অল্প নাম অহুরগনসমিভ ধ্বনি। স্পষ্ট করে বলা যায় : বস্তুধ্বনি এবং অলংকারধ্বনি অহুরগনরূপ।

শ্লোক ৪ মহাভারত/শ্রীপর্ব/২৪ অধ্যায়।

যুদ্ধে ভূমিশ্রবণ কাটা হাত দেখে পত্নীর উক্তি।

শ্লোক ৫ পার্বতীর পায়ে পড়লেন শংকর। পার্বতীর মান ভাঙল—রাড়া চোখ শাস্ত হল। শ্লোকটি এ সম্পর্কেই।

গিরিভূঃ সা পাদনবদ্যতিঃ বঃ সদা ত্রায়তাম্—মূল অংশ।

পার্বতীর পায়ে পড়লেন শংকর।	গিরিভূঃ—পার্বত্যাঃ।
শংকরের চোখের ছটা রাড়া করে দিল	নিবর্তিত—নিষ্পাদিত।
পার্বতীর পায়ের নখ। পার্বতীর মান	ব্যক্তিঃ—প্রকটতা, প্রকাশঃ,
ভাঙল। রাড়া চোখ শাস্ত হল। কবি	হ্রাসিঃ।
বলছেন : পার্বতীর পায়ের নখের	কৈলাসালয়ঃ—শিবঃ। কৈলাসঃ
অক্লিমা স্পর্ধার বলে বলীয়ান্ হয়ে	আলয়ঃ বস্ত্র।
তাড়িয়ে দিল পার্বতীর চোখের	বহুঃ—অস্তিত্বম্।
অক্লিমাকে।	মধ্যঃ—মুহূর্তের মধ্যে।
	মৃদুত্বম্—দৃঢ়ভাবে/একেবারে।
	কোকনদ—পদ্ম।

পৃঃ ৩৬, ৯৯

শ্লোক ৬ পলাকরী-নামক কবি ভোজরাজকে শ্লোকটি দিয়ে স্তুতি করেন।

এখানে পৃথিবী বিষয়ক প্রছাভক্তি-রূপ ভাব, রাজবিষয়ক প্রছাভক্তি-রূপ ভাবের অঙ্গ।	ক্ষাভাঃ—অত্যাচ্ছাঃ
	অস্ত্রোধঃ—সমুদ্রাঃ

শ্লোক ৭ পশ্চাৎ প্রেরসাম্—ঘর্ষনকারিণাম্ প্রিয়জনানাম্।

প্রত্যধিভিঃ—বৈরিভিঃ।

রাজা অহুচিৎ কার্বেষ এবর্তরিতা হওয়া সম্বন্ধে শত্রুরা স্তুতি করল।

শ্লোক ৮ দদৃশে তব বৈরিণাং মদঃ

—দেখা গেল শত্রুদের গর্ব।

করবাল—তরওয়ারাল।

শ্লোক ৯ অন্তাভিধায়ি—প্রমদাস্তরে উচ্চারিতম্।

বিষয়াম্—হুঃসহ্যাম্।

শ্লোক ১০ অভিযুক্তঃ—আক্রান্তঃ, শিকার হন।

কথানাং বিশ্রান্তেষু—প্রণয়েম্।

উল্লসন্—প্রাতুর্ভবন্।

তৎকালে—বালতৎকালে।

ভাবসঙ্কি অলংকার। অল বলে।

পৃঃ ৩৭, ১০০

শ্লোক ১১ পৃথুপরিবৃট, অরণ্যবৃন্তে: ভবদ্বিধিবঃ কন্যা ফলকিসলয়ানি  
আদদানা [মতৌ] কক্ষিৎ ইথম্ অ'ভবন্তে—

‘পশ্চৎ কশিৎ! চল চল রে। কা ত্রগা? অহং কুমারী। হস্তালবং বিতর।  
কহহা! ব্যাংক্রমঃ! কাসি? যাসি?’

পৃথুপরিবৃট—রাজন্। অরণ্যবৃন্তে:—বনবাসিনঃ।

ভবদ্বিধিবঃ—তব শত্রোঃ।

রাজার পরিজন শত্রু-রাজকন্যার কিছু সংলাপ রাজাকে জানাচ্ছেন। রাজ-  
কন্যা যার সঙ্গে কথা বললেছেন তাঁর সংলাপগুলি উদ্ধৃত করেন নি। উদ্ধৃত  
করেছেন, কেবল রাজকন্যার সংলাপ। তরুণ মিলিত হতে চেয়েছেন। রাজকন্যা  
ভয়ে (শংকা) বলেছেন, কেউ দেখে ফেলবে। বপট ক্রোধে (অসূয়া)  
বলেছেন, চলে যাও। তরুণ মিলিত হতে চাইলে বলেছেন, ভাড়া কিসের?  
(ধৈর্য)। কিন্তু মনে হয়েছে (শুতি), এবার কৌমাৰ্য বিসর্জন দিতে হবে।  
মিলিত করেছেন। ক্লান্তি অনুভব করেছেন। কান্তের সাহায্য চেয়েছেন।  
হতাশা জেগেছে মনে। জ্ঞান করেছে—সব গুলটপালট হয়ে গেল। তবুও  
বেতে দিতে চাইছে না মন। বলেছেন, ‘কোথায় তুমি? চলে বাচ্ছ?’

শ্লোক ১২ কনক-বৃগতৃক্ষা-দ্বিতধিরা [মধা] জনস্থানে ভ্রান্তম্। দৈতি বৈ  
ইতি বচঃ উদগ্ধ প্রলপিতম্ প্রাতিপদম্। ভতূঃ পরিপাটীষু কা ঘটনা অলম্ ন  
কৃত্য?—বহ। ময়া রামমম্ আপম্। কুল-বহুতা ন তু অধিগতা।

কনকার স্বর্ণায় বা সুগন্ধক! দুর্বারা অভীশা, তরা অঙ্কিতা ধীরস্ত, তেন ।  
উহ 'কবিনা' পদের বিণ ।

ভক্তৃঃ—ধনিক্ত

পরিপাটীম্—সেবারচনাহ

অলম্—অত্যর্থম্

কুশল-বহুতা—ধনপ্রাচুর্যম্ ।

কনকসুগন্ধ তুফল অঙ্কিতা ধীরস্ত তেন > 'রামেন' ( উহ ) পদের বিণ ।

বৈদেহি ইতি—নীতে ইতি ।

জনস্থানে—(১) জনানাং স্থানে গ্রামনগরাদৌ ।

(২) দণ্ডকারণ্যে [ রামপক্ষে ]

কুতা-লংকাভক্তৃ-বদনপরিপাটী-মুঘটনা ।

কুতা লংকাভক্তৃঃ রাবণস্ত বদন-পরিপাট্যাং মুখপঙ্ক্তৌ ইমুঘটনা পর-  
সংযোজনা ।

কুশলবহুতা—কুশলবৌ স্তৌ বহুতাঃ স্য—সীতা ।

শ্লোকটি রাজ-সেবার হতাশ কবির ( ভট্টবাচস্পতি ) উক্তি-বিশেষ ।  
'জনস্থানে' বৈদেহি' 'কুতা-মুঘটনা' এবং 'কুশলবহুতা'—এই চারটি শ্লিষ্টপদের  
প্রযোগে একটি অপকৃত অর্থও ধ্রুত হচ্ছে । ধ্রুত হচ্ছে—কবি এবং রামের  
মধ্যে সাদৃশ্য বা উপমা । অর্থাৎ উপমা-অলংকারই এখানে ব্যাক্য । এই  
অলংকারধনি চারটি শ্লিষ্ট শব্দের উপর নির্ভরশীল । তাই শব্দশক্তিমূল ।  
'জনস্থানাদিশ্রবানাং পরিবৃত্তাসহস্রাং শব্দশক্তিমূলতা' । সংলক্ষ্যক্রম বলে  
অপূর্ণনরূপ । এই উপমা-ধনি 'মরাপুং রামত্ম' এই বাচ্যার্থের অঙ্গ হয়েছে ।  
তাই অপরাধ ।

অত্র.....বাচ্যার্থতাং নীতঃ ।

উপমানোপমেয়ভাবঃ—সাদৃশ্যম্, উপমা । ( তিনটি পাদছোভ্য ) রামেন সঙ্ক-  
কবেঃ ইতি শেষঃ ।

বাচ্য অঙ্গতাং নীতঃ । বাচ্যস্ত—মরাপুং রামত্ম ইত্যস্ত ।

অর্থাৎ উদাহরণটি হল : বাচ্য-ব্যাক্য-অলংকারের ।

পৃঃ ৩৮, ১০০

শ্লোক ১৩ ভবজি! পশু : কটিকপি কপিভজিহামঃ<sup>১</sup> সহস্রবশ্মিঃ-<sup>২</sup>সম্প্রতি  
প্রভাতে আগত্য বিরোধবিসংহ্লাদীম্ এতাম্ অস্তোজিনীং শনৈঃ প্রসাদয়তি ।

(১) কপিডা অতিবাহিতা জিহামা রাজির্ধেন সঃ ।

(২) সূৰ্যঃ ।

বিসংহৃগাধীম্—সঙ্কুচিতাধীম্ য় / বিহমাধীম্ ।

পাশপতনেন > কিরণসংযোগেনৈব চরণপতনেন ।

প্রসাদবতি—বিকাশবতি—অন্তরবতি ।

অন্তোজিনীম্ > পদ্মিনীম্ > পদ্মিনীসংজ্ঞকাম্ বা নায়িকাম্ ।

সখী বলল : প্রিয় তোমার পবিত্রীয় সঙ্গে রাত কাটিয়ে এল। তাতে তোমার অভিমান হওয়া উচিত ছিল। তোমাকে এসে অহ্নর বিনয় করে খুশী করা উচিত ছিল তোমার প্রিয়ের। কিন্তু তুমি অহ্নর ছাড়াই অভিমান ছেড়ে দিলে। কিন্তু দেখ : সূৰ্য.....।

‘নাঃকবৃত্তান্ত’ এর বিশ ছটি : (১) অৰ্ধশক্তিমূলঃ ।

(২) বস্তুরূপঃ ।

উহ বিণ—(৩) অহ্নরণরূপঃ ।

বৃত্তান্তঃ—ব্যবহারঃ ।

নায়ক-নায়িকার বৃত্তান্ত বাচ্য। সূৰ্য-পদ্মিনীর বৃত্তান্ত বাচ্য। নায়ক-নায়িকার ব্যবহারের সঙ্গে আপাততঃ এর কোন সম্পর্ক নাই (নিরপেক্ষ)। বাচ্যে এখানে ব্যঙ্গ্য আবেশিত অবস্থার রয়েছে। ব্যঙ্গ্য বা ধ্বনিটি এখানে একটি বস্তু বা ঘটনা। এর ভিত্তি শ্লোকের অর্থশক্তি। এটি অহ্নরণ-বিশেষ এবং সংলক্ষ্যক্রমও।

পৃঃ ৩৮, ১০১

শ্লোক ১৫ অর্থ / ‘গচ্ছামি অচ্যুত, দর্শনেন...তপ্তিঃ উৎপত্ততে? কিন্তু হতজনঃ এবম্ বিজনন্বয়োঃ অন্তরা সম্ভাবয়তি’ ইতি আয়ত্ৰণ—খেদালসাম্ গোপীম্ আশ্রিত্ব পুংলকং—ভদ্রঃ হরিঃ বঃ পাতুঃ ।

অচ্যুত—(১) কৃষ্ণ ।

(২) চ্যুতিরহিত—অখলিতধৈর্য—ধৈর্যে অচল ।

—নির্জন এখানে আমার মত নায়িকা থাকে সঙ্গেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি তোমার ।

হতজনঃ—দুর্জনঃ । সম্ভাবয়তি—চিন্তয়তি ।

আয়ত্ৰণ—খেদালসাম্



আময়গত (সম্বোধনত) ভজ্য (সংবিশেষণ) সৃষ্টিতৌ বুধাবস্থানজনিতৌ  
যেহালসৌ (হতালাবসাতৌ) বয়া সা। তাম্। 'গোপীম্' এর বিণ।

পুলকোৎকরঃ—রোমাঞ্চসমূহঃ।

অকিতা—ব্যাপ্তা।

পুলকোৎকরেণ অকিতা ততুর্ধত্ত সঃ। 'হরিঃ'র বিণ।

আঙ্গিগন্—আলিঙ্গন্।

'হরিঃ পাতু বঃ'—মূল অংশ।

...ইতি আময়গ—লসাম্ গোপীম্ আঙ্গিবন্

পুলকো—ততুঃ হরিঃ বঃ পাতু।

শ্লোক ১৬ দৃষ্টম্—দর্শনম্।

বিক্ষেপভীকৃত্য—বিবহ ভীতিঃ।

ক্লষ্টম্—অশুচীম্, দুর্বোধ্যম্।

শ্লোক ১৭ পরিসৃতঃ—চ্যুতম্।

বিলোচনানি—ক্লীণি নেত্রাণি।

ব্যাপারয়ামাস—সংকারয়ামাস।

'বিধ—ষ্টে' 'উমামুখে'-র বিণ।

পৃ: ৩৯, ১০২

শ্লোক ১৮ জামদগ্নাঃ—পরশুরামঃ।

অতিক্রমঃ—অত্যাচারঃ।

বাচ্যার্থ—'তিনি রাগবেন'।

বদজ্যন্তে বস্ত্রমাজ্জেন—

কাব্যবৃত্তেঃ—কাব্যস্ত অস্তিত্বস্ত

তদ্ব্যপ্রসাৎ—অলংকারপ্রসাৎ।

ধ্বজকতা—ধ্বনেরস্বর্ত্তাবঃ।

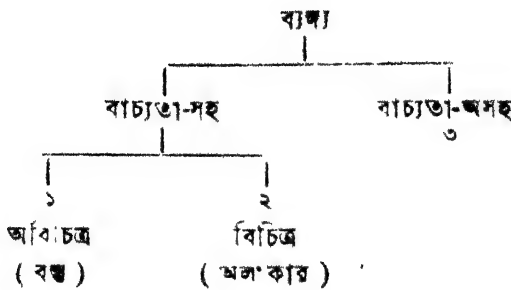
কারিকা ৩ ক. ধ. সংস্কৃতিসম্বন্ধে: যোগঃ—সংস্কৃতি এবং সঙ্করের মাধ্যমে  
মিঞ্জণ—সংকর এবং সংস্কৃতি-রূপে মিঞ্জণ।

সালংকারৈ: তৈশ্চ = অলংকারযুক্ত [ ণ্ডীভূতব্যাখ্যের বিভাগগুলির ] সঙ্গে  
এবং অলংকারগুলির সঙ্গে।

‘অলংকারযুক্ত গনীকৃত ব্যাক্যের ভেদ’ অংশটুকুতে অলংকার বলতে উপমা-প্রভৃতি স্বাধীন অলংকার বোঝানো হয়েছে।

‘অলংকারগুলির সঙ্গে’—অংশটুকুতে অলংকার বলতে রসবৎ, উর্জস্বী, প্রেরণ-প্রভৃতি অলংকারকে বোঝানো হয়েছে। এগুলি আসলে রস, ভাব ভাবভাস—ইত্যাদি ছিল কিন্তু অলংকার-বশতঃ পরিবর্তিত হয়েছে অলংকারে।

৩ গ. ঘ.



গ্রন্থ প্রতিপাদিতম্ :

‘যন্ত প্রতীতিমাধাতুম্...’, ‘নাভিঙ্গা সমযাভাবাৎ...’

এবং ‘এবমপ্যনবস্থা...’ ইত্যাদির দ্বারা পূর্বে (২য় উল্লাস) দেখানো হয়েছে।

পৃঃ ৪০, ১০৪

অর্থশক্তিযুলেহপি.....অভিধেয়তান্নাম্ ?

বিশেষ্যে = বৈশিষ্ট্যো = অস্বরে। পদার্থানামস্বরে ইতি যাবৎ।

কতুম্ = স্বীকৃতুম্ = বোধকুম্ বোধয়িতুম্ বা।

সংকেতঃ = পদস্ত সংকেতঃ শক্তির্বা।

অভিহিতাস্বরবাদে বাক্যের অর্থ, বিশেষ বা অস্বর-রূপ (বিশেষবগুঃ)। পদের অর্থ বা সংকেতিত অর্থ সামান্ত-রূপ। সংকেত বিশেষ (বৈশিষ্ট্য বা অস্বর) অবধি বোঝা যুক্তিযুক্ত নয়।

আকাক্ষা, বোধ্যতা এবং সঙ্গিদির ফলে পদসমূহের অর্থ পরস্পর সম্বন্ধ হয়। পারস্পরিক এই সম্বন্ধ (অস্বর, বৈশিষ্ট্য, বা বিশেষ) বাক্যের অর্থ। এই বাক্যার্থ পদার্থসমূহ হ’তে ত্রিগুণ (অপদার্থ)। পদের অর্থ অসম্বন্ধ থাকে। অর্থাৎ পদের অর্থ হল সামান্ত (অ-সম্বন্ধ)। বাক্যার্থ হল বিশেষ (সম্বন্ধ)।

বৈশিষ্ট্যম্—বিশেষঃ—অবয়ঃ—সংসর্গঃ—সম্বন্ধঃ ।

সামান্তম্—অনবয়ঃ—অসম্বন্ধঃ ।

পদার্থ সমূহের অবয়ব বা বৈশিষ্ট্য (বিশেষ) হল বাক্যার্থঃ।...‘পদার্থানাম্ বৈশিষ্ট্যং বাক্যার্থঃ’ ।

‘বিশেষণপুঃ.....বাক্যার্থঃ’ ।

বাক্যার্থ পদার্থসমূহ হতে ভিন্ন।...‘অপদার্থোহপি বাক্যার্থঃ সমুদ্রসতি’... ।  
বাক্যার্থ বিশেষায়ক । পদার্থ সামান্তায়ক । (সামান্তরূপাণাং পদার্থানাম্) ।

প্রথম ধাপে, পদসমূহের অর্থ বা সংকেতিত অর্থ অসম্বন্ধ (অনবিত, অবিশিষ্ট বা সমান) থাকে । অর্থাৎ পদার্থ হল সামান্ত্রবপু বা সামান্ত্র-স্বরূপ ।

সংকেতিত অর্থ অবিশিষ্ট, অনবিত বা অসম্বন্ধ ।

নিরম্ব হল : বিশেষ বা অবয়ব অব্যাহি সংকেত স্বীকার যুক্তিসম্মত নয় ।

যেইপ্যাছঃ.....

কারিকা ১ / অবয়ব [বালঃ] চ অত্র প্রত্যাক্ষেণ পত্ততি শব্দ-বুদ্ধাভিধেয়ান্ ।

প্রোক্তুচ চেষ্টয়া অহুমানেন [পদানাম্ প্রোক্তুঃ বা]

প্রতিপন্নম্ [জানাত্] ।

শব্দশ্চ বুদ্ধৌ চ অভিধেয়শ্চ—শব্দবুদ্ধাভিধেয়াঃ তান্ ।

শব্দ—উচ্চারিত শব্দ (বাক্য) । যেমন, ‘দেবদত্ত নরক আন’ । দুই বুদ্ধ—  
আদেশকারী এবং আদিষ্ট—দুই ব্যক্তি ।

অভিধেয়=অর্থ, ‘গো-আনয়ন’ রূপ ।

অত্র—ব্যুৎপত্তিকালে ।

প্রত্যাক্ষেণ—ইন্দ্রিগেণ । ইন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানে হেতুঃ ।

পত্ততি—জানাতি, প্রত্যক্ষীকরোতি ।

প্রত্যাক্ষেণ পত্ততি : কান দিগে শব্দ শোনে, চোখ দিগে দুই ব্যক্তিকে  
দেখে, মন দিগে ‘গো-আনয়ন’ অর্থ বোঝে ॥

পত্ততি—জানাতি ।

প্রোক্তুঃ—আদিষ্টজনস্ত ।

প্রতিপন্নম্—বাক্যার্থে অভিজ্ঞম্ ।

বাক্যের অর্থ যে প্রোক্তা বুঝেছে, তাকে ।

[বালঃ] চেষ্টয়া (পদানয়নারিচেষ্টারূপেন হেতুনা) অহুমানেন প্রোক্তুঃ

প্রতিপন্নম্ [পততি (জানাতি, অহমিনোতি)]। অহমানেন পততি (জানাতি) = অহমিনোতি। চেষ্টা চাঙ্ক করণম্।

বালক অহমান করে : শ্রোতা বাক্যের অর্থ বুঝেছে। অর্থাৎ আদিষ্ট ব্যক্তিকে 'গাম্ আনয়' বলা হলে, 'গো-আনয়ন'—এই অর্থ আদিষ্ট ব্যক্তি বুঝেছে : এটি অহমিতার্থ। অহমানের হেতু—শ্রোতার চেষ্টা (কাজ)। এখানে গচ্ আনয়ন।

১ম শ্লোকটির বৃত্তি হল : 'দেবদত্ত গামানয়.....তচ্চেষ্টেবাত্মমায়।'

উত্তমবুদ্ধ—নির্দেশক ব্যক্তি

মধ্যমবুদ্ধ—আদিষ্ট ব্যক্তি। এখানে ব্যক্তিটির নাম দেবদত্ত।

সাম্রা—গলকম্বল।

অর্থ—জিনিষ, এখানে শ্রাণী।

সাম্রাদিমন্তমর্থম্—গাম্।

মধ্যমবুদ্ধে—ভাবে ৭মী।

প্রতিপন্ন—জাত।

অনেন—দেবদত্তেন।

তচ্চেষ্টয়া—তস্ত (দেবদত্তস্ত) চেষ্টয়া।

'অনুধ্যাত্তপত্যা তু.....অর্থাপত্যা' অংশটুকুর বৃত্তি হল : তয়োবখণ্ড.....  
ব্যুৎপত্ততে।

কারিকাস্থ 'শক্তিম্' এর বৃত্তি : বাচ্যবাচকভাবলক্ষণং সম্বন্ধম্।

কারিকা ২ অবয়ব

[বালঃ] অনুধ্যাত্তপত্যা অর্থাপত্যা তু বোধেঃ শক্তিঃ দ্বয়ান্তিকাম্।

দ্বয়ান্তিকাম্ শক্তিম্ = বাচ্যবাচকভাবলক্ষণং সম্বন্ধম্ (বু.)।

= দ্বিধরূপ শক্তি

= একটি হল বাচকত্ব (বাক্যের)।

অন্যটি হল বাচ্যত্ব (বাচ্যার্থ)।

বাক্যের শক্তি হল বাচকত্ব আর বাক্যার্থের বাচ্যত্বে অর্থাৎ বাচ্য হওয়ার।

অখণ্ড—অবিভাজ্য।

'বাক্যাবাক্যার্থে' এর বিণ। বাক্য থেকে বাক্যার্থ কখনও ছিনিয়ে নেওয়া যায় না।

মনে কর : ‘অথ’—অংশটুকুই ‘অন্তথাহুপপত্ত্যা’—অংশের খুব সংক্ষিপ্ত  
বৃত্তি। এর মধ্যেই ‘অ—ত্যা’-এর অর্থটি লুকিয়ে আছে।

অর্থাপত্ত্যা—অর্থাপত্তি-নামকেন প্রমাণেন।

সীমাংসকেরা ‘অর্থাপত্তি’ নামে একটি প্রমাণ স্বীকার  
করেন। দ্বিতীয় উল্লাসের ‘আলোচনীতে’ বলা হয়েছে :  
এর দুটি ভাগ—দ্ব্যর্থাপত্তি এবং প্রত্যর্থাপত্তি।

পদটির বিণ হল অন্তথাহুপপত্ত্যা। দুটিতে বিভক্তি ওয়া। দুয়ের মধ্যে  
অভেদাধর বৃত্তিতে হবে।

অন্তথাহুপপত্ত্যা অর্থাপত্ত্যা—অন্তথাহুপপত্তিরূপমা অর্থাপত্ত্যা।

অর্থাপত্তি হল অন্তথাহুপপত্তি-বরূপ। “অহুপপত্তিরর্থাপত্তিরেব”।

অন্তথাহুপপত্ত্যা—‘গাম্ আনয়’ ইত্যাদি বাক্যপ্রবণাং গবানয়নাত্ত্বজ্ঞানম্  
এতদ্বাক্যেন এতদর্থস্ত বাচ্যবাচকস্বত্বং বিনা অহুপপত্তম্  
—ইত্যহুপপত্ত্যা।

বাক্য এবং বাক্যার্থের মধ্যে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ বিদ্যমান। অন্তথা  
বাক্য কি বোঝায়—তা বাক্য থেকে কেউ জানতে পারত না।

[ অনন্তরম্ ] ত্রিপ্রমাণকম্

সম্বন্ধম্ অববোধেত [ বালঃ ]।

বু.—পরতঃ……অবধারণতীতি।

সম্বন্ধম্—সংকেতম্।

ত্রিপ্রমাণকম্—‘সম্বন্ধম্’ এর বিণ।

—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং অর্থাপত্তি—তিনটি প্রমাণ সংকেতের  
জ্ঞাপকরূপে বিদ্যমান।

—তিনটি প্রমাণের দ্বারা সংকেত জানতে পারে।

‘চৈত্র, গরু আন’, ‘দেবদত্ত ঘোড়া আন’, ‘দেবদত্ত, গরু নিয়ে যাও’ ইত্যাদি  
বাক্যের শব্দগুলির তত্তদর্থ জানে।

“পরতঃ……অবধারণতীতি।”

অধর-ব্যতিরেকাত্যাম্—আবাপোষাপাত্যাম্।

অধর—সদর্থবাক্য ( শিথিল অর্থে )।

ব্যতিরেক—নঞর্থবাক্য।

অন্তথায : তৎসদৃশে তৎসদৃশমর্থঃ,

তৎসদৃশে তৎসদৃশং ব্যতিরেকঃ।

পৃ: ৪০-৪১, ১০৫

প্রবৃত্তিনিবৃত্তিকারি বাক্যমেব.....বিশিষ্ট। এর পদার্থ। বাক্যার্থঃ ।

অধিষ্ঠৈ: পদার্থৈঃ—পদার্থান্তরেণ সংস্থষ্টৈ:

পদার্থৈঃ সত্ ।

অস্থিতানাম্—পরস্পর সাব্যস্তাণাম্

বিশিষ্টাঃ—পরস্পরসংস্থষ্টাঃ সংবদ্ধাঃ অস্থিতাঃবা ।

বাক্যার্থঃ—বাক্যপ্রতিপত্ত্যঃ ।

ন তু পদার্থাণাং বৈশিষ্ট্যম্ বাক্যার্থঃ ।

বৈশিষ্ট্যম্ = অস্থঃ সম্বন্ধঃ, সংসর্গঃ, বিশেষঃ ।

অভিহিতানাম্ পদানাম্ অস্থয় এব বাক্যার্থঃ ইতি অভিহিতাশ্রয়বাদিনঃ ।

পদার্থসমূহের অস্থয়ই ( বৈশিষ্ট্য বা সম্বন্ধ )—বাক্যের অর্থ—অভিহিতাশ্রয়-বাদিনের মত । কিন্তু অস্থিতাভিধানবাদে বিশিষ্ট পদার্থ-সমূহই বাক্যের প্রতিপত্ত্য । ( বিশিষ্টা এব পদার্থা বাক্যার্থঃ ) ।

যতপি.....তথাভূতত্বাৎ ।

সাম্যাক্রোচ্ছাদিতঃ—সাধারণ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে ।

Being Overshadowed by universals.

‘পদার্থঃ’ এর বিধ ।

প্রতিপত্ত্যতে—জ্ঞায়তে ।

ব্যতিষক্ত—পরস্পর-স্বত্ব ।

তথাভূতত্বাৎ—বিশেষরূপত্বাৎ ।

প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যয়ঃ—স্বীকৃতি-বোধঃ ।

তেষামপি মতে . . .অবাচ্য এব যত্র পদার্থঃ প্রতিপত্ত্যতে ।

তেষাম্ = অস্থিতাভিধানবাদিনাম্ ।

সামান্যবিশেষরূপঃ—‘পদার্থঃ’র বিধ ।

সাম্যাক্রোচ্ছাদিতঃ

(overshadowed) বিশেষঃ রূপম্ স্বরূপম্ যন্ত সঃ ।

সাধারণধর্মঃ—অপরপদার্থাভিধানবনত্বম্ ।

বিশেষরূপঃ—গবানবনাদিরূপঃ ।

সংকেতস্ত শব্দে: বিষয়: = সংকেতবিষয়: ।

### জ্ঞাপকত্ব তু অজ্ঞাতত্ব কথম্ ?

সেই শব্দই অর্থের বোধক হতে পারে, বায় নিজের অর্থ জানা গেছে।

অর্থাৎ সংকেতের মাধ্যমে প্রথমে শব্দ জ্ঞাত হয়। পরে সেই শব্দ অন্ত অর্থের বোধক হতে পারে।

### স চাষিতমাত্রে

সঃ—সংকেতঃ।

অচিহ্নিতমাত্রে—ন তু অচিহ্নিতবিশেষে, ন বা নিধাণে।

কেবল অন্তের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত শব্দেরই সংকেত-গ্রহণ সম্ভব।

### তত্র নিমিত্তত্বম্ ...শব্দত্বম্।

মন্মট বলেন : উক্তিটির 'নিমিত্ত' কথাটির অর্থ তবে হয় কারক না হয় জ্ঞাপক। কেননা, হেতু বা নিমিত্ত হয় জনক (কারক) না হয় জ্ঞাপক হয়। কারকহেতু যেমন—বিজ্ঞা বশঃ। বিজ্ঞা বশের জন্ম দেয়। জ্ঞাপকহেতু যেমন—ধূমেন বহিমান্। ধূম ব'রূকে জানায়।

নিয়ম হল : জ্ঞাপকহেতুর জ্ঞাপ্যের (বহি) সঙ্গে নিয়তসম্বন্ধ (ব্যাপ্তি) থাকে।

এদিক্ থেকে, শব্দকে যদি ব্যাখ্যার্থের (কার্য) হেতু বলা হয়, তাহলে শব্দকে হয় কারক হতে হবে, না হয় জ্ঞাপক হতে হবে।

কিন্তু শব্দ ব্যাখ্যার্থের জনক নয়, প্রকাশকমাত্র। তাই কারকহেতু নয়।

(প্রকাশকত্বায় কারকত্বম্)।

আবার শব্দের সঙ্গে ব্যাখ্যার্থের সম্বন্ধ নিয়ত নয়। তাই জ্ঞাপকহেতুও নয়।

মন্মটের যুক্তি অবশ্য অনুরকম। মন্মট বলেন : যে নিজে অজ্ঞাত, সে অন্তের জ্ঞাপক হবে কি করে? যে নিজে M. A. Pass করে নি, সে অন্তকে M. A. পাশ কহাবে কি করে? 'অয়মসিদ্ধঃ কথমজ্ঞঃ সাধয়তি?'

শব্দ জ্ঞাত হতে পারে একমাত্র সংকেতের মাধ্যমে। সংকেতগ্রহণ আবার অন্তের সঙ্গে সম্বন্ধ পদেই সম্ভব। (স চাষিতমাত্রে)। অচিহ্নিতবিশেষ বা বিধি-প্রতীতিতে\* নয়।

এবং চ.....কথম্ ।

নৈমিত্তিকত্ব প্রতীতিঃ—ইদম্ এতৎ নিমিত্তকম্\* ইতি জ্ঞানম্ ।

নিবৃত্তনিমিত্তত্বম্—নিমিত্তনিবৃত্তত্বম্ ।

—হেতুগত ( সামর্থ্যের ) ( পরিধি ) নিবৃত্ততা ।

—হেতু সামর্থ্যের পরিধিসীমা ।

হেতুকে হেতু বলে জানার অস্ত্রে প্রয়োজন হেতুর হেতুগত সামর্থ্যকে পরিষ্কার করে আনিবে দেওয়া । হেতুগত সামর্থ্যের পরিধি বতকণ পর্যন্ত সীমিত ( নিবৃত্ত ) রূপে না জানা যায়, ততকণ পর্যন্ত হেতুকে হেতু বলে মনে হয় না ।

অবিচারিতাভিধানম্—অবিচারিতকথনম্ ।

মন্মথের সিদ্ধান্ত :

এক শ্রেণীর মীমাংসক ব্যঞ্জনা স্বীকার করার জন্য শব্দকেই ব্যাক্যার্থের কারণ ( অথবা অভিধা ব্যাক্যার্থ-প্রতীতির কারণ ) বলতে গিয়ে ‘নৈমিত্তিকাত্মসারেণ .....’-রূপ যে কথাটি বলেছেন ; তা একান্ত অব্যক্তিক ।

পৃঃ ৪১, অনুচ্ছেদ ৭, পৃঃ ১০৬, অনুচ্ছেদ ২

যে বৃত্তিদধতি.....দেবানাং প্রিয়াঃ ।

‘বাচোযুক্তিঃ’ এবং ‘দেবানাং প্রিয়াঃ’—তুই স্থলে অলুক্ সমাস । বাচোযুক্তি—বাক্যের যুক্তি । বাক্যটি তল : যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ । তাৎপৰ্য-বাচোযুক্তিঃ—৬ষ্ঠী ১৮ ।

—‘যৎপরঃ শব্দ স শব্দার্থঃ’ ইতি মীমাংসকনিরমোক্তেঃ ।

—তাৎপৰ্য-সম্পর্কিত উক্তি-রূপ যুক্তির ।

দেবানাং প্রিয়াঃ—মুখ্যঃ ।

সঃ ব্যাপারঃ—অভিধা-ব্যাপারঃ ।

ব্যাপারঃ—বৃত্তিঃ—শক্তিঃ—ক্রিয়া ।

‘বধা বলবতা প্রেরিত এক এব ইষুকেনৈব বেগাখ্যেন ব্যাপারেণ নিনোবর্মচ্ছেদং মর্মভেদং প্রাণহরণং চ বিধত্তে ; তথা স্বকবিপ্রযুক্তঃ, এক এব শব্দঃ, এতেনাভিধাধ্যব্যাপারেণ পদার্থোপস্থিতিম্, অপরবোধঃ, ব্যাক্যপ্রতীতিঃ চ বিধত্তে জনরতি’ ।—অলুকিকর ।

\* নিমিত্তকম্—বার্থ্যে ক ।



বৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ

— বদর্থে যন্ত শব্দন্ত তাৎপর্যং ( বিবক্ষা ) \* স শব্দার্থঃ ।

বদ্বিন্ ( অর্থে ) পরঃ ( বিবক্ষিতঃ ) = বৎপরঃ । 'বৎপরঃ' 'শব্দঃ' এর বিপ।

'নিঃশেষচ্যুতচন্দনম্'—ইত্যাদিতে সমগ্র বাক্যটি ( শব্দ ) 'রমণ করতে গিয়েছিলে'—এরূপ সম্বন্ধেই বিবক্ষিত । তাই এই অর্থটিও (সদর্থটিক) বাক্যেই ( শব্দেই ) অর্থ ।

অত্র—'নিঃশেষচ্যুতচন্দনম্'—ইত্যাদি স্থলে

বিদিশেব—সদর্থই ( 'রমণ করতে গিয়েছিলে' এরকম ) ।

কেউ কেউ বলেন : একমাত্র অভিধা-বৃত্তির সাধাৰ্য্যেই সমস্ত অর্থ নির্ণীত হতে পারে । কাজেই, এ বিষয়ে লক্ষণা প্রভৃতি পৃথক্ বৃত্তি স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই । মুকুল ভট্ট এই মনের লোক ।

পৃঃ ৪১, অনুরূঢ়দ ৭, পৃঃ ১০৬, অনুরূঢ়দ ৩

তথাহি.....প্রাপ্নু বন্তি ।

ভূতম্—সিক্তম্ (—কারকাদি) ।

ভবাম্—সাধ্যম্ (—ক্রিয়া) ।

ভব্যায়—সাধ্যায় ।

উপদিষ্টতে—অজ্ঞাতং জ্ঞাপ্যতে ।

সমুচ্চারণে—সহোচ্চারণে ।

ভূতভব্য.....উপদিষ্টতে ।

"সিক্ত এবং সাধ্য বস্তু এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তখন, সাধ্যের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অল্প সিক্ত উল্লিখিত হয়।" এটি একটি নিয়ম ।

কারকপদার্থাঃ—'গাম্ জানয়' ইত্যাদৌ গাম্ ইত্যাদয়ঃ ।

—সিদ্ধাঃ ।

ক্রিয়াপদার্থেন—জানয়নপদার্থেন—সাধ্যেন ।

অস্বীয়মানাঃ—স্বত্বাঃ ।

প্রধানক্রিয়ায়াঃ—জানয়নন্ত ।

নিবর্তিকা—সম্পাদয়িত্রী ।

\* তাৎপর্যম্—বক্তৃবিজ্ঞা ।

বক্তৃবিজ্ঞা তু তাৎপর্যং পরিকীৰ্ত্তম্ ।

সক্রিয়া—গাৰ্ভচলনম্ ।

অভিসংহতঃ—আশ্রয়স্থম্ ।

‘প্রধানক্রিয়ানির্ধৃতিকা’ ‘সক্রিয়া’র বিশ । প্রধানক্রিয়ানির্ধৃতিকা সক্রিয়া, তন্ত্ৰাঃ অভিসংহত্যাং ( আশ্রয়তারাঃ ) ।

সাধ্যায়মানতাম্ প্রাপ্নুবন্তি—সাধ্যা ইব ভবন্তি ।

[ ‘সাধ্যায়মানতাম্’ ইত্যত্র কাঙ্ । ]

—স্বরূপেণ সিদ্ধা অপি সাধ্যাক্রিয়াবিশিষ্টতয়া সাধ্যা ইব ভবন্তি ।

‘গো-আনয়ন’—ক্রিয়া সিদ্ধ কথ তখনই, যখন গরুটি নিজেও ‘চলন’ক্রিয়া সম্পাদিত হয় । অর্থাৎ গরুটি না হাঁটলে তাকে আনা অসম্ভব ।

কারকপদার্থাঃ……প্রাপ্নুবন্তি ।

কারকগুলি ( সিদ্ধ বস্তুগুলি ) ক্রিয়ার সঙ্গে ( সাধ্যের সঙ্গে ) অদ্বিত হয়ে সাধ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি পায় ( সাধ্যসদৃশ হয় ) ; কারণ কারক ( গাম্—এই ) তখন নিজের ক্রিয়ার ( গরুর হাঁটা ) আশ্রয় হয় ।

বিধীয়তে—জ্ঞাপ্যতে, উপদিষ্টতে is enjoined, the information sought to be conveyed.

ততশ্চ—উপদেশস্ত ভব্যার্থকত্বাৎ । উল্লেখ সাধ্যের প্রয়োজন সম্পাদিত করে বলে ।

অদক্ষদহনস্তার :

একরাশ ঘাস সমেত চাই-এ আগুন দিলে দেখা যায় ঘাস ( অদক্ষ ) পুড়েচে ( দহন ) । চাই ( দক্ষ বস্তু ) আর পোড়ে না ।

ততশ্চ অদক্ষদহনস্তারেন যাবৎ অপ্রাপ্তং, তাবৎ বিধীয়তে ।

সাধ্যের সঙ্গে সঙ্গত অবস্থায় সিদ্ধ যখন থাকে, তখন সাধ্যই জ্ঞাপিত হয় ( প্রণেযোগ্য তথা-রূপে জানা যায় ) ।

যথা স্বদিক্……লোহিতোক্তদ্ব্যজ্ঞং বিধেয়ম্ ।

স্বদিক প্রচরণে—ভাবে ৭মী । স্বদিক-প্রচরণ—একটি অচলস্থানবিশেষ ।

সোজা কথার—স্বদিকের আগিয়ে চলা ।

সিদ্ধে—বিশ ।

প্রমাণাস্ত্বরাং—স্তেনবাগে জ্যোতিষ্টোম্মাতিদেশাৎ ।

উকীব—পাগড়ি ।

“ঋত্বিকেরা আগিরে চলেন লালপাগড়ি সমেত”—একটি বিধিবাক্য।  
 স্তেনবাগপ্রসঙ্গে বাক্যটি লক্ষণীয়। এই বাক্যের নির্দেশ বা জ্ঞাপ্য (বিধের)  
 হল কেবল লোহিতোক্তাবত। অর্থাৎ ‘ঋত্বিকেরা চলেন লাল পাগড়ি নিয়েই’  
 (‘অস্ত কিছু নিয়ে নয়’)।—“ঋত্বিকরা লাল পাগড়ি ধারণ করবেন”—এটিও  
 হল বিধের।

ঋত্বিকপ্রচরণে প্রমাণান্তরাং সিদ্ধে—ঋত্বিকের প্রচরণ অস্ত্র বিধিবাক্য হতে  
 জানা গিয়েছে আগেই।

হবনস্ত্র অস্ত্রতঃ সিদ্ধেঃ.....করণত্বমাত্রং বিধেয়ম্।

অস্ত্রতঃ—‘অগ্নিহোত্রঃ জুহোতি’ উত্থাপ্তিবাক্য্যং।

কচিৎ.....দ্বিবিধিদ্ভিবিধিঃ।

কচিৎ = কশ্মিংশ্চিবাক্য্যে। কোনও কোনও বিধিবাক্য্যে।

উভয়োঃ বিধিঃ = উভয়বিধিঃ

ত্রিভূ ( তথোভূ ) বিধিঃ = ত্রিবিধিঃ

কোন কোনও বিধিবাক্য্যে দুটি তথ্যে নির্দেশ (বিধি) প্রযুক্ত হয়। যেমন  
 ‘সোমেন যজ্ঞেত’। এখানে সোমের উপকরণতা এবং যজ্ঞকার্য (যজ্ঞনীয়তা)—  
 —দুইই জ্ঞাপ্য। অর্থাৎ ‘যজ্ঞকার্য করবে’ এবং ‘সোম দিয়েই’—এই দুটি তথ্য  
 জানতে হবে, ‘সোমেন যজ্ঞেত’ বিধিবাক্য্য হতে।

কোথাও আবার তিনটি তথ্যে নির্দেশ হয়।

‘যদাগ্নেয়োহষ্টাকপালঃ’—তে হব্য, দেবতা এবং যাগ—তিনটির।

একটি লৌকিক বাক্য (বেদবাক্য নয়) দিয়ে বক্তব্য স্পষ্ট করা হয়েছে।  
 ‘লাল কাপড় বোন’—বাক্যটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন করণীয়ের  
 (করণীয় অর্থের = বিধেয়ের = কর্তব্যের) জ্ঞাপক হয়।

এক তাঁতী বাগার থেকে একটি লোককে ধরে আনল। তাঁতী লোকটিকে  
 বলল : ‘লাল কাপড় বোন’। লোকটি ৩টি তথ্য বুঝল : তার কাজ হবে  
 (১) বুনন (বরন)। বুনতে হবে (২) কাপড় (গামছা নয়)। কাপড়ের  
 রং হবে (৩) লাল (নীল ; হলুদ নয়)।

লোকটি এখানে ৩টি তথ্যই জানল (খেয়াল করল)।

কোন এক তাঁতী আর একটি তাঁতীকে ধরে আনল। ধরে আনা  
 লোকটিকে তাঁতে বসিয়ে বলল : ‘লাল কাপড় বোন’। ধরে আনা তাঁতীটি

বাক্যটির থেকে দুটি তথ্য জানল : বুনতে হবে (১) কাপড় (গামছা নয়)। কাপড়ের রং হবে (২) লাল।

‘বুননের কাজ করতে হবে’—এই অংশটুকু সে আর খেয়াল করে না। কারণ সে পেশাগতভাবেই জানে : তাকে বুননের (wearing) কাজ করতে হবে।

আবার কোন একটি তাঁতী আর একটি উচুদরের তাঁতীকে (যে কেবল কাপড়ই বোনে, গামছা-মশারি ইত্যাদি বোনে না) বাড়ীতে এনে বলল—‘লাল কাপড় বোন’। উচুদরের তাঁতী বিধেয়রূপে (করণীয়রূপে) কেবল একটি তথ্যই খেয়াল করে। সেটি হল : লাল (অর্থাৎ লাল কাপড়)।\* কারণ পেশাগতভাবে ‘বয়ন’ এবং বৈশিষ্ট্যের জন্য ‘কাপড়’—দুটি তথ্যই তার জানা।

অর্থাৎ বিধিবাক্য অজানা তথ্যকে [অনধিগতার্থ] জানায় [গত্]। অথবা অপ্রাপ্ত অংশেরই (অজ্ঞাতার্থেরই) প্রাপক (জ্ঞাপক) হল বিধি।

পৃঃ ৪২, ১০৭ অনুচ্ছেদ ১

যং তু ‘বিশ্বং ভক্ষয়’.....উপাস্তপন্যার্থে এব তাৎপর্যম্ ।

মন্মট দেখিয়েছেন : তাৎপর্য শব্দোপাস্ত। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা একটি উদাহরণ খাড়া করেছেন মন্মটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। এরা বলেন—‘বিশ্বং খাও এবং এর ঘরে খেও না’—এই বাক্য দুটির অর্থ (তাৎপর্য) হল : এর ঘরে ভোজন উচিত নয়। এই অর্থ কিন্তু বাক্যটি সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত করে না। বাক্যটির দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় (implied)।

কাজেই তাৎপর্য শব্দোপাস্ত বা তাৎপর্য শব্দগুলির থেকে সাক্ষাৎভাবে গৃহীত (জানা) যায় ?

মন্মটের যুক্তি এখানে এরকম :

এখানে দুটি বাক্যকে এক বলে বোঝার অন্তর্ভুক্তই ‘চ’ এই অব্যয়। আর যদিও দুটি সম্পূর্ণ বাক্যের মধ্যে অসঙ্গতিবোধ হয় না, তবুও ‘বিশ্বং খাও’ বাক্যটি বন্ধুর উক্তি বলেই একে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দ্বিতীয় বাক্যের (অঙ্গী) অঙ্গ বলে ধরতে হবে। প্রথম বাক্যের এবার অর্থ হবে : বিশ্বং খাওয়ার চেয়েও এই ব্যক্তির ঘরে খাওয়া বেশী কঠিনকর।

\* কাপড়-বোনা তাঁতীর কাছে বিধের হল ‘লাল’ এই বিষয়টি (লাল-শব্দের অর্থটুকু)।

অর্থটি লক্ষণের মাধ্যমে লভ্য।

সুতরাং সমগ্র অর্থ হল : এই ব্যক্তির ঘরে কখনও খাওয়ার উচিত নয়, কারণ এই ব্যক্তির ঘরে খাওয়া বিধি খাওয়ার চেয়ে দোষের।

অত্র কথার বলা যায় : ‘এই ব্যক্তির ঘরে না খাওয়ার’—কেবল একটি কারণ সরবরাহ করে ‘বিধি খাও’—বাক্যটি।

এভাবে দেখা গেল—ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থকে আলোচ্য অর্থটি (তাৎপর্য) ছাড়িয়ে যায় নি।

আখ্যাত—তিত্ত্ব।

আখ্যাতবাক্যযোঃ—তিত্ত্বযতিবাক্যযোঃ। তুটি বাক্যেই তিত্ত্ব আছে।

অনুচ্ছেদ ২

যদি লক্ষণভেদেনন্তরং.....বিবেয়পি সিদ্ধং ব্যাখ্যাত্যম্।

একদল মৌমাংসক বলেন : তাঁরের মত শক্তিশালী হল শব্দ। শব্দ নিজের শক্তি অভিধা দিয়ে যে কোন অর্থকে প্রতিপাদিত করতে পারে।

ম্মট এ মতের বিরোধী। উপরি-উক্ত মতটিকে স্বীকার করলে তিনটি ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেবে—বলেছেন ম্মট।

প্রথম ক্ষেত্রটি এরকম :

(১) ‘ব্রাহ্মণ, তোমার পুত্র অন্নেছে’, ‘তোমার (অবিবাহিত) কন্যা গর্ভবতী’ ইত্যাদি বাক্য ব্রাহ্মণের মুখে আনন্দ এবং দুঃখ ফুটিয়ে তোলে। অভিধা-কে যদি তাঁরের মত শক্তিশালী বলা হয়, তাহলে ঐ আনন্দ এবং দুঃখকেও বলতে হবে শব্দের সাক্ষ্য অর্থ (অভিধা প্রতিপাদিত অর্থ)।

দ্বিতীয়তঃ,

(২) লক্ষণা-স্বীকারের কোন প্রয়োজন হবে না। লক্ষ্যার্থকেও বোঝাতে পারবে অভিধা। কেননা পূর্বপক্ষীর মতে বলা হয়েছে—যে অর্থই মনে ভাসে, সেই অর্থটিই শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত।

তৃতীয়তঃ,

(৩) প্রয়োজন হবে না একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি স্বীকারের। নীতিটি হল জৈমিনির একটি সূত্র—‘প্রতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবাবে পার-দৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষণঃ।

[ সমবাবে—একত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

পরম্ এষ পারম্। অর্থো অপ্। পরন্ত দুৰ্বলতা—পারদৌৰ্বল্যম্। অর্থ-  
বিশ্রকৰ্ণাৎ—অর্থন্ত বিশ্রকৰ্ণাৎ দূৰবতিত্বাৎ—বিলম্বেন অর্থপ্রত্যাহকত্বাৎ।]

শ্রুতিটির অর্থ হল : শ্রুতি, লিঙ্গ—ইত্যাদির কোন স্থলে প্রয়োগের প্রসঙ্গ  
হলে দুটির মধ্যে সব সময় আগেরটিকে প্রমাণ বলে মানতে হবে। কারণ,  
শ্রুতির চেয়ে লিঙ্গ, লিঙ্গের চেয়ে বাক্য দেরীতে অর্থ বোঝায়। এখন যদি বলা  
হয়—অতিদাই একমাত্র বৃত্তি এবং সমস্ত অর্থেরই প্রকাশ ঘটায়; তাহলে শ্রুতি,  
লিঙ্গ, বাক্য—সকলেরই অর্থ একই সময়ে অতিদা-কর্তৃক প্রকাশিত হবে।  
এগুলির মধ্যে প্রামাণ্যগত তাই কোনও পাৰ্থক্য থাকবে না।

কল্পা—অনুচা কল্পা।

বিধে:—‘নিঃশেষচ্যুত—’ ইত্যাদৌ বিধিক্রমো (নামকাস্তিক গমনম্)  
যোঃপ্তস্ত।

বাচ্যার্থ এবং ব্যক্ত্যর্থের নিশ্চয় কোন সম্বন্ধ আছে, অল্পথা, যে কোন শব্দ  
থেকে যে কোন অর্থ ব্যঞ্জিত হতে পারত।

ব্যক্তনার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এগুলি দেখা যায় :

(১) বাচ্যার্থ এবং ব্যক্ত্যর্থের মধ্যে সম্বন্ধ সব সময়ের জন্য বর্তমান  
(নিয়ত)। নিয়ত-সম্বন্ধের অল্প নাম ব্যাপ্তি। ব্যক্ত্যর্থ ব্যাপক (সাধ্য),  
বাচ্যার্থ ব্যাপ্য (হেতু)। হেতু (বাচ্যার্থ) সাধ্যাবিকরণে থাকে। অর্থাৎ  
হেতু (বাচ্যার্থ) সপক্ষবৃত্তি।

(২) সাধ্যের অধিকরণ ছাড়া অল্প কোন অধিকরণে (সাধ্যানধিকরণ—  
বিপক্ষ) হেতু (বাচ্যার্থ) থাকে না। অর্থাৎ হেতু নিয়ত বা বিপক্ষব্যাবৃত্তি।

(৩) ব্যক্ত্যর্থের থাকার যেখানে সম্ভাবনা (সম্ভিদ্ধসাধ্যবান্), সেখানেই  
বাচ্যার্থ থাকে। অতএব হেতু পক্ষবৃত্তিও (ধমিনিষ্ঠ)।

সুতরাং অল্পমানের সমস্ত শর্তই পূর্ণ হয়। অর্থাৎ হেতুর (বাচ্যর্থের)  
তিনটি বৈশিষ্ট্যই এখানে আছে। তিনটি বৈশিষ্ট্য হল : সপক্ষবৃত্তি, বিপক্ষ-  
ব্যাবৃত্তি, এবং পক্ষবৃত্তিও (ধমিনিষ্ঠত্ব)।

নমু.....প্রসঙ্গাৎ।

বাচ্যাৎ=বাচ্যার্থাৎ।

তাবৎ=অর্থহীনো বাক্যাংকারঃ।

কৃতশ্চিৎ=কৃতশ্চিৎ শব্দাৎ।

বাচ্যাদসম্বন্ধং তাবন্ন প্রতীয়তে—বাচ্যার্থাৎ অসম্বন্ধং বস্তু ন প্রতীয়তে ।

বস্তুতঃ, বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই—এ বস্তু অর্থ প্রতীত হয় না।

এবং চ.....পর্যবস্তুতি ।

সম্বন্ধাৎ—সম্বন্ধে ন প্রয়োজনাত্ । সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তার অভাব । যেহেতু  
যে। সম্বন্ধহেতু—সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা হেতু ।

বাক্যব্যঞ্জকভাবঃ—ব্যক্তন্য ।

অপ্রতিবন্ধে—অনিবৃত্তসম্বন্ধে—ব্যাখ্যাত্যাসম্বন্ধরহিতে ।

প্রতিবন্ধঃ—নিবৃত্তসম্বন্ধঃ ।

ব্যাখ্যাত্বেন—সপক্ষসত্ত্বেন ।

নিবৃত্তধর্মিনিষ্ঠত্বেন/নিবৃত্তশ্চ ধর্মিনিষ্ঠশ্চ, তথোক্ত্যবঃ নিবৃত্তধর্মিনিষ্ঠত্বম্ । তেন ।

নিবৃত্তেন—বিপক্ষব্যাবৃত্ত্যা ।

ধর্মিনিষ্ঠত্বেন—পক্ষব্যবৃত্ত্যা ।

ধর্মী—পক্ষঃ ।

যৎ—‘অনুমানম্’ এর বিপ ।

অনুমানম্—অনুমিতিঃ

তদ্রূপঃ—অনুমিতি-স্বরূপঃ । অনুমিত্যাখ্যকঃ । ‘বাক্যব্যঞ্জকভাবঃ’-এর বিপ ।

ত্রিরূপাৎ—‘লিঙ্গাৎ’-এর বিপ । রূপ—বৈশিষ্ট্য । ত্রীণি রূপাণি বৈশিষ্ট্যানি  
বস্তু, তৎ > ত্রিরূপম্ ।

হেতুর বৈশিষ্ট্য ৩টি—(১) সপক্ষে থাকি। সপক্ষসত্ত্ব ।

(২) বিপক্ষে না থাকি। বিপক্ষাসত্ত্ব ।

(৩) পক্ষে থাকি। পক্ষসত্ত্ব ।

লিঙ্গ—হেতু ।

লিঙ্গী—সাধ্য ।

ত্রিরূপাৎ লিঙ্গাৎ লিঙ্গি জ্ঞানং যৎ অনুমানম্, তদ্রূপঃ সন্ [ বাক্য ব্যঞ্জকভাবঃ ]  
পর্যবস্তুতি ।—এ বস্তু অর্থ বৃত্তিতে হবে ।

তদ্রূপঃ সন্ পর্যবস্তুতি

অনুমিতি-স্বরূপ করে বাক্যব্যঞ্জকভাব পর্যবসন্ন (—শেষ পর্যন্ত প্রতীত ) হয় ।  
অনুমানেনই ব্যক্তন্যার পর্যবসান ঘটে । অর্থাৎ ব্যাক্যার্থ অনুমিতার্থ ।

অনুমান / ভ্রম ধার্মিক—হে ধার্মিক ! ভ্রম । বিশ্রকঃ সঃ শুনকঃ অন্ত তেন  
মৌদানবীকচ্ছকুণ্ডবাসিনা দৃপ্তসিংহেন যাদ্ৰিতঃ ।

বিশ্রকঃ—বিশ্রবঃ ।

কচ্ছ—ভীর ।

ভূতঃ কথং.....ন বাচ্যত্বম্ ?

‘ব্রাহ্মণ, তোমার পুত্র জন্মেছে’ ‘ব্রাহ্মণ তোমার অবিবাহিত কন্যা গর্ভবতী’—  
এই দুটি বাক্য থেকে ব্রাহ্মণ বোঝে—‘পুত্রের জন্ম’ ‘অবিবাহিত কন্যার গর্ভ’।  
এ দুটি বাক্য দুটির বাচ্যার্থ। কিন্তু বাক্য দুটি ব্রাহ্মণের মনে দুটি বস্তু (অর্থের)  
জন্ম দেয়। এ দুটি বস্তুক্রমে জানন্দ এবং দুঃখ। এ দুটি বস্তু (অর্থ) ঐ বাক্য  
দুটিরই ফল। ব্যঞ্জনা-বিরোধী যদি বলেন : সমস্ত অর্থই অভিধা-প্রতিপাদ্য,  
তাহলে উপরোক্ত অর্থ দুটিকেও বাচ্যার্থ বলতে হয়।

কিন্তু তা বলা যায় না।

কিমিতি চ শ্রুতি.....পূর্ব পূর্ববলীকৃত্ত্বম্ ?

মীমাংসাদর্শনে বলা হয়েছে : শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রসঙ্গ ইত্যাদির একই  
ক্ষেত্রে অর্থপ্রকাশের ঘটনা ঘটলে দেখা যাবে লিঙ্গের চেয়ে শ্রুতি আগে অর্থ-  
প্রকাশ করছে। বাক্যের চেয়ে লিঙ্গ আবার আগে। এরকম প্রসঙ্গের চেয়ে  
বাক্য আগে। অঙ্গগুলির ক্ষেত্রেও এরকম জানতে হবে। কেননা, শ্রুতি হল  
স্বনির্ভর। তাই অর্থপ্রকাশে দেবী হয় না। লিঙ্গ কিন্তু শ্রুতি-নির্ভর। এজ্ঞে  
দেবী। আবার বাক্যের তুলনায় লিঙ্গ অনেকখানি স্বাভাবিক। এভাবে পরেরটির  
তুলনায় আগেরটি অর্থপ্রকাশের কমতায় বেশী শক্তিশালী।

জৈমিনির সূত্রটি হল : শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণ—সমাখ্যানাং সমবায়ৈ পার-  
দৌবল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ।

[সমবায়ৈ—একত্রোপনিপাতে, পংক্ত্য দুর্বলতা—পারদৌবল্যম্, অর্থস্তু  
বিপ্রকর্ষাৎ দূরবর্তিত্বাৎ = বিলম্বেনার্থ প্রত্যায়কত্বাৎ]।

এখন ব্যঞ্জনা-বিরোধী যদি বলেন—অভিধা একমাত্র বৃত্তি, তাহলে শ্রুতি  
অথবা লিঙ্গ-উপস্থাপিত অর্থও অভিধা-বৃত্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হবে এবং অর্থ-  
প্রকাশের সময়গত পার্থক্য থাকবে না। অর্থাৎ শ্রুতি-উপস্থাপিত এবং লিঙ্গ-  
উপস্থাপিত অর্থ একই মুহূর্তে প্রকাশিত হবে।

তাহলে—মীমাংসা-দর্শনের প্রতিষ্ঠিত এই নীতিটিও স্বীকার করা যাবে না।

ব্যঞ্জনাবাদীর এখানে প্রশ্নই তাই—কিমিতি..... ?

কিং চ ‘কুরু কচিম্’.....স্যাৎ।

‘কুরু কচিম্’ এর বৈপরীত্য ঘটালে হয় ‘কচিং কুরু’। এখানে চট্ট করে  
কান্দারী পাঠকের মনে হবে ‘চিংকু’-র কথা। যদিও ‘চিংকু’ এখানে পৃথক্ শব্দ



নয়। তবু পাণাপাশি দুটো অক্ষর থেকেই এ রকম মনে হবে। কান্নারি  
'চিংকুর' অর্থ 'ভগানুর'। এই অর্থটি অল্প পদার্থের সঙ্গে অস্থিতও নয়, কাজেই  
অর্থটি বাচ্যার্থও নয়। কেননা, অধিতাতিধানবাহী অস্থিত অর্থেই অভিধা  
খীকার করেন।

তাই অর্থটি অভিধা-প্রতিপাদ্য নয়।

∴ ব্যঞ্জনা-প্রতিপাদ্য—বলবেন ধনিবাহী।

যদি চ বাচ্য.....

দোষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—নিত্য এবং অনিত্য। 'ব্যাকরণ-গত  
ভুল' সব সময়ে দোষ ( নিত্য )। প্রতিকটুতা ( ক, ক প্রভৃতি কঠোর বর্ণের  
সমাবেশ ) কিন্তু কখনও ( শৃঙ্গারবসের চিত্তক্লম্ব অঙ্কনে ) দোষ, কখনও ( বীর-  
বল্লভের ক্ষেত্রে ) গুণ। তাই এটি অনিত্য দোষ। এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায়—  
সর্ব বা অক্ষরের কিছু অর্থের প্রকাশক। এই অর্থকে বাচ্য বলা যায় না। কেননা,  
সর্ব বা অক্ষরের অভিধা নেই, বা শব্দের আছে।

কাজেই একে ব্যঞ্জনা বলতে হবে, অক্ষর প্রতিকটুতাকে অনিত্যদোষ  
বলা যাবে না। দোষের দুই ভাগও করা যাবে না। কিন্তু ভাগ করতেই হবে  
—সকলেই এ ভাগ করে বা বোঝে।

বাচ্যবাচকত্বম্—অভিধা।

তদ্ব্যতিরেকণ=অভিধাতিরিক্তেণ।

বাল্যব্যঞ্জকভাবঃ=ব্যঞ্জনা।

নাভ্যাপেক্ষতে=ন স্বীকৃত্যেতে।

প্রতিভাসাং=অনুভবাতঃ।

ব্যাক্ত্য বহুবিশদ্ব্যং=বসাদেঃ বহুবিশদ্ব্যং।

কস্তাচিং=দোষস্ত।

কচিং=কৌতুহলিন্যে যথা প্রতিকটুত্বস্ত গুণত্বম্।

ব্যতিরেকঃ=ভিন্নতা।

আশ্রয়ণম্=খীকারঃ।

'স্বয়ং গতং.....কাব্যানুগুণত্বম্'।

অনুগুণত্বম্=উৎকর্ষকত্বম্

কপালিনঃ > ভিক্ষাকপাল ( মড়ার মাথার ভিক্ষাপাত্র ) ধারণকারী শিবের।

স্বয়ং শোচনীয়তাং গতম্।=পার্বতী এবং চন্দ্রকলা—এই দুটি বস্তু শোচনীয়  
অবস্থায় সঞ্চারিত হয়েছে।

উক্তিটি ব্রহ্মচারীবেনী শিবের। কুমারসম্ভবের ৪ম সর্গ হতে নেওয়া।  
ব্রহ্মচারী বলছেন পার্বতীকে।

এখানে 'কপালী'র সমার্থক শব্দ 'লিনাকী' প্রয়োগ করলে অবস্থার শোচনীয়তা বোঝাতে পারত না। দুটি শব্দের অর্থই শিব। কিন্তু 'কপালী' শব্দটি শিব ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ বোঝায়। তা হল : মড়ার মাথার খুলি ধারণকারী। এটুকু বাচ্যার্থ নয়। এই অতিরিক্ত অর্থটুকু বোঝানোর জন্তে ব্যঙ্গনা স্বীকার করতেই হবে।

অপি চ বাচ্যোহির্থঃ.....প্রতিজ্ঞাতি।

নিয়ত—সীমিত।

সপত্নঃ প্রতি—শত্রুঃ প্রতি।

তত্র তত্র = বোদ্ধরি বোদ্ধরি।

অবসন্দনম্ = আক্রমণম্।

স্বরভয়ঃ = গাবঃ।

অনবধিঃ = অনন্তঃ।

- (১) সেনাপতি যখন রাজাকে বলেন।
- (২) সখী যখন প্রেমে পড়া যুবতীকে বলে।
- (৩) সখী যখন প্রিয়ের জন্তু অপেক্ষারত বধূকে বলে।
- (৪) শ্রমিক যখন আর এক শ্রমিককে বলে।
- (৫) ব্রহ্মচারী যখন আর এক ব্রহ্মচারীকে বলেন।
- (৬) যখন বলা হয় পথিককে।
- (৭) যখন গরুর পালকে বলা হয়।
- (৮) যখন এক পথিক আর একজনকে বলে।
- (৯) একজন স্বেচ্ছাস্থান যখন আর একজনকে বলে।
- (১০) প্রোষিতভর্তৃকা যখন সখীকে বলে।

বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ নিঃশেষেভ্যার্দৌ.....

নিষেধবিধ্যাশ্রয়ী = নিষেধ-বিধিশ্রুতপেণ।

অর্থাৎ বাচ্যার্থ নিষেধ (নঞর্থ)। ব্যঙ্গ্যার্থ বিধি (সদর্থ)।

স্বরূপেণ, আশ্রয়ী, বপুষা, রূপেণ—শব্দভঙ্গি সমার্থক।

১৩৩ অর্থাৎ, উদাহরন্তু কার্যম্—মাৎসর্যমুৎসর্গ, সমর্থাৎ (সমুক্তিকম্)।  
 নিচাৰ্হ [চ] : সেব্যো নিতথাঃ কিমু ভূধরাণাম্ উত স্তরশ্চেরবিলাসিনীনাম্ ?  
 স্মরণে প্রোক্ষ্যেৎস্ম শ্রিতম্।

মাৎসর্যম্—পক্ষপাতম্

উৎসর্গ—ত্যাগ

...‘বরুণস্ত’ এর সঙ্গে অর্থ হল ‘...ভেদেহপি বভেকত্বম্; তৎ কটীহপি...  
‘ন স্তাৎ’। ঠিক তেমনি ‘কালস্ত’ এর সঙ্গে অর্থ হল ‘ভেদেহপি’ থেকে  
‘ন স্তাৎ’ অংশ পর্যন্তের। অর্থাৎ ‘ভেদেহপি’র অর্থ হল ‘বরুণস্ত, কালস্ত,  
আজ্ঞয়স্ত, নিমিত্তস্ত, কার্যস্ত, সংখ্যায়াঃ, বিষয়স্ত’—এই সাতটি বস্তু  
পদের সঙ্গে।

বাচ্যার্থ এবং ব্যাক্যর্থের পার্থক্য এই সাতটি দিক থেকে। অর্থাৎ  
(১) বরুণগত (২) কালগত (৩) আজ্ঞয়গত (৪) কারণগত (৫) কার্যগত  
(৬) সংখ্যাগত (৭) বিষয়গত।

কথমবনিপ.....

হে অবনিপ, যৎ নিশিতাসি...মূর্ধা [ অথবা ] বিহিবাঃ স্ত্রীঃ স্বীকৃতা [ তৎ ]  
কথম্ মর্পঃ ? নহ ( যতঃ ) নিহতারেবপি তব অসৌ বল্লাভা কীতিঃ অপগতানৈঃ  
এভিঃ [ তব বৈরিভিঃ ] ত্রিভিঃ কিং ন নীতা ?

অবনিপ—পৃথিবীর নক, রাজন।

নিশিতাসিধারা—ধারাল তরবারির ধার।

মলন—চেদন।

গলিত—পতিত।

নিশিতাসিধারায়াঃ মলনেন গলিতাঃ মূর্ধানঃ যেবাং, তেন।...‘অথ’র বিণ।

স্বীকৃতা—গৃহীতা। ‘স্ত্রীঃ’র বিণ।

নহ—যতঃ। যেহেতু, তো।

নিহতারেঃ—মারিতশব্দেঃ। ‘তব’ এর বিণ।

অপগতানৈঃ—হতানৈঃ। ‘এভিঃ’র বিণ।

বাচ্যার্থ নিম্না। ব্যাক্যার্থ উতি।

মৃত-ব্যক্তির সম্পত্তি-হরণে আর বীরত্ব কিসের ? গবই বা কিসের ? আর  
তুমি যেমন ওদের স্ত্রী হরণ করেছ, তেমনি অকহারা ওরাও তোমার  
কীর্তিবৃন্দারকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে স্বর্গে।

—এটি বাচ্যার্থ নিম্নারূপ।

কিন্তু আসলে বলা হয়েছে—সমস্ত শত্রুকে শেব করে ফেলেছ তুমি। তোমার  
কীর্তি ছড়িয়ে গিয়েছে স্বর্গ অবধি।

—এটি ব্যাক্যার্থ প্রশংসারূপ।

শ্লোকটির ব্যাখ্যাকৃতি ।

‘মাৎসর্যমুৎসাধ’ ইত্যাদৌ সংশয়শাস্তৃশৃঙ্গার্যন্তরনতনিশ্চয়রূপেণ ।

সংশয়শাস্তৃশৃঙ্গার্যন্তরনতনিশ্চয়শাস্ত > তয়োঃ রূপেণ ( আত্মনা ) ।

‘নিশ্চয়’ এর বিপরীত হল ‘শাস্তৃশৃঙ্গার্যন্তরনত’ ।

শাস্ত্রী চ শৃঙ্গারী চ = শাস্তৃশৃঙ্গারিণৌ ‘ইনি’ অস্ত্যর্থো । ‘শাস্ত্ররস’ ‘প্রধান’রূপে আছে যার ।

শাস্ত্রী = শাস্ত্ররসপ্রধান ।

শৃঙ্গারী = শৃঙ্গারীরসপ্রধান ।

শাস্ত্ররসপ্রধান পুরুষের নিশ্চয় হল—পর্বত-নিতম্ব সেব্য অর্থাৎ পর্বত-পাদদেশে ধ্যান এখন বিধেয় । শৃঙ্গাররসপ্রধান ব্যক্তি যেন করেন : বিলাসিনী-নিতম্ব সেব্য = শৃঙ্গারক্রিয়ার যেতে থাকা উচিত ।

অবগমঃ—বোধঃ ।

“প্রকরণাদিসহায়ং প্রতিভানৈর্মল্যম্, তৎসহিতেন তেন ।”

তেন = ব্যাকরণজ্ঞানেন ।

বিদগ্ধব্যপদেশ = সহদয়শাস্ত্র ।

কার্যশাস্ত্র = কলশাস্ত্র ।

বোধকৃমীত্র.....কার্যশাস্ত্র

সাধারণবোধকার যেন বাচ্যার্থ কেবল একটি idea জন্মে দেয় । ব্যাখ্যার্থ কিন্তু কেবল idea জন্মায় না, চমৎকৃত বা মুগ্ধও করে তোলে । ছয়ের ফলে তাই তর্কায় ।

নয়—নীতি বা রীতি ।

“হয়মেব হি ভেদো.....

এই উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করা কিছু প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না । এমনিতেই বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে । মন্যম্‌টির এক বিকার ।

অধ্যাসঃ—অস্তিত্বম্ ।

আত্মারিণি, বারিতবায়ো—দুটি পদে ভাবে ৭মী ।

সহস্ব = সহ কর ।

বাচকানামর্থ্যাপেক্ষা.....বিষয়ভাসবলম্বভাসিতি ।

প্রতীকমানমর্থমভিব্যাক্য = ব্যাখ্যার্থে বোধদ্বিত্বা বাচ্যে স্বরূপে এব বজ্র বিশ্রাম্যতি—বাচ্যার্থঃ স্বস্বিন্ এব বজ্র বিরতো ভবতি ।

অত্যাংপর্যকুতোহপি অর্থঃ—ত্যাংপর্যাবিষয়ঃ ব্যাখ্যার্থঃ ।

বিশ্বকানতিধেয়ঃ /

নমু—ব্যাখ্যাতিধানম্ ।

তত্ত শব্দঃ—তদ্ব্যবধানকঃ শব্দঃ ।

তত্ত অনতিধেয়ঃ > বিশ্বকানতিধেয়ঃ । যেহেতু একমাত্র বিধেয়ই অতিধেয় ।

বাচ্যার্থ এবং ব্যাখ্যার্থই কেবল ভিন্ন নয়। বাচক এবং ব্যাঞ্জকও ভিন্ন। বাচক অর্থের (সংকেতিত্বার্থের) অপেক্ষা রাখে, কেননা, সংকেতিত্বার্থের জোরেই বাচক বাচক-বলে গণ্য হয়।

ব্যাঞ্জক কিন্তু কোন অর্থের অপেক্ষা রাখে না, কারণ বর্ণ, অক্ষর—ইত্যাদিও ব্যাঞ্জক হতে পারে, বাদের প্রথা-সিদ্ধ কোন অর্থ (সংকেতিত্বার্থ) নাই। বস্তুতঃ, একমাত্র শব্দেই প্রাথমিক অর্থ থাকে, বর্ণ, অক্ষর ইত্যাদির নয়।

আবার / ঙ্গীকৃতবাচ্য কাব্যে ব্যাখ্যার্থ বাক্যের শব্দগুলি দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না, ঐ ব্যাখ্যার্থ ত্যাংপর্যেও বিষয় হয় না কিন্তু প্রতীত হয়। এই প্রতীতিই এখানেই ব্যাখ্যার্থের অন্তিম প্রমাণ। এমন প্রশ্ন—এই অর্থ অভিধা বা ত্যাংপর্যের বিষয় হচ্ছে না, অথচ অমুভূত হচ্ছে, তাহলে কিসের বিষয় হবে?

ধনিবানী বলগেন—ব্যাঞ্জনার ।

বস্তুতঃ, এটিও ব্যাঞ্জনাধীকারের অন্ততম কারণ।

নমু.....প্রতীক্ষমানো নাম ।

অভিধা এবং লক্ষণা—এই দুটি বৃত্তি স্বীকার করেন, এরকম ব্যক্তিদের অভিযত বল এই অংশটুকু। এরা ব্যাঞ্জনাবিবোধী।

‘রামোহস্মি সর্বং মতে’—১১২ (৪র্থ উল্লাস) সংখ্যক পঙ্ক্তির অংশ বিশেষ। ‘রাম’ পদের অর্থ হলঃ এমন এক ব্যক্তি যিনি সমস্ত রকমের দুঃখ সহ্য করেছেন। ‘রামেণ প্রিয়জীবিতেন.....প্রিয়ে নোচিতম্’—নিম্নলিখিত পঙ্ক্তির চতুর্থ পাদ।

প্রত্যাখ্যানকচেঃ কৃতং সমুচিতং কুরেণ তে বক্ষসা সোয়ং, তচ্চ তথা হুয়া কুলজনো ধন্তে যথোক্তৈঃ শিরঃ । ব্যর্থং সম্প্রতি বিভ্রতা ধনুবিধঃ তদ্ব্যাপদাঃ নাক্ষিপা রামেণ.....

এখানে ‘রাম’পদের অর্থ হলঃ নিষ্ঠুর মামুষ।

‘বামোহমি ভুবনেষু.....পরাম্’—১০২ (৪র্থ) সংখ্যক পদের অংশ।

এখানে ‘রাম’ পদের অর্থ—‘এমন ব্যক্তি, যে সকলকে খুশী করে’।

‘রাম’ পদের এই অর্থগুলি লক্ষণার মাধ্যমে পাওয়া (লক্ষ্যার্থ)। ‘রাম’-পদের অর্থ এখানে ব্যক্তার্থের মত (‘গতোহন্তমর্কঃ’-এর ব্যক্তার্থের মত) অনেক।

বিশেষ ব্যপদেশহেতুঃ—‘অর্থ’ এর বিণ। ব্যপদেশ—অভিধান, আখ্যা।

এই লক্ষ্যার্থ বিশেষ বিশেষ অভিধানের বাণে। অর্থাৎ এই লক্ষ্যার্থের ও ব্যক্তার্থের বিশেষ বিশেষ অভিধান বা নাম হওয়াও সম্ভব। তাই লক্ষণার এরকম নাম হতে পারে—অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য লক্ষণা, অর্থাক্রয়সংক্রমিতবাচ্য লক্ষণা—ইত্যাদি।

### তদবগম্যন্ত লক্ষার্থায়ত্তঃ

লক্ষার্থায়ত্তঃ—লক্ষণয়া শব্দেন প্রতিপাত্ত্বাৎ লক্ষ্যায়ত্তঃ (লক্ষ্যাদীনঃ)।

মুখ্যার্থবোধজ্ঞানে মুখ্যার্থজ্ঞানন্ত আবশ্যকতয়া, লক্ষ্যায়ত্তঃ।

লক্ষ্যার্থ-বোধ ব্যক্ত্যর্থগোধের মতই শব্দ এবং অর্থের উপর নির্ভরশীল।

শব্দ লক্ষ্যার্থ প্রকাশ করে। তাই লক্ষ্যার্থ বা লক্ষণা শব্দের উপর নির্ভরশীল।

মুখ্যার্থবোধ লক্ষণার একটি প্রাথমিক শর্ত। অতএব লক্ষণাক্রমের আগে মুখ্যার্থের জ্ঞান দরকার। তাই লক্ষণা মুখ্যার্থনির্ভর বা অর্থনির্ভর, তাই বলা চলে।

প্রকরণাদি সব্যপেক্ষতঃ—‘অর্থঃ’ এর বিণ। সব্যপেক্ষঃ—সাপেক্ষঃ, নির্ভরশীলঃ।

উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রে লক্ষণা প্রকরণ (প্রসঙ্গ), বক্তৃবৈশিষ্ট্য, বোক্তৃবৈশিষ্ট্য—প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল।

এভাবে দেখা যায়—ব্যক্তনাতেও এই শর্তগুলিই থাকে। তাই ব্যক্তন-বিরোধীরা বলবেন : প্রতীয়মান বা ব্যক্ত্যর্থ নামে আর একটি নতুন অর্থ স্বীকার করার দরকার কি?

অত্র কথায়, ব্যক্তন-নামে আর একটি পৃথক বৃত্তি স্বীকারের কি প্রয়োজন?

লক্ষণীয়স্তার্থন্তঃ.....নিরন্তরমেব।

অনেকার্থ শব্দ—দ্বিষ্টশব্দ ( ১২ সংখ্যক দ্রোকে ‘ভদ্রাছানো’ ইত্যাদি শব্দের মত )

অভিধেয়—অর্থ।

নিরত—সীমিত।

লক্ষণীয় অর্থ একাধিক, কিন্তু দ্বিষ্ট শব্দের (অভিধা মূলবাক্য শব্দের) বাচ্যার্থের মত তা সীমিত। অর্থাৎ একটি বাক্যে কেবল একটি লক্ষ্যার্থই প্রযোজ্য। কিন্তু ব্যাক্যার্থ একটি বাক্যেরই ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এখানে কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। লক্ষ্যার্থের সঙ্গে ব্যাক্যার্থের এটি প্রথম ভেদ।

ন বলু মুখোনার্থেন.....ভোক্তাতে।

নিরতসম্বন্ধঃ—সামীপ্যাসাদৃশ্যাদি প্রসিদ্ধসম্বন্ধঃ। সামীপ্য, সাদৃশ্য, বিরোধ প্রভৃতি সম্বন্ধেই লক্ষণা প্রবৃত্ত হয়। এগুলিকে বলা হয় নিরত সম্বন্ধ।

অনিরত সম্বন্ধঃ—উহ 'অর্থ' পদের বিণ।

অনিরতঃ সম্বন্ধঃ বস্ত, তাদৃশঃ অর্থঃ। সামীপ্য, সাদৃশ্য, বিরোধ ছাড়া সম্বন্ধগুলিকে অনিরত সম্বন্ধ বলা হয়।

প্রতীক্ষমানঃ—উহ 'অর্থঃ' পদের বিণ।

= ব্যাক্যার্থঃ।

প্রকরণাদি বিশেষবশেন = প্রকরণাদিবৈশিষ্ট্যপ্রভাবেন।

নিরতসম্বন্ধঃ, অনিরতসম্বন্ধঃ, সংবন্ধসম্বন্ধঃ—তিনটিই 'অর্থঃ' এর বিণ। পরে একটি 'সম্' (উহ) বুঝতে হবে।

সম্বন্ধেন সম্বন্ধঃ বস্ত—সম্বন্ধসম্বন্ধঃ।

—সম্বন্ধ বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ যার।

'প্রতীক্ষমানার্থঃ' এর বিণ।

মুখ্যার্থের সঙ্গে সাদৃশ্য, সামীপ্য, বিরোধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সম্বন্ধে যে অর্থ সম্বন্ধ, তাকে লক্ষ্যার্থ বলা চলে। অর্থাৎ মুখ্যার্থের সঙ্গে লক্ষ্যার্থের সাদৃশ্য, সামীপ্য, বিরোধ প্রভৃতি সম্বন্ধের একটি হওয়া চাই।

কিন্তু ব্যাক্যার্থের সঙ্গে ব্যঙ্গক অর্থের সাদৃশ্য, সামীপ্যাদি সম্বন্ধ থাকতে পারে। এ সমস্ত ভিন্ন অল্প সম্বন্ধ (accidental connection) থাকতে পারে অথবা পরস্পরা-সম্পর্ক (remote or indirect) থাকতে পারে।

যেমন, ১৩৬, ১৩৫ এবং ১৩৭ সংখ্যক শ্লোকে বধাক্রমে প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ, অপ্রসিদ্ধ সম্বন্ধ এবং পরস্পরা-সম্বন্ধের সাক্ষাৎ মিলবে।

ব্যাক্যার্থের বেলার মনে বাধতে হবে : এখানে প্রকরণ-প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রভাব কিন্তু অসীম। এটি দ্বিতীয় ভেদ।

অন্তা এখ.....নিমজ্জহিসি ।

‘বক্ররজ্জ নিমজ্জতি, অজ্জ অহম্’—দিবসকে প্রলোকয় । যা পথিক, রাজ্যাক, শব্যায়াম্ আবরোঃ নিমজ্জ্যাসি ।

নিমজ্জতি—শোর ।

রাজ্যাক—রাতকানা ।

নিমজ্জ্যাসি—উটে পড়বে ।

ন চ.....মুখ্যার্থবাহঃ.....তৎকথমজ্জ লক্ষণা ?

‘অন্তা’ ইত্যাদিতে ধনি বিবক্তিতান্ত্রপরবাচ্য । এখানে মুখ্যার্থ বাধাপ্রাপ্ত হয় নি । তাহলে ব্যঞ্জনা ছাড়া লক্ষণা কি করে হ’তে পারে ? কেননা, লক্ষণার প্রাথমিক শর্ত মুখ্যার্থবাহ ।

লক্ষণার মুখ্যার্থবাহ অবশ্য প্রয়োজনীয় । ব্যঞ্জনার মুখ্যার্থবাহের প্রয়োজনীয়তা নেই । ‘অন্তা’—ইত্যাদিই তার উদাহরণ । এটি তৃতীয় ভেদ ।

চতুর্থতঃ, বিতৌর উল্লাসে দেখানো হয়েছে—প্রয়োজনমূল লক্ষণার ‘প্রয়োজন’-এর প্রতীতির জন্য ব্যঞ্জনা অবশ্য প্রয়োজনীয় ।

যথা চ.....সেত্যাছঃ ।

সময়সব্যাপেক্ষা—সংকেতসাপেক্ষা ।

মুখ্যার্থবাহাদিভিন্নসময়বিশেষব্যাপেক্ষা লক্ষণা

= মুখ্যার্থবাহ, তদ্ব্যয়োগ এবং রুচি প্রয়োজনের একটিই হল সংকেত লক্ষণার বেলার । ‘বিশেষ’ শব্দটি নিরর্থক । যেমন—গরু একটি জন্তুবিশেষ (জন্তু) ।

অভিধা এবং লক্ষণার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । দুইই সংকেতের উপর নির্ভরশীল । লক্ষণার ক্ষেত্রে সংকেত হল মুখ্যার্থবাহ-প্রভৃতি । তাই লক্ষণাকে বলা হয় অভিধার লেজ । ব্যঞ্জনার সঙ্গে অভিধা অথবা লক্ষণা—দুয়েরই এরকম কোন সম্পর্ক নেই । এটি একেবারে পৃথক্ । এটি পঞ্চম ভেদ ।

ন চ লক্ষণাস্বকমেব.....অনপহ্নাবলীয় এব ।

ধননম্—ব্যঞ্জনম্, ব্যঞ্জনা ।

তদহুগমঃ—লক্ষণাহুসরণম্ ।

তদহুগতম্—লক্ষণাহুসারি ।

উভয়াহুসারি—

উভয়—অভিধা এবং লক্ষণা



অন্যবাস্তবক.....দিগন্ততেন।

“অন্যবাস্তবকং বৎ নেত্রস্ত বিকস্পত্বকীনেত্রস্ত জিভাগেন কটাক্ষেন অব-  
লোকনম্, আদিপদাদ্ অভিন্নবাহি তদ্ব্যন্তরেনাপীত্বার্থঃ”।

অভিবর্তী—ব্যতিরিক্ত।

অনপকুবনীর—নিবেধের অবোগ্য

—স্বীকার্য।

কখনও কখনও দেখা যায় ব্যঞ্জনা লক্ষণার অঙ্গস্বরূপ করে (পশ্চাদবর্তী  
হয়)। যেমন, ‘লক্ষণা মূল ব্যঞ্জনা’র স্থলে \* কিন্তু সব সময় লক্ষণাকে অঙ্গস্বরূপ  
করে তা নয়, অভিধাকেও কখনও কখনও (অভিধামূলব্যঞ্জনা-স্থলে) অঙ্গস্বরূপ  
করে।

ব্যঞ্জনা কখনও অভিধা, কখনও বা লক্ষণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু  
ব্যঞ্জনা কেবল এই দুয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—তা বলা চলে না। কেননা, কখনও  
কখনও ব্যঞ্জনা বর্ণ অথবা অক্ষরের উপরও প্রতিষ্ঠিত হয়; যাদের অভিধা  
অথবা লক্ষণা দুইই নেই। যেহেতু শব্দেরই (বর্ণ বা অক্ষরের নয়) অভিধা বা  
লক্ষণা থাকা সম্ভব।

আবার কেবল শব্দের (sound) উপরই নির্ভরশীল একথা চলে না। কেননা  
—অনেক সময় নর্তকীর কটাক্ষেও ব্যঞ্জনা থাকে। কটাক্ষ শব্দাত্মক (শব্দ  
বা sound) নয়। তাই অভিধা, লক্ষণা, তাৎপর্য প্রভৃতি বৃষ্টি থেকে ভিন্ন  
ব্যঞ্জনা নামে একটি ব্যাপার (বৃষ্টি) অবশ্য স্বীকার্য।

\* \* \*

‘অজ্ঞা, এখ, --’ এখানে ব্যাখ্যার্থ শব্দ্য-প্রবেশ (নারিকার বিছানার  
বাগা)। ব্যাখ্যার্থ (নারিকা বলল—তুমি এসো না)।

শব্দ্য—অপ্রবেশ।

দুয়ের মধ্যে লব্ধ বিরোধের। এটি নিরতসম্বন্ধগুলির অন্ততম।

‘কঙ্গ বণ —’ ইত্যাদিতে ব্যাখ্যার্থ হল নারিকার ছবিনীততা (অর্থাৎ  
কথা না শোনা)। ব্যাখ্যার্থ হল—‘ভ্রমরই এর অধরে কত স্রষ্টি করেছে অল্প  
কোন প্রেমিক নয়’। এদের দুয়ের মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ লব্ধ নেই। তাই  
যে কোন একটি কল্পনা করা যেতে পারে।

---

\* তাই লক্ষণা এক ব্যঞ্জনার এটি বর্গভেদ।

বিপরীতরতে লক্ষী: নাভিকমলম্বম্ ব্রহ্মাণং দৃষ্টা। রসাহুলা [লা] ঋটিতি  
হর্যেধিক্ষিপনরনং স্তগয়তি।

বিপরীতরতে—বিপরীত-বিহারের সময়।

স্তগয়তি—আচ্ছাদয়তি।

বিপরীত সময়ের মুহূর্তে বিষ্ণু নীচে, লক্ষী উপরে। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে  
তখনও বসে আছেন ব্রহ্মা। লক্ষী কিন্তু শ্রবণে উৎবেল। তাই তাড়াতাড়ি  
বিষ্ণুর ডান চোখটিকে আড়াল করলেন।

আসলে বিষ্ণুর ডান চোখ সূর্য, বাম চোখ চন্দ্র—এরকম প্রসিদ্ধি আছে।  
বিষ্ণুর ডান-চোখ চেপে ধরা মানে সূর্য আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া—প্রায় ডুবে যাওয়া।  
সূর্য ডুবেলে পদ্ম পাপড়ি গোটার। নাভি-পদ্মও তাই তখন পাপড়ি গোটাল।  
ঢাকা পড়ে গেলেন ব্রহ্মা। বিবস্ত্র লক্ষীর গোপন অঙ্গও আর কেউ দেখতে পেল  
না। লজ্জার হাত থেকে রেহাই পেলে লক্ষী। সংগম নির্বিঘ্নে চলতে থাকল।

নিমীলন—বুজে যাওয়া।

অন্তরময়—অপ্রকাশ।

স্তগনম্—আচ্ছাদনম্, আচ্ছন্নতা।

গোপ্য-অঙ্গ = গোপন অঙ্গ।

অনির্ঘন্ত্রণম্—বস্ত্রণা বা বাধা নেই যাতে।

নিধুবনস্ত স্তবতস্ত বিলসিতম্ বিলসঃ = নিধুবনবিলসিতম্।

সম্বন্ধসম্বন্ধঃ > 'উহ' 'ব্যাক্যার্থঃ' এর বিণ।

বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ কোন বস্তুর মাধ্যমে (via) পরোক্ষভাবে ব্যাক্যার্থ'  
এখানে সম্বন্ধ।

সম্বন্ধধারেন সম্বন্ধঃ যন্ত সঃ।

বাচ্যার্থ      ব্যাক্যার্থ

( উভয়ের সঙ্গে ) সম্বন্ধ একটি বস্তু

= ব্যাক্যার্থের সম্বন্ধ—বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ একটি বস্তুর সঙ্গে।

অখণ্ডবুদ্ধি.....বিদ্যাদিবিদ্যাত্য এব।

বৈদ্যান্তিকেরা এবং বৈদ্যাকরণ ভট্টহরির বলেন : বাক্যের অর্থ এক এবং  
অবিভাজ্য প্রতীতির মাধ্যমে বোঝা যায় ; শব্দার্থসমূহের পৃথক পৃথক

ব্যাপ্তি। অবশ্যে পরিবর্তিত করলে দাঁড়াবে—যজ্ঞ যজ্ঞ ভয়কারণ ( সিংহ- )  
সম্ভাবঃ, তজ্ঞ তজ্ঞ ভীক্সমণাভাবঃ। কিন্তু এই ব্যাপ্তি শুদ্ধ নয়। কারণ ‘সিংহের  
উপস্থিতি’ থাকে। সযেও কখনও কখনও ভীক্স ব্যক্তি ভ্রমণ-স্থানে যায়। যেমন,  
গুরুর আদেশ, প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগ—ইত্যাদি।

**অজ্ঞোচ্যতে—ভীক্সরপি.....ইত্যনৈকান্তিকো হেতুঃ।**

যে হেতু ইকান্তিক (একনিষ্ঠ, একগামী, কেবল সাধ্যসহচর) নয়, অর্থাৎ  
সাধ্য এবং সাধ্যাভাব দুয়েরই সহচর, তাকে বলা হয় অনৈকান্তিক হেতু।

এখানে ‘সিংহসম্ভাব’ হেতুটি, সাধ্য ‘ভ্রমণাভাব’ এবং সাধ্যাভাব ‘ভ্রমণ’  
দুয়েরই সহচর। অর্থাৎ ‘সিংহের অস্তিত্ব’ যেমন ‘অভ্রমণ’ অজ্ঞমান করাতে  
পারে, তেমনি ‘ভ্রমণ’ও অজ্ঞমান করাতে পারে। কারণ সিংহের অস্তিত্ব  
থাকলেই অভ্রমণ হবে তা নয়; গুরুর আদেশ, প্রিয়জনের আকর্ষণ—প্রভৃতির  
জন্তে সিংহ থাকলেও ভীক্স মানুষ ভ্রমণ করে।

**শুনো বিদ্যদপি.....বিরুদ্ধোহপি।**

অজ্ঞমানে যে হেতু সাধ্যের অস্তিত্বের বিরোধী (সাধ্যবিরুদ্ধ) অথবা  
সাধ্যাভাবের সপক্ষে, সেই হেতুকে বলা হয় বিরুদ্ধ।

এখানে ‘সিংহ-সম্ভাব’ হেতুটি ‘ন-ভীক্স-ভ্রমণাভাব’ সাধ্যের বিরোধী। অথবা  
বলা যায়, ‘ন-ভীক্সভ্রমণ’—এই সাধ্যাভাবের সপক্ষে।

কেননা, সিংহের অস্তিত্ব কুকুরের থেকে ভয় পাওয়া ব্যক্তির ভ্রমণ ঘটাতে  
পারে। কারণ, অনেক মানুষ কুকুরকে ভয় করেন নগণ্যতা অথবা অন্তর্চিতার  
জন্তে, কিন্তু সিংহকে ভয় না করে সিংহের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করে সিংহযুক্ত  
আরণ্যক ভ্রমণ করেন।

**গোদাবরীতীরে.....অসিদ্ধশ্চ।**

যে হেতুটি প্রমাণ-সিদ্ধ নয়, তাকে বলা হয় অসিদ্ধ। ‘সিংহ-সম্ভাব’ প্রত্যক্ষ,  
অজ্ঞমান অথবা শব্দ প্রমাণের দ্বারা জানা যায় নি (সিদ্ধ হয়নি)। কারণ  
অজ্ঞমাতা সিংহটিকে দেখে নি অথবা অজ্ঞমান করে নি। কেবল অভিসারিণীর  
কাছ থেকে শুনেছে। অভিসারিণীর উক্তি শব্দ-প্রমাণ নয়। কারণ অভিসারিণী  
আপত্তজনক নয়। পথে পথে মিথ্যা বলাই তার স্বভাব। অর্থাৎ (fact বা  
ঘটনা) সঙ্গে অভিসারিণীর কথার মিল থাকে না প্রায় সব সময়।

তৎকথম্.....সাধ্যসিদ্ধিঃ ?

হেতুটি তিন দিক্ থেকে চুই। তাই এটি সঠিক হেতু নয়। একে বলা হয় হেত্বাভাস বা হেতুকল্প।

সঠিক হেতু থেকেই সঠিক বস্তু ( সাধ্যের ) অনুমান সম্ভব।

অতএব এরকমের হেতু থেকে ব্যাখ্যার্থরূপ সাধ্যটিকে পাওয়া কি করে সম্ভব ? প্রশ্ন করেছেন ধনিবাহী।

প্রশ্নটি করেছেন মহিমভট্টের মত অমুমিতিবাদীর কাছে। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হবে অমুমিতিবাদীকে।

### মনে রাখার মত

যদ্ যদ্ ভৌকল্পমণঃ, তত্তত্ ভরকারণনিবৃত্ত্যুপলক্ষিপূর্বকম্। গোদাবরীতীরং  
চ ভরকারণসিংহাধিষ্ঠিতম্

∴ তৎ স্বভৌকল্পমণাযোগ্যম্ ॥

এই অনুমানে প্রথম বাক্যটি হল ব্যাপ্তিবাক্য।

হেতু হল / ভরকারণসিংহাধিষ্ঠিতম্

= ভরকারণসিংহাধিষ্ঠান

( সংক্ষেপে ) = সিংহসম্ভাব।

সাধ্য হল / স্বভৌকল্পমণাযোগ্যম্

= স্বভৌকল্পমণাভাব

= ( সংক্ষেপে ) ভ্রমণাভাব বা অভ্রমণ

পক্ষ হল / গোদাবরীতীর।

উপরের ব্যাপ্তিটি ব্যতিরেকব্যাপ্তি (negative)। অধরব্যাপ্তিতে রূপান্তরিত করলে অনুমানের রূপ হবে এরকম :

যত্র যত্র ভরকারণবৃত্ত্যুপলক্ষিঃ,\* তত্র তত্র ভৌরোভ্রমণম্। গোদাবরীতীরে  
চ ভরকারণসিংহবৃত্ত্যুপলক্ষিঃ। অতস্তত্র ভৌরোভ্রমণম্।

তথা নিঃশেষচ্যুতে.....ইত্যনৈকান্তিকানি।

চন্দনচ্যবনম্—চন্দনচ্যুতিঃ / চন্দন মুছে যাওয়া।

প্রতিষেদানি—নিরতসম্বন্ধেই সম্বন্ধানি।

প্রতিষেদঃ—নিরতসম্বন্ধঃ। 'তানি'র বিপ।

\* বৃত্ত্যুপলক্ষিঃ—অভিযজ্ঞানম্।

গমকতরা—সন্তোষজাপকতরা। > গমক—হেতু।

উপাত্তানি—পৃথীতানি > বীকৃতানি বলা হয়েছে।

ব্যক্তিবাদিনা.....পুনস্তৎ অনূষণম্।

ব্যক্তি—ব্যক্তনা।

উপপত্তিঃ—ব্যাখ্যাধিঃ। আদি বলতে পক্ষধর্মতা।

অপেক্ষ—অপেক্ষা।

অনপেক্ষাৎহপি—অপেক্ষা ছাড়াই।

এবাম্—চন্দনচ্যবনাদীনাম্।

‘চন্দন মুছে বাওয়া’—প্রভৃতি জাপকগুলির ( ব্যঞ্জকগুলির )।

অধমপদসহায়ানাম্—‘এবাম্’ এর বিণ।

প্রতিপন্ন—জাত।

পুনস্তৎ অনূষণম্

তৎ—অনৈকান্তিকত্ব-প্রভৃতি।

অনূষণম্—ন দুইম্।

সংকীর্ণভেদ—উপবিভাগ।

অতচ্চাঠৈব আনকার্যে নোক্তানি, নোপভোগে এব প্রতিবন্ধানি। ইতি অনৈকান্তিকানি।

চন্দন মুছে বাওয়া, ঠোঁটের রঙ, ফিকে হওয়া, কাজল হারিয়ে বাওয়া—প্রভৃতি হেতুগুলি আনকার্যেরই গমক, এখানে তাই বলা হয়েছে। উপভোগের সঙ্গে এগুলির নিরত সম্পর্ক নাই। এখানেও ঐ হেতুগুলি ‘অনৈকান্তিক’ হবে যদি উপভোগ-রূপ অর্থের অহুমান করতে বাওয়া যায়।

ব্যক্তিবাদিনা.....উক্তম্।

‘চন্দনচ্যুতি’-প্রভৃতি ব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। ‘অধম’পদ—এদের সহায়ক। ‘অধম’ পদটি নানি কার প্রেমিকের বিণ এবং ‘ব্যভিচার’-অর্থের ব্যঞ্জক। ‘চন্দনচ্যুতি’ প্রভৃতি বিশেষণের ক্ষেত্রে ব্যভিচার-অর্থটিকে মনে রাখলে ‘চন্দনচ্যুতি’-প্রভৃতির ব্যঙ্গার্থ পাড়াবে—সন্তোষ। ‘চন্দনচ্যুতি’—ইত্যাদি হবে ব্যঞ্জক।

ন চাত্ত্বাধমত্বং.....কথমহুমানম্ ?

অহুমিতি-বাদী বলতে পারেন—‘অধম’ পদটি অহুমানের হেতু। কিন্তু ধনিবাদী বলেন—তা বলা যায় না। কারণ হেতুকে প্রত্যক্ষ, শব্দ অথবা

অন্ত প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ (জাত) হতে হয়। যেমন, মহানন্দ-প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষীকৃত ‘ধূম’ই বহি-অহুমানের হেতু হতে পারে।

এখানে কিন্তু নায়কের অধমত্ব অথবা নায়ক যে অধম (হতভাগা); তা শব্দ বা প্রত্যাক্ষের দ্বারা জানা যায় নি। তাই কি করে ‘অধম’ বিন থেকে সম্ভোগ-অহুমান সম্ভব?

এবং বিবাদ.....প্রকাশিতে।

অহুমিতিবাদী প্রশ্ন করতে পারেন,—ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা (ওহ অহুমানের শর্ত) ছাড়াই কি ভাবে শব্দ ব্যঞ্জনার মাধ্যমে ব্যাক্যার্থের প্রকাশক হয়? উত্তরে বলা হবে—ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতার প্রয়োজন নেই, এদের সম্ভাবনাই যথেষ্ট। আর এই সম্ভাবনা ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে থাকেই।

## ষষ্ঠ উল্লাস [ আলোচনা ]

তত্ত্ব [ কাব্যতত্ত্ব ] অলংকারঃ রূপকাদিঃ [ ইতি কেচিৎ ]।

[ অলংকারঃ ] বহুধা ( বহুবিধঃ ) উদ্ভিতঃ অস্ত্রৈঃ ।

বনিতাননম্ কান্তমপি নির্ভুং সৎ ন বিভাতি ।

রূপকাদিমলংকারং পরে বাহ্যমবধাতে ।

[ তে ] স্থপাং তিভাং চ ব্যুৎপত্তিঃ বাচাম্ অলংকৃতিং বাহুস্তি ।

তৎ আহঃ—এতৎ সৌন্দর্যম্ । অর্থব্যুৎপত্তিঃ ঐদৃশী ন । স্বয়ং তু ইষ্টং নঃ, শব্দাভিধেয়ালংকারঃ ভেদাৎ ।

একদল বলেছেন : আসলে উপমা, রূপক প্রভৃতি অর্থাৎ অলংকার-ই অলংকার। অন্তেরা অলংকারকে বহুপ্রকারে বলেছেন (বহুধা উদ্ভিতঃ), অর্থাৎ শব্দালংকার—অর্থাৎ অলংকার ইত্যাদি নানাপ্রকারে বলেছেন। বাই হোক, শব্দালংকারই হোক, আর অর্থাৎ অলংকারই হোক, অলংকারের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কাব্যে বস্তুই মনোজ্ঞ হোক, অলংকৃত না হলে তা শোভন হয় না।

বাহু—আত্মদোষপত্টিপত্রবর্তী। অর্থপ্রতীতির পরে রূপকাদি অহুমান সম্ভব। তাই একে আন্তর বস্তু বলেন না।

স্থপাং তিভাং চ ব্যুৎপত্তিঃ—স্থপাং তিভাং চ বিভাসম্ ।

বাচামলংকৃতিঃ—শব্দালংকারম্ ।

এতৎ শৌশক্যম্—শব্দনির্মাণশৌষ্ঠবম্, শব্দ ব্যুৎপত্তিঃ ।

অথবা হৃশবজ্ঞা, শব্দান্যং ( বচন্যায়ঃ ) হৃ-জ্ঞা ( শোভনজ্ঞা )

অর্থব্যুৎপত্তিঃ—অর্থালংকারঃ ।

অভিধেয়ালংকারঃ—অর্থালংকার ।

উপমা-রূপক প্রভৃতি অলংকারকে একদল অলংকারিক বাহু ধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন । এঁদের মতে শব্দ শুনে শব্দালংকারের মাধ্যমে মন আকৃষ্ট হয় আর অর্থজ্ঞানের পর চলে রূপক-প্রভৃতির অনুসন্ধান । তাই রূপক প্রভৃতি অর্থালংকার সাহিত্যের আস্তর ধর্ম নয় । এঁরা অবশ্য শব্দালংকারকেই বেশী পছন্দ করেন বলেন বলে এই উক্তি ।

মম্বট তাই অনেকের মত মাঝামাঝি পদ্য মেনে নেবেন—ইষ্টং স্বয়ং তু নঃ ।

শ্লোক ১৩৩ । বিরহেন উন্মাদ্যন্তী ক্লিষ্টমানা বা তদ্বী, তন্ত্যঃ কপোলস্ত  
দ্ব্যতিরিব দ্ব্যতিবিস্তৃতাদৃশঃ । পাণ্ডুরবর্ণঃ ইত্যর্থঃ ।

ধ্বাস্ত—অন্ধকার । অশব্দা—রাত্রি । বিসিনী—কমলিনী ।

ছেদ—খণ্ড । সরসবিসিনীকন্দচ্ছেদছবিঃ—একটি শব্দ ।

মৃগনাঙ্কন—চাঁদ ।

“অত্র মকারযোগ্যকারাণাং ককারযোগ্যকারয়োঃ আকারহকারয়োঃ সকারছ-  
কারলকারণামতুপ্রাঃ শব্দালংকারঃ । স এব প্রধানম্ আসমাপ্তি । কবেত্ত্বৈব  
সংরক্তাং প্রধাপ্তস্ত কবিবিক্রমাত্মনিবন্ধনজ্ঞাং ইতি শব্দচিত্রতা । স্বভাবোক্ত্যু-  
পময়োরর্থচিত্রয়োঃ সবেত্বপি তয়োর্গৌণিত্যেব তত্র কবিসংরক্তাভাবাৎ ।”

শ্লোক ১৪০ । পদ্মলদ্যম্—যন পাতার চোখ বাহের ।

অলকাঃ—চুলগুলি

অলীক—(১) কপাল (২) মিথ্যে

কালতা—কৃষ্ণতা

সবিলাসম্—ক্রিয়া বিগ

অত্র—অগ্নিন্ বিধে

যেব এবং উপমা-র সংস্কৃষ্ট শ্লোকটিতে প্রধান ।

ফুটনু—অন্তর্বেচিত্র্যতিরোধানেন কটিং প্রতীয়মানস্ত ।

অনুপলজ্ঞাং—অনুভূতবাৎ ।

অত্র—শব্দার্থচিত্রকাব্যয়োঃ ।

তথ্যসারগীষু  
কাব্যপ্রকাশোজ্জ্বলাসাঃ





## প্রথম উল্লাস

১.

কাব্যবৈশিষ্ট্য

নিয়তিবৃত্তনিয়মসাহিত্য    আনন্দৈকময়ত্ব    সার্বভৌমত্ব    নববসনকচিত্ত

২.

কাব্যপ্রয়োজন

বশস্    অর্থ    ব্যবহারজ্ঞান    শিবৈতরকর    সত্যঃপরনিবৃত্তি    উপদেশপ্রয়োগ  
( + আহরণ )

৩.

অগতা জীবনেন চ পরিচয়ঃ

সাহিত্য-প্রতিভা

সাহিত্যকৃত্তে  
অভ্যাসঃ

কাব্যহেতুঃ

৪.

কাব্য

কনি ( উত্তম )

গুণীভূতবাক্য ( মধ্যম )

অব্যাক্য ( চিত্র, অধম )

শব্দচিত্র

‘সজ্জন্দোচ্ছল...’

বাচ্যচিত্র

( অর্থচিত্র )

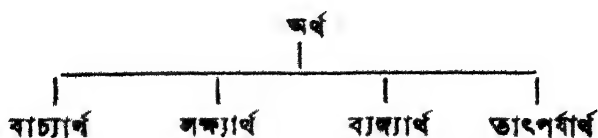
‘বিনির্গত...’

## দ্বিতীয় উল্লাস

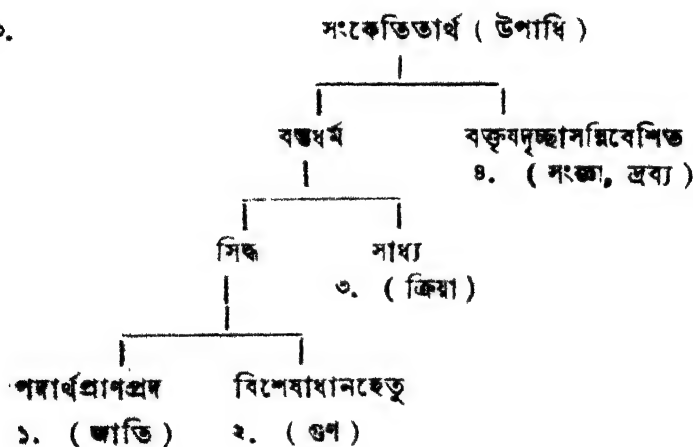
১.



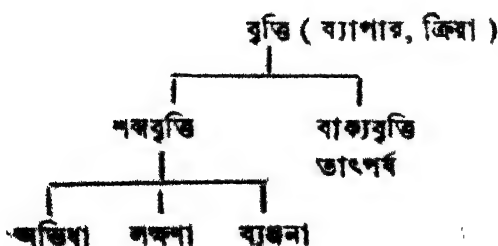
২.



৩.



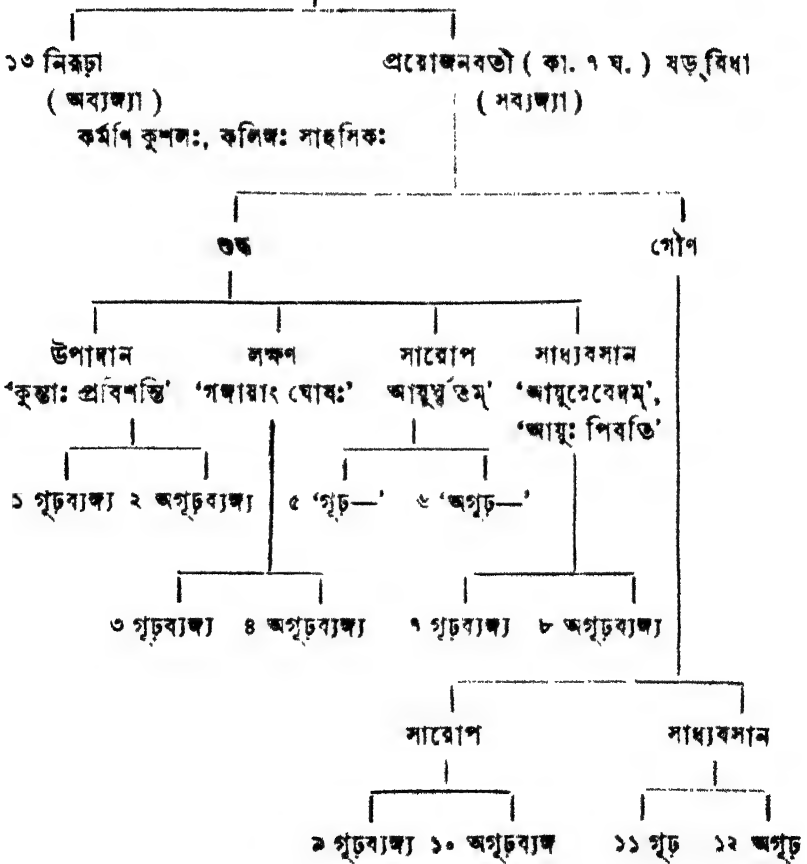
৪.



৫. মনটেন নোজিহিত: অভিধাবিভাগঃ, অস্মাতিত্ব বস্তু: বিবয়বোধ্যঃ।



৬. লক্ষণা (ত্রয়োদশদা) \*



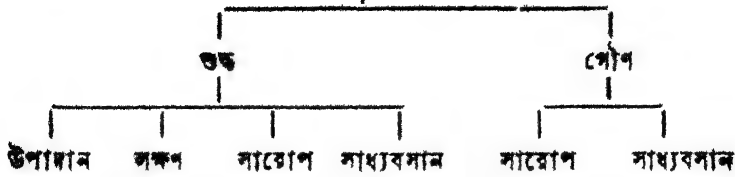
\* সপ্তম-কারিকার লক্ষণায়াঃ বা বিভাজননীতিঃ, অষ্টমকারিকার নীতির্ন সা। নীতিদ্বয়ত্ব যেলনে উপরুক্তো বিভাগঃ উপলব্ধঃ। 'লক্ষণা তেন ত্রয়ো-দশদা' ইত্যস্মাভিবক্তং শক্যতে, মনটমজ্জসার্থ এব।

৭.

## পৃথক্ভাৱা চ এবমেব

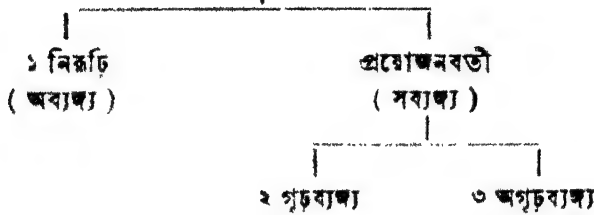
কা. ৭

লক্ষণা ( প্রয়োজনবতী ) ( বহুবিধা )



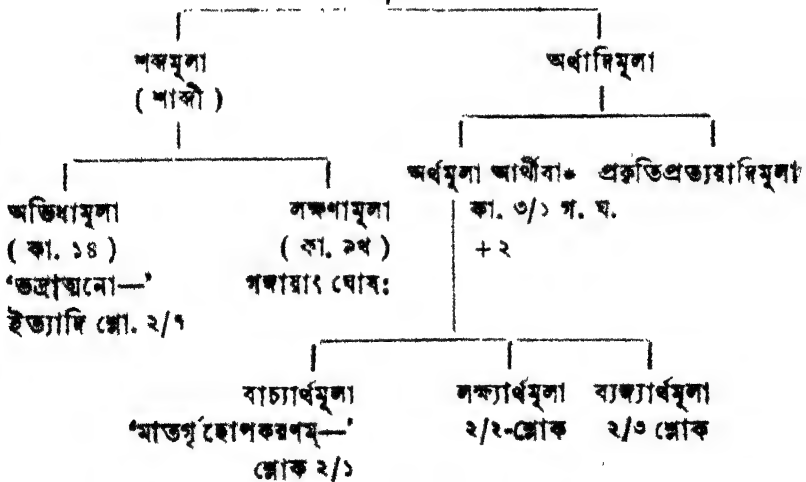
কা. ৮

লক্ষণা ( ত্রিধা )



৮.

ব্যঞ্জনা

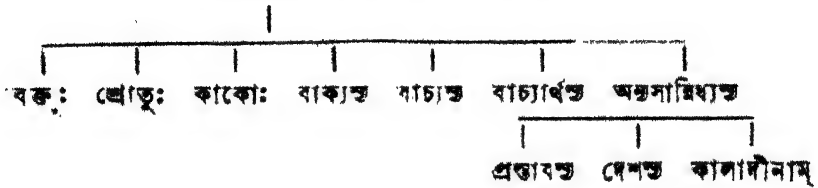


\* আর্থীব্যঞ্জনারা: লক্ষণং ৩/১ কা. ঘ. তথা ৩/২ কারিকায়শ্চ তিষ্ঠতি ।  
উদাহরণানি তিষ্ঠতি দ্বিতীয়োক্তালে ।

## তৃতীয় উল্লাস

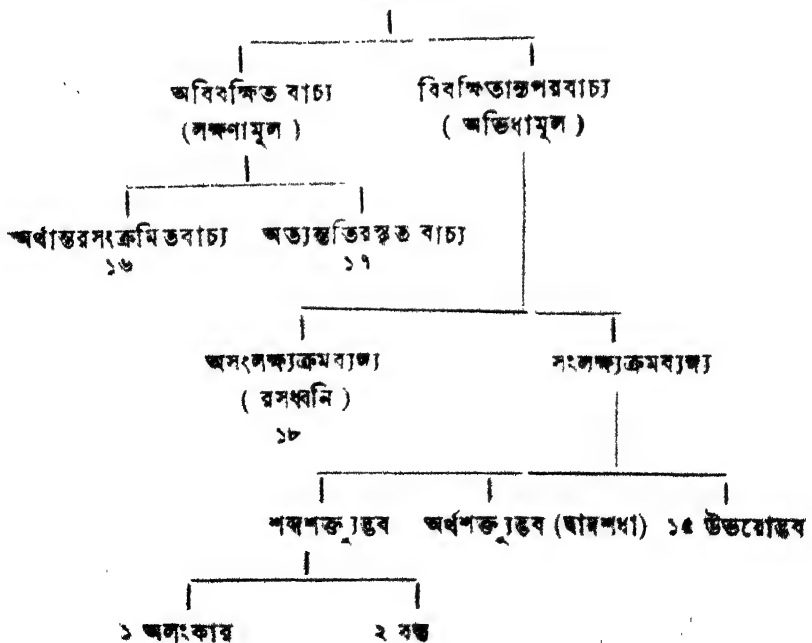
বাধনাব্য: ক্রিয়াশীলভাবৈ

পরিবেশ-বৈশিষ্ট্যানি ( কা. ৩/১ প. ঘ. + ৩/২ )



## চতুর্থ উল্লাস

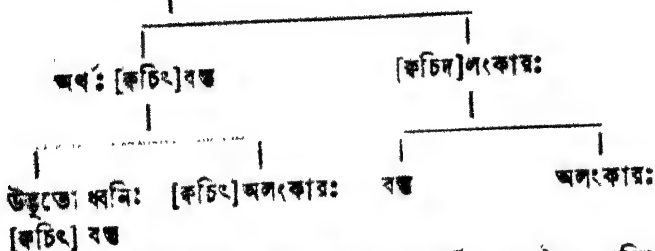
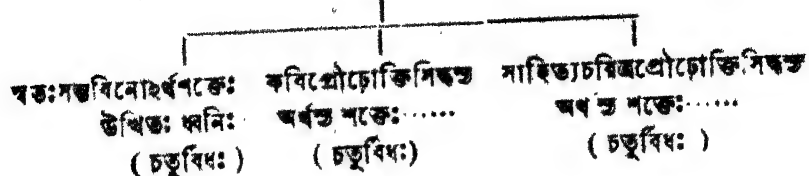
ধ্বনি ১৮



২.

অর্থশক্ত্যুদ্ভবঃ ১২

ধ্বনি:



ধ্বনি: সম্ভবী অর্থশক্ত্যুদ্ভবো ধ্বনিবধা চতুর্বিধ: তথৈব কবিশ্রোতোক্তিসিদ্ধ: চতুর্বিধ: তথৈব কবিনিবন্ধপ্রোক্তিসিদ্ধ:। এবং মিলিত্বা দ্বাদশধা হি অর্থ-শক্ত্যুদ্ভব:।

৩. স্থায়ী (নবধা)

রস: (নবধা)

১. রতি:

১. শৃঙ্গার

২. ভাস:

২. হাস্য:

৩. শোক:

৩. করুণ:

৪. ক্রোধ:

৪. রোদ্:

৫. উৎসাহ:

৫. বীর:

৬. ভয়ম্

৬. ভয়ানক:

৭. জুড়ঙ্গা

৭. বীভৎস:

৮. বিষয়:

৮. অদ্ভুত:

৯. নির্বেদ:

৯. শাস্ত:

৪. ব্যক্তিচারণ:—৩৩ প্রকৃতি: ১৭।

৫. রসসম্প্রীতি: যতবাধা: প্রধানত: চার: (৪).

## গ্রন্থ-পঞ্জী

১. কাব্যপ্রকাশ—বামনাচাৰ্য বলকিকৰ
২. „ —কবিশঙ্কৰ শৰ্মা ( নাগেশ্বৰী টীকা )
৩. „ —গজানানথ কা
৪. „ —The Calcutta Sanskrit Series
৫. „ —A. B. Gajendragadkar
৬. „ —S. V. Diksit
৭. রসসমীক্ষা—ডঃ বসন্তকুমার মুনোপাধ্যায়
৮. সাহিত্য-মীমাংসা—বিক্রমজি ভট্টাচাৰ্য
৯. An Aesthetic  
experience acc. to —R. Gnoji  
Abhinava gupta
১০. History of Sanskrit —P. V. Kane  
Poetics
১১. Sanskrit Poetics —S. K. De
১২. Literary Criticism  
in Ancient India —Dr. Ramaranjan Mukherji
১৩. কাব্যতত্ত্বসমীক্ষা—নরেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা পৌষুদী
১৪. কাব্যপ্রকাশ—R. R. Ambardekar  
(Ch. IV)
১৫. শব্দার্থতত্ত্ব—রবীন্দ্রকুমার দিকাক্ষশাস্ত্রী





## ভুক্তি-পত্র

পৃঃ	পঙ্ক্তি	অনুব	মুদ্র
১	২		‘মঙ্গলম্’ শব্দটি বাদ
৬	২৭	পরার্থগতা	পরার্থগতা
	২৯	—	গোপতা এর পরে ছুটি দাঁড়ি (    )
৭	১৮ ( স্লোক ২/৪ )	বশিতবিক্রম	বশিতবক্রিম
১১	৫ ( „ ৩/৩ )	সুচিরমু-	সুচিরমু-
১২	১২	আদি গ্রন্থা-	আদি-গ্রন্থা- ( একত্র পাঠ )
	২০	শব্দগ্রমাণ বেছো-	শব্দগ্রমাণ-বেছো- ( „ )
১৪	৮ ( কা. ৫ )	স্বায়ী ভাবো ( একত্র )	স্বায়ী ভাবো ( পৃথক্ পাঠ )
১৫	২০	কচিদদৃষ্ট-	কচিদৃ দৃষ্ট-
১৬	১৬ ( স্লোক ৪/৭ )	বাম্পাধু-	বাম্পাধু-
	১৯	-স্বর	-স্বর্য
১৮	২১	স্লোক ১৮	স্লোক ১২
২৩	২৮ ( পাঠটীকা )	-মণিধূর্তা-	মণিধূর্তা-
২৪	২৩ ( „ )	সম্পদসরতি	সম্পদসরতি
২৫	৫	কুব্জী-	কুব্জী-
	৮	বস্ত্রনাকুতে	বস্ত্রনা কুতে- ( পৃথক্ পাঠ )
২৭	১৮	ব্যজ্যতে	ব্যজ্যতে
৩১	১২	-গলন্ নীবি-	-গলন্ নীবি- ( একত্র পাঠ )
৩৮	৯	বিরোগিণীনানাম্	এর পরে    ১৪
৪০	২২	॥২॥	॥২॥”
৪৬	১০	নঃ ॥	নঃ ॥’
৫২	১০, ১১	ব্যজ্যার্থ-...অধ্যমশ্রেণীর	সুলাকরে
৫৬	১৭	এখানে	এখানে
৫৭	৫	গজা গর্ত	গজা-গর্ত
৫৮	১	করাব	করাব
	৩	মুকুল-	মুকুল-
	৮	শিঙিক	শিঙীকে
	২৩	গজায় ঘোষ-এ	গজাগর্তে ঘোষশব্দী-তে

পৃঃ	পঙ্ক্তি	অনুব	তত্ত্ব
৬২	পাদটীকা ৪১	(পাবনস্ব)	(পাবনস্ব),
৬৩	২০	প্রয়োজন বিশিষ্ট	প্রয়োজন-বিশিষ্ট (একত্র পাঠ)
৭০	কারিকা ২	-ব্যাক্যক্রম	-ব্যাক্যক্রম
৭২	পাদটীকা ৩ এবং ১০		অপ্রয়োজনীয় কিন্তু এ দুটি না থাকা সত্ত্বেও পাদটীকা ১১কে ১১ বুঝতে হবে।
৮১	২০	ব্যাক্য	ব্যাক্য
৮৫	৪	অপকৃতি	অপকৃতি
৯৪	২৬	-কয়ে তোলে /৮৬॥	-৮৫॥
৯৬	৩	-না আসে	-৮৬॥
৯৬	পাদটীকা ৬	চন্দ্রখাকি বিষয়বোধাঃ	চন্দ্রখাকি-বিষয়বোধাঃ
১০০	৬	যিনি	যিনি ]
	১৫	নীতিঅ-স্ব-	নীতি-অস্ব-
১২৬	৫	কাপি	কাপি
১৩৪	১৫	রমন	রমণ
১৩৬	১১	যদৃচ্ছা	যদৃচ্ছা
	১২	সভয়েণ	সভয়ম্
১৩৮	৩	-উল্লেখ করেছেন	ম্মট উল্লেখ করেছেন।
১৩৯	১৬	পদার্থাধার-	পদার্থাধার-
১৪২	৩	প্রেমিক	প্রেমিকা
	৬	নিজের	আমার
	৭	তুমি খুশীই	তুমিই খুশী
১৪৩	১৪	বজনা	ব্যঞ্জনায়
	১৫	'ও'ড়	'ও'ড়'
	২৮	হল সমষ্টিগত	হল বস্তুর সমষ্টিগত-
১৪৪	৩৫	তাকেই	তাতেই
১৪৬	৩	পূর্বকণে	পূর্বকণে
	৫	কুশল	কুশলঃ
১৫০	১	বিহু	কিছু
	২	লক্ষ্যার্থের	লক্ষ্যার্থের
	১৯	আরোণ্য-	আরোণ্য-

পৃঃ	পঙ্ক্তি	অনুব	ভাব
১০০	১	ব্যভিচারিনঃ	ব্যভিচারিণঃ
	১১	—	pp. অক্ষরত্রুটি নিম্প্রয়োজন
	১২	বলে	বলা হয় [ শৃঙ্গার ]
	১৭	ভরত-সুজের	সেখানে ভরত-সুজের
	১৮	অন্তরকম	অন্তভাবে।
	২০	ব্যাপ্য করা হয়েছে	অর্থ করেছে
	শেষ	বিভাবাট্টে: ... রসঃ স্মৃতঃ।	মোট অক্ষরে
১০৪	১৪	এদের	মতগুলির
	১৬	ভট্টনারকে	ভট্টনারকের
১০৬	২১	আর একটি	কয়েকটি
১০৭	৩	(রামের ভূমিকার অবতীর্ণ)	[ রামের... অবতীর্ণ ]
১০৯	৬	অভিমন্তমানে:	অনভিমন্তমানে:
	১৫	বাস্ত	বস্ত
২০১	১২	১০৭৫ সালের	বর্তমান কালের
	২১	অভিনেতা ও	অভিনেতাও
২০৩	৫	রসকে	রস
২০৪	১০	সাধরপীকৃত	সাধারণী-
২০৮	৩	রতি বাসনা-	রতি-বাসনা-
	৫	বিষয় বিমুখিতা	বিষয়-বিমুখিতা
২০৯	১২	শৃঙ্গা পরিমিত-	শৃঙ্গাপরিমিত-
	১০	শৃঙ্গাদিকম্	শৃঙ্গাদিকঃ
	২২	নির্বেদাদিতি:	এরপর পূর্ণচ্ছেদ এবং কাব্যের জগত- থেকে নতুন অচ্ছিন্ন
	২৮	অমূল্যলপটবঃ	-পটুণাম্
২১০	২১	দেশকালনিয়ন্ত্রিত	দেশকালানিয়ন্ত্রিত
২১২	০১	মুহূর্ত	মুহূর্ত
	১১	'রসে'র	'রসঃ' এর

পৃঃ	পঙ্ক্তি	অনুব	ভাষ
২১৩	২৮	-জাত্যদ্বির	-জাত্যাদ্বির
২১৪	২০	হয়,	হয়, তাহলে
২১৬	০৪	পৃ: ১২২	পৃ: ২২০
	০৭	লক্ষ্যক্রম-	লক্ষ্যক্রমব্যাক্য
	১৩	ভাবসবলতা	-শবলতা
	২০	অষ্টমপ্রকার অবধি	অষ্টমপ্রকারের
	২৩	আবার, ... আবার	দুটি আবার শব্দই নিপ্রয়োজন।
২১৭	পাদটীকার	—	'ক্র্য ম' অং শ টু কু
	৩২ পঃ		অপ্রয়োজনীয়।
২১৮	১১	পরের পাতার একটি	নীচের
	১৪	অবিবক্ষিত বাচ্য	অবিবক্ষিত-বাচ্য
	১৫	অর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্য	অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য
২১৯	১১	-বাক্য	-বাচ্য
	২৪	ভেদগুলি	ভেদগুলির সঙ্গে
২২০	৭	অন্ততমস্ত দ্বয়স্ত	অন্ততমস্ত দ্বয়স্ত
	৭	অহুল্লিত	অহুল্লিখিত
	৮	বিভাবে	বিভাবের।
	শেষের পূর্ববর্তী	অন্তগুলি থেকে	অন্ত ব্যভিচারী অপেক্ষা
২২২	শেষ	কপ্ ফিণা-	কপ্ ফণা-
২২৩	৫	সম্ভাব্যনঃ	সম্ভাব্যমানঃ
	৯	ধনীও। ধৃত-	ধনী ও ধৃত-
	২৪	তিস্বঃ	তিগঃ

